উৎপল দত্ত'র

নির্বাচিত নাট্য-সংগ্রহ

৪র্থ খণ্ড
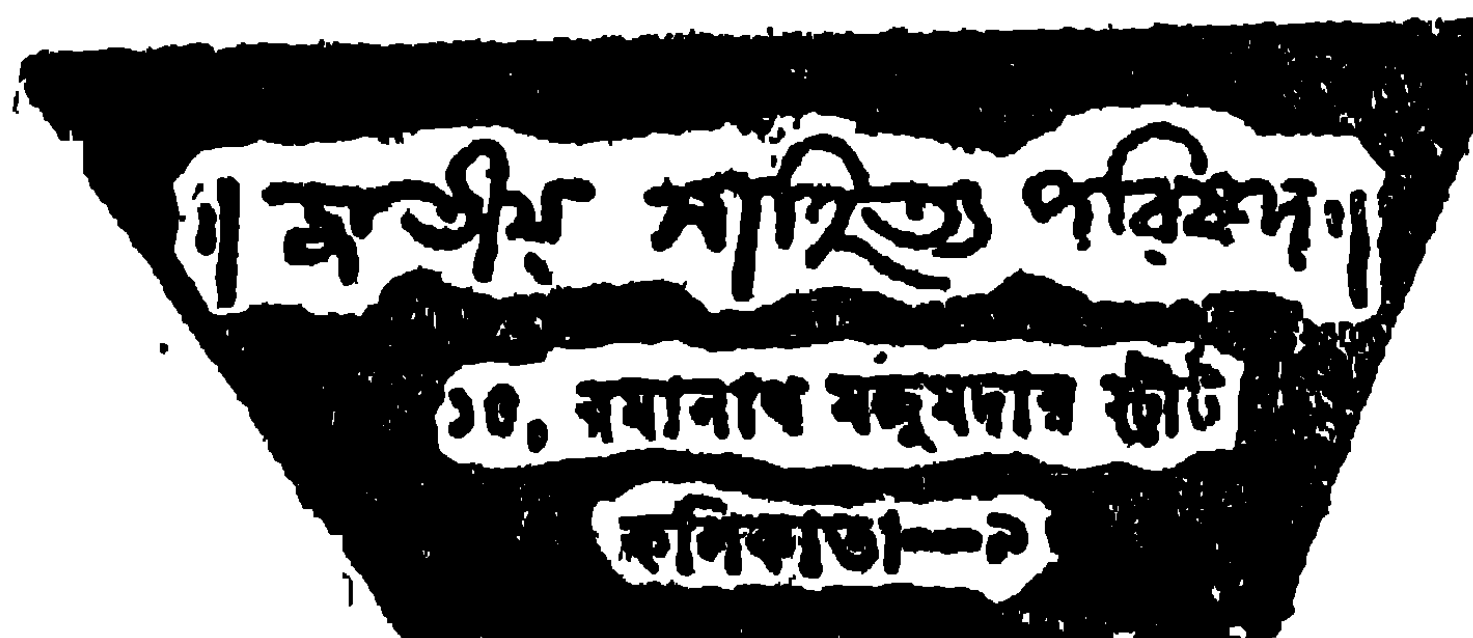
সূচীপত্র

—কুঠার—

চরিত্রলিপি

লেগ্রাণ্ড—
বায়ার্স—
টেলর—
স্ম্যথ—
ননহি বিবি—
পীর—
রামত্বলারি—
ভিকা—
রামদীনা—
রামধারি—
শিউ—
কুঁয়র—
হরকিশুন—
অমর—
নিশান—
ধর্মন বিবি—
দল—
শ্যাম—
হর—
অলভিরা ডাগলাস—
মান—
প্রহরী—

॥ তিতুমীর ॥

প্রথম অভিনয় ২৬. ১. ৭৮.

চরিত্র পরিচিতি

তিতুমীর ॥ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাজান গাজী ॥ কবিয়াল ॥ শ্যামল ভট্টাচার্য, শত্রুঘ্ন দাস ॥ কবিয়াল ।। অলক খাস্তগীর, গোলাম মাস্থম ॥ প্রণব পাল / অলোক ঘোষাল, মিসকিন শা ॥ ফকীর ॥ নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিউদ্দিন ॥ প্রাক্তন পাইক ॥ বিশ্বনাথ সামন্ত, মৈজুদ্দিন ॥ তাঁতি ॥ সনৎ গংগোপাধ্যায়, অশ্বিনী ॥ কৃষক ॥ কমল পাল, আমিনুল্লা ॥ কৃষক ॥ মণ্টু ব্রহ্ম, বাকের মণ্ডল ॥ কৃষক ॥ আশু সাহা, কৈলাস ॥ কৃষক ॥ মলয় বিশ্বাস, স্থরথ ॥ কৃষক ॥ ভানু মল্লিক, হাকিম মোল্লা ॥ কৃষক ॥ শান্তিগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস ॥ মুচি ॥ সমর নাগ, কৃষক ॥ কাজল ভট্টাচার্য, অপূর্ব ভট্টাচার্য ।

***

জঙ্গালী ॥ কামারণী ॥ শোভা সেন, চাঁপা ॥ অশ্বিনীর কন্যা ॥ স্নিগ্ধা মজুমদার, রূপী ॥ ঐ পত্নী ॥ কল্যাণী রায়, রাবেয়া ॥ মাস্থমের কন্যা ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত, ফতেমা ॥ ঐ পত্নী ॥ সীমা ভৌমিক, মৈমুনা, ।। তিতুর পত্নী ।। মহুয়া ভৌমিক, কৃষক রমণীগণ ।। শুভ্রা রায়, কেয়া ভৌমিক, লোপামুদ্রা মুখোপাধ্যায় ।

***

ক্রফোর্ড পাইরন ।। রেসিডেণ্ট এজেণ্ট ।। উৎপল দত্ত / প্রণব পাল, পিটার আলেকজাণ্ডার ।। বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট ।। কনক মৈত্র, রিচার্ড ব্র্যাণ্ডন ।। ক্যাপ্টেন, বেঙ্গল আর্মি ।। সমীর মজুমদার, কৃষ্ণদেব রায় ।। পুঁড়ার জমিদার ।। মৃণাল ঘোষ, মনোহর রায় ।। চুতনার জমিদার ।। অনিল মণ্ডল, দেবনাথ রায় ।। গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার ।। স্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরাম চক্রবর্তী ।। বসিরহাটের দারোগা ।। দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুচিরাম ভাণ্ডারী ।। কোম্পানীর পাইকার ।। অরূপ বকসী, হারু সর্দার ।। চৌকিদার ।। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরা সৈনিক ।। জ্ঞান সাহা, খানসামা ।। শক্তি বিশ্বাস ।

***

কর্মীবৃন্দ

নাট্যরচনা ও পরিচালনা ॥ উৎপল দত্ত

আলোকসম্পাত ॥ তাপস সেন

মঞ্চসজ্জা ও অধ্যক্ষ ॥ মনু দত্ত

সংগীত ॥ প্রশান্ত ভট্টাচার্য

নৃত্য ॥ মীরা বসাক

***

সহকারী মঞ্চসজ্জাকর ॥ সমর নাগ

সহকারী মঞ্চাধ্যক্ষ ॥ মণ্টু ব্রহ্ম

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অলক খাস্তগীর

এক

[পাটনায় টেলরের কুঠি। অক্টোবর ১৮৫৬। উত্তেজিত পদে ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড টেলর ও পাদ্রী বায়ার্স-এর প্রবেশ।]

লেগ্রাণ্ড। আমি বলছি, সিপাহী লক্ষ্মণ সিং হাতে-নাতে গ্রেপ্তার হয়েছে, তাকে দানাপুরের সমস্ত সিপাহীদের সামনে এই মুহূর্তে ফাঁসি দেয়া উচিত। দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বায়ার্স। আর আমি বলছি, আমি পাদ্রী, আমি তা করতে দিতে পারি না। আমি বলি ফাঁসি দেয়ার আগে সিপাহী লক্ষ্মণ সিংকে খৃষ্টান করে নেয়া উচিত।

লেগ্রাণ্ড। খৃষ্টান করে ফাঁসি দেবেন ?

বায়ার্স। নিশ্চয়ই, মরার পর সে যেন নরকস্থ না হয় সেটা তো আমায় দেখতে হবে।

লেগ্রাণ্ড। মরার পর সে স্বর্গে গেল, না নরকে, সে-সম্পর্কে তার নিজের কোনো আগ্রহ নাও থাকতে পারে।

বায়ার্স। তার আগ্রহ না থাকলেও আমাকে আমার কর্তব্য করতে হবে। যীশুর নাম না নিলে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। বাইবেলে লেখা আছে।

লেগ্রাণ্ড। সে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি বলছি পুরো বিহার এক আগ্নেয়গিরি হয়ে আছে। এই পাটনা শহরের অলিতে গলিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে যাচ্ছে গলিত লোহার মতন, দানাপুরের সিপাহিরা যে কোনো সুযোগে বন্দুক তাক করবে আমাদের দিকে। লক্ষণ সিং ধরা পড়েছে উগ্র বৃটিশ-বিরোধী বক্তৃতা করার সময়ে। ওকে ফাঁসি দিতে বিলম্ব করলে দানাপুর সেনাবাস ফেটে পড়বে বিদ্রোহে।

বায়ার্স। আর তাড়াহুড়ো করে ওকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত না করেই ঝুলিয়ে দিলে স্বর্গ ফেটে পড়বে আলোড়নে, খোদ ঈশ্বর নেমে এসে আমায় জিগ্যেস করবেন—পাদ্রী বায়ার্স, তুমি একটা ভারতবাসীকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তার আত্মাকে অধোগামী হতে দিলে কেন?

লেগ্রাণ্ড। ঈশ্বরের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। আপনার সংগে দেখা করতে আসবেন।

বায়ার্স। আপনি যুদ্ধের কারবারী, আপনি ধর্ম-সম্পর্কে কী জানেন? হ্যাঁ পরম পিতা ঈশ্বরের সংগে আমার নিয়মিত সাক্ষাত হয়।

টেলর। কেমন দেখতে সে?

বায়ার্স। কী?

টেলর। ঈশ্বর কেমন দেখতে?

বায়ার্স। জ্যোতির্ময়।

টেলর। রং ফর্সা, না কালো?

বায়ার্স। টকটক করছে গায়ের রং।

টেলর। তাই বলুন। ঈশ্বর অবশ্যই ইংরেজ। নিগ্রো ঈশ্বর কল্পনাতেই আসে না।

লেগ্রাণ্ড। তা সাহেব ঈশ্বর আপনার সংগে মোলাকাত করতে আসেন?

বায়ার্স। রোজ।

টেলর। আপনি তাঁকে চা-টা দেন খেতে?

বায়ার্স। ঈশ্বরের ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। শুধু মাঝে মাঝে একটু মদ গ্রহণ করেন আমার প্রতি কৃপা করে।

লেগ্রাণ্ড। আমার ধারণা, এ উন্মাদ, এই উন্মাদের হাতে ফাঁসির আসামী লক্ষণ সিংকে ছাড়বেন না। মিষ্টার টেলর।

বায়ার্স। (হঠাৎ)। আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন ইংলেণ্ডে ভূমিকম্প হয়, আকাশে ধূমকেতু দেখা যায়।

টেলর। তাতে কী প্রমাণ হলো ?

বায়ার্স। আমি ক্ষণজন্মা, আমি ঈশ্বরের বিশেষ দূত। গত পরশু দিন এই-খানটায় এসে উবু হয়ে বসেছিলেন ঈশ্বর। আমাকে বললেন, কেমন আছো ?

টেলর। আপনি কী বললেন ? আমার নামে চুকলি খাননি তো ?

বায়ার্স। না।

টেলর। আমি তখন থেকে এখানে বসে আপনাদের বাকবিতণ্ডা শুনছি। আর ভাবছি অনধিকার চর্চায় আপনারা দুজনেই বিশেষজ্ঞ। আমি পাটনার কমিশনার ব্রায়ান মাউণ্টজয় উইলিয়ম টেলর। আমি উপস্থিত থাকতে আপনারা কেন বিদ্রোহী সিপাহী লক্ষ্মণ সিং-এর পরিণতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

লেগ্রাণ্ড। এ বলছে ফাঁসিতে ঝোলবার আগে তাকে খৃষ্টান হতে হবে।

টেলর। আর যদি সে না হয় ?

বায়ার্স। মুখে জোর করে খানিকটা গরুর মাংস পুরে দিলেই হলো। তার জাত গেল। তখন যীশুর নাম না নিয়ে যাবে কোথায় ? হিন্দুর মুখে গোমাংস আর মুসলিমের মুখে শুয়োরের নাড়িঁভুড়ি গুঁজে দিতে হবে। সেটা ঈশ্বরের ব্রজগম্ভীর আদেশ।

লেগ্রাণ্ড। আগামী বছর ১৮৫৭ সালে হিন্দুস্থানে যদি আগুন জ্বলে তো এই পাদ্রীদের জন্যই জ্বলবে।

বায়ার্স। আমি বহুদিন থেকে বলে আসছি, আমাদের খাদ্যের উচ্ছিষ্ট খাওয়াতে হবে হিন্দু মুসলিম ভারতবাসীকে, তাহলে ঐ শয়তানদের খৃষ্টান হতেই হবে।

টেলর। আমার দুই শত্রু। ম্যালেরিয়া আর পাদ্রী। ম্যালেরিয়া আমার শরীরকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে আর এই পাদ্রী ধ্বসিয়ে দিচ্ছে আমার মন ও বুদ্ধিবৃত্তি, চোখে সর্ষে ফুল দেখি এর কথা শুনলে। কোনটায় বেশি কাঁপি জানি না, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে না পাদ্রীর। শুনুন রেভারেণ্ড বায়ার্স,

সিপাহি লক্ষ্মণ সিংকে কী করা হবে না হবে, সেসব আপনাকে ভাবতে হবে না। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড, আপনাকেও না।

লেগ্রাণ্ড। আমি এখানে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডাণ্ট, আমাকে ভাবতেই হবে!

টেলর। [গর্জন করে]। আর একটা কথা কইলে আমি কলকাতায় জানিয়ে দেব। আপনি পিয়ারী বাঈজীকে রক্ষিতা রেখেছেন। আপনার কোর্ট মার্শাল হবে।

লেগ্রাণ্ড। একি? এভাবে আমার প্রাইভেট ব্যাপার তুলে ব্ল্যাকমেল করছেন?

টেলর। হ্যাঁ! সাবধান! আমি বড় জঘন্য লোক। ব্ল্যাকমেলের এখুনি কী দেখলেন? মুক্তি বিবির হত্যাকাণ্ডে আপনার যে ভূমিকা ছিল তা ও আমি ফেঁদে বসতে পারি রিপোর্টে। তখন আপনার ফাঁসিও হতে পারে।

লেগ্রাণ্ড। [শিহরিত]। ইয়েস স্যার।

টেলর। মেয়েছেলে দেখলেই আপনি যেরকম আদিখ্যেতা করেন তারপরে আর আমার সংগে লাগতে আসবেন না।

বায়ার্স। কিন্তু আমি মানুষের আত্মার জগতের প্রহরী। সিপাহী লক্ষ্মণ সিং-এর আত্মা স্বর্গে গেল কিনা সেটা আমায় দেখতেই হবে।

টেলর। না, হবে না।

বায়ার্স। আপনি গীর্জার অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে আমি আপনার চাকরি খেয়ে নেব, কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াবেন ইংলণ্ডে ফেরার ভাড়া জোগাড় করার জন্য।

টেলর। আর আমিও কলকাতায় জানিয়ে দেব আপনি ১৮৫২ সালে আরা শহরে কিভাবে গীর্জা বানাবার টাকাটা আত্মসাৎ করেছিলেন। কলকাতার রাস্তায় আপনিও ভিক্ষে করবেন আমার পাশে।

বায়ার্স। মিথ্যা! মিথ্যা অভিযোগ! হা ঈশ্বর, এর মাথায় বজ্রাঘাত হয় না কেন?

টেলর। [ঘাবড়ে যান]। এই! শাপ দেবেন না! শাপশাপান্ত করবেন না বলে দিলাম!

বায়ার্স। পিতা, তুমি মেঘমণ্ডল থেকে আবির্ভূত হও, এই পাপীর দৃষ্টি হরণ করো এই মুহূর্তে। [ভূমিতে পতন]

টেলর। কাকে বলছে?

লেগ্রাণ্ড। ইশ্বরকে, ওর প্রাইভেট টেলিগ্রাফ আছে ঈশ্বরের সঙ্গে।

টেলর। যাঃ বাজে কথা।

বায়ার্স। [বিকট চিৎকার ক'রে]। ধোবিনীকে বিটিয়া! ধোবিনীকে বিটিয়া!

টেলর। ও কি? এতো ভোজপুরী বলছে।

লেগ্রাণ্ড। ভর হয়েছে। মাথার দোষ আছে। যৌনব্যাধি আছে।

বায়ার্স। ধোবিনীকি বিটিয়া!

টেলর। কোনো ধোপার মেয়ের সঙ্গে এর একটু ইয়ে হয়েছিল। তাই বলছে, ধোবিনীকে বিটিয়া। এ পাদ্রীর অনেক কুকীর্তি। এই যে রেভারেণ্ড, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আবার টাকা চুরির কথাটা বলবো না কাউকে। আপনি উঠে বসুন।

[বায়ার্স কিঞ্চিৎ সুস্থির হ'ল]

বায়ার্স। আমাকে ঘাঁটাবেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে ভস্ম করে ফেলতে পারি।

টেলর। বাবা, আপনি খৃষ্টান পাদ্রী, না হিন্দু ঋষি? আপনার না যীশুর মতন বিশ্বকে ক্ষমা করার কথা?

বায়ার্স। যীশু চাবুক নিয়ে মন্দির থেকে ব্যবসাদারদের তাড়িয়েছিলেন মনে নেই? চাবকে লাল ক'রে দেব।

টেলর। [আঁৎকে]। না, না, আপনি শান্ত হোন শান্ত।

[বাইরে ঢাকঢোল কাঁসর বেজে ওঠে ভীমরবে। লেগ্রাণ্ড লাফিয়ে ওঠেন।]

লেগ্রাণ্ড। কী? কী? কিসের শব্দ? শয়তানরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে?

বায়ার্স। ঈশ্বর দরজা ধাক্কাচ্ছেন, খুলে দিন। আমার সংগে দেখা করতে এসেছেন।

টেলর। চোপ! এই তো আমার অফিসার! সামান্য ঢোল বাজলে ভির্মী যায়। এদেশে বাস করেন, অথচ এক মেয়েছেলে ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে খবরই রাখেন না। আজ দশহরা উৎসব হচ্ছে।

লেগ্রাণ্ড। দশহরা কি বস্তু?

টেলর। এই ভয়াবহ অজ্ঞতা নিয়ে কি করে যে ভারত শাসন করছেন। এখনো অবধি টিঁকে আছেন, সেটাই এক রহস্য। আসুন এখানে। ঐ দেখুন ওটা কী?

লেগ্রাণ্ড। দশ-মাথাওয়ালা এক বিরাট পুতুল দাঁড় করিয়েছে।

টেলর। হ্যাঁ, ওটা রাবণ, একটু বাদে সবাই মিলে ওটায় আগুন ধরাবে। রাবণের বিরুদ্ধে রামের জয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় ঘোষণা করবে।

বায়ার্স। কুসংস্কার! নারকীয় বিভৎসা! বৃটিশ-রাজত্বে এসব সহ্য করা হয় কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে একটাও খৃষ্টান নেই। সব পৌত্তলিক। আপনি না কমিশনার?

টেলার। বটেই তো।

বায়ার্স। ঐসব অসভ্য কু-আচার সহ্য করেন?

টেলর। শুধু সহ্য করি না, অর্গানাইজড করি, টাকা দিয়ে সাহায্য করি। ঐ পুতুলটা আমিই বানিয়ে দিয়েছি।

বায়ার্স। আপনি শয়তানের অনুচর।

টেলর। এর জবাব আমি দিচ্ছি না, কেননা তাহলেই আপনি মুখে গেঁজলা তুলে ভুঁয়ে আছড়ে পড়বেন এবং আমার উর্ধতন চতুর্দশ পুরুষকে খিস্তি করতে শুরু করবেন।

বায়ার্স। কুকর্মচারী, অনাচারী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শয়তানের বাচ্চা, নিগারদের থেকে আপনি কিসে উন্নত।

লেগ্রাণ্ড। আস্তে, আস্তে! শুনতে পাবে, বিদ্রোহ হবে, মুণ্ডু কাটবে এসে!

বায়ার্স। আর আপনি একটা কাপুরুষ।

[পীর আলির বিনীত প্রবেশ]

পীর। হুজুর, সুখানন্দ সাহুকার দেখা করতে চায়।

টেলর। নিয়ে এস।

[পীরের প্রস্থান]

লেগ্রাণ্ড। আপনি যে এখনো বাড়িতে ভারতীয় কর্মচারী রাখেন এটা অতি বিপজ্জনক।

টেলর। ও আমার কোতেগুল্‌ত্‌ দারোগা পীর আলি। অতি বিশ্বাসযোগ্য লোক, অন্ততঃ আপনার চেয়ে ওকে কম বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখি না।

[পীর পথ দেখিয়ে আনে সুখানন্দ ও অবগুন্ঠিতা নন্‌হি বিবিকে। পীরের প্রস্থান, টেলরের ইঙ্গিতে]

সুখা। বন্দেগি জনাব!

টেলর। আসুন সুখানন্দজী, আপনি কি পাটনায় এলেন দশেরার উৎসব দেখতে?

সুখা। হুজুর, আমোদ করার সময় কি আছে?

টেলর। কেন চব্বিশ ঘণ্টা সুদ আদায় করে বেড়াবেন? স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবে যে, সঙ্গের মহিলা কে?

সুখা। হুজুরালি, এঁর নাম নন্‌হি বিবি, জগদীশপুরের। এঁর সম্পর্কেই কথা ছিল হুজুর। জগদীশপুরের কুঁয়র সিং আর তার ভাই অমর সিং-এর ওপর

আমায় নজর রাখতে বলেছিলেন। ওদের অন্তঃপুর পর্যন্ত নজর রাখার ব্যবস্থা করে ফেলেছি এই নন্‌হি বিবি মারফৎ। বলো নন্‌হি, সাহেবকে সব বলো।

[নন্‌হি লজ্জাবনতা। মৃদুস্বরে কী বলে]

বলছে, সাহেবের অনুগ্রহ ছাড়া ওর সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। [পুনরায় ননহির গোপনে কথন] বলছে, সে অনেক খবর দিতে পারে, কিন্তু সাহেব কি বিশ্বাস করবেন ওর কথা। [পুনরায় কথা] বলছে—

টেলর। ড্যেৎ, এভাবে ডবল টাইম নেবে। ওঁকেই বলতে বলুন, কে উনি, কী চান, কী খবর দেবেন।

সুখা। হুজুর, ভারতীয় নারী, রাজপুত—ফিরিঙ্গির সামনে কথা কইলে ওঁদের মর্যাদা থাকে না।

লেগ্রাণ্ড। ইনসাণ্ট! অপমান করছে আমাদের।

বায়ার্স। খোদ ঈশ্বর এসে ওকে ধর্ষণ করলে তবে বুঝবে মর্যাদা কোথায় থাকে।

টেলর। কোয়ায়েট! এঁর পরিচয়টা কী?

সুখা। হুজুর, এ হচ্ছে জগদীশপুরের রাজবাড়িতে আমাদের সিঁদকাঠি। বাবু কুঁওর সিং-এর একমাত্র পুত্র দলভঞ্জন সিং-এর রক্ষিতা এ।

লেগ্রাণ্ড। রক্ষিতা হলে রাজপুত নারীর মর্যাদা যায় না, যায় শুধু ফিরিঙ্গির সঙ্গে কথা কইলে!

টেলর। শাট আপ ক্যাপটেন। তা ইনি আমাদের সাহায্য করতে চাইছেন কেন?

সুখা। হুজুর, কুঁয়র সিং আপনাদের শত্রু, আমারো ঘোর শত্রু। আজ পর্যন্ত সে আমার কাছ থেকে আশি হাজার রুপেয়া ধার নিয়েছে, এক পয়সা সুদ দেয়নি। উপরন্তু পুরো জগদীশপুর এলাকায় মহাজনী নিষিদ্ধ করেছে, আমার লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের পথ বন্ধ করেছে, যেখানে সেখানে আমার আমলা-

কেরাণীদের ধরে উত্তম-মধ্যম দিচ্ছে, চৈনপুরে আমার কাছারি জ্বালিয়ে দিয়েছে—আমাকে—আমাকে পথের ভিখারি বানাবার চেষ্টা করছে—

[বিহ্বলভাবে] কি যেন বলছিলাম ?

টেলর। যা বলছিলেন তা আমি জানি, ফের শুনতে চাই না। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, এই রক্ষিতা মহিলাকে আপনি বাগালেন কি করে ? বক্তৃতা বন্ধ করে, সেটা বলুন।

সুখা। ও হ্যাঁ, যেদিন আপনি আমাকে ডেকে বললেন—সুখানন্দ কুঁয়র সিং-এর অন্দর মহলে পর্যন্ত চোখ ও কান প্রসারিত ক'রে দেখা যায়। এই ননহি বিবি আমার কাছে কিছু গয়না বন্ধক রাখতে আসে এবং আমি তৎক্ষণাৎ একে দলভুক্ত করতে সক্ষম হই। কুঁয়র সিং এরও শত্রু। কুঁয়র সিং-এর পুত্র দলভঞ্জন সিং-ও হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের দিকে আসতে পারে। দলভঞ্জন এবং এই ননহি বিবির জীবনে কুঁয়র সিং এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ৭৫ বছর বয়স হোলো অথচ সে মরার নাম তো করছেই না, উপরন্তু যেভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে করে আদৌ কখন মরবে বলে মনে হচ্ছে না। তার পুত্র দলভঞ্জন সিং হতাশ হয়ে পড়েছে। কবে যে সে রাজা হবে তার কোনো হদিশই মিলছে না। দলভঞ্জন এবং ননহি বিবি ঋণের দায়ে জর্জরিত, আমারই পাওনা ত্রিশ হাজার টাকা, এরা সুদ গুণছে প্রতি মাসে আর রামজীর কাছে প্রার্থনা করছে, কুঁয়র সিংকে যমালয়ে প্রেরণ করতে। এখন এদের কাছে হুজুরই সেই যম। আপনিই পারেন কুঁয়র সিংকে অপসারণ করতঃ আমাদের ব্যবসাপত্র রক্ষা করতে, দলভঞ্জন সিং কে জগদীশপুরের গদিতে বসাতে, ননহি বিবিকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে পুরো আরা জেলার ব্যবসাদার, দোকানদারদের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে কুঁয়র সিং-এর অত্যাচার থেকে মানুষকে রক্ষা করতে—কী যেন বলছিলাম ?

টেলর। থাক, ও নিয়ে আর ভাববেন না। মনে পড়ে গেলেই সর্বনাশ আবার বক্তৃতা শুরু করবেন। তা ননহি বিবি কি খবর দিতে চান আমায় ?

সুখা। ননহি বলতে চায়—।

টেলর। সেটা ননহি বলুন নিজের মুখে।

সুখা। হুজুর রাজপুত রমনী কখনো—

টেলর। ওসব চলবে না। নিজের মুখে বলুন, ঘোমটা খুলুন—রাজপুত টাজপুত বুঝি না।

ননহি। (ঘোমটা খুলে) হুজুর, বাবু কুঁয়র সিং সম্পর্কে আমার শ্বশুর হন। বুঝতেই পারছেন, কারণ সম্পর্কে আমি ওঁর পুত্রের স্ত্রী হই।

টেলর। সব সম্পর্কগুলোই কেমন আধো আধো, অস্থায়ী।

বায়ার্স। পাপাচার, নেটিভ পাপকুণ্ড।

ননহি। হুজুর, বাবুজীর বয়স হয়ে গেল পঁচাত্তর আর কতকাল অপেক্ষা করবো ? বাবুজীর ছেলে, সম্পর্কে যিনি—

টেলর। হ্যাঁ হ্যাঁ সম্পর্কে যিনি আপনার স্বামী হন।

ননহি। তার বয়সও চল্লিশ পেরিয়ে গেল। এরপর রাজ্যসুখ ভোগ করার সময় কোথায় থাকবে ? তাই বলতে এসেছি হুজুর, বাবু কুঁয়র সিং-কে গদীচ্যুত করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। তাঁকে সরিয়ে তাঁর পুত্রকে জগদীশ-পুরের গদীতে বসালে ফিরিংগি সরকার এক প্রকৃত বন্ধু লাভ করবেন।

টেলর। বাবু কুঁয়র সিংকেও আমরা প্রকৃত বন্ধু বলেই জানি। কী অপরাধে তাকে গদীচ্যুত করা হবে ?

ননহি। [হেসে]। সাহেবের সারল্য অতিশয়। বাবু কুঁয়র সিং-এর শঠতায় তিনি সম্পূর্ণ প্রতারিত হচ্ছেন।

টেলর। অর্থাৎ ?

ননহি। হুজুর, জগদীশপুরের পূর্বে রয়েছে চৈনপুরের জঙ্গল। সেখানে কী বিরাট কাণ্ড চলছে সাহেব তার কোনো খবরই রাখেন না।

টেলর। কী হচ্ছে সেখানে?

ননহি। ঠিক কী হচ্ছে তা কি আমিও জানি নাকি? আমি নারী, আমাকে বলবে নাকি? তবে এটা শুনেছি সে জঙ্গলের ধারে-কাছে কাউকে যেতে দেয়া হয় না—

সুখা। আমার চৈনপুরের কাছারি, সেইজন্যই ধ্বংস করেছে।

ননহি। আর স্বচক্ষে দেখেছি রোজ ভোরবেলায় বাবুজী নিজে বাবুর ভাই অমর সিং জী আর হরকিশুন সিং এবং নিশান সিং ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান চৈনপুরের অরণ্যে, ফিরে আসেন গভীর রাত্রে—রোজ, মাসে তিরিশ দিন। কিছু একটা ঘটছে।

টেলর। এসব আন্দাজমাত্র। তার ওপর নির্ভর ক'রে বৃটিশ সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না।

ননহি। তাহলে আন্দাজ ছেড়ে একটা তথ্য দিই। পাটনার মোক্তার মালিক কদম আলির নাম শুনেছেন?

টেলর। হ্যাঁ।

ননহি। কদম আলি এ শহরে কুঁয়র সিং-এর প্রতিনিধি। তিনি নিয়মিত চৈনপুরের জঙ্গলে যান, গোপনে বাবুজীর সঙ্গে কথা বলেন। মাত্র পরশুদিন তাঁর হাতে বাবুজী একতাড়া কাগজ দিয়েছেন—কী কাগজ আমি জানি না। কদম আলির বাড়ি থানা তল্লাসী করলে সেগুলো হয়তো এখনো পেতে পারেন। তখন হয়তো হাতেনাতে জাজ্জ্বল্য প্রমাণ পেয়ে যাবেন, যে কুঁয়র সিং বৃটিশদের একনিষ্ঠ শত্রু। তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন। বিহারে সব ফিরিংগিকে হত্যা করার মতলব আঁটছেন।

টেলর। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড, কুইক! মোক্তার মালিক কদম আলির বাড়ি। লালকুঁয়োর ধারে। এখান থেকে পঁচিশ গজও নয়। সার্চ দা হাউস।

[লেগ্রাণ্ডের দ্রুত প্রস্থান]

আপনারা দুজন ওঘরে গিয়ে বসে থাকুন। আপনি লম্বা ক'রে ঘোমটা দিন, কাউকে মুখ দেখাবেন না।

সুখা। আমি বলছি বিঠুরের কুত্তা নানাসাহেবের সংগে কুঁয়র সিং-এর চিঠি চালাচালি হয় নিয়মিত।

টেলর। গেট আউট।

[সুখানন্দ ও ননহির প্রস্থান। বাইরে আবার সংগীত]

টেলর। রাবণের পুতুলে আগুন দিয়েছে। দেখুন রেভারেণ্ড—দাউ দাউ করে দশটা মুণ্ডই জ্বলছে।

বায়াস´। ওসব আমি দেখি না। পৌত্তলিকদের বর্বর ধর্মোৎসব দেখলেও পাপ হয়। যীশু বলেছিলেন, তোমার চোখ যদি লজ্জার কারণ হয় তাহলে উপড়ে ফেল নিজের চোখ।

টেলর। আপনারা পাদ্রীরা বেরসিক, সৌন্দর্য উপভোগ করতে জানেন না।

[পীর আলি এবং দুলারির প্রবেশ]

পীর। হুজুর, এই বৃদ্ধার কি এক আর্জি আছে।

টেলর। ওঃ দশহরার উৎসব উপলক্ষে সবার সব প্রার্থনা শুনবো এই ঘোষণাটা করেই বিপদে পড়েছি। কি চাই? আপনি কে?

দুলারি। হুজুর সরকার, আমি রামদুলারি, কোম্পানির মৃত সিপাহি জওয়ালা সিং-এর বিধবা।

টেলর। জওয়ালা সিং? তার মানে আপনি বিদ্রোহী বেইমান লক্ষণ সিং-এর মা?

দুলারি। জী সরকার।

টেলর। তা কী চাই?

দুলারি। সরকার, আজ দশহরা, আমি ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছি। এই পবিত্র দিনে আপনি ওর প্রাণদণ্ডটা মকুব করে দিন, রামজী আপনাকে আপনার পুত্র কন্যাকে আশীর্বাদ করবেন।

টেলর। আমার ছেলেপুলে নেই। বউই নেই। তা ছেলেপুলে…

দুলারি। হুজুর এই দিনে কাউকে ফাঁসি দিতে নেই। এই দিন দয়া-দাক্ষিণ্য করলে রামজী কৃপা করবেন—

বায়ার্স। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা খৃষ্টান জাতি, ওসব রামজী-টামজীর ধাপ্পায় বিশ্বাস করি না।

দুলারি। যাঁকে বিশ্বাস করেন তিনিই রামজী, যে নামেই তাঁকে ডাকুন না কেন।

বায়ার্স। রিডিকুলাস! তোমার ছেলে বেইমান, সে বিদ্রোহী! তাকে আগে খৃষ্টান করা হবে, তারপর ফাঁসি দেয়া হবে।

দুলারি। সরকার তাকে সারা জীবন শিকল পড়িয়ে জেলখানায় আটকে রাখুন, শাস্তি দিন। গলায় দড়ি দিয়ে মারলে কী লাভ হবে আপনাদের?

বায়ার্স। ওকে খৃষ্টান করার সুযোগ মিলবে।

দুলারি। আপনাদের ধর্ম কি প্রতিহিংসা শেখায় হুজুর? ওকে ফাঁসি দিলে প্রতিহিংসা মেটানো ছাড়া আর তো কিছুই হবে না।

বায়ার্স। প্রতিহিংসা মেটানোটা খুব ভাল জিনিষ রাত্রে ঘুমটা গভীর হয়।

দুলারি। ছি, ওকথা বলে না। কোন ধর্মেই প্রতিহিংসার কথা নেই, থাকতে পারে না। মায়ের প্রার্থনাটা শুনুন হুজুর, ছেলের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

টেলর। তুমি জানো ছেলের ফাঁসি কখন হবে।

দুলারি। হ্যাঁ সরকার, কাল ভোরে। তাই আজ তোমার পায়ে ধরতে এসেছি।

[টেলর সরে যান]

বায়ার্স। আজ রাত্রেই ছেলেকে খৃষ্টান করা হবে।

দুলারি। তা সে হবে না, হুজুর ছেলেকে আমি চিনি।

বায়ার্স। স্বেচ্ছায় না হলে জোর করে করা হবে, মুখে গরুর মাংস পুরে দেয়া হবে।

দুলারি। তোমাদের ধর্মে যদি বলে জোর করে কাউকে খেস্টান করলে সে খেস্টান হয়ে যায়, তাহলে তাই কোরো, কিন্তু তাকে প্রাণে মেরো না সাহেব। তোমাদের যীশুর নামে হাতজোড় করছি। আমার স্বামী তোমাদের ফৌজে সেপাই ছিলেন। যুদ্ধ করেছেন কত, তাঁর স্মরণে ছেলেকে ক্ষমা করো।

বায়ার্স। মিস্টার টেলর, এই নারীকে দূর করে দিন তো! ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন?

টেলর। রাবণের জ্বলন্ত মূর্তি দেখছি।

বায়ার্স। এই বাচাল মেয়ে মানুষটাকে তাড়িয়ে দিন! তারপর চলুন জেল-এ। লক্ষ্মণ সিংকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে হবে।

টেলর। আমি অনেকক্ষণ থেকে বলছি। লক্ষণ সিং-এর ভাগ্য বিধাতা একমাত্র আমি। কেন যে কানে তোলেন না। এদিক এস বুড়ি। ওটা কি দেখছ?

দুলারি। দশহরার কুশপুত্তলিকা।

টেলর। ওটা আমি গড়ে দিয়েছি।

দুলারি। আপনার দয়ার শরীর।

টেলর। তুমি ওটায় আগুন দিতে যাও নি?

দুলারি। দিয়েছি হুজুর, ছেলের কল্যাণকামনায় পাটে আগুন ধরিয়ে পুত্তলিকায় আগুন দিয়ে তবে এখানে এসেছি।

টেলর। [হাসেন]। ছেলের কল্যাণকামনায় পুত্তলিকায় আগুন দিলে। চমৎকার! চমৎকার!

দুলারি। সাহেব ছেলের প্রাণ বাঁচাবে না? মায়ের দুঃখ বুঝবে না?

টেলর। আচ্ছা লক্ষ্য করেছ কি? এ বছর রাবণের মুখখানা অতি বাস্তব হয়েছে।

দুলারি। তা হয়েছে সরকার, নিখুঁৎ মানুষের মুখের মতন হয়েছে।

টেলর। [অট্টহাস্য করে]। মানুষের মুখের মতন হয়েছে। না, না, রামদুলারি। মানুষের মুখের মতন নয়। ওটা মানুষের মুখই। আলকাতরা মাখানো মানুষের মুখ। অত কাছে গেলে, স্বহস্তে আগুন দিলে, অথচ চিনতে পারলে না ?

দুলারি। কী ? কী বলছেন হুজুর, আমি তো বুঝতে পারছি না।

টেলর। পোড়া মাংসের একটা গন্ধ পাচ্ছ না ?

দুলারি। না হুজুর।

টেলর। পাচ্ছ না ? পাচ্ছ না ? আশ্চর্য চোখও নেই নাকও নেই।

দুলারি। হুজুর কী বলছেন আমি—

টেলর। বলছি ছেলের কল্যাণ কামনায় যার গায় আগুন দিয়ে এলে সেই তোমার ছেলে লক্ষ্মণ সিং। ঐ রাবণের কুশপুত্তলিকার মধ্যে রয়েছে তোমার ছেলে—রয়েছে মানে ছিল—এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

[দুলারি বুঝতে পেরে চিৎকার করে ওঠে]

দুলারি। লক্ষ্মণ! আমি নিজের হাতে আগুন দিয়ে এসেছি।

[টেলর উন্মাদের মত হাসেন]

টেলর। রাবণ নয় ওটা বিদ্রোহী লক্ষ্মণ সিং। ভাং খাইয়ে অজ্ঞান করে মুখে কালো রং মাখিয়ে সর্বাংগ খড় দিয়ে মুড়ে ওখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আর সবাই মিলে তাকে পুড়িয়ে মেরেছে। দেখছেন রেভারেণ্ড। ফাঁসি দেওয়া হবে কি হবে না, খৃষ্টান করা দরকার কি না, এসব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেছে। উঃ কী বোকা এরা! ছেলেকে পুড়িয়ে মেরে তারপর ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছে।

[হাসতে হাসতে টেলর পেট চেপে ধরেন]

দুলারি। হুজুর তোমার ছেলে নেই। কিন্তু থাকলেও আমি এ অভিশাপ দিতে

পারতাম না যে তার যেন মৃত্যু হয়। বরং আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি ছেলে হারাবার যন্ত্রণা যেন তোমাকে কখনো পেতে না হয়। [প্রস্থান]

বায়ার্স। উঃ আপনি যে এতবড় বদমাইশ সেটা ইতিপূর্বে টের পাইনি।

টেলর। বদ্‌মাইশ ছাড়া কেউ স্বদেশ থেকে ছ হাজার মাইল দূরে এসে সাম্রাজ্য শাসন করতে পারে না। বদমাইশির এখনই কী দেখলেন রেভারেণ্ড ? আমি সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ে একটা নিগার মেয়েছেলেকে একটা বস্তায় একটা বেড়ালের সংগে একত্রে পুরে দামোদর নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম। পরে আবার বস্তা খুলে দেখি দম বন্ধ হয়ে বেড়াল হিংস্র হয়ে আঁচড়ে কামড়ে মেয়েটার চোক, নাক, মুখ উপড়ে নিয়েছে। তারপর দুজনেই মরেছে। [অট্টহাস্য] কাজে কাজেই না সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা গেল।

[লেগ্রাণ্ডের উর্ধশ্বাসে পুনঃ প্রবেশ, হাতে সিক্ত একটা পুঁটুলি]

লেগ্রাণ্ড। মোক্তার মালিক কদম আলিকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছি। এই দেখুন—আমাদের আসতে দেখে সে এটা বাড়ির কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

[পুঁটুলি খুলে সকলে ভেজা কাগজ বিছিয়ে পড়ার প্রয়াস পান]

টেলর। সুখানন্দ !

[সুখানন্দ ও ননহির প্রবেশ]

কী এগুলো ? ক্যাপ্টেন কিছু বুঝতে পারছেন ? পড়তে পারছেন ?

লেগ্রাণ্ড। এটা তো একটা ম্যাপ মনে হচ্ছে—দক্ষিণ বিহারের।

বায়ার্স। এটা একটা তালিকা—"সোরা", "গন্ধক"—দুটো কথা পড়া যাচ্ছে।

টেলর। দুটোই লাগে বারুদ তৈরি করতে।

ননহি। এ হাতের লেখা বাবু কুঁয়র সিং-এর।

টেলর। পাটনা থেকে বারুদ তৈরীর জিনিষপত্র কিনে পাঠাবার কথা ছিল বোধহয় কদম আলির।

লেগ্রাণ্ড। এটা একটা চিঠি নিশ্চয়ই। মাঝে মাঝে এক-একটা কথা পড়া যাচ্ছে। তবে ফার্সিতে লেখা, আমি বুঝবো না।

টেলর। আমাকে দিন। ননহি বিবি, আপনার সাহায্য আমরা গ্রহণ করলাম, আপনারা দুজনে জগদীশপুর রওনা হয়ে যান এক্ষুনি। সতর্ক চোখ মেলে রাখবেন। কোনো খবর জানতে পেলেই নিজেরা পাটনায় এসে আমাকে জানাবেন। কোনো চর বা পত্রবাহককে বিশ্বাস করবেন না।

ননহি। তাহলে বুড়ো বাবুজীকে গদী থেকে আপনারা নামিয়ে দেবেন?

টেলর। মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ আসন্ন। আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের পরও তিনি জগদীশপুরের রাজাই থেকে যাবেন, তা কি হয় নাকি কখনো?

বায়ার্স। কখনো হয় না। কুঁয়র সিং দেখছি রাজগিরি ছেড়ে দশহরার রাবণের ভূমিকা নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

দুই

[চৈনপুরের অরণ্য। কাঠুরেরা কামান টেনে আনছে; তাদের মধ্যে রামদীন, ভিকা, ওঝা, রামধারি, শিউ মিসির প্রভৃতি। রামদীনের গায়ে শতছিন্ন লাল ফৌজী কোট।]

ভিকার গান

ক্যায়সে বিতেংগে হয়ে বদরিয়া ভারি
বাবুজী কহত ফিরিংগিয়া মারি

সরোয়া উচা করব আজাদ বিহারি।
ক্যায়সে ছোড়ব দুলহন হমারি।
বাবুজী কহত লিহ তরবারি
ফিরিংগি সঙ্গ লড়াই রাখো জারি।

[কুঠার নিয়ে কাঠুরেদের নৃত্য]

ভিকা। অবে রামদীন, তুই ঐ লাল কোটটা ছাড়িস না কেন? শালা তুই যে এককালে ফিরিংগির চাকর ছিলি, সেই দাসত্বের স্মৃতিটা তোর এত প্রিয়?

রামদীন। দাসত্বের স্মৃতি কাকে বলে জানি না, বৃটিশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছি বলেই এই কামান ঢালাই করতে পারছি।

রামধারি। এবং সেইজন্যই এই লোকটা আয়েস করে মাটিতে বসতে পারে না, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শিউ। ওস্তাজী, আসুন, খান। বৃটিশ ফৌজে মানুষ তৈরী হয় না, হয় কাঠের পুতুল।

ভিকা। এই কামান নিয়ে যেতে হবে উত্তরের পাহাড়ে, এখন খেতে বসলে কেন?

শিউ। খেয়ে আবার ঠেলবো।

রামদীন। আমি ব্যারাকপুরের বন্দুক-কারখানায় কাজ করতাম। আমি ছিলাম মেজর হাণ্টের প্রিয় কারিগর।

ভিকা। ফিরিংগির প্রিয় কারিগর ছিলে তো এখানে এসে ভিড়েছো কেন?

রামদীন। কথায় কথায় চাবুক মারে আর বলে "নিগার"। একদিন এক থাপ্পড়ে শয়তানকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলাম। কিন্তু কামান গড়তে শিখিয়েছে মেজর হাণ্ট, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে মেজর হাণ্ট জানতো না, আমার গড়া কামানে একদিন ফিরিংগি বধ হবে। কেমন হয়েছে ইটি? বলো না!

ভিকা। চমৎকার। শুধু গোলা পেছন দিকে না ছুঁড়লেই হয়। [হাস্যধ্বনি]

রামদীন। এর নাম কী দিয়েছি জানো?

ভিকা। কী? আসমানি বাই? [হাস্য]

রামদীন। না। জাহান—কোষা। মুর্শিদাবাদে রয়েছে এক পুরোনো কামান। পলাশির যুদ্ধে সে কামান নিষ্ফল আগুন হেনেছিল বৃটিশের দিকে। আমাদের নবাবকে সে বাঁচাতে পারে নি। তার নাম ছিল জাহান-কোষা। সে আজ বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গা নেবে এ। এ নবীন জাহান-কোষা। একবার ক'রে এ গোলা হানবে আর পলাশির জাহান-কোষা আবার কথা কইবে।

শিউ। এ শালা পাগল। এ কামানগুলোর সঙ্গে কথা বলে তোমরা জানো?

রামদীন। নইলে কি তোর সংগে কথা কইব? তুই তো ময়দান-এ-জং ছেড়ে পালাবি পৈতে ঠিক করতে করতে। কামান কখনো পালায় না। গোলন্দাজ পালিয়ে গেলে সে দুঃখ পায়, মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে শত্রুর হাতে পড়ার লজ্জায়। বাবুজী বলেছেন, ১৭৫৭ সালে আমরা হেরে গেছি পলাশিতে। তার একশ বছর পরে আসছে ১৮৫৭, এবার ফিরিংগির হারার পালা। এবার বাবুজী পলাশির প্রতিশোধ নেবেন।

শিউ। পলাশিটা কী? বারবার ওটা কী বলছে?

ভিকা। [গর্জন করে] অবে বেহুদা বেশরম বত্তমীজ! পলাশি জানো না বাবুজীর ফৌজে লড়তে এয়েছ? বাবুজী জগদীশপুরে আর শাহাবাদে বিদ্যালয় তৈরী করে দিয়েছেন। সেখানে তোর ছেলেপুলেকে না পাঠিয়ে নিজে গিয়ে ভর্তি হ', শেখ, পড়তে শেখ! এক আনা তো মোটে বিদ্যালয়ের মাইনে। নিরক্ষর দেহাতি ভূত! ভূমিহার!

শিউ। এই, এই ওঝা! আরে ব্যাপারটা শোন্! আমি এ জেলার লোকই না। আমি দারভাংগা জিলার লোক, জমিদার রিপুদমন সিং-এর প্রজা। তো সে শালা বৃটিশের ধামাধরা মুখ্যু নির্বোধ, সে কি চাষীকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, না মহাজনদের ঠেঙিয়ে বিদায় করেছে? বাবু কুঁয়র সিং তো একটাই হয়।

[কুঁয়র, অমর, ও হরকিশুনের প্রবেশ। তাঁরা মোট বইছেন সাধারণ কাঠুরেদের মতন।]

ভিকা। খবরদার! বাবুজী!

[সকলে তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠে। কুঁয়র গামছা দিয়ে মুখ মোছেন।]

কুঁয়র। তোমরা কামানটাকে পাহাড়ে না পৌঁছে দিয়ে খেতে বসেছ?

ভিকা। সে আমরা পৌঁছে দেব'খন ববুয়া, কিন্তু তুমি এই বয়সে লোহালক্কড় মাথায় করেছ কেন? তোমার কি লোকের অভাব? বোসো এখানে, রুটি দে ওকে।

অমর। বললে শোনে না।

কুঁয়র। আমার গায়ের জোর কারুর চেয়ে কম? এই ভিকা, লড়বি নাকি পাঞ্জা?

ভিকা। আমার আঙুলগুলো গুঁড়ো হয়ে যাবে ববুয়া, ওর মধ্যে আমি আর নেই।

কুঁয়র। এই রুটি কোন উজবুক বানিয়েছে? শিউ মিসির নিশ্চয়ই?

শিউ। হ্যাঁ বাবুজী।

কুঁয়র। কী দিয়ে বানালেন মিসিরজী? আটার বদলে চৈনপুরের ধুলো দিয়েছেন নাকি?

শিউ। তা তুমি খাবে জানলে ভাল ক'রে বানাতাম।

কুঁয়র। হুঁ, [আমার], এ রামধারি, তোর বন্দুকের নিশান এত খারাপ হচ্ছে কেন? সলার জং বলছিলেন।

হরকিশুন। ক্রমশঃ বেশি খারাপ হচ্ছে। চাঁদমারিতে অন্যেরা যেতেই চাইছে না। পাছে রামধারি ওদেরই গুলি ক'রে বসে। কোনদিকে যে গুলি ছুঁড়বে কেউ বুঝতে পারছে না।

কুঁয়র। কা ভৈল রামধারিয়া? তুহু বন্দুকুয়া কাহেকে না ঠিক চলাব বড়ে?

রামধারি। ভয় পাই বাবুজী, ঐ আওয়াজ আর ঐ আগুন আর ধোঁয়া—চোখ বন্ধ হয়ে যায়। কখনো তো করিনি এসব।

কুঁয়র। তা আমিই কি আগে কখনো এসব করেছি নাকি? শিখতে হবে। রোজ সারারাত তোকে চাঁদমারি করতে হবে, যতক্ষণ না নিশানা ঠিক হয়।

রামধারি। সর্বনাশ।

কুঁয়র। ও হ্যাঁ, ভিকা ওঝা, কাল বিকেলে সবাই পাহাড়ে জড়ো হবে। আমাদের দশ হাজার সিপাহির প্রত্যেকে। আমরা দু-ভাগে ভাগ হবো, পাঁচ পাঁচ হাজারের একেক পল্টন—একটার নাম হবে হরজং পল্টন, তার সেনাপতি সলার জং হরকিশুন সিং, অন্যটার নাম ফতেজং পল্টন, সেনাপতি আমার ভাই অমর সিং।

ভিকা। আমি কোন পল্টনে?

কুঁয়র। সেসব কাল বিকেলে ঠিক হবে। বাঃ কামানটা বেশ হয়েছে। সাবাশ বামদীন, অংরেজের কাছ থেকে গুরুমারা বিদ্যেটা শিখে নিয়েছো ভাল ক'রে।

রামদীন। এর নাম জাহানকোষা, বাবুজী।

কুঁয়র। [চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন।] জাহানকোষা! নবাব সিরাজদ্দৌলার কামান ছিল। দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছিল তাঁকে ফিরিংগি বানিয়ার লোক। কেন? কী ক্ষতি করেছি ওদের? আমরা তো যুদ্ধ-টুদ্ধ শিখিই নি কখনো। একটা অসহায় নিরস্ত্র জাতির বুকে নাজারীনরা কেন বুট তুলে দিয়ে রেখেছে?

অমর। বড়ে ভাইয়া!

[কুঁয়র তাকান, সে-দৃষ্টিতে বিহ্বলতা স্পষ্ট]

কুঁয়র। ভাইয়া, আমার বয়সটা বড় বেশি হয়ে গেছে। যুদ্ধটা শেষ করার জন্য বেঁচে থাকতে পারলে হয়।

ভিকা। তুমি! আমাদের নাতিদের সংগে এইখানে বসে তুমি রুটি খাবে। আমি জানি। মরা-টরা তোমার ধাতে নেই। [সকলের হাসি।]

হরকিশুন। মরা তোমার অভ্যেস নেই।

[নিশান সিং ও পীর আলির প্রবেশ]

নিশান। বাবুজী পীর আলি সাহেব এসেছেন জরুরী খবর নিয়ে।

কুঁয়র। কী ব্যাপার? পাটনা থেকে একেবারে চৈনপুরের জঙ্গলে?

পীর। বাবুজী, মালিক কদম আলি ধরা পড়ে গেছেন। কুয়োর মধ্যে থেকে আপনার চিঠিপত্র উদ্ধার করেছে গোরারা। টেলর আর লেগ্রাণ্ড ফিরিংগি পাঁচ শ' সৈন্য নিয়ে আসছে তদন্ত করতে। ওরা শাহাবাদ পৌঁছেছে আজ ভোরে। বিকেলবেলাতেই জগদীশপুর পৌঁছুবে।

কুঁয়র। কদম আলিকে কি করেছে ওরা?

পীর। বাবুজী, শুনেছি জঘন্য অত্যাচার করছে, বুকের ওপর কামানের চাকা তুলে দিচ্ছে আর জানতে চাইছে, চৈনপুরের জঙ্গলে কুঁয়র সিং কি করছে বলো। কদম আলি একটি কথাও কইছেন না, শুধু যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রে উঠছেন।

অমর। চৈনপুরে যে কিছু হচ্ছে সে-খবর গোরাদের কে দিল?

পীর। ছোটে বাবু, পরশু সকালে সুখানন্দ সাহুকার এসেছিল টেলর ফিরিংগির বাড়িতে।

অমর। সুখানন্দ কি করে জানবে কদম আলির কথা?

পীর। সবটা শুনুন ছোটেবাবু। সুখানন্দের সংগে ছিল এক মহিলা, মুখে বিরাট ঘোমটা। আমাকে টেলর ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে সেই মহিলার সংগে অনেকক্ষণ কথা বলে। আমার ধারণা সেই মহিলাই বৃটিশের জাসুস, গুপ্তচর।

হরকিশুন। সে কে হতে পারে?

অমর। আমাদের বাড়ির কেউ। আমাদের স্বর্গগত পিতা বাবু সাহেবজাদা সিং-এর ব্যাভিচারের ফলে অন্দর মহল ভর্তি মহিলা, কাকে ধরবো?

কুঁয়র। টেলরের সংগে মোটে পাঁচ শ' সৈন্য? কি ক'রে জানলে?

পীর। যখন হুকুমটা দিল আমি তখন ঘরেই দাঁড়িয়ে।

অমর। কী ভাবছেন বড়ে ভাইয়া, আক্রমণ ক'রে শেষ করে দেব সবকটাকে?

কুঁয়র। দিওয়ানা বন গায়ে হো কেয়া? বিঠুর থেকে নানা ধুন্ধুপন্থ হুকুম না দেয়া পর্যন্ত কোনো আক্রমণ নয়, সব সংঘর্ষ এড়াতে হবে, ফিরিংগির বন্ধু সেজে থাকতে হবে। চলো জগদীশপুর, টেলর আসছেন। মেহমান নওয়াজি করতে হবে।

তিন

[জগদীশপুরে কুঁয়র সিং-এর কুঠি। ধর্মন-বিবি এবং রামদুলারির প্রবেশ।]

দুলারি। নিজের ছেলেকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে এসেছি মাতাজী, আর গোরারা হাসছিল। ছেলেকে পুড়ে মরতে দেখে মা যত কাঁদে, ওরা তত হাসে—যত চিৎকার করি তত ওরা টিটকিরি দেয়।

ধর্মন। "সেইজন্যই আর কান্নাও নয়, চিৎকারও নয়। এবার শুধু প্রতিশোধের পথ্ খোঁজা। এটা বাবুজীর বাড়ি, এখানে তুমি নিরাপদ। প্রতিদিন ভোর বেলায় উঠে পুবদিকে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলবে, হে জ্যোতির্ময়, আমার অবলা নাম ঘুচিয়ে দাও, ফিরিংগির বুক থেকে ছোরা দিয়ে কলজে উপড়ে আনার শক্তি দাও।

দুলারি। [শিহরিত]। সে, আমি কোনোদিন পারবো না মাতাজী—

ধর্মন। [তীব্রস্বরে]। তাহলে যাও গোরা ফৌজের কাছে গিয়ে দেহবিক্রয় ক'রে পেট চালাও। শুধু যদি ব্যর্থ অশ্রুজলে মাটিই ভেজাতে পারো, তাহলে বাবু কুঁয়র সিং এর রাজ্যে তোমার স্থান নেই। কাপুরুষরা এখানে টিকতে পারে না, একঘরে হয়ে শুকিয়ে মরে, যাও বেরিয়ে যাও।

দুলারি। অপরাধ ক্ষমা করুন মাতাজী—

ধর্মন। আমাকে মাতাজী বলছো কেন? আমি বাবুজীর বিবাহিতা পত্নী নই। তাঁর রক্ষিতা মাত্র। [আপন মনে] যদিও দুজনের একসংগে বাহান্ন বছর কাটলো, তবু আমি মাতাজী নই। আমি বিবিজী, ধর্মন বিবি, ফিরিংগির সামনে যে চোখের জল ফেলে তাকে বুকে তুলে নেব সেরকম মাতৃস্নেহ আমার নেই। বুক শুকিয়ে গেছে অনেকদিন আগে। যেদিন হাসতে হাসতে ছোরা মেরে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে সেদিন এস আমার কাছে। বেশ্যালয় থেকে আসা ধর্মণ বিবি সেদিন তোমায় সমাদর করবে, তার আগে নয়।

দুলারি। আপনি নিজে মারতে পারবেন কোনো ফিরিংগিকে? আপনার হাত কাঁপবে না?

ধর্মন। সাপ মারতে যদি হাত কাঁপে তবে মৃত্যু অনিবায। রামদুলারি, আমি বড ঘরেব দুলালী নই। আমি নই বনেদী রাজপুত বমণী যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন ক'রে যুদ্ধ থেকে পালাবো। আমি এসেছি বারানসীর বেশ্যাপল্লী থেকে, যেখানে আশৈশব শুধু দেখেছি হানাহানি, শুনেছি মাতালের চিৎকার আর নতুন-আসা কচি মেয়েদের কান্না। ন'বছর বয়স থেকে আঁচড়ে কামড়ে বাঁচতে হয়েছে। দুর্বল এবং কাপুরুষদের আমি ঘৃণা করি। বলো তুমি ক্রোধের শিখা জেলে রাখবে বুকের মধ্যে এবং একদিন-না-একদিন গোরার রক্তে মা ভবানীর পূজা করবে মন্দিরে গিয়ে! শপথ নাও।

দুলারি। শপথ নিলাম, বিবিজী—

ধর্মন। ছেলের দগ্ধ মৃতদেহ স্মরণ ক'রে শপথ নাও। নিজের বেণী ছুঁয়ে শপথ নাও। চুল খুলে ফেল—বলো ফিরিংগির রক্তে ঐ চুল না ভিজিয়ে কখনো বাঁধবো না। আমি সে শপথ নিয়েছি তিন বছর আগে।

[দুলারির তথাকরণ, মৃদুস্বরে]

এবার যাও অন্দর মহলে, বলো আমি পাঠিয়েছি।

[দলভঞ্জনের প্রবেশ]

দলভঞ্জন, তুই এখনো খাস নি কেন বাবা, বাবুজী শুনলে রাগ করবেন। তুই না খেলে আমিও যে খেতে পারি না।

দল। বিবিজী, গোরা অতিথি এসেছে, তাদের অভ্যর্থনা করতে হবে।

[ধর্মন ও দুলারির প্রস্থান]

খুশ আমদেদ! তশরীফ লাইয়ে জনাব।

[টেলর, লেগ্রাণ্ড, বায়ার্স ও সুখানন্দের প্রবেশ। তাঁরা সতর্ক সন্দিগ্ধ, চাবিদিকে তাকাচ্ছেন।]

টেলর। বাবুজী কোথায়?

দল। এক্ষুণি আসবেন। আপনাদের আহারাদির ব্যবস্থা করি?

টেলর। নো।

লেগ্রাণ্ড। এবসলিউটলি নট।

বায়ার্স। সার্টেনলি নট। আপনিই তো কুমার দলভঞ্জন সিং?

দল। জী হুজুব।

বায়ার্স। শুনেছি আপনি বিদ্বান, অনেক পড়াশোনা করেন। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে আপনি কিছু পড়েছেন? যদি বলেন তো আমি কিছু বই আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি।

টেলর। না, না, খৃষ্টধর্ম এখানে চলবে না। রেভারেণ্ড বায়ার্স আপনি যে সর্বত্র যীশু ভজবেন তা আমি আর সহ্য করব না, আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত হচ্ছে।

সুখা। কুমার সাহেব, বাড়িটার তো পড়ন্ত অবস্থা দেখছি।

দল। হ্যাঁ, পিতাজীর হাতে টাকা নেই মেরামতের জন্য।

সুখা। কেন? এত খাজনা আসে কিসে ব্যয় হয়?

দল। সেটা পিতাজীকেই জিগ্যেস করবেন 'খন।

[সাহেবরা দৃষ্টিবিনিময় করেন]

টেলর। কত টাকা আয় হয় খাজনা থেকে ?

দল। সেটাও পিতাজীকেই জিগ্যেস করবেন।

সুখা। বছরে ছ'লক্ষ টাকা।

টেলর। এত টাকা ! অথচ বাড়ি মেরামত পর্যন্ত হচ্ছে না।

লেগ্রাণ্ড। হাও ডাজ হি স্পেণ্ড ইট অল! ইট্‌স মোস্ট সাসপিশাস।

দল। ইউ উইল ডু ওয়েল টু আস্ক মাই ফাদার।

[দলভঞ্জনের মুখে ইংরিজি শুনে লেগ্রাণ্ড চমকিত।]

টেলর। উঃ ! ক্যাপ্টেন, আপনি যদি মনে করে থাকেন, এদের সামনে ইংরিজিতে আমার সংগে নানা গোপন কথা আলোচনা করবেন, সে আশা ত্যাগ করেছেন আশা করি।

[কুঁয়র, অমর, নিশান, হরকিশুন এবং কাঠুরেরা নানা অস্ত্র হাতে প্রবেশ করেন। আতংকে সাহেবরা মৃদু আর্তনাদ করে ওঠেন।]

কী ? কী ? কী চাই ? আপনাদের উদ্দেশ্য কি ?

কুঁয়র। [কুর্ণীশ করে] হুজুরালি, মেহমানদের বরণ করার জন্যে আমি উপস্থিত ছিলাম না। এজন্য গোস্তাকি মাফ হয়।

লেগ্রাণ্ড। এত—এত লোক কী জন্য ? কী চায় এরা ?

কুঁয়র। হুজুর, এরা আমার দরিদ্র প্রজা, সারাদিন কাঠ কেটে পরিশ্রান্ত। আমার গৃহে এরা বিশ্রাম করতে এসেছে। [হাসেন] বেচারারা ! কী খাটে বলুন তো ?

সুখা। বাবুজী, সাহেবরা আপনাকে কিছু জরুরী কথা বলতে চান। এত লোক থাকলে সেটা কি করে হবে ?

কুঁয়র। এরা তো সাহেব দেখবে বলেই ছুটতে ছুটতে আসছে।

টেলর। সাহেব দেখবে মানে ?

কুঁয়র। সাহেব তো সচরাচর দেখে না। ওদের অনেকের মনে সন্দেহ আছে,

ঐ লাল রংটা পাকা, না কাঁচা ? মানে রং মেখে অমন ফর্সা হয় ? নাকি পেট থেকেই ঐ রং নিয়ে জন্মান এঁরা। দেখ্ না, ছুঁয়ে দেখ্ !

[কাঠুরেরা ঘিরে ফেলে সাহেবদের। ভিকা টেলরের গালে আঙুল ঘষে।]

টেলর। কীপ ইওর হ্যাণ্ড এওয়ে ফ্রম মি।

ভিকা। পাকা রং। বাজি হেরে গেলাম।

কুঁয়র। সাহেবকে খোঁচা মারিস নে।

টেলর। বাবু কুঁয়র সিং এই মুহূর্তে এই ছোট লোকদের বাইরে যেতে বলুন।

কুঁয়র। হুজুর, অতিথিকে বাড়ি থেকে বার করে দিলে বাড়ির ছেলেগুলো পটাপট মরে যাবে, এটাই হিন্দুদের বিশ্বাস। দলভঞ্জন, এদের ভোজনের ব্যবস্থা করো। সাহেবরা কিছু খাচ্ছেন না ?

টেলর। নো !

লেগ্রাণ্ড। এবসলিউটলি নট !

বায়ার্স। সার্টেনলি নট !

[দলভঞ্জনের তদরকিতে কাঠুরেরা আহারাদি করছে]

কুঁয়র। হ্যাঁ বলুন, টেলর-সাহেব, কিসে আমাদের এতবড় সৌভাগ্য, কেন হুজুর এই পাড়াগায়ে উপস্থিত হয়ে এই গরীবখানায় পদধূলি দিলেন ?

টেলর। এই বাজারের মধ্যে সেসব আলোচনা হবে ?

কুঁয়র। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

টেলর। আপনার আপত্তির কথাই হচ্ছে না, হচ্ছে আমাদের আপত্তির কথা।

কুঁয়র। ও, তাহলে তো কোন অসুবিধেই নেই, কথা আরম্ভ হোক।

টেলর। মানে ?

লেগ্রাণ্ড। [চাপাস্বরে]। ইটস্ এ প্লট। রেভারেণ্ড আপনি কৌশলে বাইরে বেরিয়ে পড়ুন, আমাদের সৈন্যদের ডাকুন।

বায়ার্স। কৌশলে কি করে বেরুবো ? কী কৌশলে ? অদৃশ্য হয়ে ?

লেগ্রাণ্ড। ঈশ্বরের সাহায্য চান। তাঁর সঙ্গে আপনার তো প্রচুর ঘনিষ্ঠতা শুনেছি।

বায়ার্স। যত কঠিন কাজ সব আমাকে করতে হয়!

[তিনি গুণগুণ করতে করতে দরজার দিকে এগোন। সেখানে নিশান সিং হঠাৎ হুঙ্কার ছেড়ে মাটিতে কুঠার চালায়; বিষম ভড়কে বায়ার্স দ্রুত ফিরে আসেন]

কুঁয়র। কা ভৈল? এ নিশানুয়া। কা করত?

নিশান। চিঁটিয়া বা।

কুঁয়র। পিঁপড়ে মারছে! পিঁপড়ের যা উপদ্রব এখানে।

বায়ার্স। কুঠার দিয়ে পিঁপড়ে মারা এই প্রথম দেখলাম।

লেগ্রাণ্ড। আমার দৃঢ় ধারণা, আমরা জ্যান্ত এখান থেকে বেরুতে পারবো না।

টেলর। এখানে আসা বিষম ভুল হয়েছে। তবে আপনারা কোনো রূপ ভীতি বা আশঙ্কা প্রদর্শন করবেন না, তাহলে ঐ কুঠার দিয়ে আমাদের কাটবে মনে রাখবেন, আমরা ইংরেজ।

লেগ্রাণ্ড। সেটা ভোলার আর কোনোরকম উপায়ই নেই। আমরা ইংরেজ না হলে তো ওরা এভাবে আমাদের ঘিরতো না।

টেলর। হেসে থাকুন সবাই। আমি তাড়াতাড়ি আলোচনাটা শেষ করি। বাবুজী যেজন্য আমার এখানে আসা—

কুঁয়র। আদেশ করুন।

টেলর। প্রথমতঃ, এই সুখানন্দ সাহুকার নালিশ করেছে আপনি ওর ব্যবসাপত্র চুরমার করে দিয়েছেন, ওর কাছারি পুড়িয়ে দিয়েছেন, ওর লোকেদের এসল্ট করেছেন। ইনফ্যাক্ট, জগদীশপুর থেকে শুরু করে শাহাবাদ পর্যন্ত যত মহাজন আছেন সবাই লিখে জানিয়েছেন, আপনি ওদের সুদের কারবার করতে দিচ্ছেন না। এ ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে?

কুঁয়র। হুজুর মালেক, আপনারা হিন্দুস্তানের মালেক, আপনি একটা কথা বলুন, দশটা গালমন্দ করুন, সবটা শুনবো। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুখানন্দ মহাজনের মুখ নাড়া আমায় শুনতে হবে, এমনটা রাজপুত শরীরে সইবে না হুজুর।

হরকিশুন। আপনি হয়তো জানেন না হুজুর, এই সুখানন্দের স্বর্গীয় পিতা ছিল দাগী চোর।

সুখা। এই কক্ষণো না। আমার পিতা—

নিশান। ওর মার ছ'টা উপপতি ছিল। তার মধ্যে আমার জ্যেঠামহাশয় একজন।

সুখা। এসব—এসব অত্যন্ত হীন মিথ্যা। আমরা গোয়ালিয়রের বৈশ্য—

ভিকা। বেশ্যা?

সুখা। বৈশ্য।

ভিকা। আমি নিজে একবার ধরেছিলাম একে, আমার ক্ষেতে ঢুকেছিল মুলো চুরি করতে।

সুখা। খবরদার!

রামদীন। বাবুজী সম্পর্কে এই চোরের যা বক্তব্য সেটা এই চোর আবার বলুক, সাহেব, আপনি লিখে নিন। বলো সুখানন্দ!

সুখা। কী?

[সে ঘেরাও হয়, চারিদিকে কুঠার আর টাঙ্গি।]

নিশান। বলো না, কোনো ভয় নেই! নির্ভয়ে সত্য কথা বলো। বাবুজী তোমার ওপর কোনো অত্যাচার করেছেন?

সুখা। মানে—ইয়ে—না করেন নি।

কুঁয়র। শুনলেন তো? এত সাক্ষীর সামনে কবুল করলো, আমি কোনো অত্যাচার করি নি। লিখুন হুজুর।

[টেলর কাষ্ঠহাসি হেসে আছেন এবং লেখেন]

আর কি অভিযোগ হুজুর ?

টেলর। অভিযোগ একটা ছিল, কিন্তু আপনার আতিথেয়তা দেখে সেটা প্রায় ভুলে গেছি।

কুঁয়র। অসংকোচে বলুন হুজুর, অতিথি আমার দেবতা।

টেলর। না, মানে, বলতে ইচ্ছে হয় না আর কি। তবে ব্যাপারটা কি জানেন বাবুজী—আমি তো হুকুমের চাকর। কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে পাঠাতে হবে এই রিপোর্ট। নইলে—বুঝছেন না ?—আমার চাকরি যাবে।

[খুব হাসছেন টেলর]

কুঁয়র। [হেসে]। সে কি আর আমি বুঝি না? বলুন, যা মনে আছে বলুন।

টেলর। [হাসতে হাসতে] না কিভাবে যে কথাটা বলি।

কুঁয়র। [হাসতে হাসতে] হিন্দীতে—হিন্দীতে বলুন।

[দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাসেন]

বায়ার্স। হাসতে হাসতে খাবি খেয়ে না মরে।

টেলর। মানে—ব্যাপারটা হচ্ছে কি—আপনি মোক্তার মালিক কদম আলিকে চেনেন ?

কুঁয়র। না তো।

টেলর। অথচ—অথচ কি জানেন—তাঁর বাড়িতে আপনার লেখা চিঠিপত্র পাওয়া গেছে।

কুঁয়র। হতেই পারে না। কই দেখি।

টেলর। এই দেখুন, এসব আপনার হাতের লেখা নয় ?

কুঁয়র। একদম না।

সুখা। অবশ্য, অবশ্য এটা আপনার লেখা। আমি বিশ বছর ধরে আপনার হস্তাক্ষেরের সঙ্গে পরিচিত। এটা আপনার লেখা।

কুঁয়র। কোনটা? কি লিখেছি?

সুখা। এই যে—"মজঃফরপুর, আরা, ছাপড়া, আজিমাবাদ, সাহেবগঞ্জ এবং ভাগলপুর জেলার সব জমিদার এবং রাজা এই বিদ্রোহে যোগদান করিবেন, আমি নিজে ছদ্মবেশে ঐ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেকের সহিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ করিয়াছি।"

কুঁয়র। হুজুর টেলর-সাহেব, আপনি বিশ্বাস করেন যে ৭৫ বছর বয়সে রোগজীর্ণ দেহে—[কাশেন] আমি সারা বিহার চষে বেড়াতে পারি।

টেলর। [হাসতে হাসতে] আমি কিছুই বিশ্বাস করি না। সুখানন্দ সাহুকার বলছেন, এটা আপনি লিখেছেন।

কুঁয়র। [হাসতে হাসতে] কি সুখানন্দজী? এখনো কি আপনি বলছেন ওটা আমার লেখা?

সুখা। না না, পাগল? ওটা আপনার হতেই পারে না। [কুঁয়র টলে যান হঠাৎ] এই দেখুন, এমন রোগজজর যার দেহ সে কি করে—কি যেন বলছিলাম?

অমর। এই শিউ মিসির, ভাইয়ার মাথায় জল দে। বেহোশ হয়ে যাচ্ছেন।

টেলর। অত হাসাহাসি করা উচিত হয়নি। আমারো কি রকম পেটে ব্যাথা হচ্ছে।

কুঁয়র। আমি কোথায়?—উঃ, দেখছেন তো শরীরের অবস্থা। সন্ন্যাস রোগে ধরেছে। আর বলে কিনা আমি মজঃফরপুর থেকে সাহেবগঞ্জ ঘুরে বেরিয়েছি। ওটা লিখুন সাহেব—নিজের চোখে দেখিলাম বাবু কুয়র সিং মুমূর্ষু, বৃদ্ধমাত্র।

অমর। আর লিখুন সাহেব, সুখানন্দ সাহুকার, যিনি বিশ বৎসর যাবত বাবুজীর হস্তাক্ষর চেনেন, তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন, এ পত্র বাবুজীর লেখা নহে। লিখুন।

টেলর। হ্যাঁ, এই যে লিখছি—থরথর করে লিখছি।

অমর। এবার সইটা ক'রে দিন।

টেলর। এ্যাঁ? ও হ্যাঁ। সই তো করবই। "ব্রায়ান মাউণ্টজয় উইলিয়ম টেলর"। বাবা, নামটাও বিরাট! [একগাল হাসেন]

অমর। সীলমোহর করুন।

টেলর। এ্যাঁ? হ্যাঁ অবশ্য। ক্যাপ্টেন, করুন তো, আমি হাসতে হাসতে হাঁপিয়ে গেছি।

[লেগ্রাণ্ডের তথাকরণ। অমর কাগজটা নিয়ে নেন]

অমর। জেরা এনায়েৎ হ্যায় আপ্‌কা।

টেলর। ও কি? কাগজটা নিয়ে নিলেন? ওটা কলকাতা পাঠাতে হবে।

অমর। অবিলম্বে পাঠাচ্ছি।

টেলর। আপনি কেন? পাঠাবো তো আমি।

কুঁয়র। না, না, তা কি হয় নাকি? অতিথিকে আমরা কষ্ট দিতে পারি না। পাটনায় ফিরে আপনার কত কাজ। তার ওপর এই চিঠি পাঠাবার কষ্ট আমরা আপনার ওপর চাপাতে পারি না। এখুনি দ্রুত অশ্বযোগে চিঠি চলে যাবে রাণীগঞ্জ। সেখান থেকে রেলগাড়িতে কলকাতা।

টেলর। এ—এ হতে পারে না।

কুঁয়র। আপনার স্ব-হস্তে লেখা রিপোর্ট—যে কুঁয়র সিং নির্দোষ, সে বৃটিশের বন্ধু, সে রোগজীর্ণ, এটা অবিলম্বে কলকাতায় পৌঁছে দেয়া তো আমারই দায়িত্ব।

টেলর। এ কিছুতেই হতে পারে না।— [কুঠার উদ্যত দেখে]— হ্যাঁ হ্যাঁ পারে, হতে পারে। এ তো আমার পরম সুবিধে হলো।

কুঁয়র। নিশান সিং, আবদুল্লাকে বলো এই চিঠি নিয়ে এখুনি ঘোড়া ছোটাক রাণীগঞ্জের দিকে। স্বয়ং লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর-সাহেবের হাতে চিঠিটা দিতে বলো। পাটনার কমিশনার সাহেবের গোপন রিপোর্ট বলে কথা।

টেলর। হ্যাঁ, বিশেষ গোপন। তাহলে বাবুজীর অনুমতি হলে আমরা এখন আসি?

কুঁয়র। সে কি? খাওয়া দাওয়া করবেন না? আমি বিলিতি মদও আনিয়েছি আরা থেকে—

টেলর। ক্ষমা করবেন, একেবারে ক্ষিদে নেই। আমরা চলি—

কুঁয়র। [কেশে] আচ্ছা হুজুর, যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বায়ার্স। যদি বাঁচেন মানে।

কুঁয়র। আমি আর মাসখানেকও বাঁচবো কি না সন্দেহ আছে। দেখছেন না? হাত পা কাঁপে সবসময়ে, চলাফেরা একদম বন্ধ হয়ে আছে দশ বছর যাবত।

টেলর। সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

বায়ার্স। আপনার শেষ অবস্থা এসে গেছে? তাহলে—ধর্ম-সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন? আপনি জানেন কি, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে স্বর্গে যাওয়া যায় না?

[টেলর ও লেগ্রাও দাত খিঁচিয়ে ঠেলা মেরে পাদ্রীকে নিরস্ত করেন]

কুঁয়র। হরাকিশুন, এঁদের ঘিরে নিয়ে যাও একেবারে শাহাবাদ পর্যন্ত। দেখবে যেন এঁদের কোনো কষ্ট না হয়। একেবারে ঘিরে নিয়ে যাবে।

টেলর। ওঃ দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর হ্যা, চৈনপুরের জঙ্গলটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিল।—

[কুঁয়ররা হেসে ওঠেন]

কুঁয়র। জোঁক! গাছ থেকে অনবরত টুপ টুপ করে জোঁক পড়ছে!

ভিখা। আর সাপ, প্রতি তিন গজ অন্তর সাপ কিলবিল করছে!

রামদীন। পাগলা হাতি আছে চারটে।

রামধারি। নরখাদক বাঘ দুটো!

কুঁয়র। অতিথিকে তো মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না।

টেলর। তাহলে থাক।

কুঁয়র। হ্যাঁ থাক।

টেলর। গুড বাই স্যার।

[কুঁয়র ও অমর ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

অমর। ওষুধ ধরেছে। এমন ঠকঠক করে কাঁপছিল যে আমার তো ভয় হোলো সইটা না আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। তাহলেই কলকাতার বড় কর্ত্তারা বুঝে ফেলতো টেলরের কোনো বিপদ ঘটেছে।

[দলভঞ্জনের প্রবেশ]

দল। বাবুজীর গড়গড়ায় কী দেব ? আফিং কি একটু মিশিয়ে দেব ?

কুঁয়র। না। তুমি তো জানো বেটা ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি। দলভঞ্জন, তোমাকে তো কখনো দেখিনা চৈনপুরের জঙ্গলে। এটা লজ্জাকর যে কুঁয়র সিং তার সিপাহিদের বলবে, এগিয়ে গিয়ে বৃটিশের গুলির সামনে বুক পেতে দাও, অথচ তার একমাত্র পুত্র সেখানে থাকবে না। আমাদের পরিবারকে মরতে হবে সবচেয়ে আগে, নইলে অন্যদের মরতে বলার অধিকার আমার আর থাকে না। তুমি বুঝতে পারছ কী বলছি ?

দল। জী হাঁ পিতাজী।

কুঁয়র। তোমার উত্তরটা জানতে চাই।

দল। আমার যুদ্ধবিগ্রহ ভাল লাগে না।

কুঁয়র। যুদ্ধবিগ্রহ ? কী ভাষা ! যেন জমিদারে-জমিদারে দাঙ্গার কথা কইছ ! যুদ্ধবিগ্রহ নয়। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার যুদ্ধ আসছে।

দল। সে যুদ্ধেও আমার কোনো আগ্রহ নেই।

কুঁয়র। কেন ?

দল। বোধহয় যুদ্ধকে ভয় পাই বলে। হয়তো বা আমার গায়ে জোর কম বলে। হয়তো বা সৈনিক হিসেবে আমি ব্যর্থ হবো বলে।

কুঁয়র। যেসব চাষী, কাঠুরে আর কামাররা আমার ফৌজের সিপাহী, তারাও কেউ কোনোদিন ভাবেনি সৈনিক হবে। কিন্তু দেশের জন্য তারা সে-পরীক্ষা দিয়েছে এবং উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা এখন জং-এ আজাদীর হিম্মৎদার সিপাহি। তুমি তাদের চেয়ে নিজেকে হীন ভাবছ কেন ?

দল। কারণ আমি মাতাল, আফিংখোর। আপনার আশ্রয়ে এবং আদরে আমি

ছোটবেলা থেকে মগুপ। এবং তার চেয়েও যেটা ভয়ংকর—আমি—ক্ষমা করবেন আপনার সামনে কথাটা উচ্চারণ করছি বলে—আমি নারীমাংসলোলুপ এবং রক্ষিতার বশ।

[কুঁয়র শিহরিত]

অমর। তুমি যে নারীকে নিয়ে এসেছ তার নাম কী যেন ?

দল। ননহি বিবি।

অমর। তুমি কি তাকে ধর্মমতে বিবাহ করবে ?

দল। তা কি ক'রে হবে ? সে তো তওয়াইফ মাত্র।

অমর। সে তোমাকে বলেছে যুদ্ধে যেও না ?

দল। শুধু সে বলেনি, আমার মনও তাই বলছে।

কুঁয়র। দলভঞ্জন সিং, ঐ নারীকে তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে।

দল। সে আমি পারবো না।

কুঁয়র। তুমি কুঁয়র সিং-এর ছেলে। মদ, আফিং, কামিনী, কাঞ্চন, সব ত্যাগ করে তোমাকে আমার পাশে থেকে লড়াই করতে হবে। নইলে কুঁয়র সিং-এর ইজ্জত থাকে না।

দল। আমি কুঁয়র সিং-এর ছেলে, আমাকে ওভাবে হুকুম করা যায় না।

কুঁয়র। তুমি কুঁয়র সিং-এর লজ্জা, তুমি উচ্ছন্নে-যাওয়া জমিদার নন্দন—

দল। সেটা আপনি করেছেন আমাকে। সারাজীবন চোখের সামনে যা দেখেছি তাই শিখেছি। আজ হঠাৎ আপনি পুরোনো পথ ত্যাগ করে রোদে-জলে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধের সেনাপতি হয়েছেন। কিন্তু আমি দুর্বল, আমি পারছি না। আমার কাছে মদ, আফিং আর বেশ্যার ছোট্ট জগতটা অতিশয় মূল্যবান মনে হচ্ছে।

কুঁয়র। আমি জানি আমিও ছিলাম উচ্ছৃংখল। কিন্তু ইংরেজ আমাদের সব কেড়ে নেবে সেটা দেখতে পাচ্ছ না? যুদ্ধ করো বা না করো, বাদশাহী আমলের জমিদাররা কেউ বাঁচবে না, এটা দেখতে পাচ্ছ না ? ইংরেজ নতুন জমিদার

বানাচ্ছে। নিজেদের বানিয়াদের ওরা জমিদার বানাতে চায়। আমাদের জমিদারি আকবর বাদশার দেওয়া। আমাদের ওরা সহ্য করবে কেন? কোথায় থাকবে তখন তোমার মাৎসর্যের জগত?

দল। তাহলে সেই জগতের সঙ্গে আমিও শেষ হয়ে যাবো। কিন্তু তাই বলে আগ বাড়িয়ে সর্বনাশ ডেকে আনার কোনো অর্থ হয় না। [গমনোদ্যত]

কুঁয়র। [ক্রোধকম্পিত]। শোনো, তুমি ঐ ননহি বিবিকে ছাড়বে কিনা?

দল। নিশ্চয়ই না।

কুঁয়র। আমার হুকুম।

দল। হুকুম দেয়ার আগে আপনি বলুন আপনি আপনার রক্ষিতাকে ছাড়বেন?

[স্তম্ভিত কুঁয়রের বাক্য স্ফূর্তি হয় না]

আমাকে বলছেন, কামিনী ত্যাগ করতে হবে। অথচ নিজে অর্ধশতাব্দী ধরে বাস করেছেন একজন তওয়াইফের সঙ্গে!

কুঁয়র। দলভঞ্জন, তিনি তোর মাতৃস্থানীয়া!

দল। না, কেউ আমার মায়ের স্থানে বসতে পাবে না। আমার মা, রাঠোর বংশীয়া রাজকুমারী সংযুক্তা দেবী, মারা গেছেন আমার ন' বছর বয়সে—মারা গেছেন আপনার অবহেলা ও অত্যাচারে। তাঁর চোখের সামনে আপনি আপনার রক্ষিতাকে নিয়ে আমোদ করতেন।

অমর। জবান সমহালো বত্তমীজ। [প্রবলবেগে চপেটাঘাত করেন]

দল। মেরে তো আর সত্যকে গোপন করতে পারবেন না চাচাজী। আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে ব্যভিচারের বিষ, কারণ আমি বাবু কুঁয়র সিং-এর ছেলে। আর আপনি কেন আমাকে সহ্য করতে পারেন না সেটা সবাই জানে। আমি বেঁচে থাকতে আপনার ছেলে জগদীশপুরের গদী পাবেনা। [ধর্মণ বিবির প্রবেশ অমরের সসম্ভ্রম প্রস্থান]

ধর্মণ। দলভঞ্জন! তোর পিতাজী যে কে তা তুই কোনোদিনই চিনলি না। আর আমাকে চেনার তো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা আমি বেশ্যা। কিন্তু একটা

কথা শুনে রাখ—আমাকে মা বলিস বা না বলিস—তুই স্তন্যপান করেছিস কিন্তু আমার। ঘৃণায় গা রী রী করে উঠছে বুঝি? তবু কথাটা শুনে রাখ। তোর মা ছিলেন রুগ্না, তুই মায়ের দুধ খেতে পাসনি বাবা, বুকের দুধ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে ঘিরে তোকে বড় করে তুলেছি আমি। পেটে ধরলেই মা হয়, আর বুকে করে যে বড় করলো সে মা নয়?

দল। আপনি এর মধ্যে আসবেন না বিবিজী।

ধর্মণ। হুঁ বিবিজী, মাতাজী নয়। কিছুতেই আর মাতাজী ডাকটা শুনতে পেলাম না তোর মুখে। বাবুজী, তুমি ওর কথায় এত বিচলিত হচ্ছো কেন?

কুঁয়র। এ—এ আমার ছেলে?

দল। ছেলে না হলে, আপনার অতীত আমি নিশ্চয়ই। দর্পণ বলতে পারেন আপনার যৌবনের। তবে একটা কথা বলে যাচ্ছি। ননহিকে যদি আপনি তাড়িয়ে দেন, আমাকেও হারাবেন, কেননা আমিও তার সঙ্গে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। ঠিক যেমন আপনি বলেছিলেন আপনার পিতাকে—ধর্মণ বিবিকে তাড়িয়ে দিলে আমাকেও হারাবেন। [প্রস্থান]

ধর্মণ। চলো বাবুজী, বিশ্রাম করবে চলো।

কুঁয়র। তোমাকে যে এ-বাড়িতে পদে পদে অপমান সইতে হয়, সেটাই—সেটাই আমার এইখানটায় বাজে।

ধর্মণ। বাবুজী, তুমি কিছুই বোঝো না। ছেলের অপমান আবার গায়ে লাগে নাকি, চলো।

কুঁয়র। ওর মা যে ওকে একদিনও কোলে পর্যন্ত নিতে পারে নি, সেটা ওকে বলেছ?

ধর্মণ। না, বলার দরকার দেখিনি।

কুঁয়র। আমার ইঙ্গিতে সারা বিহার প্রদেশ জ্বলে উঠেছে ক্ষত্রিয়-তেজে, অথচ নিজের ছেলের কাছে এতবড় লজ্জাকর পরাজয় ঘটে যাচ্ছে আমার। ধর্মণ, ওকে আমি দূর হয়ে যেতে বলবো জগদীশপুর থেকে?

ধর্মণ। তাহলে আমিও বাঁচবো না, তুমিও না। [হেসে] যত অভিশাপ দাও, আর তিরস্কার করো, তুমি খুব ভাল ক'রে জানো, ও কিছুক্ষণ চোখের আড়াল হলে তোমার চোখে জল আসে।

কুঁয়র। সেটাই তো পরাজয়। দুর্বল পিতা কুঁয়র সিং-এর লাঞ্ছনা।

চার

[পাটনায় টেলরের কুঠি। পাগলের মতন ছুটে আসেন টেলর, লেগ্রাণ্ড ও বায়ার্স, পেছনে পীর আলি।]

টেলর। দরজা বন্ধ ক'রে দাও। সিপাহিরা আসছে, বিদ্রোহীরা জ্যান্ত পোড়াবে আমাদের! দশহরার রাবণ বানাবে আমায়।

লেগ্রাণ্ড। কোয়ায়েট! এখন ধৈর্য হারালে আমরা কচু কাটা হবো। মীরাট থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সর্বত্র সিপাহিরা য়ুরোপিয়ান অফিসারদের কেটে ফেলেছে। [রিপোর্ট দেখতে দেখতে] দিল্লীতে তারা বাহাদুর শা-কে স্বাধীন সম্রাট ঘোষণা করেছে।

বায়ার্স। এখানকার কী খবর? দানাপুরের সিপাহিরা কী করছে?

লেগ্রাণ্ড। তারা ক্যাপ্টেন প্রেসকট এবং লেফটেনাণ্ট টমসনকে কেটেছে এবং সবচেয়ে ভয়ংকর খবর হলো এই কুঁয়র সিং দশ হাজারের এক বাহিনী নিয়ে এসে গেছে সোন নদীর ধারে, সেখানে দানাপুরের বিদ্রোহি সিপাহীরা গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

টেলর। একটার পর একটা ভয়ংকর খবর নাই বা দিলেন আর!

বায়ার্স। বাঃ চমৎকার! ঐ কুঁয়র সিং-এর নামে টেলর সাহেব কলকাতায় লিখে পাঠিয়ে দিলেন, সে মুমূর্ষু বৃদ্ধ। কলকাতা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে লাগলো,

সেই সুযোগে সারা হিন্দুস্তান বিদ্রোহ ক'রে বসলো। আপনি বাধিয়েছেন এই পুরো ব্যাপারটা।

টেলর। সে রিপোর্ট কী অবস্থায় লেখা হয়েছিল আপনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন তো এবং আমি আবার লিখে পাঠিয়েছি—আগেরটা ভুল রিপোর্ট, কুঁয়র সিং চোর বদমায়েস। যথাসাধ্য তো করছি!

লেগ্রাণ্ড। আরেকটা খবর—বিহারের যত ইংরেজ আছেন সবাই সগাউলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, ক্যাপ্টেন হোম্স্-এর ১২নং রেজিমেন্টের ভরসায়—সেখানে কলেরা লেগেছে।

টেলর। আর কী কী দুঃসংবাদ আপনার ঝুলিতে আছে বলুন তো। সব একবারে ওগরান। এই তিলে তিলে যন্ত্রণা আর সয় না।

বায়ার্স। আপনার মতন বেকুবের জন্যই আজ আমাদের এই অবস্থা। সোজা গিয়ে কুঁয়র সিং-এর ফাঁদে পা দিয়ে ছিলেন না? আপনি নাকি প্রবল পরাক্রান্ত ব্রায়ান মাউণ্ট জয় উইলিয়ম টেলর, কারুর নাকি সাধ্য হবে না আপনার গায়ে হাত দেয়ার? কত কথা শুনেছিলাম! নাকের ওপর গাছ কাটার কুঠার তুলে ধরে যা খুশি লিখিয়ে নিয়েছে।

টেলর। সত্যি ব্যাপারটা এমন ইয়ে হয়ে গেল যে বৃটিশ প্রেস্টিজ ধুলোয় মিশে গেল।

লেগ্রাণ্ড। ক্যাপ্টেন হোমস্ বিহারে সামরিক আইন জারি করেছেন। বিশেষ ক'রে সব নদীর সব ঘাটগুলোয় পাহারা বসাতে বলেছেন, সব নৌকো আটক করতে বলেছেন, যাতে বিদ্রোহীরা যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে না পারে।

টেলর। আমি কমিশনার, আমি উপস্থিত থাকতে হোমস্ এসব ফোঁপরদালালি করছেন কেন? সামরিক আইন জারি করতে হলে আমি করবো।

বায়ার্স। আপনি যে আছেন এটাই কেউ বুঝতে পারছে না। আপনি থাকা না থাকা সমান।

টেলর। আপনি কাউকে পান নি খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার? তাই দিন না গিয়ে? এখানে ভ্যাজর ভ্যাজর করবেন না তো।

[ই, এ, স্যামুয়েল্‌স্‌-এর প্রবেশ]

স্যাম। মে আই কাম ইন জেণ্টলম্যান?

টেলর। এণ্ড হু শুড ইউ বি স্যার?

স্যাম। আমি এডউইন আর্ণল্ড স্যামুয়েলস্‌। কলকাতা থেকে আসছি। আমি পাটনার নব নিযুক্ত কমিশনার।

টেলর। ও। এ্যাঁ। কমিশনার। কমিশনার তো আমি।

স্যাম। আমি দুঃখিত, আপনার চাকরি গেছে। কুঁয়র সিং সম্পর্কে পর পর দুই চিঠিতে আপনি দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করায়, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর মনে করছে আপনি সবটাই আন্দাজের ওপর চালাচ্ছেন। এই দেখুন চিঠি—এখন থেকে আমি কমিশনার।

টেলর। আমি মানি না।

স্যাম। কি?

টেলর। আমি আপনার নিয়োগ স্বীকার করছি না।

স্যাম। নিয়োগ স্বীকার করছেন না মানে? এই দেখুন কোম্পানীর চিঠি, আমাকে কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছে, আপনাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

টেলর। এ চিঠি পড়া যাচ্ছে না। যাচ্ছেতাই হাতের লেখা। আমি পড়তে পারছি না। সুতরাং আপনি যা যা বললেন কোনো প্রমাণ নেই। আমি গদি ছাড়ছি না।

স্যাম। এতো মুস্কিলের কথা। আপনি এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে দিন, নইলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দেব। [চিঠিটা হঠাৎ টেলর ছিঁড়ে ফেলেন] এই! এই!

টেলর। আপনি একটা ইমপস্টার! প্রতারক! আমিই—আপনাকে জেলে পুরবো।

স্যাম। আপনি মহামান্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন যে বড ?

টেলর। কই চিঠি ? কি চিঠি ? চিঠি তো আমায় দেননি।

স্যাম। আপনারা দুজনেই দেখেছেন তো কিভাবে এই ব্যক্তি চিঠিটা নষ্ট ক'রে দিল ?

বায়ার্স। আমি কিছু দেখি টেখি নি। দুই কমিশনারের বিবাদের মধ্যে আমি নেই।

স্যাম। কতক্ষণ এই জবরদস্তি চালাবেন ? পরশু চীফ কমিশনার মরিস লায়েল আসছেন পাটনায়। আপনাকে ঘাডে ধরে নামিয়ে দেবেন গদী থেকে।

লেগ্রাণ্ড। আপনারা দুজন ঝগডা বন্ধ করুন। খবর এসেছে কুঁয়র সিং আরার দিকে এগুচ্ছে। আমাদের এখুনি এগিয়ে গিয়ে তাকে আক্রমণ করা উচিত।

স্যাম। কত সৈন্য আছে আপনার হাতে ?

লেগ্রাণ্ড। গোরা দু'হাজার, কালা সিপাহি বারো হাজার।

স্যাম। কালা সিপাহীদের বিশ্বাস করা যায় ?

লেগ্রাণ্ড। হ্যাঁ, ওরা শিখ।

স্যাম। তাহলে অবিলম্বে আরার দিকে রওনা হতে হবে।

টেলর। অনাধিকার চর্চায় আপনার বিশেষ দক্ষতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমি থাকতে আপনি দিব্যি হুকুম ঝাড়ছেন তো ? আরায় আছেন কর্ণেল ট্রেলনি, কোনো চিন্তা নেই।

স্যাম। ক্যাপ্টেন হোমস্ কি সগৌলিতেই বসে থাকবেন না, এদিকে এগুবেন ?

লেগ্রাণ্ড। ক্যাপ্টেন হোমস্ আজ রাত্রে গোপনে বেরুবেন চম্পারাণ জেলা পরিদর্শনে।

স্যাম। কোন্ পথে যাচ্ছেন ?

লেগ্রাণ্ড। এই যে দেখুন।

টেলর। এই, আপনি বাইরের লোককে গোপন মিলিটারি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছেন যে বড়?

স্যাম। আপনি চুপ করবেন? না চুপ করাবো?

টেলর। আরে, এ তো ডুয়েল লড়তে চায় দেখছি।

স্যাম। তাই লড়বো। [চপেটাঘাত ক'রে] কি দিয়ে লড়বেন? পিস্তল, না তলোয়ার?

টেলর। আরে আমায় চড় মারলো!

[প্রত্যাক্রমণ। লেগ্রাণ্ড ও বায়ার্স থামাচ্ছেন। পীর আলি এসে হোমস্-এর পত্রে চোখ বুলোন এবং প্রস্থান।]

বায়ার্স। ছি, ছি! লজ্জাকর। শেমফুল! কুঁয়র সিং-এর ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমাদের। ইংরেজে-ইংরেজে কুস্তি লড়ছে।

স্যাম। এই ব্যক্তির অকর্মণ্যতায় আজ বিহারে বৃটিশ শাসনের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। এখনো যদি এ কমিশনারের পদ আঁকড়ে থাকে, তবে কয়েক দিনের মধ্যে কুঁয়র সিং এই ঘরে বসে ছাতু মেখে খাবে বলে দিলাম।

টেলর। উনি আজ এসে পৌঁছুলেন কলকাতা থেকে, এসেই সব বুঝে ফেলেছেন।

স্যাম। আপনি যে এক শতাব্দী এখানে থাকলেও কিছু বুঝবেন না, এটা তো জানিই। ১৮৫৫ সালে পাটনার জেলে কয়েদীরা যে বিদ্রোহ করেছিল, কেন?

টেলর। আমি তাদের লোটা রাখা নিষিদ্ধ করেছিলাম, কারণ ঐ লোটা ছুঁড়ে একাধিকবার তারা ওয়ার্ডারদের জখম করেছিল।

স্যাম। আপনি যে আগ বাড়িয়ে গণ্ডগোল বাধাতে ওস্তাদ, সেটা সবাই জানে। বলছি লোটার ব্যাপারটা ছিল গৌণ। আসল কারণ ছিল কুঁয়র সিং। সে তখুনি পাটনায় ছুটে আসে নি?

টেলর। এসেছিল। কয়েদীদের শান্ত করতে।

স্যাম। সেটা আপনার নির্বুদ্ধিতা-প্রসূত একটি আকাট ধারণা। সে এসেছিল কয়েদিদের জেল থেকে বার ক'রে নিতে।

টেলর। হ্যাঃ, আপনি তো খুব জানেন!

স্যাম। কয়েদিরা যে বিদ্রোহ করবে, কুঁয়র সিং জানলো কি করে? সে ঠিক সময়ে পাটনায় হাজির থাকে কি ক'রে?

টেলর। সে এসেছিল তার ভাইপোর বিবাহে। তার ভাইপোর বয়স তখন ৫ বছর। অমর সিং-এর ছেলে মানভঞ্জন।

স্যাম। [হেসে] তার আর কোনো ভাইপো নেই—এক আপনি ছাড়া। আপনার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকতো তাহলে সেই দিনই বুঝতেন আপনার খুড়ো কী চীজ। তাহলে আর কলকাতায় লিখে পাঠাতেন না যে সে ৭৫ বছরের চলচ্ছক্তিরহিত বৃদ্ধ।

টেলর। সেটা কী অবস্থায় লেখা হয়েছিল সেটা আপনার মাথায় ঢুকবে না। যাই হোক, আপনি আমাকে জেরা করছেন কোন অধিকারে?

[পীর আলির পুনঃ প্রবেশ]

পীর। হুজুর, জরুরী খবর এনেছে অশ্বারোহী সিপাহি।

টেলর। আবার এক তাড়া দুঃসংবাদ, না দেখেই বলে দেওয়া যায়।

লেগ্রাণ্ড। ক্রাইস্ট! ক্রাইস্ট! অলমাইটি!

টেলর। টেনশন বাড়াবেন না তো। বলুন—কী হয়েছে।

লেগ্রাণ্ড। কুঁয়র সিং আরা দখল করেছে।

টেলর। কর্ণেল ট্রেলনি? গোরা ফৌজ?

লেগ্রাণ্ড। ট্রেলনি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। গোরা ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে পূবদিকে। হাজার চারেক পড়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

স্যাম। কি করে—কি করে হয় এটা? নেটিভ মবের আক্রমণে সুদক্ষ বৃটিশ সেনা পালায় কি ক'রে?

লেগ্রাণ্ড। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ট্রেলনি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শেষ খবর পেয়েছিলেন কুঁয়র সিং পাটনার দিকে চলে গেছেন। ভোরবেলা গণ্ডগোল শুনে বাংলো থেকে বেরিয়ে দেখেন সামনেই কুঁয়র সিং। রাতারাতি নব্বই মাইল পথ অতিক্রম করে ফিরে এসেছে কুঁয়র সিং।

[নীরবতা। টেলর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন]

টেলর। কপালে অনেক দুঃখ আছে।

স্যাম। এ টিপিক্যাল নেটিভ আর্মি নয়। কুঁয়র সিং কি এক যাদুর স্পর্শে ইণ্ডিয়ান সোলজারদের চরিত্র বদলে দিয়েছে। দশ হাজার লোক, ঘোড়া, কামান নিয়ে অত দ্রুত ৯০ মাইল চলে এল।

পীর। হুজুর, সুখানন্দ সাহুকার এবং এক মহিলা!

টেলর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসতে বলো, বলে তুমি দূর হও আজকের মতন।

পীর। জী।

[পীরের প্রস্থান]

স্যাম। কে? কে? এসেছে?

টেলর। গোপন কথা বাইরের লোককে বলা হয় না। ইন্ ফ্যাক্ট, আপনি এ-ঘর থেকে যান তো, আমার এজেন্টদের সংগে কথা কইব।

স্যাম। এখন থেকে আমিই কইবো। আপনি না হয় একটু বেড়িয়ে আসুন।

টেলর। নো!

স্যাম। ইয়েস!

বায়ার্স। এই, এই আবার লাগে।

[সুখানন্দ এবং ননহির প্রবেশ]

সুখা। হুজুর, প্রাণ নিয়ে কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছি হুজুর। আজ ভোরে আরার জেল খুলে দিয়ে সব ডাকাত বদমাইসদের নিজের ফৌজে ঢুকিয়ে নিয়েছে কুঁয়র সিং আর চব্বিশজন সম্মানিত মহাজনকে সবার

সামনে ফাঁসি দিয়েছে। আরায় স্বাধীন সরকার বসেছে হুজুর, বলে দিল্লীর বাদশা ছাড়া কাউকে মানি না।

টেলর। এও তো দেখছি দুঃসংবাদই বলে।

সুখো। আরো আছে হুজুর। দুপুরের দিকে মেজর জনবারের নেতৃত্বে কলকাতা থেকে এসে পৌঁছয় পাঁচ হাজার খাস গোরা ফৌজ।

টেলর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী হলো? যুদ্ধ হয়েছে?

সুখো। দশ মিনিটের মধ্যে ডানবার-সাহেব মারা পড়েছেন, গোরা ফৌজকে কচুকাটা করেছে কুঁয়র সিং। যখন এলাম তখনো কাটছিল ঘিবে ধরে। বোধহয় কেউ বেঁচে বেরুবে না। গোরাদের মুণ্ডের পাহাড়—কী বলছিলাম।

বায়ার্স। [হঠাৎ হেঁকে] নতুন জুতো পরে? —আচ্ছা, তাই করবো!

[শ্যাম চমকে উঠেছেন, এদিক ওদিক দেখেন]

শ্যাম। একি? কার সংগে কথা কইল?

টেলর। ঈশ্বরের সংগে।

শ্যাম। ও। এঁ্যা? ঈশ্বরের সংগে মানে? কোন ঈশ্বর?

টেলর। ঈশ্বর আবার দুটো হয় নাকি? ঈশ্বর কি পাটনার কমিশনার যে আরেকজন এসে তার গদীতে ভাগ বসাবে?

শ্যাম। উনি ঈশ্বরের সংগে ওভাবে কথা বলেন?

টেলর। থেকে থেকেই।

শ্যাম। পাগল ছাগলে ভর্তি হয়ে গেছে এ-বাড়ি।

টেলর। আর ননহি বিবি কোন খবর জোগাড় করতে পারেন নি?

ননহি। হ্যাঁ করেছি। এর পর বাবু কুঁয়র সিং কী করবেন, সেটা বলতে পারি, কিন্তু বাবুজীকে দেখামাত্র যেভাবে শাহাবাদ আর আরায় গোরা ফৌজ ভির্মী খেয়ে গেল, বুঝতে পারছি না, আপনাদের সাহায্য করে আমাদের কী লাভ হবে। বাবুজীকে জগদীশপুরের গদী থেকে সরাবার বদলে নিজেরাই যে বিহার ছেড়ে সরে যাচ্ছেন হুজুরালি!

টেলর। না, না, কিছু ভাববেন না, শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। ইংরেজ শেষ যুদ্ধটা সব সময়ে জেতে, এটা ইতিহাসে বারম্বার দেখা গেছে। প্রথমে খুব হারে। [হাসেন]

শ্যাম। কি নির্লজ্জ দেখেছেন? "ইংরেজ হারে"। হাসছে আর বলছে।

টেলব। কুঁয়র সিং এবার কী করবে? কোনদিকে যাবে? পাটনা আসবে নিশ্চয়ই?

ননহি। না হুজুর, ভয় পাবেন না।

টেলর। ভয়? ভয় বানান কী? ভয় বস্তুটাই জানি না।

ননহি। শুনেছি, পুরো ফৌজ নিয়ে কুয়র সিং পশ্চিমে যাবেন—কানপুর।

লেগ্রাণ্ড। [হেসে] কানপুর। পাগল নাকি? সারা উত্তর ভারত ক্রস ক বে যাবে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বৃটিশ ফৌজের হাতে।

ননহি। তার ॰ক্ষণ দেখছি কোথায়?

টেলর। কোন পথে সে যাবে? কোথায় সোন নদী পেরুবে?

ননহি। জানতে পারি নি এখনো, জানলেই জানাবো।

টেলর। হ্যাঁ, জানাবেন।

ননহি। বাবুজী পশ্চিমে চলে গেলে জগদিশপুর ফাঁকা হয়ে যাবে, তখন জগদিশপুর দখল করে নিতে পারবেন হুজুর। নইলে তো পারবেন বলে বোধ হচ্ছে না।

টেলর। একটা কাজ করতে পারলে তো যুদ্ধটা এখুনি শেষ হয়ে যায়। সেটা কি আপনি পারবেন?

ননহি। কী কাজ শুনি।

টেলর। কুয়র সিংকে বিষ দিন না খাদ্যের সংগে।

[সকলে চমকিত, টেলর হাসেন]

ননহি। তাতেই যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, সেরকম আমার মনে হয় না। অমর সিং আছেন, হরকিশুন আছেন, নিশান সিংও কম যান না। তবু যখন বলছেন—

স্যাম। আপনার কাছে বিষ আছে? না, দেব?

টেলর। আপনি ওধারে গিয়ে বসুন তো। হঠাৎ হেড়ে গলায় মাঝখানে কথা কয়।

ননহি। আমি বিষ কোথায় পাবো?

টেলর। তাহলে আমি দেব। বেলাডোনা। খুব তীব্র বিষ। তবে খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের মধ্যে বেশি কাজ দেয়।

ননহি। কিন্তু আগে আপনাকে অংগীকার করতে হবে, যে দলভঞ্জন সিং রাজা হবেন।

টেলর। সে অংগীকার তো করেইছি।

ননহি। লিখিতভাবে।

টেলর। সেকি? আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন না?

ননহি। না। বিদ্রোহে যোগ দেয়ার অপরাধে যদি আপনারা জগদীশপুরের জমিদারিই তুলে দেন?

সুখা। ননহি বিবি, সাহেবের মুখের কথায়—

ননহি। [সজোরে] লিখিতভাবে চাই!

টেলর। বেশ, লিখছি। [লিখতে শুরু করেন]

স্যাম। এই ভদ্রমহিলা এক মস্ত ভুল করছেন। যাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন তার আর কোনো লিখে দেওয়ার অধিকারই নেই।

ননহি। কী?

স্যাম। ইনি আর কমিশনার নন, সুতরাং জগদিশপুরের গদীতে কে বসবে সেটা উনি কি করে লিখে দেন?

টেলর। এর কথায় কানে দেবেন না। ইনি একজন মদের ব্যবসায়ী। গতকাল এর স্ত্রী মারা গেছেন। তারপর থেকে ইনি ভুল বকছেন। এই নিন লিখিত অঙ্গীকার। আর এই বিষ। সাবধানে রাখবেন।

স্যাম। খুব ভুল করছেন ইয়াং লেডি। পরে কোম্পানি বলবে, এটা কার

সই? এটাতো কমিশনারের সই নয়। তখন দলভঞ্জন সিং-এর গদীতে বসার স্বপ্ন ধুলিসাৎ হবে।

ননহি। সেকি? এসব কী বলছে?

টেলর। বললাম না, এ পাগল, স্ত্রীর শোকে পাগল হয়ে গেছে।

স্যাম। আমি আবার বলছি—

টেলর। উইল ইউ প্লীজ স্টপ ইণ্টারফিয়ারিং। যান আপনারা। এরপর শুনতে চাই কুঁয়র সিং মরে গেছে।

ননহি। শুনবেন।

[সুখানন্দ ও ননহির প্রস্থান]

টেলর। দেখলেন তো কে কমিশনার? [হাসেন]

বায়ার্স। [হেঁকে] দুটোর একটাকে বার করে দেব তো? হ্যাঁ প্রভু, দেব।

স্যাম। আচ্ছা! পরশু চীফ কমিশনার লায়েল সাহেব আসুন, দেখবো এই গলাবাজি কতক্ষণ থাকে!

পাঁচ

[আরায় কুঁয়র সিং-এর শিবির। হোলির উৎসব হচ্ছে তলোয়ার নৃত্যের মাধ্যমে]

গান

বাবু কুঁয়র সিং তেগয়া বহা বে
খুন কে উড়েলা অবীর হো।

কুঁয়র সিং-কে ঘিরে গাইছে সৈনিকরা। দুটি বৃটিশ ফৌজী টুপি বহন ক'রে আনা হয়।]

ভিকা। [টুপি বল্লমের ডগায় আন্দোলিত ক'রে]

ট্রেলোনিয়া সাহেবুয়া গয়ে সসুরাল হো !

ডানবারুয়া মহাবীর বোলে রামা হো।

বাবু কুঁয়র সিং তেগয়া বহা বে

খুন কে উড়েলা অবীর হো॥

কুঁয়র : খামোশ ! অবে অকলমন্দ বেবকুফ ! হচ্ছেটা কী ? উৎসব করছো ?

ভিকা। হোলি খেলছি ববুয়া।

কুঁয়র। সিদ্ধি আব ভাং খেয়ে নৃত্য হচ্ছে। ওদিকে ইংরেজ ফৌজ যদি হঠাৎ আক্রমণ করে ?

ভিকা। কোথায় ইংরেজ, ববুয়া ? বিহারে আর ইংরেজ নেই সব কলকাতায় পালিয়ে গেছে।

কুঁয়র। না, পালায় নি। আমাদের আক্রমণে সামান্য কিছুদিনের জন্য ইংরেজ চমকে গেছে, ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতে সে কোমব বেঁধে বিসমিল্লা বলে লডাইয়ে নামবে, এবং প্রাণ থাকতে ময়দান এ জং ছেড়ে পালাবে না। ইংরেজকে চেনো না ? যাও সবাই বন্দুক হাতে কুচকাওয়াজ করো আরার উত্তরে। নিশান, এদের নিয়ে যাও। দুটো যুদ্ধ জিতেই উৎসব করছে।

ভিকা। এরকম গোমড়ামুখো সেনাপতি দুনিয়ায় নেই। আমরা যাচ্ছি এখুনি, কিন্তু তুমি বর্ম খুলে একটু বসবে ? জিরোবে ? দশদিন আগে জগদীশপুরে ঘোড়ায় চেপেছ আর এই নামলে। তারপর হঠাৎ একদিন শুয়ে পড়লে কী হবে ?

কুঁয়র। [তলোয়ার নিয়ে তাড়া করেন] মালা গাঁবোয়ার, জানবর, আমি শুয়ে পড়বো !

ভিকা। মেরে ফেললে ! ববুয়া, আমাকে একা পেয়ে খুন করলে !

[মানভঞ্জন ও ননহির প্রবেশ। ননহির হাতে পান পাত্র। ভিকা তাদের পেছনে আশ্রয় গ্রহণ করে]

ববুয়া পাগল হয়ে গেছে। যুদ্ধে ফিরিংগির খুনের স্বাদ পেয়ে সে রক্তোন্মাদ হয়ে উঠেছে।

[ভিকার পলায়ন]

ননহি। পিতাজী আপনি বসুন এখানে, একটু বিশ্রাম করুন। ভিকা ওঝা ঠিকই বলেছে। জানি আপনার লোহায় পেটা শরীর। তবু কিছু বিশ্রামের তো দরকার হয়।

কুঁয়র। না, হয় না। [পানপাত্র নেন] মানভঞ্জন ! তুমি বড়ো হয়ে কী করবে ?

মান। ফিরিংগি মারবো। আমি বড়ো হয়ে গেছি বাবুজী, আমাকে যুদ্ধে নিয়ে চলুন।

কুঁয়র। সেদিন তো ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে !

মান। একবার তো আপনিও পড়ে গিয়েছিলেন। কে না পড়ে? গত-বছর বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়া চালাতে গিয়ে পড়ে যান নি? আমার বাবাও পড়ে গিয়েছিলেন একবার।

কুঁয়র। আচ্ছা তুমি এখন যাও। তুমি বুঝি ননহি।

ননহি। জী হ্যাঁ, পিতাজী।

কুঁয়র। তুমি আরায় এসেছ কেন ?

ননহি। বাবুজীর পদসেবা করতে। এখানে আপনাকে কে দেখাশোনা করবে বলুন।

কুঁয়র। যুদ্ধে আবার দেখাশোনা কী? আমাদের সাবেক রীতিনীতি ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে। ফৌজের পিছনে যে অসংখ্য দাস-দাসী, স্ত্রী-কন্যা চলতে থাকবে, এ-আর সম্ভব না। আমাদের পল্টন গতিশীল, সে কোথাও

থামবে না, বিরাট বাজার বসিয়ে সে কোথাও থেমে থাকবে না। তুমি জগদীশপুর ফিরে যাবে আজই।

ননহি। জী বাবুজী

কুঁয়র। এখানে থাকার কথা তোমার—ইয়ে—তোমার স্বামীর, মানে দলভঞ্জন সিং-এর। তাকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহ দাও না কেন? তুমি কি জানো আরা জেলার সব কৃষকবধূরা তাদের স্বামীদের স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে কুঁয়র সিং-এর পল্টনে নাম না লেখালে তারা রান্না করবে না, খেতে দেবে না, এমন কি শয্যায় যাবে না? তাদের কাছ থেকে শিখে নাও না কেন?

ননহি। কুমার সাহেব তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী। আমার কী সাজে তাঁকে উপদেশ দেওয়া?

কুঁয়র। হ্যাঁ, সাজে। কেন সাজবে না? ধর্মণ বিবি আমাকে উপদেশ দেন না? তুমি দলভঞ্জনের জীবন-সঙ্গিনী, তুমি উপদেশ দেবে না তো কে দেবে?

ননহি। বাবুজী, আমার ধারণা ছিল আপনি আমাদের মিলন চান না। অথচ এখন আমাকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী বলে স্বীকার করে নিলেন?

কুঁয়র। হুঁ। আমারো ধারণা ছিল তুমি—তুমি অন্যরকম। এখন স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার ধারণা ভুল ছিল।

ননহি। [পা জড়িয়ে ধরে] বাবুজী আপনার স্নেহের বাণী।

কুঁয়র। হুঁ, ওঠো, ওঠো। পুত্রবধূ হিসেবে তোমাকে আশীর্বাদ করতে আর কোনো দ্বিধা আমার নেই। তুমি এত গয়না পরে আছ কেন?

ননহি। মাতাজী শিখিয়ে দিয়েছেন, আপনার দরবারে উপস্থিত হবার সময়ে দাসীকে যথাসম্ভব সেজে আসতে হবে।

কুঁয়র। অথচ লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই ধর্মণ বিবির নিজের গায়ে এক দানাও সোনা নেই।

ননহি। দেখেছি।

কুঁয়র। সব যুদ্ধের কাজে গেছে। তোমার গয়নাও নিয়ে নেব সব। কামান তৈরী হবে। লী-এনফিল্ড রাইফেল কিনতে হবে। সব চাই আমাদের। যতক্ষণ দেশের স্বাধীনতা নেই, ততক্ষণ কারুর অংগ-শোভায় অধিকার নেই।

ননহি। এখুনি নিয়ে নিন বাবুজী। [খুলতে থাকে]

কুঁয়র। [কংগন হাতে নিয়ে] তুমি এই কংগন পেলে কোথায় ?

ননহি। ওটা আমার মায়ের ছিল।

কুঁয়র। আশ্চর্য। এ তো অত্যন্ত আধুনিক নকশার কংগন। এ তো তৈরী হয় শুধু সারণ জেলায়। এই কংগন তোমার মায়ের হতেই পারে না। এই কংগন পাওয়া যায় শুধু সারণ জেলায় আর পাটনার বাজারে অর্থলালের গয়নার দোকানে।

ননহি। দেখি বাবুজী, ও না, ওটা আমার মায়ের নয়। ওটা আমাকে কুমার সাহেব দিয়েছেন।

কুঁয়র। কবে ?

ননহি। বছর পাঁচেক আগে।

কুঁয়র। ননহি বিবি, যুদ্ধের জন্য হাজার হাজার কৃষক বধূ আমার হাতে এত গহনা সঁপে দিয়েছেন যে আমি আজ একজন পাকা জহুরী এবং স্বর্ণকার হয়ে উঠেছি। পাঁচ বছরের পুরেনো সোনা যতটা ক্ষয়ে যায় তা আমি খুব ভালভাবে শিখে গেছি। এ কংগন একদম নতুন, পারতপক্ষে পরাই হয়নি।

ননহি। বাবুজীর চোখ অর্জুনের তীরের মতন লক্ষ্যভেদ করে। সত্যি এতদিন ওটা পরিনি। [সব গয়না খুলে দেয়] এই রইল যুদ্ধে আমার সামান্য নজরানা। এবার বাবুজী সরবৎটা খেয়ে নিন।

কুঁয়র। [পানপাত্র ওষ্ঠাধারে ঠেকিয়ে আবার নামান] এতে সিদ্ধি দিয়েছ ?

ননহি। না বাবুজী, আমি তো জানি আপনি ওসব স্পর্শ করেন না। খেয়ে নিন বাবুজী, তারপর একটু বিশ্রাম করুন।

[হঠাৎ কুঁয়র পানপাত্র উপুড় করে পানীয় ঢেলে দেন ভুঁয়ে]

কুঁয়র। নাঃ। [পদচারণা] জল ছাড়া কিছু খাবো না।

[হতাশা গোপন করে ননহি গমনোদ্যত]

আজই জগদীশপুর চলে যাবে।

ননহি। জী বাবুজী।

[পীর আলি, হরকিশুন ও অমরের প্রবেশ। ননহির প্রস্থান]

পীর। বাবুজী, ক্যাপ্টেন হোম্‌স্‌ আজ রাত্রে সগৌলির বিশ মাইল দক্ষিণে রতনপুর পৌঁছুবে। সংগে মোটে দশজন দেহরক্ষী। ওকে শেষ করার হুকুম হোক। সে হচ্ছে বিহারের ইংরেজদের আশা-ভরসা।

কুঁয়র। হরকিশুন, এখুনি ফতেজং পল্টনের একশ ঘোড়সওয়ার নিয়ে রওনা হও। হোমসকে শেষ করে আসবে। সংগের দেহরক্ষীরাও যেন কেউ পার না পায়। বিহারে সামরিক আইন জারি করার জবাব দিতে হবে।

হর। এখন বিকেল পড়ে এসেছে বাবুজী। আজ রাত্রের মধ্যে দেড়শ মাইল পথ যাব কি করে ?

কুঁয়র। ঘোড়া না থামালেই হোলো। শুধু দেড়শ' মাইল যাওয়া নয়, কাল সকালের মধ্যে দেড়শ মাইল ফিরেও আসা চাই। তাকে বলে কুঁয়র সিং-এর পল্টন।

হর। অয়ে রামজী, পরবর দিগার।

কুঁয়র। তুমি না পারলে বলো আমি যাচ্ছি।

হর। না, না, যাচ্ছি তো, এই তো যাচ্ছি।

কুঁয়র। আর কী খবর পীর আলি সাহেব ?

পীর। পূর্বাঞ্চলের চীফ কমিশনার লায়েল সাহেব কাল সকালে পাটনায় আসছেন, তাকে মেরে দিলে কেমন হয় ?

কুঁয়র। তাকে মেরে দিলে চমৎকার হয়। গুপ্তহত্যা এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধ—দুটোই সমান তালে চলবে। কত লোক চাই আপনার ?

পীর। দুজন লোক আর তিনটে পিস্তল।

কুঁয়র। তিনটে পিস্তল কেন ? নিজেও যাবেন নাকি ?

পীর। তাই ভাবছিলাম।

কুঁয়র। একদম নয়। আপনি যেখানে আছেন, যা করছেন, তাতে কোনোরকম ঝুঁকি নেয়া উচিত নয়। আমি নিষেধ করছি।

পীর। যো হুকুম বাবুজী। তবু পিস্তল একটা কাছে রাখা দরকার।

অমর। আমরা যে দুজনকে পাঠাবো, তারা ঠিক লায়েলকে শেষ করে আসবে। কোনো চিন্তা করবেন না।

কুঁয়র। কাদের পাঠাবে ভাবছো।

অমর। হাজি আক্রম মোল্লা এবং পরদুমান সিং। কোথায় উঠবে লায়েল ?

অমর। সার্কিট হাউস। সামনে বাঁ দিকের বড় শোবার ঘরে থাকবে।

অমর। হুঁ।

কুঁয়র। আর পাটনায় তাঁতীদের খবর দাও।—সুরজ জোলাকে খবর দাও, কাল সার্কিট হাউসের সামনে হাজার খানেক তাঁতী নিয়ে একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে আক্রম মোল্লা এবং পরদুমান সিং গণ্ডগোলের মধ্যে পালিয়ে আসতে পারে।

পীর। জী বাবুজী। আর দুটো কমিশনার এখন, ঝগড়া হচ্ছে অনবরত।

কুঁয়র। সাময়িক, সাময়িক। শিগগিরই ওরা এক হয়ে যাবে। এক সঙ্গে আক্রমণ করতে আসবে আমাদের। তাই কাল রাত্রেই আমাদের পশ্চিমে যাত্রা। ওরা আরা ঘিরতে এসে দেখবে আমরা নেই।

অমর। ওরা সব ঘাটে পাহারা বসিয়েছে ভাইয়া, নৌকো বাজেয়াপ্ত করেছে। সোন নদী পেরুবো কোথায় ?

কুঁয়র। [হেসে]। ভাইয়া, আমাদের আবার নৌকার ভাবনা ? আমরা

নদী পেরুবো—[গলা নামিয়ে] ডেহারিতে। সেখানে এক হাজার নৌকো জড়ো করেছে মাঝিরা আর জেলেরা।

অমর। অত নৌকো দেখে বৃটিশ তো এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে যে আমরা ঠিক ঐখানটাতেই নদী পার হবো। ওপারে ওৎ পেতে বসে থাকবে।

কুঁয়র। ভাইয়া, এক হাজারটা নৌকো ওখানে জড়ো হয়েছে সত্যি, কিন্তু কারুর চোখে পড়ছে না। অদৃশ্য! সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

অমর। মানে?

কুঁয়র। জেলে আর মাঝিদের বুদ্ধির সঙ্গে বৃটিশ কি এঁটে উঠতে পারে? সব নৌকো রয়েছে জলে ডোবানো। আমরা পৌঁছুবার মোটে এক ঘণ্টা আগে সেগুলো তুলে পর পর বেঁধে ওরা নৌকোর পোল তৈরী করবে শক্ত ক'রে, যাতে ঘোড়া থেকে আমাদের নামতেও না হয়। যে গতিতে নদীর ধারে পৌঁছুবো সেই গতিতেই নদী পার হয়ে যাবো। আমরা যে জেলে আর মাঝিদের আপনজন, পরমাত্মীয়, আমরা ওদেরই হাতের কুঠার। আমরা ওদেরই পল্টন। এটা ভুলে গেলেই মাথা চুলকে হদিশ পাবে না। কি ক'রে যাবো, কি ক'রে পিছু হঠবো। কি ক'রে এক রাত্রে দেড়শ মাইল পার হয়ে যাবো। কি ক'রে যুদ্ধ জিতবো। সবই সম্ভব। কারণ আমরা মিশে আছি, এদেশের চাষী, কামার, জেলে মাঝিদের মধ্যে।

ছয়

[টেলর ও শ্যামুয়েলস প্রবেশ ক'রে একই আসনে বসেন ও ঠেলাঠেলি করতে থাকেন]

টেলর। এ কি? কী ভাবে রাজকার্য চালাবো আমি? আরে! ঠেলছে দেখ!

শ্যাম। আপনাকে রাজকার্য চালাতে কে বলেছে?

টেলর। আরো তো চেয়ার আছে ঘরে। গিয়ে বসুন না।

শ্যাম। কমিশনারের চেয়ারে আমি বসবো, এটা মহামান্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিদ্ধান্ত। একটু পরে আসছেন মরিস লায়েল, আপনাকে জেলে পুরবে। এইবেলা চেয়ার ছাড়ুন।

টেলর। আচ্ছা, আপনি কলকাতা থেকে পাটনা এলেন, পথের মধ্যে খুনও হলেন না নেটিভদের হাতে? আর কেউ তো পার পাচ্ছে না। বিহারের ইংরেজরা নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে, যেখানে সেখানে সপরিবারে কাটা পড়ছে বিদ্রোহীদের হাতে, আপনাকে যমেও নেয় না?

[লেগ্রাণ্ড ও বায়ার্সের প্রবেশ। পেছনে সুখানন্দ]

লেগ্রাণ্ড। আপনারা দুজন ইস্কুলের ছাত্রের মতন ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করুন। গুরুতর সংবাদ আছে।

টেলর। গুরুতর ছাড়া আর কোন সংবাদ আপনি কবে দিয়েছেন? বলুন! চাপান সব ভীষণ সংবাদ আমার ঘাড়ে—একটার পর একটা।

লেগ্রাণ্ড। কাল রাত্রে ক্যাপ্টেন হোম্‌স্ এবং মিসেস হোম্‌স্ দুজনেই খুন হয়ে গেছেন সগৌলির কাছে রতনপুরে।

টেলর। এ্যাঁ? কি?

লেগ্রাণ্ড। সেই সংগে বিদ্রোহীরা হত্যা করেছে ডাক্তার গার্ণার, মিসেস গার্ণার এবং লেফটেনান্ট বেনেটকে। দশজন গোরা দেহরক্ষীও সাবাড় হয়ে গেছে।

টেলর। [তীক্ষ্মস্বরে] নারীঘাতী বর্বর নেটিভ দস্যু! একেবারে অনাথ করে দিল আমাদের! ক্যাপ্টেন হোম্‌স্ খতম হওয়া মানে আমাদের তিনকূলে কেউ রইল না। একমাত্র এই লেগ্রাণ্ড ছাড়া, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে বেশ্যার শয্যার প্রতি বেশি আসক্ত।

লেগ্রাণ্ড। এই, এই স্লাণ্ডার! আই প্রোটেস্ট।

টেলর। ইউ আর এ কমন উওম্যানাইজার শ্যার! তুনিয়াটা উল্টোপাল্টা করে দিল একদল ভোজপুরী নির্বোধ। বৃটিশ আর্মস-এর এতগুলো পর পর বিপর্যয় এদেশের ইতিহাসে আর ঘটেনি। ব্যাপারটা কী? ওরা তো চিরদিন নিরীহ অলস। চলতে ফিরতে বছর যায় ওদের। লোটা ছাড়া পথ চলে না। সাহেব দেখলে মাটিতে পড়ে সেলাম জানায়। গরু ও হনুমানের পূজো করে। তারা হঠাৎ এমন হিংস্র এমন তেজী, এত ক্ষিপ্র হয়ে উঠলো কবে? এবং কেন?

শ্যাম। আপনার দশ বছরের অবিচ্ছিন্ন কদর্য অত্যাচারে।

টেলর। এক স্পাই নিযুক্ত করলাম, সে ভয়ে শত্রুর কাছে যায় না। এইখানে বসে আমার অন্ন ধ্বংস করে।

সুখা। হুজুর, কুঁয়র সিং মহাজন দেখে আর গাছ থেকে ঝোলায়। আপনি কি বলেন্ আমিও গিয়ে গাছ থেকে ঝুলি?

শ্যাম। হোল্ড ইওর টাং, নিগার ডেভিল! এ লোকটাকে আমার সন্দেহ হয়—এ বোধ হয় আমাদের স্পাই নয়, কুঁয়র সিং এর স্পাই, আমাদের খবর ওদিকে পাঠায়!

সুখা। হুজুর, বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের বিশেষ অনুগত।

টেলর। তাহলে কুঁয়র সিং আমাদের সব খবরাখবর পাচ্ছে কি করে? হোমস্ দুর্গ থেকে এক রাত্রের জন্য বেরুলেন আর সঙ্গে সঙ্গে গুম হয়ে গেলেন কোন যাদুবলে?

সুখা। সে আমি জানি না হুজুর। আমিই কি জানতাম নাকি ছাই যে হোম্স্ সাহেব সফরে বেরুবেন?

শ্যাম। কোনো ইণ্ডিয়ান আমাদের হয়ে স্পাই-এর কাজ করবে না। আমি বিশ্বাস করি না কোনো নিগারকে। স্পাই-এর ভাবনা আপনি ভাববেন না দয়া করে। ওসব আমি দেখেছি। বৃটিশ স্পাই নিয়োগ করেছি।

টেলর। টকটকে ফ্যাকাসে রং নিয়ে সে কুঁয়র সিং-এর শিবিরে ঢুকবে ?

শ্যাম। সে ইতিমধ্যে ঢুকে গেছে। তিনি হচ্ছেন মিস এলভিরা ডগলাস।

টেলর। মেয়েছেলে ?

শ্যাম। হ্যাঁ, তিনি যখন শাড়ি পড়ে দেহাতী বলেন তখন কুঁয়র সিংও ধরতে পারেন না তিনি বৃটিশ।

লেগ্রাণ্ড। তা এখন কী করা হবে ? ডানবারের সব সৈন্যসামন্ত সব মারা পড়েছে। আমরা করবটা কী ? ক্যাপ্টেন ভিনসেণ্ট আয়ারের নেতৃত্বে নূতন ফৌজ রওনা হয়েছে কলকাতা থেকে। তাদের নিয়ে আরা আক্রমণ করবো ?

টেলর। আপনার কি ধারণা কুঁয়র সিং-রা এখনো আরায় বসে ছাতু খাচ্ছে ?

লেগ্রাণ্ড। তবে ?

টেলর। একটা মেয়ে ছেলে স্পাই হয়েছিল, তার কথা ছিল কুঁয়র সিং-কে বিষ দিয়ে মারার। সে শুধু পাটনায় আসে গয়না কিনতে। কোনো কাজ করে না। কোথায় সে ?

সুখা। আসার কথা আছে আজ।

টেলর। আমার টাকায় গয়না কিনে কিনে ফতুর ক'রে দিল। যখন চলে মনে হয় সোনার একটা প্রতিমা হাঁটছে।

[বাইরে দূরে গুলির শব্দ, কোলাহল]

লেগ্রাণ্ড। দাংগা লেগেছে ! পাটনা শহরে অভ্যুত্থান ! [প্রস্থান]

টেলর। আরো এক ডজন ইংরেজ মরে গেল আর কি ! আজকাল মাছির মতন মরছে।

বায়ার্স। এবং মরার সময় ঈশ্বরের নাম নেয়ারও সময় পায় না।

টেলর। সেই মেয়েছেলেটাকে বলেছিল কুঁয়র সিং পশ্চিম দিকে যাত্রা করবে। সোন নদী পেরুবার সময় প্রবল আক্রমণ করতে হবে।

বায়ার্স। তারপর হেরে ভূত হয়ে পালাবে গোরা ফৌজ। এত দ্রুত সে ঐতিহ্যটা গড়ে উঠলো যে কী বলবো।

শ্যাম। কোথায় সে সোন নদী পেরুবে ?

টেলর। আমাকে বলেনি। তার সঙ্গে আমার খুব একটা দোস্তি নেই।

শ্যাম। মেয়ে-স্পাইটা খবর আনে নি এখনো ?

টেলর। আপনার কি খবরের দিকে লক্ষ্য, না মেয়ে স্পাইটার দিকে, বলুন তো।

শ্যাম। এ কি অসভ্যের মতন কথা।

টেলর। [পদচারণা] বৃটিশ ফৌজের মনোবল ভঙ্গ হয়ে গেছে, ইতিহাসে এই প্রথম।

বায়ার্স। একেবারেই প্রথম নয়। আফগানিস্তানে হয়েছিল।

টেলর। সে যাই হোক। অফিসাররা আগে থেকে ধরে নিচ্ছেন যে কুঁয়র সিং জিতবেই। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

[লেগ্রাণ্ডের দ্রুত প্রবেশ]

ঐ ঠিক জানি ! দুঃসংবাদ তো ?

লেগ্রাণ্ড। নিদারুণ সংবাদ !

টেলর। জানি। আপনার মতন দুর্মুখ দূত 'আর জন্মায় নি। এবার কী ? ঝেড়ে কাশুন ! কে গেল ?

লেগ্রাণ্ড। চীফ কমিশনার মরিস লায়েল এবং তাঁর সহকারী মিস্টার বুকার ও দেহরক্ষী লেফটেনাণ্ট মায়াস্।

শ্যাম। লায়েল ! লায়েলকে মেরে ফেলেছে ?

লেগ্রাণ্ড। হাজারখানেক তাঁতী বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে সার্কিট হাউসের সামনে—বারান্দায় পড়ে আছে তিনটি রক্তাক্ত দেহ।

টেলর। [শ্যামকে] আপনি আমার দিকে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে আছেন কেন ? আপনার কি ধারণা আমি মারিয়েছি লায়েলকে।

শ্যাম। অসম্ভব নয়। লায়েল এখানে এলেই আপনি পদচ্যুত হতেন।

লেগ্রাণ্ড। ওসব ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করুন এখন আমরা কী করবো ?

টেলর। আপনি কমিশনারকে জিগ্যেস করুন, আমায় কেন ?

শ্যাম। ও, পরিস্থিতি গুরুতর দেখেই আমি কমিশনার, না ?

টেলর। তা কলকাতা থেকে যখন পরের যাত্রাভঙ্গ করার জন্য রওনা হলেন তখন জানতেন না পরিস্থিতি গুরুতর ? নাকি ভেবেছিলেন পাটনায় বসে ক্ষীর-ননী-ছানা খাবেন ? ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড ইনি—ইনি হচ্ছেন পাটনার নবনিযুক্ত কমিশনার, সব হুকুম ইনি দেবেন, সব সিদ্ধান্ত ইনি নেবেন।

শ্যাম। নেবই তো। ভেবেছেন কী ? কাপুরুষের মতন পালাবো ?

[ননহি বিবির প্রবেশ]

টেলর। এই যে! আসতে আজ্ঞা হোক! আজ ক'ভরি সোনা কিনলেন ? কত বিল হোলো ? ভাবনা নেই বৃটিশ সরকারের ট্রেজারির দুই দ্বার আপনার জন্য সটান খোলা—যদিও খুব বেশি বোধ হয় আর অবশিষ্ট নেই ট্রেজারিতে!

ননহি। রাস্তায় দাঙ্গা হচ্ছে। গোরা ফৌজ গুলি চালাচ্ছে তাঁতীদের ওপর।

টেলর। তা আপনি কী ভেবেছিলেন গোরা ফৌজ আদর করবে তাঁতীদের ? হোলি খেলবে ? তা কী ব্যাপার ? কুঁয়র সিং তো মরার বদলে দেখছি সারা বিহার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিষটা কাকে দিলেন ? কোনো অসুবিধা-জনক উপপতিকে ?

ননহি। বাবুজী সরবৎ খেলেন না। মাটিতে ফেলে দিলেন।

টেলর। শুনে অত্যন্ত প্রীত হওয়া গেল। আর কবে কোথায় সোন নদী অতিক্রম করবেন তিনি ?

ননহি। এখনো জানতে পারি নি।

টেলর। ও বুঝেছি। কুঁয়র সিং কানপুরে পৌঁছে গেলে তবে আপনি জানাবেন কোথায় একমাস আগে সে সোন ক্রস করেছিল। খুব প্রীত হলাম শুনে।

ননহি। তার চেয়ে ঢের বড় খবর এনেছি। আপনাদের এখানে কুঁয়র সিং-এর গুপ্তচর আছে জানেন ?

টেলর। [শ্যামের দিকে তাকিয়ে] বিচিত্র নয়। কলকাতা থেকে অজ্ঞাত-কুলশীল অপরিচিত লোক অনেক আসছে।

ননহি। যখন বাবুজীর তাঁবু থেকে বেরুচ্ছি তখন সে ছোটেবাবু অমর সিং-এর সঙ্গে ঢুকছিল। আমি তার মুখ দেখে ফেলেছি।

টেলর। কে সে ?

ননহি। আপনার কোতেগু শ্‌ত্‌ দারোগা পীর আলি।

[সকলের বিস্ময়োক্তি]

টেলর। এবসার্ড! সে ত্রিশ বছর কোম্পানির চাকরি করছে।

শ্যাম। স্পষ্ট দেখলেন পীর আলি ?

ননহি। স্পষ্ট।

শ্যাম। সে কতদূরে ছিল আপনার থেকে ?

ননহি। চার হাতের মধ্যে। [সাহেবদের দৃষ্টি বিনিময়]

টেলর। রিডিকুলাস! এ মহিলা এমন কিছু সত্যবাদী সতী নন।

ননহি। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। নিজেরাই বুঝতে পারবেন।

শ্যাম। কল হিম।

[সুখানন্দের প্রস্থান]

যা প্রশ্ন করার আমি করবো। আপনি ঠিক ধেড়িয়ে দেবেন।

টেলর। করুন প্রশ্ন। এই ধূর্ত মহিলার কথায় আলেয়ার পেছনে ছুটুন।

[পীর ও সুখানন্দের প্রবেশ, ননহি মুখ ঢাকে]

পীর। হুকুম, হুজুর!

শ্যাম। পীর আলি, কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে ?

পীর। ঘরে হুজুর।

শ্যাম। তাহলে আজ সকালে তোমার ঘোড়াটা ক্লান্ত নির্জীব হয়ে মাঠে দাঁড়িয়েছিল কেন ?

পীর। হুজুর ?

স্যাম। ঘোড়া, তোমার ঘোড়া। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম গা গরম। তার মানে সারারাত ঘোড়া ছুটিয়েছ। কোথায় গিয়েছিলে?

ননহি। [ঘোমটা খুলে] আরায়, বাবু কুঁয়র সিং-এর শিবিরে।

পীর। ননহি বিবি!

[স্যামুয়েলস পিস্তল বার করেন]

স্যাম। পীর আলি। একচুল নড়লে গুলি করবো। সার্চ হিম।

[লেগ্রাণ্ড খানাতল্লাসি করে বার করেন একটা পিস্তল, স্যামকে দেন]

এ পিস্তল দানাপুরের অস্ত্রাগার থেকে লুঠ করা। দানাপুরের সিপাহিরা দিয়েছে কুঁয়র সিং-কে। আর তার কাছ থেকে এসেছে তোমার পকেটে।

টেলর। বাঁধো শয়তান গদ্দারটাকে।

[তাকে ভূপতিত করে বেঁধে ফেলা হয়]

বদ্‌মাশ নেমকহারাম! কী কী খবর দিয়েছিস কুঁয়র সিং-কে? বল! বল!

[ছোরা দিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করতে থাকেন টেলর। পীর আলি চিৎকার করছেন]

পীর। দীন দীন! ফিরিংগিশাহী হো বরবাদ! হিন্দুস্তান আজাদ হ্যায়! বাবু কুঁয়র সিং-কি জয়! জং—এ ইসলাম হো আকবর! আল্লা হো আকবর! নারায়ে তকবীর।

স্যাম। মিস্টার টেলর, সংযত হোন! কী করছেন?

টেয়র। ঐ শুয়োরের বাচ্চাই দায়ী হোম্‌স্ আর লায়েলের মৃত্যুর জন্য। ট্রেইটর!

স্যাম। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড, এই বদমাসটাকে তোপের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দিন এক্ষুণি।

[রক্তাক্ত পীরকে দাঁড় করান লেগ্রাণ্ড]

বায়ার্স। দাঁড়ান! শুয়োরের মাংস নিয়ে আসুন সাহুকার, রান্নাঘরে রয়েছে।

পীর। একটা যুদ্ধ চলছে, আমি বন্দী হয়েছি! আমার ইমানে হাত দিচ্ছেন কেন?

টেলর। [তীক্ষ্নস্বরে] যুদ্ধ! নিগার রেবেল! যুদ্ধ? চরম নিমকহারামি করে তোরা বিদ্রোহ করেছিস, আবার যুদ্ধের কথা বলিস?

বায়ার্স। সাহুকার, দিন শয়তানটার মুখে শুয়োরের মাংস পুরে, নিগারের ধর্মের ইতি ক'রে দিন।

পীর। সুখানন্দ, তুমি হিন্দু, তুমি হিন্দু রাজা কুঁয়র সিং-এর পাশে দাঁড়াও নি। আমরা মুসলিমরা লড়ছি তাঁর নিশানের নীচে। এখন তুমি আমার ধর্মে হাত দেবে? আমার ইমান, মজহব, ইজ্জৎ সব ধুলোয় মিশিয়ে দেবে?

সুখা। [ইতস্তত করে] কী করবো? নইলে ওরা আমার মুখে গোমাংস পুরে দেবে যে!

পীর। এইভাবেই ওরা ভায়ে ভায়ে সংঘর্ষ বাধাতে চায়, হিন্দু মুসলিমে দাঙ্গা বাধাতে চায়, বুঝতে পারো না? ছুঁড়ে ফেলে দাও ঐ পাপ-মাংস।

টেলর। শাট্ আপ! গো অন সাহুকার!

পীর। [কেঁদে ফেলেন হঠাৎ] সুখানন্দ তোমার পা জড়িয়ে ধরে বলছি, মেহেরবানি করো ভাই। জাত মেরো না, ধর্মনাশ কোরো না, আমাকে মাথা উঁচু রেখে মরতে দাও।

সুখা। [মৃদুস্বরে] জোর করে খাওয়ালে ধর্ম যায় না, বোঝো না?

[পীর দাঁতে দাঁত চেপে থাকেন। জোর করে শুয়োরের মাংস মুখে পুরে দিতে তিনি বমি করতে থাকেন]

লেগ্রাণ্ড। গেট আপ, ইউ সোয়াইন। নাও মার্চ!

পীর। লা ইল্লা ইল্লাল্লা, মুহম্মদ রসুল-আল্লা! নারায়ে তকবীর, আল্লা হো আকবর!

বায়ার্স। ইন দা নেম অফ দা ফাদার, এণ্ড অফ দা সান…………

[স্যামুয়েলস ও ননহি ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

ননহি। উঃ কী ভীষণ !

স্যাম। আপনি হিন্দু না মুসলিম ?

ননহি। হিন্দু।

স্যাম। আপনি ফিরে যান জগদীশপুর। আবার বিষ দিতে চেষ্টা করুন কুঁয়র সিংকে। আর যদি সেটা না পারেন, তবে অন্ততঃ কবে এবং কোথায় সে সোন-নদী পেরুবে সে খবরটা আমাদের অবশ্য দেবেন।

ননহি। চেষ্টা করবো, পারবো কিনা জানিনা। কাণ্ড দেখে হাত পা কাঁপছে।

স্যাম। আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। আপনার অসাধারণ বুদ্ধি। এই নিন আরেক শিশি বিষ। যান। আর শুনুন—থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

সাত

[জগদীশপুরে কুঁয়র সিং-এর কুঠি। মত্ত দলভঞ্জনের প্রবেশ। পেছনে ধর্মণ বিবি]

দল। ওসব আমাকে বলে কোনো লাভ নেই, বিবিজী ! অনবরত বলি—কানে তুলো দিয়েছেন নাকি, এ্যাঁ—বহুবার বলেছি বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যে হিম্মৎ লাগে তা আমার নেই ! পিতাজী সারা জীবন চুটিয়ে মদ খেলেন, আফিং খেলেন, চরস গাজাও বাদ দিলেন না। ৭৫ বছর বয়সে ঠিক করলেন, আর ওসব নয়। আমিও তাই করবো না হয়। ৭৫ বছর বয়স হোক, তারপর লড়াই করবো। এখন মদ আর মেয়ে মানুষ আমি ছাড়তে পারবো না।

ধর্মণ। দলভঞ্জন! ৭৫ বছর বয়সে তোমার পিতাজী চলেছেন সারা হিন্দুস্থানে বিদ্রোহ ছড়াতে, আর তুমি রাজপুত, জগদীশপুরের উত্তরাধিকারী, তোমার লজ্জা করে না, শরাব খেয়ে পড়ে থাকতে ?

দল। একদম না। শরাব খাওয়া এ বংশের ঐতিহ্য ও গৌরব। তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছ সারা জীবন, তারপরও মৌলবীর মতন চেচাচ্ছ ?

ধর্মণ। চুপ নালায়েক নামাকুল! [প্রহার করেন] বাবুজীর লজ্জা!

দল। দূর, তোমার গায়ে একটুও জোর নেই, আমার একটুও লাগছে না!

[ননহির প্রবেশ]

ননহি। কুমারসাহেব!

ধর্মণ। ননহি, এই মাতাল জড় পদার্থের হাতে নোয়া পরিয়ে দাও, শাড়ি পরাও একে, মাথায় দাও দোপাট্টার ঘোমটা। পুরুষ নামের এ অযোগ্য।

[ধর্মনের প্রস্থান]

দল। [গর্জন ক'রে] খবরদার, তওয়াইফ! বেশ্যার মুখে কথার তুবড়ি ছুটছে দেখ! আমি ইচ্ছে করলে বিশটা গোরার সঙ্গে একা লড়তে পারি। পারি কিনা তুমি বলো, ননহি। বলো—পারি ?

ননহি। হ্যাঁ, অবশ্যই পারো। বোসো বোসো এখানে। কাল তো বেরুলে ঘোড়ায় চেপে, বাবুজীকে বললে তুমি ফৌজে যাবে। আবার কী হলো ?

দল। অব্যবস্থচিত্তস্য প্রসাদহোপি! আমার কথায় কারুর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। আজ ভোরবেলা উঠেই মনে হোলো আবার সারাদিন শত শত লোকের মুখোমুখি হতে হবে, অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। ভয়ে আমার পেটের মধ্যে কেমন মুচড়ে উঠলো। ভাবলাম এক পাত্র শরাব খেলে সাহসটা ফিরে আসতে পারে। এক পাত্রের জায়গায় দুপাত্র হোলো—তারপর তিন, চার,—আর হিসেব নেই।

[ননহি শরবতের পাত্রে বিষ ঢালে]

দল। ওসব কি নিস্তেজ পদার্থ বানাচ্ছ ? ওসব আমি মুখে তুলি না।

ননহি। ও তোমার জন্যে নয়, বাবুজীর জন্যে। আজ বাবুজীরা চলে যাচ্ছেন পশ্চিমে। কোনদিক দিয়ে যাবেন কিছু জানো?

দল। কী?

ননহি। কোথায় ওঁরা সোন নদী পেরুবেন জানো?

দল। আমি কি করে জানবো? আমায় বলে-টলে না।

ননহি। কাল যে চৈনপুরে গেলে কী দেখলে?

দল। দেখলাম হাজার হাজার নির্বোধ বীর কুচকাওয়াজ করছে।

ননহি। না, বলছি, সব সৈন্য তো চলে যাবে পশ্চিমে। কতজন থাকবে জগদীশপুর পাহারা দেয়ার জন্য?

দল। [হঠাৎ সতর্ক] সে-খবরে তোমার কী কাজ?

ননহি। বা, ভয় হয় না? গোরারা যদি সেই সুযোগে এসে জগদীশপুর দখল করে? আমাদের ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি করবে না?

দল। কোনো ভয় নেই। জগদীশপুর দুর্ভেদ্য। মোটে পাঁচ শ' সৈন্য পাহারায় থাকলেই এ শহর অজেয়। তা ছাড়া আমি আছি ননহি, কোনো ভয় নেই।

ননহি। মোটে পাঁচ শ' সৈন্য এতবড় এলাকা পাহারা দেবে কি করে? কোথাও না কোথাও ছিদ্র থাকবেই। আর স্যামুয়েলস-ফিরিংগি সেই ছিদ্রপথে ঢুকে আমাদের খুন করবে। আগে ধর্ষণ করাবে, তারপর খুন করবে।

দল। কোথাও ছিদ্র নেই। তবে হ্যাঁ, গাঙ্গী নদীটা হয়তো একটু অরক্ষিত। বিশেষ কোনো রক্ষাব্যবস্থা ওদিকটায় নেই। পিতাজী ভেবেছেন ওদিকটায় দুর্ভেদ্য অরণ্য। ওদিক দিয়ে বৃটিশ এগুতে সাহস করবে না। কিন্তু লেগ্রাণ্ড ফিরিংগির যদি বুদ্ধি থাকে, তবে ওদিক দিয়ে গুট ক'রে চলে আসতে পারে। তবে কোন ভয় নেই। আমি নিজে ওদিক পাহারা দেব।

[অন্য এক পান পাত্রে মদ দেয় ননহি]

ননহি। নাও খেয়ে নাও।

দল। এই জন্যেই তো তোমাকে আমি এত ভালবাসি।

[পান করেই সে পড়ে যাচ্ছিল, ননহি তাকে ধরে নিয়ে চলে।]

আমার কিছু হয়নি বাপু, কেন যে তোমরা এত আদিখ্যেতা করো। আমি ঠিক আছি। উঃ, সকালবেলায় এত মগুপান আমার উচিত হয় নি।

[প্রস্থান। কুঁয়র, অমর, হরকিশুনের প্রবেশ]

কুঁয়র। হোমসের বিবিকে মারা হলো কেন তার জবাব দাও হরকিশুন। আমরা রাজপুত। নারীর গায়ে হাত দেয়ার আগে নিজের হাত কেটে ফেলার কথা।

হর। বিবি হোমস হঠাৎ দু'হাত তুলে স্বামীকে আড়াল করে দাঁড়ায়, বাবুজী, ততক্ষণে পিস্তলের ঘোড়া টিপে ফেলেছি।

কুঁয়র। ও! আর ডাক্তার গার্ণারের বিবি? সেও কি ঠিক সময়ে ঝাঁপিয়ে তোমাদের বন্দুকের সামনে এসে পড়লো?

হর। তাকে লক্ষ্য করে কেউ গুলি চালায়নি বাবুজী, লেগে গেছে হঠাৎ।

কুঁয়র। [গর্জন করে] এটা সম্মুখ যুদ্ধ, সৈনিকে সৈনিকে। মা-বোনেরা এ যুদ্ধতে নেই। আমাদেরও না, ওদেরো না।

অমর। ভাইয়া, ওদের ফৌজ যেদিক দিয়ে যায় দুপাশে কোনো গ্রামের কোনো যুবতী তো পার পায় না, সবাই ধর্ষিতা হয়।

কুঁয়র। ওরা কি হিন্দুস্তানের মানুষ? ওরা কি রাজপুত? ওদের বিচার আর আমাদের বিচার আলাদা। এ কি?

অমর। কী?

কুঁয়র। ঐখানটায় পাহাড়ির ওপর আলো পড়ে চমকাচ্ছে কী?

অমর। আমাদের কোনো অস্ত্র-টস্ত্র হবে।

কুঁয়র। কাঁচের জিনিস, অস্ত্র নয়। সূর্য সোজা কাঁচের ওপর পড়ে ঝলসাচ্ছে। গিয়ে দেখ হরকিশুন।

[হর ছুটে বেরিয়ে যান। কুঁয়র পানপাত্র তুলে নিয়ে এক দৃষ্টে দেখেন।]

অমর। কী দেখছেন বড়ে ভাইয়া? ননহি রেখে গেছে সরবৎ, খেয়ে নিন।

কুঁয়র। ননহি কেন যে হঠাৎ কদিন থেকে একনিষ্ঠ ভাবে আমাকে সরবৎ খাওয়াতে চাইছে, সেটাই বুঝতে পারছি না।

অমর। কী? কী বলছেন ভাইয়া?

কুঁয়র। সেদিন একটা কংকন তুলে দিল হাতে। তরতাজা নতুন। অথচ বলছে পাঁচ বছর আগের উপহার। পাঁচ বছরে সোনা কতটা ক্ষয়ে যায় আমি জানি না?

অমর। ভাইয়া আপনি কি বলতে চান?—

কুঁয়র। আমি কংকনটা পাঠিয়েছি পাটনার জহুরী অর্থলালের কাছে। আমার দৃঢ় ধারণা ওটা তৈরী করেছে অর্থলালই। নিশান সিং গেছে, আসারও সময় হয়ে গেছে। ননহি বিবি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

[নিশানের প্রবেশ]

নিশান। বাবুজী, কাল রাত্রে ওরা পীর আলিকে খুন করেছে প্রকাশ্যে, কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে।

[এক মুহূর্ত কুঁয়র চুপ করে থাকেন, তারপর উষ্ণীষে আঙুল রেখে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।]

কুঁয়র। শহীদ পীর আলি। দেশমাতার প্রিয় সন্তান পীর আলি। মা তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

অমর। আর অর্থলাল, কী বললো? কংকনটা দেখিয়েছিলে?

নিশান। [কংকন বার করে] হ্যাঁ বাবুজী। এটা দেখেই চিনেছে। বলছে মোটে এক মাস আগে সে এটা গড়িয়ে দিয়েছে।

কুঁয়র। কে এসেছিল কিনতে?

নিশান। সুখানন্দ সাহুকার। সঙ্গে ছিল টেলর ফিরিংগি।

অমর। সেই গয়না ননহি বিবির হাতে! বড়ে ভাইয়া। বেইমান মেয়ে গুপ্তচরটাকে এখুনি ধরে ফাঁসি দিই?

কুঁয়র। তাহলে কী হবে? রাগ উশুল হবে, গায়ের ঝাল মিটবে। আর কিছুই হবে না।

অমর। তাহলে? কী করতে চান?

কুঁয়র। ওকেই ব্যবহার করা যায় ফিরিংগিব বিরুদ্ধে। অমর সিং কূটনীতি শেখো আগে। শুধু তলোয়ার নেড়ে "হর হর মহাদেও" চেঁচিয়ে ফিরিংগির সংগে পারবে না।

অমর। কী কূটনীতি প্রয়োগ করতে চান?

কুঁয়র। ফিরিংগি মাথা কুটছে একটা কথা জানবার জন্য—ঠিক কোথায় আমরা সোন-নদী পেরুবো। পেরুবো আমরা ডেহরিতে। কিন্তু ননহি বিবি যদি তার ফিরিংগি প্রভুর কাছে গিয়ে বলে, আমরা পেরুবো ধরো তিলোথু গ্রামে—তাহলে?

অমর। [বুঝতে পেবে] তাহলে পুরো বৃটিশ বাহিনী তিলোথুতে গিয়ে বসে থাকবে আর আমরা ডেহরির ফাঁকা মাঠ দিযে নদী পেরিয়ে চলে যাবো।

কুঁয়র। শুধু তাই নয়। নদী পেরিয়ে খুব তাডাতাডি তিলোথু পৌঁছে আমরা পেছন থেকে বৃটিশ ফৌজকে আক্রমণ করতে পারি। ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখবে নদীর ওপর। আমরা যে ইতিমধ্যে অন্যত্র নদী পেরিয়ে ওদের পেছনে পৌঁছে গেছি সেটা ওদের মাথাতেও আসবে না।

নিশান। তার ওপর তিলোথুতে যা কাদা, অংরেজরা নড়তে পারবে না। অশ্বারোহীর ধাক্কা খেয়ে সোন নদীর জলে পড়বে।

অমর। [প্রণাম করে] বড়ে ভাইয়া, ১৮৫৭ সালে সারা হিন্দুস্তান লড়ছে, কিন্তু আপনার মতন বিচক্ষণ নেতা আর একজনও কোথাও নেই।

কুঁয়র। আছেন। কানপুরের আজিমুল্লা। বয়সে নবীন, কিন্তু প্রজ্ঞা ও রাজনীতিতে আমার উস্তাদ, গুরু।

অমর। তাহলে কিভাবে তিলোথুর কাহিনীটা ননহি বিবির কর্ণগোচর করা যায়?

কুঁয়র। সবচেয়ে ভাল হোতো আমার লম্পট পুত্র দলভঞ্জনের মারফৎ জানাতে পারলে। তা সে তো শুনছি সকাল থেকে মদ খেয়ে অচেতন হয়ে আছে। আমরাই আলোচনা করব। নিশান সিং, এই পানীয়টা বাইরে ফেলে এস। অময়, ননহি কোথায়? ডেকে আনো ভাইয়া, সময় নেই। [অমরের প্রস্থান] নিশান, ছয় ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করো, ননহি-বিবিকে পাটনা নিয়ে যাবে।

[অমর ও ননহির প্রবেশ]

ননহি। স্মরণ করেছেন বাবুজী?

কুঁয়র। হ্যাঁ মা। তোমায় সেবায় আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। সরবতটা অপূর্ব লাগলো। [ননহি প্রবল চমকে পানপাত্র দেখে] সবটা এক চুমুকে খেয়েছি ননহি, এত ভাল লাগলো।

ননহি। [বিব্রতভাব সামলে] বাবুজীর মেহেরবানি।

কুঁয়র। তোমাকে একটা বিশেষ কাজ করতে হবে ননহি।

ননহি। আজ্ঞা করুন বাবুজী।

কুঁয়র। এখুনি গাড়ি করে চলে যাও দলিপপুর। সেখানে আমাদের বাড়িটা প্রস্তুত করো, বাড়ির মেয়েরা ওখানে যাবেন কাল। আমরা আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছি জান তো?

ননহি। শুনেছি বাবুজী।

কুঁয়র। তোমার মাতাজীর বয়স হয়েছে। সব ভার তোমার ওপরই থাকবে।

ননহি। জী বাবুজী।

কুঁয়র। অমর, প্রথমে যাবে অশ্বারোহী, তারপর কামান-বাহিনী, শেষে রসদ।

অমর। জী বাবুজী।

কুঁয়র। তিলোথুতে বড় কাদা। বাঁশের মাচা পেতে কামান নৌকোয় তুলতে হবে।

অমর। কারিগররা এতক্ষণে তিলোথ্ পৌঁছে গেছে বড়ে ভাইয়া।

কুঁয়র। ননহি গিয়ে মাতাজীকে বলো, কাল দলিপপুর যেতে হবে।

ননহি। জী বাবুজী।

[নিশানের পুনঃপ্রবেশ]

নিশান। ছোটি বিবিজীর গাড়ী তৈরী আছে।

কুঁয়র। একা দলিপপুর যেতে পারবে ননহি, না সংগে লোক দেবো ?

ননহি। [প্রায় আর্তনাদ করে]। না, না, একাই পারবো।

কুঁয়র। বেশ। এ না হলে কুঁয়র সিং-এর বাড়ির মেয়ে ? আর হ্যাঁ, ননহি, সরবতটা ভারি স্বন্দর হয়েছিল।

[ননহির প্রস্থান। চাপা হাসি হাসেন সবাই]

অমর। গাড়ির ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিলেন ?

কুঁয়র। হ্যাঁ। পাটনায় খবরটা দিয়ে তবে ও দলিপপুর যাবে। খবরটা তাড়াতাড়ি স্যামুয়েল্‌স-ফিরিংগির কাছে পৌঁছুনো দরকার, নইলে লেগ্রাণ্ড তার ফৌজ নিয়ে তিলোথ্ পৌঁছবেই বা কি করে আর আমাদের ঘোড়-সওয়ারের সামনে নিশ্চিহ্নই বা হবে কি করে ? আর এবার কাহিনী রটবে—কুঁয়র সিং বিষ খেয়ে হজম করে। দৈব অনুগ্রহ তার ওপর অপরিসীম।

[হাস্য। হরকিশুন ধরে আনে এলভিরা ডগলাসকে, তার সোনালী চুল, পরণে দেহাতী ঘাগরা, তার কালো পর চুলোটা হরকিশুনের হাতে।]

হর। বাবুজী এই মেম পাহাড়ির ওপর বসে দূরবীন করে আমাদের সৈন্যদের চলাফেরা দেখছিল। সূর্যের আলো পড়ে দূরবীনের কাঁচ চকচক করে উঠছিল, যেটা তোমার চোখে পড়ে যায়।

কুঁয়র। মেয়ে !! শাবাশ ! কী নাম তোমার ?

এলভিরা। এলভিরা ডগলাস।

কুঁয়র। পরিচয় ?

এল। শাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট হেনরি ডগলাসের মেয়ে। আপনার স্মরণ থাকতে পারে আমার বাবাকে আপনি মেরেছেন নিজের হাতে।

কুঁয়র। যুদ্ধে মেরেছি।

এল। তা এবার কী করবেন করুন। ধর্ষণ করাবেন ?

কুঁয়র। কেন ? আমার সৈন্যদের ঘরে কি স্ত্রীলোক নেই ? কচ্ছপের পেটের মতন ফ্যাকাসে রং আপনার, আমরা সৈন্যরা আপনাকে ছোঁবে কেন ? হুকুম দিলেও ছোঁবে না।

এল। তবে ? কী করবেন ? ফাঁসি দেবেন ?

কুঁয়র। গুপ্তচরদের তাই করা নিয়ম। কিন্তু মেয়েদের আমরা মারি না। বিবি ডগলাস, তোমার বীরত্বে কুঁয়র সিং মুগ্ধ।

এল। শত্রুর প্রশংসা আমার দরকার নেই। আমাকে নিয়ে কী করতে চান বলুন।

কুঁয়র। তোমাকে বন্দী থাকতে হবে এখানে। কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না। কিন্তু তুমি হয়তো অনেক কিছু জেনে ফেলেছো। তাই তোমাকে মুক্তি দিতে পারছি না। কিন্তু আমার প্রশংসা শুনতে না চাইলেও বলছি, শত্রু এলাকার মধ্যে তোমার ছদ্মবেশ পরে এই দুঃসাহসিক অভিযান আমার শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছে। শাবাশ বেটি, তুমি ডগলাস ফিরিংগির মেয়ে বটে! অমর, এদের কাছে আমাদের শিখতে হবে অনেক কিছু। ভয়ের লেশমাত্র নেই এই কচি মেয়েটার শরীরে। শত্রুকে অনুমতি করলে সে তোমায় একটা সামান্য পুরস্কার দিতে পারে।

এল। কী দেবেন ? আপনার কাছে কিছু নেব না।

কুঁয়র। তবু এই আংটিটা বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এই রইল। ধর্মণ বিবি !

[ধর্মণের প্রবেশ]

বিবি, এ ডগলাস-সাহেবের কন্যা, আমাদের বন্দী। একে অন্দর মহলে

নিয়ে রাখো। হীরের টুকরো মেয়ে। দেখবে এর কোনো অসুবিধে না হয়।

ধর্মণ। চলো আমার সংগে। আমাদের এখানে তোমার খাওয়া দাওয়ার খুব অসুবিধে হবে। তবে আমরা কী আর করবো বলো। তুমি ধরা পড়তে গেলে কেন ?

[এলভিরা কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক। ভিকার নেতৃত্বে সৈন্যরা প্রবেশ করে। ধর্মন শঙ্খধ্বনি করেন।]

কুঁয়র প্রশস্থি

অথ বাবু শ্রীকুমার সিংহস্য—

শ্রীমহাবু কুমার সিংহঃ শ্রীমদ ভগবচ্চরণ সরোজে

তস্মিনমধ্যে নিশিদিন নিরতস্তস্যঃ প্রসাদাদ্ধরণীখ্যাতঃ

হাহাকারং ধরণীমধ্যে শ্রুত্বাঃ গোরণ্ডেস্য চ লীলাঃ

শ্রীমদ্বাবু কুমার সিংহ তস্মিন মধ্যে পৃথ্বিখ্যাতঃ ।।

[কুঁয়রকে রক্তচন্দন পরিয়ে দেয় ভিকা, রক্তমাল্যে ভূষিত করে। তারপর তরবারিটা ধরতে—]

কুঁয়র। আঃ, তুমি কেন ? [ধর্মণ তরবারি দেন] চলি ধর্মণ বিবি। আবার দেখা হতে বছর ঘুরে যাবে।

ধর্মণ। [অশ্রুসংবরণ করে]। বয়স অনেক হয়েছে বাবুজী। বৃষ্টিতে ভেজাটা উচিত হবে না।

[কুঁয়র হাসেন, তারপর সদলবলে চলে যান। ধর্মণ এবার কেঁদে ফেলেন ঝর ঝর ক'রে]

অমর। [মানভঞ্জনকে ধর্মণের হাতে দিয়ে] এই ছেলেটাকে একটু দেখে রেখো ভাবীজী, এ যা দস্যি ছেলে। শোন্, বড়ি মাই যা বললেন শুনবি।

মান। হ্যাঁ পিতাজী শুনবো।

আট

[দলিপপুরের বৃটিশ শিবির। হাতে মাথায় রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা লেগ্রাণ্ড, সামান্য আহত টেলর, স্যামুয়েলস ও ননহির প্রবেশ।]

লেগ্রাণ্ড। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন—মিথ্যা সংবাদ দিয়ে দু-হাজার গোরা সৈন্যকে হত্যা করালেন কেন? তিলোথুর কাদার মধ্যে বৃটিশ সৈন্যকে ঠেলে দিলেন কেন? তিলোথুতে কুঁয়র সিং সোন নদী পেরুবে, এই মিথ্যা খবর দিলেন কেন?

ননহি। আমি সেটাই শুনেছিলাম, ক্যাপ্টেন-সাহেব, বড়ে বাবু আর ছোটে বাবুর মধ্যে কথা হচ্ছিল, স্পষ্ট শুনলাম তাঁরা বলছেন তিলোথুতে বাঁশের মাচা লাগবে কামান নৌকোয় তোলার জন্য।

লেগ্রাণ্ড। মিথ্যা কথা! কুঁয়র সিং-এর টাকা খেয়ে আপনি মিথ্যা খবর দিয়েছেন! ফলে আমার সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল তিলোথুতে।

টেলর। অন্যপক্ষে ইনি যে বলেছিলেন গাংগী নদীর দিকে বিশেষ পাহারা নেই, সেটা তো পাকা খবর। সে-খবর পেয়েছিলাম বলেই না আমরা দিব্যি বিনা বাধায় জগদীশপুরে ঢুকে পড়লাম, এই দলিপপুরে এসে হাজির হলাম। এ খবরটা সঠিক না হলে আপনার মাথায় ব্যাণ্ডেজ থাকতো না।

লেগ্রাণ্ড। মানে?

টেলর। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মতো মাথাই থাকতো না। কুঁয়র সিং-এর তলোয়ারের তলায় মাথা পেতে দেয়ার জন্য বৃটিশ সেনার মধ্যে যা প্রতিযোগিতা লেগেছে! আপনার কবন্ধ ভাসতো গাংগীর জলে।

স্যাম। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড, ননহি বিবি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেন নি, এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাহলে গাংগী নদীপথের খবরটাও মিথ্যা হোতো।

একটা সত্যি, আরেকটা মিথ্যা, এটা কোনো গুপ্তচরের কৌশল হতে পারে না।

টেলর। বাটির একদিক ঝাল আরেকদিক মিষ্টি, এমনটা হয় না।

লেগ্রাণ্ড। তাহলে রহস্যটা কি? যিনি এতদিন ধরে আমাদের এত সাহায্য করলেন—

টেলর। অফুরন্ত গয়নাগাঁটির বিনিময়ে—

লেগ্রাণ্ড। তিনি হঠাৎ এমন একটা সর্বনাশা ভুল খবর দিলেন কেন?

স্যাম। প্লাণ্টেড ইনফর্মেশন। কুঁয়র সিং ওঁকে ব্যবহার করলেন আমাদের বিপথে চালিত করার জন্য।

লেগ্রাণ্ড। রাবিশ, ইণ্ডিয়ানদের অত বুদ্ধি হয় না।

স্যাম। সেটা আমারো ধারণা ছিল, আনটিল আই কনফ্রণ্টেড কুমার সিং। এই ব্যক্তিই প্রথম ভারতবাসী যিনি যুদ্ধে কূটনীতি প্রয়োগ করেছেন। এতদিন কূটনীতি ছিল বৃটিশদের একচেটে, এখন আর নেই।

টেলর। বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে! অবশ্য আমাদের সেনাবাহিনী বোকা বনবার জন্য পা বাড়িয়েই আছে। কুঁয়র সিংকে সেজন্য খুব একটা খাটতে হচ্ছে না। তা, এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি স্থানে জানিয়েছেন যে, দশ হাজার সৈন্যের এক ঝড় সোন নদী পেরিয়ে গঙ্গার দক্ষিণ উপকূল বেয়ে চলেছিল পশ্চিমে?

স্যাম। অবশ্য। এখন আমি কমিশনার, আপনি নন। সুতরাং সর্বত্র খবর পৌঁছে গেছে টেলিগ্রাফে। ক্যাপ্টেন ও-ডনেল এগুচ্ছেন পঁচিশ হাজার গোরা, শিখ, ও গোর্খা সৈন্য নিয়ে—রোহতাসে কুমার সিং-এর মোকাবেলা করবেন। কিছুতেই তাকে নানা সাহেবের সঙ্গে মিলতে দেওয়া হবে না।

টেলর। ও-ডনেল তার মুখোমুখি হবেন এবং হারবেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ও-ডনেল ছুটেছেন উর্দ্ধশ্বাসে, পরনে পেণ্টালুন পর্যন্ত নেই!

লেগ্রাণ্ড। এ-ব্যক্তির মনোবল সম্পূর্ণ ভগ্ন হয়েয়ছ। জেতার ইচ্ছে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন ইনি।

টেলর। তা যা বীরত্ব আপনারা দেখাচ্ছেন, মনোবল অটুট থাকার কোনো কারণই তো নেই। তা কুঁয়র সিং-এর হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে আপনি নাকি তার পরিবারকে বন্দী ক'রে এনেছেন ?

ননহি। বাড়ির মেয়েদের ইনি চুলের মুঠি ধরে টেনে টেনে বার করেছেন, গারদে পুরে রেখেছেন।

লেগ্রাণ্ড। সেজন্য আপনার কিসের মাথাব্যথা ? আপনিই তো পথ দেখিয়ে আনলেন আমাদের এখানে।

ননহি। বলছি, বাবু দলভঞ্জন সিংকে পর্যন্ত এই নিমকহারামরা শিকল পরিয়ে বন্দী করেছে। অথচ কথা ছিল তাঁকে জগদ্দিশপুরের রাজা ঘোষণা করা হবে।

টেলর। এ অত্যন্ত অন্যায় কথা। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড, এই মুহূর্তে বাবু দলভঞ্জন সিং এবং বাড়ির মেয়েদের এখানে এনে উপস্থিত করুন। বোঝেন শুধু মাথা ফাটাফাটি আর দাংগাবাজি। বৃটিশ সরকার যে বাবু দলভঞ্জন সিং-এর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেটা জানেন ? আমি যে স্বহস্তে লিখে দিয়েছি তাঁকে রাজা করা হবে। সেই আশ্বাসের মূল্য বোঝেন ?

লেগ্রাণ্ড। সে-লোক গাঁজা খেয়ে পড়ে, থাকে তাকে রাজা করলে জগদিশপুরের শাসন-ব্যবস্থা ধ্বসে যাবে। উপরন্তু সে বিদ্রোহী কুঁয়র সিং-এর ছেলে। তাকে গুলি করে মারা উচিত অবিলম্বে।

[ননহি আর্তনাদ করে ওটে।]

শ্যাম। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড আপনি যা সব বলছেন তা সেনা বাহিনীর অধিকার বহির্ভূত। কুঁয়র সিং-এর পুত্র পরিবারকে কি করা হবে না হবে সেসব সিভিল গভর্মেণ্টের দায়িত্ব। ওদের এখানে উপস্থিত করুন।

লেগ্রাণ্ড। গার্ড। ব্রিং দেম ইন।

[প্রহরী ধাক্কা মেরে নিয়ে আসে ধর্মন, তুলারি, শৃঙ্খলিত দলভঞ্জন ও মানভঞ্জনকে। পেছনে সুখানন্দ]

দল। অমন ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি কোরো না বাপু, চমকে উঠলে নেশা কেটে যাবে।

স্যাম। এঁদের সংগে আলাপ করিয়ে দিন।

সুখা। ইনি বাবু দলভঞ্জন সিং।

স্যাম। সেটা ওঁর শোচনীয় নেশাগ্রস্ত অবস্থা দেখেই বুঝেছি। [শৃঙ্খলমুক্ত করে] বাবুজী, আপনি এই অভদ্র সৈনিকপ্রবরকে ক্ষমা করুন। এ মানীর মর্যাদা বোঝে না।

দল। হ্যাঁ, দেখুন তো। আমি কিনা কুমার সাহেব, গদীর উত্তরাধীকারী, আমাকে মারে, গলাধাক্কা দেয়, শেকল পরায়।

স্যাম। এই শিশু কে ?

মান। আমি বাবু অমর সিং-এর ছেলে। আমার এ শিকলে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

[বৃটিশ রাজপুরুষরা হাসেন। স্যাম তার শৃঙ্খল মোচন করেন।]

স্যাম। ব্রেভ বয়।

সুখা। ইনি ধর্মন বিবি, কুঁয়র সিং-এর রক্ষিতা।

মান। খামোশ বানিয়া কে বচ্চে! ইনি আমার বড়ি মা।

টেলর। আর ইনি রাম তুলারি, বিদ্রোহী সিপাহি লক্ষণ সিং-এর মা।

স্যাম। আপনাদের কোনো ভয় নেই। আমরা জগদীশপুর দখল করেছি। সুতরাং আপনারা এখন যুদ্ধবন্দী।

ধর্মন। জগদীশপুর দখল করেছেন, বাবুজী এখানে নেই বলে।

স্যাম। কিছু বললেন ?

ধর্মন। হ্যাঁ বললাম, বাবুজী এখানে থাকলে এতক্ষণে আপনাদের লাশ শকুনে খেত গাঙ্গী নদীর দু-ধারে।

[শ্যাম কাষ্ঠহাসি হাসেন]

টেলর। কি তেজ! কথাবার্তা তো মোটেই ভাড়াটে বেশ্যার মতন নয়। এতো দেখছি রাজপুত নারীর ঢং-টং সব আয়ত্ত করেছে।

মান। এই ফিরিংগি! ভদ্রভাবে কথা বলুন! শেষ বারের মতন বলছি—ভদ্রভাবে কথা বলুন।

দুলারি। জবান সমহালো বেটা, এরা হাসতে হাসতে ছোরা চালায়!

শ্যাম। যদিও যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি বৃটিশ সরকার সর্বদা ভাল ব্যবহার করেন, কমিশনার হিসেবে আমি শুধু বলতে বাধ্য হচ্ছি,—জগদীপুরের ব্যাপারটা একটা ব্যতিক্রম। কেননা বাবু কুমার সিং অতীব জঘন্য পথে বৃটিশ হত্যায় মেতেছেন। তিনি এক খুনী দস্যু মাত্র। এবং কানপুরের দিকে তাঁর ঝটিকা-অভিযান বাস্তবিক পক্ষে বৃটিশ রাজপুরুষদের রক্তে কলুষিত। সুতরাং আমরা এমন ব্যবস্থা করতে বাধ্য হচ্ছি যাতে তিনি কানপুরের দিকে আর না এগিয়ে দ্রুত এখানে ফিরে আসেন।

ধর্মন। এতক্ষণে তিনি দেড়শ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে গেছেন। কি উপায়ে তাকে ফিরিয়ে আনবেন? তাঁর কাছে চিঠি পাঠাবেন নাকি? হে বাবুজী আপনি দয়া করে ফিরে আসুন (হাসেন)।

শ্যাম। হ্যাঁ, চিঠি তো পাঠাবোই।

ধর্মন। আপনি ভাবছেন সে চিঠি পেয়ে বাবুজী ফিরিংগির পোষ মানবার জন্য ফিরে চলে আসবেন।

শ্যাম। হ্যাঁ। আসবেনই। আমি জোর গলায় বলছি—উনি আসবেন ধরা দিতে।

[ধর্মণ হাসেন]

ধর্মণ। বারবার বাবুজীর হাতে কচুকাটা হয়েও তাঁকে চিনলেন না এখনো ?

শ্যাম। চিনেছি বলেই তো বলছি—[চিৎকার করে] কারণ চিঠিতে লিখবো—উনি না ফিরলে, ধরা না দিলে ধর্মণ বিবিকে ধর্ষণ করে করে হত্যা করা হবে ! তার ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশু মানভঞ্জনকে গুলি করে মারা হবে !

টেলর। তখন উনি অস্ত্র ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসবেন না ? আপনি কি বলেন, ধর্মন বিবি ? গার্ড একে নিয়ে যাও গোরা ফৌজের ব্যারাকে, এবং যদিও এ নারী বৃদ্ধা তবু বলবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে একে নিয়মিত ধর্ষণ করা প্রয়োজন। বোজ দশজন করে এর দেহ ভোগ করবে !

[নিজেই একটানে ধর্মণের বহির্বাস ছিঁড়ে ফেলেন। মানভঞ্জন লাফিয়ে পড়ে টেলরের ঘাড়ে]

তুলারি। অয়ে রামজী ! এ কি জুলুম !

মান। ফিরিংগি বদমাশ ! বানিয়ার জাত !

[লেগ্রাণ্ড এক আঘাতে মানভঞ্জনকে ফেলে দেন। দলভঞ্জনের চমক ভাঙে]

দল। এই মনুয়া, কাঁদছিস কেন ? কি হয়েছে ?

মান। বড়ে ভাই ! বড়ি মাকে নিয়ে যাচ্ছে !

দল। কোথায়—কোথায়—কেন নিয়ে যাচ্ছে ? দাঁড়ান ! আমি হাতজোড় করছি, সাহেব, ওঁকে ছেড়ে দিন ! ওঁর বয়স হয়েছে, অত্যাচার সইতে পারবেন না !

শ্যাম। বাবুজী, আপনি সরে মান সামনে থেকে, এটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কুমার সিংকে জানতে হবে তাঁর বিদ্রোহের ফলে তাঁর জীবন-সংগিনীর ইজ্জত গেছে।

দল। [শিহরিত] ইজ্জত ? তোমরা এই বৃদ্ধা রমনীর ইজ্জত নেবে ? আমি বেঁচে থাকতে ? আমার সামনে থেকে আমার মাকে টেনে নিয়ে যাবে ?

[প্রবল আঘাতে প্রহরীকে ছিটকে দেন]

আয় শয়তানের দল ! কে মায়ের গায়ে হাত দেয় দেখি !

ধর্মণ। দলভঞ্জন ! বেটা !

[আলিঙ্গন করেন পুত্রকে]

দল। মাগো। তোমার অযোগ্য মাতাল সন্তানকে ক্ষমা কোরো মা ! কই বানিয়া, সব সাহস উধাও ? কুঁয়র সিং-এর রক্ত বইছে এই শরীরে ! আয় ! খালি হাতে লড়ছি তো, ভয় কি ? আমার বাবুজী তো নেই এখানে ! তবু ভয়ে কাঁপছো ?

[লেগ্রাণ্ড পিস্তল বার করে]

লেগ্রাণ্ড। সরে দাঁড়াও নইলে এক গুলিতে খুলি উড়িয়ে দেব।

দল। তাহলে বেঁচে যাই সাহেব, তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো, মদ আর গাঁজায় ঝাঁজরা হয়ে গেছে শরীর, মরলে বেঁচে যাই। মারো না !

[পিস্তল গর্জন করে ওঠে। দলভঞ্জন বুক চেপে ধরে পড়ে যায়। ননহির আর্তনাদ।]

শ্যাম। ষ্টুপিড সোলজার ! একে মেরে ফেললেন কেন ? এদের জ্যান্ত রাখতে হবে, নইলে কুমার সিং ধরা দেবে কেন ?

ননহি। ছোটে বাবু ! কোথায় লেগেছে গুলি ?

দল। হঠ্ যাও সাম্‌নেসে, বৃটিশের গুপ্তচর ! তুমি করেছ এই সর্বনাশ, পথ দেখিয়ে এনেছ খুনীর দলকে। সরে যাও, একবার মায়ের মুখখানা দেখে নিই। শেষবারের মতন।

[ধর্মন এগিয়ে আসেন]

মা, কই মা। মা, সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে যাও। কি না বলেছি তোমায় ?

ধর্মণ। বেটা, আমার আর কোনো দুঃখ নেই। তুই কুঁয়র সিং-এর ছেলের মতন প্রাণ দিচ্ছিস ! ওপারে দেখা হবে বাবা, যেথানে শহীদরা থাকেন।

টেলর। নিয়ে যাও বেশ্যাটাকে! ম্যাস রেপ! অনেকে মিলে ধর্ষণ করো।

[এলভিরার প্রবেশ]

এল। ফর গড্স্ সেক! এটা কি হচ্ছে?

টেলর। হু দা ডেভিল ইজ দিস?

স্যাম। মাই কমপ্লিমেণ্ট্স্ মিস ডগলাস, কিন্তু আপনি পথরোধ করে দাঁড়ালেন কেন? আপনি কোন পক্ষে?

এল। আমি কোন পক্ষে তার জবাব দিহি আপনার কাছে করবো না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বৃটিশ সেনাবাহিনীর মুখে আপনারা কালি মাখাতে উদ্যত হয়েছেন কেন? নিরস্ত্র বৃদ্ধা নারী বন্দীর ইজ্জত কাড়তে যাচ্ছেন কেন?

টেলর। এই মহিলা ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এটা বোঝা যাচ্ছে। আরে এই সাম্রাজ্যটাই গড়ে উঠেছে ধর্ষণ আর খুনের ওপর। আমরা ধর্ষণ করতে ইতস্তত করলে আর আপনাদের বাড়িতে দশটা করে দাসদাসী আর ইংলেণ্ডে প্রাসাদোপম অট্টালিকা জুটতো না। ইনি ব্যাপক ধর্ষণের ফলভোগ করবেন। কিন্তু ধর্ষণ করতে দেখলে আঁৎকে উঠবেন।

এল। আমি ছিলাম বাবু কুঁয়র সিং-এর বন্দী। যে যত্ন এর বাড়িতে পেয়েছি। বাবুজীর নিজের মেয়ে থাকলে তা পেত না। আর আজকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে আমার স্বদেশবাসীরা এসে সেই পরিবারের কর্ত্রীর অবমাননা করছে? জেণ্টলম্যান, এলভিরা ডগলাসকে আগে না মেরে আপনারা এই মহিলার গায়ে হাত দিতে পারবেন না!

টেলর। উঃ, একের পর এক বীরের আবির্ভাবে আমাদের কর্মসূচী বিপর্যস্ত!

স্যাম। মিস ডাগলাস, আপনি বুঝতে পারছেন না, প্রয়োজন হলে আপনাকে মারাই হবে। আপনি ইংরেজ হয়েও যদি ভারত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তিত না হ'ন, এভাবে নিগার রেবেলদের পক্ষ নেন, তবে আপনাকে এদের চেয়ে বেশি যন্ত্রণা দিয়ে মারতে আমরা দ্বিধাবোধ করবো না, কারণ

আপনি দেশদ্রোহিতা করছেন। ইউ আর এ কমন ট্রেইটর! ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড!

[লেগ্রাণ্ড এলভিরাকে সবলে সরিয়ে নেন। পেটে ঘুঁষি মারেন।]

ধর্ষণ। ছিঃ। ওভাবে মেয়েদের মারে না।

[মানভঞ্জনের "বড়ি মা" চিৎকারের মধ্যে ধর্ষণকে টেনে নিয়ে যায় প্রহরীরা, সঙ্গে তুলারিকেও।]

শ্যাম। সুখানন্দ সাহুকার এই ছোকরাকে আপনার জিম্মায় নিয়ে রাখুন। রোজ সকালে দুঘণ্টা জগদীশপুরের চৌরাস্তায় একে গাছের ডাল থেকে পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখবেন, যাতে সবাই দেখতে পায় অমর সিং-এর ছেলের অবস্থা।

মান। ভয় করি না তোদের, ফিরিংগি নাজারীন।

[সুখানন্দ তাকে টেনে নিয়ে যায়।]

শ্যাম। মিস ডাগলাস, পেটে লেগেছে বুঝি? আপনারই দোষ! কেন মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন?

এল। আমি গভর্ণর জেনারেল ক্যানিং-এর কাছে কমপ্লেন করবো, আপনারা রাজনৈতিক প্রয়োজনে নারীধর্ষণ করাচ্ছেন। আমি এখুনি কলকাতা রওনা হচ্ছি।

[সাহেবরা হেসে ওঠেন।]

টেলর। ইনি গভর্ণর জেনারেলের কাছে নারী ধর্ষণ সম্পর্কে নালিশ করবেন! ইয়ং লেডি, ভারতব্যাপী নারী ধর্ষণ চালু করা হয়েছে ঐ গভর্ণর জেনারেলেরই হুকুমে। যদি চান তো তাঁর ২রা মে, ১৮৫৭-র নির্দেশনামাটা আপনাকে পড়াতে পারি।

লেগ্রাণ্ড। ভারতীয় রমণী ভোগ করার একটা লোভনীয় সম্ভাবনা না থাকলে গোরা ফৌজ যে আর লড়তেই চাইছে না, এটা কি আপনি জানেন? ইটস এ মিলিটারি নেসেসিটি।

শ্যাম। তাছাড়া ভারতীয় নারীরা নিজগৃহে গরু ছাগলের মতন ব্যবহার পায়, ধর্ষিতা হতে তাদের মন্দ লাগে না। সর্বসময়ে যারা স্বামীর পদাঘাত আর শাশুড়ির গঞ্জনা ভোগ করে, ধর্ষণে তাদের কিছু এসে যায় না। আপনি অনর্থক তাদের দুঃখে বিগলিত হবেন না। এখন আপনি ইংরেজ নারী কিনা তার একটা ক্ষুদ্র পরীক্ষা দিতে হবে।

এল। আপনার কাছে? আপনারা ইংরেজ কিনা আমরা সেটাই সন্দেহ?

শ্যাম। [সজোরে] মিস ডগলাস! এতবড় একটা যুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন টিকবে কিনা সেই প্রশ্নের রক্তাক্ত মীমাংসা হচ্ছে। হাজার হাজার বৃটিশ নারী-পুরুষ নিহত হচ্ছেন দৈনিক, এ-সময়ে আপনি যদি সহযোগিতা না করেন, তবে মনে রাখবেন আপনাকেও ধর্ষণের আদেশ দিতে আমার একটুও বাধবে না।

এল। সেটা আপনার লোলুপ চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। বলুন কি করতে হবে।

শ্যাম। দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে কুমার সিং-এর পিছু নিতে হবে। তাঁকে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে।

এল। সারা বৃটিশ বাহিনীতে কোনো পুরুষের বুঝি সাহস হোলো না চিঠিটা নিয়ে যাওয়ার।

টেলর। বৃটিশ পুরুষ দেখলেই কুঁয়র সিং মাথা উড়িয়ে দেয় তলোয়ারে। তবে নির্বোধ ভারতবাসী মেয়েছেলে দেখলেই জল হয়ে যায়। তাকে "মা" বলে ডাকবার এক বুদ্ধিহীন নেশা পেয়ে বসে তাদের। এই জন্যই ওরা শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালের যুদ্ধটা হেরে যাবে।

এল। কি চিঠি দেবেন দিন।

শ্যাম। দিচ্ছি। আপনি গঙ্গার দক্ষিণ দিকটা চেনেন?

এল। হ্যাঁ।

শ্যাম। রোহতাসের দিকে গেছেন কুমার সিং, মনে হয় সেখানেই তাঁকে ধরতে

পারবেন, কারণ ক্যাপ্টেন ও-ডনেল ২৫,০০০ সৈন্য নিয়ে ঐখানে তাঁর পথরোধ করবেন। তাঁকে থামতেই হবে অন্ততঃ দিন দুয়েক। মিস্টার টেলর ডিক্টেশন নিন।

টেলর। ঈশ, কয়েকদিনের মধ্যে একেবারে চাকর বানিয়ে ফেলেছে। আমার হাতে অসহ্য ব্যথা।

শ্যাম। [চেঁচিয়ে]। কাগজ কলম নিন।

টেলর। হ্যাঁ এই তো—কলম বাগিয়ে বসে গেছি।

শ্যাম। লিখুন—ফার্সি জানেন তো ?

টেলর। নইলে বারো বছর কমিশনারি করলাম কি করে ?

শ্যাম। হুঁ লিখুন—বাবু কুমার সিং বরাবর। ইনশা আল্লা এই পত্র আপনার নিকট পৌছিলে জানিবেন, আল্লাতালার ইচ্ছায় আমরা জগদীশপুর, দলিপপুর, জিগেরা প্রভৃতি আপনার জমিদারির অন্তর্গত সমগ্র পরগণা দখল করিয়াছি এবং আপনার পুত্র দলভঞ্জন সিংকে সাক্ষাৎমাত্রে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। আপনার জীবন সঙ্গিনী ধর্মন বিবিকে গোরা সৈন্যরা নিয়মিত ধর্ষণ করিতেছে, এবং অমর সিং-এর পুত্র মানভঞ্জন সিংকে আমরা বন্দী করিয়াছি। আমরা আশা করিব এই পত্র পাওয়ামাত্র আপনি এবং আপনার ভ্রাতা অমর সিং অস্ত্র ত্যাগ করিবেন, বিদ্রোহী দস্যুদল ভাঙিয়া দিবেন এবং জগদীশপুরে ফিরিয়া আসিয়া বৃটিশ সেনানায়ক ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন। অন্যথায় ধর্মণ বিবি এবং মানভঞ্জন সিং-এর জীবনরক্ষা সম্ভব হইবে না। ইতি আল্লা-উল-রহমান উল-রহিমের কৃপায় পাটনার কমিশনার এডউইন আর্নল্ড শ্যামুয়েলস।

নয়

[রোহ্‌তাসে কুঁয়র সিং-এর শিবির। উৎসব মুখর সৈন্যদের প্রবেশ, ভিকার হাতে বল্লমের ডগায় এক বৃটিশ অফিসারের টুপি। কুঁয়র, অমর, ও হরকিশুন, আসীন, সবাই অল্পবিস্তর জখম। কুঁয়র সিং-এর একটি চোখ নেই।

ভিকা। [গান]

বাবুজী চলিলেন রণে।

ফিরিংগি বানিয়া সনে।

ডেহরি গ্রামে অতিক্রমি শোন।

তিলোথুতে লেগ্রাণ্ড ধ্বংস হোন। [জয়ধ্বনি : রামচন্দ্রজী কি জয় !]

সাসারামের উত্তরে নোখা নামে গ্রাম।

ফিরিংগির ঝরিল সেথা খুন-কালঘাম।

রোহ্‌তাসে আসিল ও-ডনেল কালান্তক।

বাবুজীর তরবারে সসৈন্য পলাতক। [জয়ধ্বনি]

টুপি ফেলে পালিয়েছে বাবুজী। কত টুপি হোলো দেখা বাবুজীকে !

[বল্লমের ডগায় আরো টুপি উত্তোলিত হয়]

ট্রেলনি, ডানবার লেগ্রাণ্ড, ও-ডনেল।

কুঁয়র। ওগুলো জমাচ্ছ কেন ?

ভিকা। বাঘ শিকার করলে তার মুণ্ডু কেটে বৈঠকখানায় সাজিয়ে রাখো না ? তুমি নিজেই তো রেখেছ কতো।

কুঁয়র। পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়েও ও-ডনেল হেরে গেল কেন ? বলতে পারো ? ভেবেছ সেটা ?

ভিকা। ফিরিংগিরা আসলে ভীতু, কাপুরুষ।

কুঁয়র। মোটেই নয়। ও-ডনেল ভেবেছিল পদাতিক-কামান এসব সা সাবেকী ঢঙে যুদ্ধ হবে। আমরা যে শুধু ঘোড়সওয়ারের বাহিনী, আমাদের ভরসা যে শুধু গতি, আরো গতি, বিদ্যুৎ বেগে আক্রমণ—এটা ওদের মাথায় ঢুকছে না কিছুতেই। আমাদের যে আত্মরক্ষা বলে কিছু নেই, শুধুই হামলা, এ ধরণের যুদ্ধে ওদের অভ্যেস নেই। তাই ওরা হারছে এবং হারবে।

অমর। হর হর মহাদেও!

সকলে। হর হর মহাদেও!

অমর। নারায়ে তকবীর!

সকলে। আল্লাহো অকবর!

অমর। এবার রবার্টগঞ্জ। সবাই উর্দী খুলে ফেলবে, সাধারণ চাষীর বেশে পাঁচ-জন ছ-জনের ছোট ছোট দলে চলবে পশ্চিমে। গঙ্গার ওধার থেকে ফিরিংগি দূরবীন আঁটছে, সে বুঝতে পারবে না আস্ত বাহিনীটা গেল কোথায়। সহিসরা ঘোড়াগুলো নিয়ে যাবে অন্যপথে, রামগড়ের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। কাল সকালে আমরা সবাই গিয়ে মিলবো রবার্টসগঞ্জের পূবে কারবালা নামে যে মাঠ আছে সেখানে। তারপর আমরা আবার সেনাবাহিনী হবো। চলো, বেরোও, তৈরী হও। এখানে রোহতাসে আটকে থাকলে চলবে না। ফিরিংগি আবার আক্রমণ করতে পারে।

ভিকা। কোথায় ফিরিংগি? ভয়ের চোটে সব ছুটেছে তাদের সেনাপতির পেছন পেছন। গঙ্গা পার না হয়ে কেউ থামেনি, ফিরেও তাকায় নি। কাপুরুষ!

কুঁয়র। ও-ডনেল মরে নি তো। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে গেছে—ঠিক করেছে। কাপুরুষ সে নয়, সে অভিজ্ঞ সৈনিক। সে জানে তাকে বাঁচতে হবে, পরে কোনোদিন আবার কুঁয়র সিং-এর মুখোমুখি তাকে হতে হবে। ওদের কাপুরুষ বলছো কেন বারবার?

তোমাদের মধ্যে ক্রমশঃ জেগে উঠছে আত্মসন্তুষ্টি, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। না, ফিরিংগি কাপুরুষ নয়! তাকিয়ে দেখ বিঠুরের নানা সাহেবকে, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈকে, লখনৌ-এর বেগম হজরত মহলকে-ইংরেজ তাদের টুঁটিতে শিকারী কুকুরের মতন দাঁত বসিয়ে ঝুলে আছে, ছাড়ছে না কিছুতেই। রক্ত ঝরে ঝরে মরে যাচ্ছে ভারতের মহাবিদ্রোহ। জিতছি শুধু আমরা কেননা আমরা ফিরিংগির কায়দায় ফিরিংগির সঙ্গে লড়ছি না। সামনে কামান, পেছনে সেনাবাহিনী, এরকম স্থানুর মতন যারা মহড়া সাজিয়ে আয়েস ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নামবে, বৃটিশ হাউইটজার কামান তাদের ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে দেবে। নারে ভাইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র নামেই আমরা কিছু রাখবো না। সারা দেশটা আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র, একেক জায়গায় প্রাণপণে আঘাত হানবো, তারপর ফৌজী পোশাক খুলে রেখে মিশে যাবো চাষীদের মধ্যে, মাথা চুলকে গোরা সেনাপতি হদিশ পাবে না কোথায় গেল কুঁয়র সিং-এর দশ হাজার যোদ্ধা। যাও, রবার্টসগঞ্জ যেতে হবে। তৈরী হও।

[অমর ও কুঁয়র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

অমর। বড়ে ভাইয়া, চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে ?

কুঁয়র। না যন্ত্রণাটা অন্যখানে। তাতিয়া তোপি হেরে গেছেন কল্পির যুদ্ধে। দিল্লী অবরোধ করেছে জেনারেল নিকলসন। সর্বত্র আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়তে যাচ্ছি—ঠিক যেটা চাইছে ফিরিংগিরা —এবং হেরে যাচ্ছি। এই বিশাল হিন্দুস্তানের প্রত্যেকটা কিসান, প্রত্যেকটা জেলে, কাঠুরে, কামার, তাঁতী, এই যুদ্ধের জন্যে জান কোরবান করতে প্রস্তুত, অথচ আমরা কোথাও ওদের সাহায্য নিচ্ছি না, ওদের টেনে আনছি না যুদ্ধের মধ্যে—দিল্লীতে না, কানপুরে না, ঝাঁসিতে না।

অমর। জগদীশপুরের কুঁয়র সিং ওদের নিয়ে এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

কুঁয়র। তাই তো জিতছি এখনো। কিন্তু আর সবাই হেরে গেলে, আমরা একা কি করবো ? সবাই হার মানলে, কয়েক লক্ষ গোরা সৈন্য যুদ্ধ থেকে

মুক্ত হয়ে ছুটে আসবে আমাদের ঘিরতে। [নীরবতা] কে জানে? চলেছি তো কানপুর, গিয়ে হয়তো দেখবো নানা সাহেব ইতিমধ্যে হেরে গেছেন।

অমর। না, ভাইয়া অত সহজে বিঠুরের সিংহ হার মানে না।

[নিশান ও এলভিরার প্রবেশ]

নিশান। এ ববুয়া, এই ফিরিংগির বেটি তো কিছুতেই পিছু ছাড়ে না দেখি। তোমার মতন বুড়োর মধ্যে কি দেখেছে কে জানে? এ পেছন পেছন রোহতাসে এসে হাজির।

কুঁয়র। কি হয়েছে? কি চাই?

এল। কমিশনারের চিঠি বাবুজী। আমার অপরাধ নেবেন না।

[কুঁয়র পত্র পড়ছেন। তারপর এগিয়ে দেন অমরের দিকে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। নিশান ও এলভিরার প্রস্থান।]

অমর। [চিঠি পড়ে]। এই কি সৈনিকের ধর্ম? নারী নির্যাতন? শিশুকে হত্যা করার হুমকি? বড়ে ভাইয়া, জগদীশপুর ফিরে যেতে হবে এক্ষুণি।

কুঁয়র। কেন?

অমর। ভাবীজীর ইজ্জৎ গেছে। এবার প্রাণ যাবে। আমার মানভঞ্জনকে খুন করবে।

কুঁয়র। আমাদের ফৌজকে দেখামাত্র দুজনকেই খুন করবে স্যামুয়েল্স্-ফিরিংগি।

অমর। তাহলে আর উপায় নেই। অস্ত্র ফেলে দিতে হবে, গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

কুঁয়র। তাহলেই যে ওরা মানভঞ্জনকে ছেড়ে দেবে সেটা কেন ভাবছো? আমাদের ফাঁসি দেবে আর উত্তরাধিকারীকে ছেড়ে দেবে, ফিরিংগি কি এতই কাঁচা?

অমর। [চিৎকার ক'রে]। তাহলে কী করবো? বলো, তুমি বলো কী

করবো ? তুমি ডেকে এনেছ এই সর্বনাশ, এক উন্মাদ খেয়ালের বশে তুমি অসহায় নারী শিশুকে ঠেলে দিয়েছ বৃটিশ পশুদের কবলে !

কুঁয়র। [শান্তস্বরে] খেয়ালের বশে নয়, দেশমাতার ডাকে।

অমর। আর কি চান দেশমাতা আমার কাছে ? খুন তো দিয়েছি তাঁর পায়ে। আরো চাই ? সন্তানকে বলি দিতে হবে স্বহস্তে ? এ কি মা না রাক্ষসী ? বেশ, তুমি সেনাপতি, তুমি আদেশ করো আমার সন্তানের মৃত্যুর দায়িত্ব তোমার হোক !

কুঁয়র। আমার আদেশ আগেই জারি করা হয়েছে। আমরা যাবো রবার্টসগঞ্জ।

অমর। এ-আদেশ আমি পালন করতে পারছি না।

কুঁয়র। [গর্জন ক'রে] আদেশ পালন না করলে অন্যান্য সিপাহীদের মতন ফাঁসিতে ঝুলতে প্রস্তুত হও! তুমিই তো বললে, আমি সেনাপতি! তুমিই তো আমায় বললে, আদেশ দাও। বললে তোমার সন্তানের দায়িত্ব আমায় নিতে হবে! বেশ নিচ্ছি! বিহার প্রদেশে যেখানে যে স্বাধীনতার যুদ্ধে শহীদ হচ্ছে সবার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি ওদের বলেছি, ইংরেজদের দাস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। যেদিন একথা মুখ থেকে বেরিয়েছে, সেদিনই জানি আমার এবং তোমার পরিজনকেও মরতে হবে। অন্যের সন্তানরা রোজ মরছে যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে তোমার আমার সন্তান পার পেতে পারে না। পেলে সেটা হয় চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

অমর। [গর্জন করে] ওসব যুক্তি-বিচারে আমার স্পৃহা নেই। ওরা আমার ছেলেকে খুন করবে!

কুঁয়র। আমার ছেলেকে তো ইতিমধ্যে খুন করেছে।

[অমর হঠাৎ কথাটা শুনে সম্বিৎ ফিরে পান, ধীরে ধীরে কুঁয়রের পাদস্পর্শ করেন।]

অমর। তুমি মানুষ না বড়ে ভাইয়া, তুমি দেবতা। তোমার দেহটা লোহায় তৈরী। কিন্তু আমি তো দুর্বল একজন পিতা মাত্র। [কেঁদে ফেলেন কুঁয়র সিং তাকে আলিঙ্গন করেন]

কুঁয়র। আমি জানি তোমার বুকে কি হচ্ছে, কেননা আমার বুকেও তাই হচ্ছে। কিন্তু মানভঞ্জনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে, নানা-সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে কানপুরে ইংরেজের সমাধি রচনা ক'রে। ওরা তো গেছেই—যা কিছু ছিল আমাদের প্রিয়, এ দুনিয়ায় যাদের মুখে একটু হাসি দেখার জন্য আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম—তারা সব মরে যাবে। এ তো আমরা জানতাম ভাইয়া। ধর্মন বিবি, দলভঞ্জন, মানভঞ্জন সব মরে যাবে। নইলে আমরা অন্যকে কি ক'রে বলবো হাসিমুখে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণ দাও? এই বেইমানি কি আমরা এদেশের চাষী, কাঠুরে, কামারদের সঙ্গে করতে পারি। তাদের স্ত্রী পুত্র তো রেহাই পাচ্ছে না।

অমর। [চোখের জল মুছে] অপরাধ হয়েছিল বড়ে ভাইয়া, আর এমন হবে না। আর কাঁদবো না।

কুঁয়র। না, কাঁদবে বই কি। মানুষ কাঁদবে না, এমনটা হয় নাকি কখনো? তাহলে সে তো আর মানুষই থাকবে না। কাঁদবে নিভৃতে, স্ত্রী পুত্রের ক্ষতবিক্ষত মুখ কল্পনা করে কাঁদবে। তারপর ইস্পাতের তলোয়ালের মুখে জবাব দেবে নারী নির্যাতনের, শিশুহত্যার, শুধু মানভঞ্জনের হত্যা নয়, সারা হিন্দুস্তানে যত শহীদের শিশুপুত্রকে ওরা সঙীনে গেঁথে মারছে, প্রত্যেকটা নৃশংসতার প্রত্যুত্তর আমরা দেব যুদ্ধ করে।

অমর। বড়ে ভাইয়া, তুমি তো আমার পিতার মতন, মানুষ করেছ আমায়—তুমি আর ভাবীজী। ভাবীজীর ওপর যে অত্যাচার করছে ওরা, সেটা তো আমার মায়ের ওপরেই অত্যাচারের সামিল। কানপুর মুক্ত করে আমাদের ফিরতে হবে বিহারে। স্যামুয়েল্স-এর রক্তে যদি জগদীশপুরের মাটি লাল না করেছি, তো আমি তোমার ভাই নই।

কুঁয়র। ঐ ইংরেজ মেয়েটিকে ডাকো, স্যামুয়েল্‌স্‌-এর চিঠির জবাব নিয়ে যাবে।

[অমরের ইঙ্গিতে এলভিরা ও নিশানের প্রবেশ]

তোমার খাওয়া হয়েছে বেটি ?

নিশান। খাইয়ে দেব ভাল ক'রে, ভেবো না ববুয়া।

কুঁয়র। এখন বিশ্রাম করো। তারপর জবাব নিয়ে যেতে পারবে কমিশনারের কাছে।

এল। নিশ্চয়ই বাবুজী।

কুঁয়র। তোমার নামটা কিছুতেই মনে রাখতে পারি না।

এল। এলভিরা বাবুজী।

কুঁয়র। হ্যাঁ অভ্‌লিরা। শোনো অভ্‌লিরা, ওরা কি সত্যিই আমার বুড়িকে [অশ্রুরুদ্ধ]—

অমর। [জড়িয়ে ধরে]। বড়ে ভাইয়া, ওকথা ভেবো না! ভেবো না।

কুঁয়র। বুড়ির বয়স আটষটি, গোরা সৈনিকদের পিতামহীর বয়সী। মানে বাহান্ন বছর একসঙ্গে কাটলো কিনা। ও যখন আমাদের ঘরে এল তখন ওর বয়স ষোলো। যাকগে দেশের জন্য সব দিয়েছে, ইজ্জতও না হয় দিল। যার স্বাধীনতা নেই সে ইজ্জত নিয়ে কি করবে? পরাধীন জাতির কাছে ইজ্জত সতীত্ব সব বিলাসিতা। অমর, কাগজ কলম নাও। লেখো—কমিশনার মেহেরবান স্যামুয়েলস জনাব-এ-ফজল্‌-বরাবর। আপনার সহৃদয় পত্রে জানিলাম সিপাহীশূন্য অরক্ষিত জগদীশপুর অধিকার করিয়া আপনি মহাবিজয়-উৎসব উদ্‌যাপন করিতেছেন বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করাইয়া। জানিলাম আমি এবং অমর সিংহ আত্মসমর্পন না করিলে আপনি ঐ বৃদ্ধা ও এক শিশুকে হত্যা করিবেন। জনাব, আপনার ধর্ম আপনার নিকট আমার ধর্ম আমার। আমার ধর্মে একথা লিখে নাই যে পরাজিত ইংরেজ সেনার স্ত্রী পুত্ররা শাস্তির যোগ্য। আপনি নিশ্চিত জানিবেন আমি বা অমর

সিংহ আত্মসমর্পন করিতেছি না। আপনি নিশ্চিত মনে নারীহত্যা ও শিশুহত্যা করিয়া সৈনিকবৃত্তি পালন করিতে পারেন। এবং এতদ্‌সত্ত্বেও জানিয়া রাখুন কোনো ইংরাজ সৈনিকের স্ত্রী বা সন্তানের জীবন আমার হাতে বিপন্ন হইবে না। আমি শুধু আল্লা পরবর দিগারের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার সহিত যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সাক্ষাৎ হয়। ইতি—কুমার সিংহ।

দশ

[টেলরের প্রবেশ। পেছনে নৌটংকির অভিনেতারা]

টেলর। পুরো ১৮৫৭ সাল ধরে যা ঘটতে লাগলো তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম। অবিশ্বাস্য সব কাণ্ডকারখানা। আর উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গ্রামে গ্রামে নৌটংকির দল ঘুরে ঘুরে কুঁয়র সিং-এর যুদ্ধবৃত্তান্ত গেয়ে বেড়াতে লাগলো। ইতিহাসের বিবরণ থেকে ওদের গানে-অভিনয়েই বরং কুঁয়র সিং-এর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ হৃদয়ংগম করা সম্ভব।

[কুঁয়র সিং বেশী অভিনেতা তলোয়ার চালাতে চালাতে মঞ্চ পরিক্রমা করে]

ভিকা। চোদ্দই আগস্ট সাতান্ন সন।
রবার্টসগঞ্জে উড়িল বাবুজীর কেতন।।
ছাব্বিশে আগস্ট বিজয়গড়, মির্জাপুর।
ছাড়িয়া পলায় যত ইংরাজ অসুর।।

টেলর। এখানটায় আমাদের অসুর বললো, তবে গ্রামীন গায়করা ঐরকম রূঢ়ই হয়, তাই গায়ে মাখলাম না।

ভিকা। ঘোরাওয়ালে সভয়ে ইংরাজ মুদিল নেত্র।

হেঁট মুণ্ডে পলায় ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র ॥

[বল্লমের ডগায় আরেক টুপি]

টেলর। ইংরেজ অফিসারের নাম ক্যাপ্টেন সেসিল। ঘোরাওয়ালের যুদ্ধে নিহত।

ভিকা। বেলান-রুসেরা উপ্রঞ্চ, ফুলিয়ারি, তোতোয়া।

প্রতি যুদ্ধ জয় করি হাঁকেন ফতোয়া ॥

ছুটিয়া আসে যেথা যত ইংবাজ সেনাপতি।

খুঁজিয়া না পায় কোথা বাবুজীর গতি ॥

আগস্ট মাসের উনত্রিশ তারিখে।

তন্‌স্‌ নদী পার হইয়া উল্কাব গতিতে ॥

এলাহাবাদেব দক্ষিণে ঝিউরাজপুর।

দেখিল অশ্বারোহী বাহিনী বাবুর।

টেলর। অবিশ্বাস্যতাবও একটা সীমা থাকা উচিত! এরকম করলে পারা যায় না। ছাব্বিশে আগস্ট যাকে দেখা গেল তোতোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে, উনত্রিশে সে এলাহাবাদে পৌছে গেলে বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘিত হয়। বৃটিশ অফিসাররা মানুষ তো। এরকম অমানুষিক চলাফেরা স্বভাবতই তাঁদের ঘাবড়ে দিয়েছিল। সবাই বলতে লাগলেন—কুঁয়র সিং ম্যাজিক জানে। নইলে এরকমটা হয না।

ভিকা। রেওয়ায় কর্ণেল হিণ্ড করেন প্রতিরোধ।

ফিরিংগির রক্তে হইল ভারতের প্রতিশোধ ॥

[আরেক টুপি যোগ হয়]

টেলর। রেওয়ার যুদ্ধে মারা পড়লেন কর্ণেল হিণ্ড।

ভিকা। চলিলেন বাবুজী বান্দা শহর পানে।

মহাবীর তাতিয়া তোপির বাহিনী সন্ধানে ॥

দশই নভেম্বর ১৮৫৭ সন।

যমুনার উত্তরে বাবুজী-নানা সাহেবের মিলন ॥

টেলর। ঐ দুই দানবের মিলনে গভর্ণর জেনারেল ক্যানিং হাল ছেড়ে দিয়ে লিখলেন, ভারতকে বৃটিশ শাসনাধীন রাখা সম্ভব হোলো না।

ভিক্য। দোঁহে মিলি যুদ্ধ করিলেন কানপুরে।
সেথা হতে ছুটিলেন লখনৌ নগরে ॥

টেলর। আমাদের পরম ভাগ্য কানপুরের যুদ্ধ মোটামুটি অমীমাংসিত থাকে।

ভিকা। আউধের নবাব সাহেব স্বাধীনতার পীর।
শালা-দোশালা দিয়া বরিলেন বীর ॥
আজমগড়ের নিকট অদ্রৌলিয়া স্থানে।
কর্ণেল মিলম্যান পঞ্চত্ব পান সসৈন্যে ॥

টেলর। দুরদৃষ্ট মিলম্যান আক্রমণ করেই দেখেন কুঁয়র সিং পালাচ্ছেন সব ঘোড়সওয়ার নিয়ে। বৃটিশ সেনা কুড়ি মাইল অবধি তাড়া ক'রে গেল কুঁয়র সিংকে। ফিরে এসে মিলম্যান আহারে বসেছেন, এমন সময়ে কুঁয়র সিং-এর অতর্কিত আক্রমণ। মানে মিলম্যানের পেছন পেছন ফিরে এসেছিলেন কুঁয়র সিং। অমন লোককে শুধু তাড়া করে তো লাভ নেই, যতক্ষণ তার মুণ্ডুটি ধড় থেকে না নামছে, ততক্ষণ সে হারেনি ধরতে হবে। কুঁয়র সিং-এর মাথার ওপর তখন এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

ভিকা। আজমগড়ে কর্ণেল ডেম্‌স্ পড়েন মারা।
বিধ্বস্ত সেনার শোকে ফিরিংগি আত্মহারা।

টেলর। কর্ণেল ডেম্‌স্ বাজি ধরেছিলেন কুঁয়র সিংকে মারবেন। যুদ্ধের প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডেম্‌স্ নিজেই মরে গেলেন।

ভিকা। মার্ক কার মহামতি, লর্ড নামেতে খ্যাত।
আক্রমিতে আসিয়া হন বিধ্বস্ত ॥
লুগার্ড দ্বিগুণ সেনাসহ আসিলেন ছুটিয়া।
তন্‌স্ নদীর যুদ্ধে তাহার স্বপ্ন গেল টুটিয়া ॥

নাঘাই-এর যুদ্ধে গেলেন ডগলাস সেনাপতি।
পরাভব মানিয়া ফিরিলেন দ্রুতগতি।

টেলর। আমার আর হিসেব নেই। কত যুদ্ধে কত ইংরেজ সেনাপতি অক্কা পেলেন তার হিসেব রাখা গেল না।

ভিকা। আবার শিউপুরের ঘাটে মাঝি-মাল্লা-জেলে
নৌকার পুল বাঁধি গঙ্গা শাসন কবিলে।
বাবু কুমার সিংহ ফিরিয়া আসিলেন জগদীশপুরে ॥

টেলর। মানে বৃটিশ সরকার যখন নিশ্চিত যে কুঁয়র সিং গেছেন উত্তরে, এতক্ষণে তিনি নেপালের সীমান্তে পৌঁছে গেছেন, তখন বাস্তবিকপক্ষে তিনি গঙ্গা পেরিয়ে পুনবায় বিহারে প্রবেশ করছেন। কি শোচনীয় অবস্থা আমাদের সংবাদ-সরবরাহের। এই গঙ্গা পেরুবার সময়ে ঘটে এক বিচিত্র ঘটনা। এক গোরা সান্ত্রী নৌকোর ওপর দীর্ঘদেহী কুঁয়র সিং-কে দেখে চালায় গুলি—সেটা লাগে কুঁয়রের ডান হাতে, হাতটা ঝুলতে থাকে ছেঁড়া মাংশপেশী থেকে। তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতে তরবারি নিয়ে কুঁয়র সিং জখম হাতটা কেটে ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে। বললেন—

ভিকা। গঙ্গা-মাইকে দিলাম পূজা
আমার দক্ষিণ হস্ত।
ফিরিংগি সংহারে একটি হাতই
যথেষ্ট অস্ত্র ॥

চোদ্দই আগষ্ট, ৫৭ সন, কুঁয়র সিং রবার্টসগঞ্জ অধিকার করলেন, ২৬শে আগষ্ট দখল করলেন বিজয়গড়, মির্জাপুর। তারপর ঘোরাওয়াল, বেলান্-রুসেরা, উপ্রঞ্চ, ফুলিয়ারি এবং তোতোয়াতে বৃটিশ সেনাকে পরাস্ত করে ২৯শে আগষ্ট উল্কার গতিতে তনস নদী পেরিয়ে এলাহাবাদের দক্ষিণে দেখা দিল কুঁয়র সিং-এর বাহিনী। অবিশ্বাস্যতারও······ম্যাজিক জানে। তারপর রেওয়ার যুদ্ধে কর্ণেল হিণ্ড সসৈন্যে মারা পড়লেন। ১০ই নভেম্বর ১৮৫৭,

যমুনার উত্তরে কুঁয়র ও নানাসাহেবের মিলন। তারপর আবার পূর্বদিকে যাত্রা করলেন কুঁয়র সিং এবং অত্রৌলিয়ার যুদ্ধে কর্ণেল মিলম্যান সসৈন্যে বিধ্বস্ত হলেন। [টেলর] এরপর একে একে কর্ণেল ডেমস, লর্ড মার্ক কার ক্যাঃ লুগার্ড এবং মেজর ডাগলাস কুঁয়র সিং-এর পথরোধ করতে এসে মারা পড়লেন।

এগার

[জগদীশপুরের কুঠি। স্যামুয়েল্‌স্‌, লেগ্রাণ্ড, টেলর ও বায়ার্সের প্রবেশ।]

স্যামস। দলিপপুর এবং জিতৌরায় কুমার সিং-এর বসতবাটি দুটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ?

লেগ্রাণ্ড। ইয়েস স্যার।

স্যামস। জগদীশপুব ছেড়ে যাওয়ার সময়ে এ-বাড়িও পুড়িয়ে ছাই করে করে দেয়া হবে।

টেলর। জগদীশপুর ছেড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কুঁয়র সিং নেপালের দিকে যাচ্ছে। নেপালের রাজার কাছে আশ্রয় চাইবে বোঝাই যাচ্ছে। সে আর ফিরবেনা। বিহার রাহুমুক্ত। জগদীশপুর চিরতরে অবদমিত।

স্যামস। বৃটিশ সংবাদ দাতারা আজকাল সংবাদ সংগ্রহ করেন কুঁয়র সিং-এর কাছ থেকেই। তাঁদের একটা কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

টেলর। কুঁয়র সিং-এর কাছে সংবাদ সংগ্রহ করেন—এ কথার অর্থ ?

স্যামস। প্রতি এলাকায় পৌছে কুঁয়র সিং কতকগুলি গুজব চালু করে দেন বাজারে। প্রতি দোকানদার আর পাটোয়ারি সেগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকে পরম উৎসাহে। বৃটিশ ম্যাজিস্টেটরা সেগুলোই লিপিবদ্ধ ক'রে পাঠিয়ে দেন কলকাতায়, প্রতিটি সুপরিকল্পিত মিথ্যা। তাই যখন বৃটিশ

ফৌজ কুঁয়র সিংকে খুঁজে বেড়ায় বেনারস জেলায়, দেখা যায় তিনি আজমগড় দখল করেছেন। ইত্যাদি। তাই এই এলাকা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে আমরা পাটনা চলে যাব শীঘ্রই।

টেলর। আপনি যেরকম হুকুম জারি করছেন, সেটা আমার প্রতি অবমাননাকর। ভুলে যাবেন না আপনি জবরদস্তি কমিশনারের চেয়ার দখল করে আছেন।

বায়ার্স। আবার আপনি কমিশনারের পদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন?

স্যাম। এখন তো দেবেনই, বিপদ কেটে গেছে। অন্ততঃ ওঁর ধারণা বিপদ আর নেই, স্থতরাং এখন কমিশনার হওয়া যায় নিশ্চিন্তে।

টেলর। ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনার কমিশনারির কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। আপনি উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। তাই সব ক্ষমতা আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হোন। এবং দেখবেন টাকার হিসেব যেন পাকা থাকে। যুদ্ধের স্থযোগে আপনি যে বিহারের সরকারি তহবিল তছরূপ করবেন, এমনটা যেন না হয়।

স্যাম। হাও ডেয়ার ইউ স্যার? আপনি আমার সততায় সন্দেহ করেন? কুঁয়র সিং-এর ভয়ে পাটনায় বসে ঘামছিলেন, আমি এসে দক্ষিণ বিহার মুক্ত করলাম, যুদ্ধ জিতে আপনার মাথা বাঁচালাম, আর এই আপনার কৃতজ্ঞতার নমুনা?

টেলর। যুদ্ধ জিতেছেন? কোন যুদ্ধ? কবে আপনি যুদ্ধ জিতলেন? আপনি গতকাল কলকাতায় রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, আপনি বিহার থেকে কুঁয়র সিংকে তাড়িয়েছেন। ফল্‌স রিপোর্ট! কুঁয়র সিং-এর সঙ্গে আপনার এখনো কোনো সংঘর্ষই হয়নি। সে বিহার ছেড়েছে স্বেচ্ছায়, সারা উত্তর প্রদেশে বৃটিশ শাসন ধ্বসিয়ে দেয়ার জন্য। এবং সেটা সে প্রায় করে এনেছে। এবং আমি আরো খবর নিয়ে জেনেছি, আপনি ইংরেজ নন, সামান্য এংলো ইণ্ডিয়ান মাত্র।

লেগ্রাণ্ড। কি! হাফ -কাষ্ট?

বায়ার্স। ইহা কি সত্য!

শ্যাম। মিথ্যা। সর্বৈব মিথ্যা। এতবড় যুদ্ধ চলছে, তার মাঝে আমার সহযোদ্ধা আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন, আমার কুষ্টি-ঠিকুজীর খোঁজ নিচ্ছেন, সেটা জেনে আমি পুলক রাখার জায়গা পাচ্ছি না।

টেলর। আপনি এংলো-ইণ্ডিয়ান নন?

শ্যাম। না।

টেলর। আপনার পিতামহের মা, মানে প্রপিতামহী, বাঙালী ছিলেন না? তাঁর নাম আনন্দময়ী নয়?

শ্যাম। ও বাবা, আপনি যে একেবারে ঘর সন্ধানী গুপ্তচর।

টেলর। যা জিগ্যেস করা হচ্ছে তার জবাব দিন। আপনার ঠাকুর্দার মা বাঙালি কিনা!

শ্যাম। সেটা আমি কি করে বলবো? তখন আমি জন্মাই নি।

টেলর। না জন্মালেও, আপনার ঠাকুর্দার বাপের ব্যভিচারের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

শ্যাম। আই রিফিউজ।

বায়ার্স। উঃ, এ আর সহ্য হয় না। দেখুন, ঈশ্বর আমাকে প্রায়ই বলেন তুটোকেই গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। আপনারা যদি এইসব মামুলি ঝগড়া পুনরায় শুরু করেন, তবে তাই করবো। তুটোকেই পথে বার ক'রে দেব আর গ্রামের নিগাররা স্রেফ লাঠিপেটা ক'রে মারবে আপনাদের।

টেলর। আরে এ তো অপমান করছে আমাদের!

বায়ার্স। আবার!

শ্যাম। রেভারেণ্ড বায়ার্স, আপনি ভুলে যাবেন না, আপনি একটা পরগাছা মাত্র, একটা অনাবশ্যক লেজুড়, খাচ্ছেন দাচ্ছেন সরকারি খরচে, আর গায়ে ফুঁ দিয়ে সারা বিহার ভ্রমণ করছেন—

বায়ার্স। কী? হা ঈশ্বর, তোমার বজ্র কোথায়?

শ্যাম। কি হোল?

লেগ্রাণ্ড। ঘাঁটাবেন না, ভর হয় ওর। দাঁত খিঁচোয়, কামড়ায়—

টেলর। আর চেঁচায় ধোবিনিকি বিটিয়া।

শ্যাম। থাক তাহলে। কাজকর্ম আরম্ভ হোক।

টেলর। সেটা আপনি বলার কে? আমি বলবো।

বায়ার্স। আবার আপনি মুখ খুলেছেন?

টেলর। না, না আমি তো—আমি তো ওঁকে সাহায্য করছি।

বায়ার্স। আপনি কিছু বলবেন না, সাহায্য করবেন না। আপনার সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা এদ্দিন ম্যানেজ করেছি, এখনো করবো। যান ওদিকে!

টেলর। কি আশ্চর্য ধমকাচ্ছে!

শ্যাম। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড, প্রথম আইটেম হচ্ছে—আপনি নাকি কুঁয়র সিং-এর এক গুপ্তচরকে বমাল সমেত ধরেছেন?

লেগ্রাণ্ড। ইয়েস স্যার, কালুয়া মিসির নামে একটা তাঁতীকে শাস্ত্রী চ্যালেঞ্জ করে জগদীশপুরের পশ্চিম সীমায়, সে যাচ্ছিল সাসারামের দিকে, হাবভাব ছিল অত্যন্ত সন্দেহজনক, সে পালায় কিন্তু ফেলে যায় কিছু কাগজপত্র। তাতে জগদীশপুরে আমাদের সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্রসংখ্যা, কোথায় কোথায় আমাদের ঘাটি—সব লেখা আছে। সে খবর পাঠাচ্ছিল সুখানন্দ সাহুকার।

[প্রহরী শৃঙ্খলিত সুখানন্দকে উপস্থিত করে]

টেলর। গুড গড! ক্যাপ্টেন, ইউ আর ম্যাড!

বায়ার্স। এই! [টেলর আবার বসে পড়েন।]

লেগ্রাণ্ড। এই যে সব কাগজপত্র। সুখানন্দ নীচে নাম সই করেছে সুখুয়া চৌধুরী। সেটাই ওর আসল পদবী। সুখানন্দের বাড়ি থেকে ওর হাতের

লেখার কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছি—হুবহু এক লেখা। মিলিয়ে দেখুন স্যার।

শ্যাম। সুখানন্দ সাহুকার, আপনি কুঁয়র সিংকে এই চিঠি লিখেছিলেন ?

সুখা। কুঁয়র সিংকে ? আমি কুঁয়র সিংকে পত্র লিখতে যাবো কেন ? সে কি আমার বেয়াই হয় ? কুঁয়র সিং আমাকে পেলেই ফাঁসি দেবে। আর আমি তাকে চিঠি লিখে—মানে এখানকার সামরিক অবস্থা জানিয়ে—কি যেন বলছিলাম ?

শ্যাম। ওসব আমরা আর বিশ্বাস করি না। ইণ্ডিয়ান মাত্রেই এখন আমাদের বিরুদ্ধে। বাহাদুর শা বাদশা থেকে জগদীশপুরের কালুয়া মিসির। সবাই একত্রে আমাদের রক্ত ঝরাতে চায়। তুমি বাদ যাবে কেন ? এ চিঠির লেখাটা তোমার নয় ?

সুখা। হুবহু আমার হস্তাক্ষর।

টেলর। নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে !

বায়ার্স। এই ! [টেলর বসে পড়েন।]

লেগ্রাণ্ড। স্বীকার করেছে ওরই হাতের লেখা। লেট্‌স্‌ হ্যাং হিম।

শ্যাম। ইয়েস প্রুভ্‌ড্‌। কনফেশন করেছে। [লেখেন] সুখানন্দ চৌধুরী সাহুকার স্বীকার করে যে পত্র সেই লিখিয়াছে।

সুখা। না হুজুর আমি তা বলিনি। ও চিঠি আমি লিখিনি। জাল জালিয়াতি। আমার হস্তলিপি নকল করা হয়েছে। আমাকে—কি যেন বলছিলাম ?

শ্যাম। Sentenced to death by hanging! Take him away!

[প্রহরী টানতে থাকে সুখানন্দ বিকট চিৎকার করে।]

সুখা। বৃটিশ প্রভুর জন্য না করেছি কি ? প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে চলাফেরা করেছি। নিজের দেশকে বিকিয়ে দিয়েছি। হুজুর, এই কি তার প্রতিদান ?

বায়ার্স। জাস্ট এ মিনিট। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড বেইমানটার মুখে এই গরুর মাংস গুঁজে দিন। আগে জাত খোয়াক ধর্মনাশ হোক। তারপর যীশুর বাণী শোনাতে শোনাতে নিয়ে যাবো ফাঁসিকাঠে।

সুখা। মেরে ফেললে! রামজী। অয়ে রামজী। জান বচা দে রামজী!

[লেগ্রাণ্ড গরুর মাংস পুরে দেন মুখে]

পীর আলি ভাই! ক্ষমা কোরো ভাই! স্বর্গ থেকে ক্ষমা কোরো। তোমার ধর্মে হাত দিয়েছিলাম। দেখা অবশ্য হবে না ওপারে। তুমি স্বর্গে আছো আমি তো যাবো নরকে। নাজারীন বানিয়াদের সেবা করে আমি চললাম নরকে। মহাজন কখনো স্বর্গে যায়? তায় গরুর হাড় চিবোতে চিবোতে? নরকেও জায়গা হলে হয়। যত লোকের ঘরবাড়ি ক্রোক করেছি, হাঁড়িকুড়ি বেচে দিয়েছি, পরনের ধুতি খুলে—কি যেন বলছিলাম?

বায়ার্স। আইস! তুমি যীশু ভজনা করো, শান্তি পাইবে! ইন দা নেম অফ দা ফাদার, এণ্ড অফ দা সান, এণ্ড অফ দা হোলি গোষ্ট, আমেন! আওয়ার ফাদার হ্যাট আর্ট ইন হেভেন।—

[লেগ্রাণ্ড, বায়ার্স, সুখানন্দ ও প্রহরীর প্রস্থান]

টেলর। মিষ্টার কমিশনার, আপনি যত বুদ্ধি ধরেন বলে মনে করেন। তত বুদ্ধি কিন্তু আপনার ঘটে নেই।

শ্যাম। অর্থাৎ?

টেলর। ইউ হ্যাভ্ বিন ট্রিক্ড্। কুঁয়র সিং-এর কূটনীতিতে আপনি ঘোল খেয়ে গেলেন। আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুকে হত্যা করলেন। কুঁয়র সিংকে আর কষ্ট করতে হোলো না। সুখানন্দকে শেষ করার কাজটা আপনাকে দিয়ে করিয়ে নিল। জানে তো আপনার বুদ্ধির দৌড়!

শ্যাম। এ হাতের লেখা সুখানন্দের।

টেলর। জাল। কালুয়া মিসির হচ্ছে কুঁয়র সিং-এর লোক। তার ওপর

নির্দেশ ছিল কাগজটা ফেলে পালাবে, যাতে সে কাগজ বোকচন্দ্র কমিশনারের হাতে পৌঁছয়।

শ্যাম। সুখানন্দের হাতের লেখা কুঁয়র সিং নকল করাবে কি ক'রে?

টেলর। কুঁয়র সিং-এর জামার প্রতি পকেটে সুখানন্দের হাতে লেখা তমসুক দলিল,—রসিদ, পাট্টা-কবুলিয়ৎ। আপনি ভুলে গেছেন সুখানন্দের কাছে কুঁয়র সিং-এর, ৮০,০০০ টাকা ঋণ।

শ্যাম। [কাগজ দুটো দেখেন স্থির দৃষ্টিতে]। তা এতক্ষণ বলেন নি কেন? হাত থেকে তীর বেরিয়ে যাওয়ার পর এখন প্রজ্ঞা জাহির করছেন কেন?

টেলর। বা, আমি বলতে যাবো কেন? আপনি না কমিশনার?

শ্যাম। [হেঁকে] ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড!

[লেগ্রাণ্ড ও বায়ার্সের প্রবেশ]

কি, দিয়েছেন ঝুলিয়ে?

লেগ্রাণ্ড। নিশ্চয়ই।

বায়ার্স। যীশুর অমৃতবাণী দুকানে ঢেলে দিয়েছি।

শ্যাম। একটু সবুর সয় না আমার অফিসারদের। [টেলর হাসেন। শ্যাম বিব্রত] ঠিক করেছেন। একটা নিগার বেশি মরলো কি কম মরলো সে দোষী না নির্দোষ, ওসব চিন্তা করার সময় কমিশনারের নেই। যুদ্ধ চলছে নেকস্‌ট আইটেম—ধর্মন বিবি এবং মানভঞ্জন সিং।

[লেগ্রাণ্ড তাঁদের উপস্থিত করেন। ধর্মণের দেহ বিধ্বস্ত। দুলারির সাহায্যে তিনি কোনোক্রমে এসে বসেন। মানভঞ্জনও চলচ্ছক্তি-রহিত।]

টেলর। এরা এখনো বেঁচে আছে? বুড়িটার দেহ কি ইস্পাতে তৈরী? আর এই ছেলেটাকে রোজ উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে দু ঘণ্টা। কী ব্যাপার! তবু মরেনি?

শ্যাম। ধর্মণ বিবি। আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

ধর্মণ। হ্যাঁ, পাচ্ছি।

শ্যাম। আমি কুঁয়র সিংকে চিঠি লিখেছিলাম আত্মসমর্পণ করলে আপনাকে আর ঐ বালককে ছেড়ে দেব। তিনি অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছেন।

[ধর্মণ হাসেন]

ধর্মণ। তা আপনি কি ভেবেছিলেন বাবুজী আজাদীর যুদ্ধ ছেড়ে চলে আসবেন ?

শ্যাম। সে যাই হোক। তিনি আসেন নি। সুতরাং এখন আমি আপনাদের দুজনকেই মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি।

ধর্মণ। [হাসেন] এত কথা না বলে সেটাই দিন তাড়াতাড়ি। আপনার কণ্ঠস্বরটা বডই কর্কশ, কানে পীড়া দেয়।

শ্যাম। [বিব্রত] আপনি হাসছেন কেন এতে হাসির কি হোলো ?

ধর্মণ। হাসছি আপনার ক্লীবত্ব দেখে, নারীশিশুর ওপর আপনার প্রতিশোধ দেখে। যুদ্ধে যত মার খাচ্ছেন, বাবুজীর ফৌজের হাতে যত চাবুক খাচ্ছেন, তত দেহের জ্বালা মেটাচ্ছেন আমাদের ওপর। বাঃ বাহাদুর বটে। কি বীর।

[টেলরও হেসে ওঠেন]

টেলর। কমিশনারের প্রেষ্টিজটি ধুলোয় মিশলো।

[শ্যাম হঠাৎ ধর্মণকে মারতে শুরু করেন।]

শ্যাম। হাসি বন্ধ করুন। নির্লজ্জ বেশ্যা। পালা ক'রে ক'রে ধর্ষণ করেছে গোরা সৈন্যরা, তবু হাসছে দেখ।

দুলারি। কী করছেন কী করছেন সাহেব ? ওর্-ওর্ মাথার দোষ দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে ভুল বকেন, লোক চিনতে পারেন না।

[হি-হি করে হাসতে হাসতে ধর্মণ ওঠেন]

ধর্মন। [বুড়ো আঙুল নেড়ে]। একটুও লাগেনি। দুয়ো, দুয়ো, হেরে গেল।

টেলর। এবার কি আপনি ঐ মহিলাকে বকসিং-এ চ্যালেঞ্জ করবেন।

স্মাম। সাইলেন্‌স্ স্যার। ক্যাপ্টেন লেগ্রাণ্ড, মানভঞ্জন সিংকে গ্যারট লাগিয়ে শেষ করুন—এইখানে ঐ বুড়ির চোখের সামনে।

বায়ার্স। আইস, তুমি যীশু ভজনা করো [মানের কানে মন্ত্র পড়েন]

মান। বড়ি মা, বড়ি মা তুমি কোথায়?

ধর্মন। কে ডাকছে? কে ডাকছে আমায়?

দুলারি। মাতাজী! মাতাজী। ওরা ছোটে সরকারকে খুন করছে!

ধর্মন। ছোটে সরকার? মানে মানভঞ্জন? [হেসে] দূর—। সে কবে মরে গেছে।

[লেগ্রাণ্ড মানভঞ্জনের গলায় ফাঁস পরায়।]

বায়ার্স। দাঁড়ান দাঁড়ান এখনো ব্যাপটাইজ করা হলো না। সবেতেই তাড়াহুড়ো যোসেফ, আই ব্যাপটাইজ দি ইন দা নেম অফ দা ফাদার, এণ্ড অফ দা সান, এণ্ড অফ দা হোলি গোষ্ট, আমেন। হ্যাঁ দিন চাপ।

[শিশু গোঙাতে থাকে।]

ধর্মণ। দুলারি, কে কাঁদছে?

দুলারি। ছোটে সরকারকে মেরে ফেললো, মা!

মান। বড়ি মা!

[হঠাৎ ধর্মণ বুঝতে পারেন। উন্মত্তের মতন চিৎকার করে তিনি ছুটে এসে পড়েন লেগ্রাণ্ডের ওপর]

ধর্মণ। মানভঞ্জন! আমার মন্নুয়া রে। সাহেব, ঐটুকু বাচ্চা, ও তোমাদের কি ক্ষতি করতে পারে! বাচ্চা, বাচ্চা ছেলে!

[প্রহরীরা তাকে টেনে সরায়]

ঐ বাচ্চাটা আমাকে দিয়ে দাও! আমি প্রতিজ্ঞা করছি ওকে নিয়ে আমি চলে যাবো কাশিধামে, তোমাদের রাজনীতির মধ্যে আমরা আসবো না। মন্নুয়া! মন্নুয়া রে!

[লেগ্রাণ্ড ফাঁস খোলেন, বায়ার্স নাড়ি টেপেন।]

বায়ার্স। যীশুর বাহুপাশে আশ্রয় পেয়েছে ক্রিস্‌চিয়ান যোসেফ।

শ্যাম। হাসবে, আমার মুখের ওপর হাসবে! কুঁয়র সিং নির্বংশ হলো! সে আর অমর সিং মরে গেলে জগদীশপুরের সিংহ পরিবার শেষ ওয়াইপ্‌ড্‌ আউট। সাপের জাতকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই।

ধর্মণ। [বেসুরো কণ্ঠে গান ধরেন] আরে জুগনু গইলো পর দেসা, ক্যায়সে বিতি রাতিয়া! বাবুজীর আসার সময় হলো রে রামদুলারি—বাবুজী সেই কবে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন বল্‌—সব কেমন আঁধার আঁধার ঠেকে—।

দুলারি। সাহেব একদিন তোমরা আমার ছেলেকে পুড়িয়ে মেরেছিলে। সেদিন মাতাজী বলেছিলেন ফিরিংগির রক্তে চুল ভিজিযে তবে বাঁধবি। কমিশনার সাহেব, আমার চুল বাঁধার দিন এসে গেছে! দেখ্‌ তেরি মওত্‌ সামনে!

[হঠাৎ শাড়ির মধ্যে থেকে একটি লোহার গরাদ বার করে সে স্যামুয়েল্‌স্‌কে আঘাত করে। প্রহরী ও লেগ্রাণ্ড তাকে ধরে ফেলে।]

টেলর। উঃ ভাগ্যিস আমি আর কমিশনার নই, নইলে আমাকে মারতো!

শ্যাম। [গোঙাতে গোঙাতে]। অস্ত্র পেল কোথায়?

লেগ্রাণ্ড। গারদের লোহার শিক খুলে নিয়েছে।

দুলারি। [চুলে রক্ত মাখাতে মাখাতে] এতদিনে বুকের জ্বালাটা কমলো!

শ্যাম। ওঃ আমার ফুসফুসে লেগেছে মনে হচ্ছে। খুনী মেয়েমানুষ দুটোকে নিয়ে যান এখান থেকে, ফাঁসি দিন, ওঃ!

বায়ার্স। আপনি কি এখন মরবেন? তাহলে দা লর্ড্‌স্‌ প্রেয়ার বলুন আমার সঙ্গে।

শ্যাম। দেত্তেরি! যান ভাগুন এখান থেকে। ও দুটোকে ঝুলিয়ে দিন এক্ষুণি।

[নেপথ্যে রণভেরী, দামামা বিউগল ও কোলাহল]

টেলর। কি? কি? কিসের হট্টগোল?

লেগ্রাণ্ড। কুঁয়র সিং! কুঁয়র সিং এসে গেছে!

টেলর। পাগলের প্রলাপ! কুঁয়র সিং তো নেপালে!

লেগ্রাণ্ড। সেই ভরসাতেই থাকুন বসে, স্পষ্ট দেখছি দুদিকে কাটতে কাটতে আসছে ঘোড়সওয়াররা।

টেলর। রুখুন! ঠেকান! লড়াই করুন গে!

লেগ্রাণ্ড। আপনি এখন কমিশনার। চলুন আমার সঙ্গে!

টেলর। মাথা খারাপ নাকি আপনার? ঐ যো, ঐ যো কমিশনার—দিব্যি শুয়ে আছে শত্রুর আক্রমণের মুখে। আমি কমিশনার-টমিশনার নই। আমি এক দরিদ্র ইংরেজ কেরাণী।

বায়ার্স। [হেঁকে] ও হ্যাঁ, পালাবো তো। ঈশ্বর বলছেন, লম্বা দিতে। যুদ্ধের আশা ছাড়ুন। সব গোরা ইতিমধ্যে আরার পথ ধরেছে। আমরাও তাদের সঙ্গে যেন ভিড়ে পড়ি, ঈশ্বর তাই বললেন এক্ষুণি!

টেলর। এই যে ঈশ্বর এসে আপনার সুবিধামতন ইনষ্ট্রাকশন দেন, এটা একটা প্রবল ও নির্লজ্জ ভাঁওতা। বহুদিন থেকে কথাটা বলার ইচ্ছা ছিল, আজ বললাম।

লেগ্রাণ্ড। রিট্রিট! রিট্রিট! পালাতে হবে। দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার আর প্রশ্ন ওঠে না, গোরা সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটছে!

বায়ার্স। চলুন পালাই!

স্যাম। শুনুন! আমায় ফেলে যাবেন না! নিয়ে চলুন আমায়।

[আঁকড়ে ধরেন টেলরের পা। টেলর পদাঘাতে নিজেকে মুক্ত করেন।]

টেলর। লীভ মি এলোন! মিষ্টার স্যামুয়েল্‌স্‌। একটু বুদ্ধি খরচ করে কথা বলুন। বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বাহিনীর হাত এড়িয়ে পালাতে হবে, সেখানে আপনার ঐ লাশ কি ক'রে নিয়ে যাবো, মাথায় ক'রে?

লেগ্রাণ্ড। আহত লোকের মোট বওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাম অন্‌।

স্যাম। কিন্তু কুঁয়র সিং আমাকে মেরে ফেলবে দেখা মাত্র!

টেলর। তা আপনি না ইংরেজ? বীরের মতন মরুন।

বায়ার্স। শুনুন আপনি শীঘ্রই মরছেন। সুতরাং প্রার্থনাটা সেরে নিন—Our Father that in art heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, they will be done on earth as it is in heaven !

[দ্রুতকণ্ঠে কথাগুলো বলে সাহেবরা নিষ্ক্রান্ত হন।]

শ্যাম। কাওয়ার্ডস ! বেইমান ! সহযোদ্ধাকে ফেলে পালিয়ে গেল !

তুলারি। মাতাজী। বাবুজী এসেছেন।

ধর্মণ। কে ?

তুলারি। বাবুজী বাবু কুঁয়র সিং।

[সসৈন্যে কুঁয়র, অমরের প্রবেশ। সোজা গিয়ে তাঁরা মানভঞ্জনের দেহের কাছে দাঁড়ান। কুঁয়রের স্বাস্থ্য চুরমার হয়ে গেছে, তলোয়ারে ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন]

অমর। মেরে ফেলেছে বড়ে ভাইয়া।

কুঁয়র। মাফ কর দে বেটা, একটু দেরী হয়ে গেছে।

ধর্মণ। বাবুজী কখন আসবেন ?

কুঁয়র। ধর্মণ।

ধর্মণ। ' বাবুজীকে কোথায় রেখে এলে তোমরা ? তুমি কে ?

কুঁয়র। অনেক কষ্ট পেয়েছ, অনেক কষ্ট পেয়েছ।

ধর্মণ। আপনি দেখতে অনেকটা বাবুজীর মতন। কিন্তু তিনি ৭৫ বছর বয়সেও তলোয়ারের মতন সোজা, আপনার মতন বৃদ্ধ নন।

কুঁয়র। আরে বুঢ়িয়া, তুমি বুঝি এখনো যুবতী ?

ধর্মণ। [চমকে]। বুঢ়িয়া। আমাকে বুঢ়িয়া বললেন ? বাবুজী ! আপনি বাবুজী ! এতদিনে দাসীকে মনে পড়লো হুজুর ? [প্রণাম করেন, কুঁয়র তুলে ধরেন] এ বহুয়া, চোখ, হাত সব তো দেখছি খুইয়ে এসেছ, তা দিলটা এখনো আছে তো ?

কুঁয়র। এই তো ধর্মণ বিবি কথা কয়েছে। ঘরে ঢুকতেই এমন প্রলাপ বকতে শুরু ক'রে দিলে শুনে চমকে উঠি। তবে কি এতদূর ঘোড়া ছুটিয়ে আসা নিষ্ফল হোলো, আমার বুঢ়িয়া কি পাগল হয়ে গেল ?

ধর্মণ। পাগল আমি হবো কেন বাবুয়া, পাগল তো তুমি। আমি খবর পেয়েছি বালিয়া জেলায় তুমি মাঘ মাসের শীতে জ্বরগায়ে সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়েছিলে ? [সকলে হাসেন]

ভিকা। হ্যাঁ বলো দেখি মাতাজী, এ কারুর কথা শোনে না। শরীরের কী অবস্থা হয়েছে দেখ।

কুঁয়র। এদের কারুর কথা শুনো না। এরা সব সময়ে আমার নামে নানা মিথ্যা কথা রটিয়ে প্রমাণ করতে চায় আমি অথর্ব হয়ে গেছি কিন্তু আমি হইনি, স্যামুয়েল্‌স্‌ ফিরিংগি কোথায় ? [হিচড়ে আনা হয় স্যামকে] দূর, কথনোই দেখলাম না, আপনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু-পা পৃথিবীর বুকে রেখে শত্রুর মুখোমুখি হলেন। সব সময়ে সাপের মতন বুকে হেঁটে চলেন আর নারীধর্ষণের ষড়যন্ত্র করেন। [তখন স্যাম ধীরে ধীরে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ান] হুঁ অচ্ছি বাত হ্যায়। এই তো চাই। মাটিতে শুয়ে হাতজোর করে থাকলে আমি কথা কইতে পারি না।

স্যাম। আমি ইংরেজ, ভারতের অধিপতি। আপনাদের সামনে বুকে হাঁটার কোন দরকার দেখি না।

কুঁয়র। আপনি যুদ্ধের রীতিনীতি সব লঙ্ঘন করেছেন। আমার ছেলে, অমর সিং-এর ছেলে দুজনকেই খুন করেছেন, এবং জগদীশপুরে নির্বিচার নারী-ধর্ষণ করিয়েছেন। এ বিষয়ে কিছু বলার আছে ?

স্যাম। না, আপনাকে তার কোনো কৈফিয়ৎ দেব না।

কুঁয়র। এই নরপশুটাকে নিয়ে গিয়ে গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দাও।

স্যাম। ক্ষমা চাইলে আপনি কি আমায় ক্ষমা করবেন ?

কুঁয়র। না।

শ্যাম। তাহলে ক্ষমা চাইছি না।

কুঁয়র। নিয়ে যাও শয়তানটাকে।

[প্রবল কোলাহল করে সৈন্যরা স্যামকে মারতে মারতে নিয়ে যায়]

অমর সিং!

অমর। বড়ে ভাই।

কুঁয়র। লেগ্রাণ্ডের সৈনিকদের পিছু নিয়েছে কে?

অমর। নুরমহম্মদ রিসালদার। আরা পৌঁছবার আগে ওরা থামবে না।

কুঁয়র। অমর, এখানে কেউ নেই তাই তোমাকে বলছি—আমি আর বেশি দিন নেই। সারা গায়ে সাঁইত্রিশটা জখম, ঘোড়ার জিনে বসতে পারছিনা, সব জখমগুলো থেকে রক্ত ঝরে ঝাঁকুনি পড়লে।

অমর। এবার আপনি বিশ্রাম করুন বড়ে ভাই, ৭৬ বছর বয়স হোলো।

কুঁয়র। বিশ্রাম? হ্যাঁ, চিরবিশ্রামের সময় এসে গেছে। আর বড জোর দুদিন। কিন্তু যুদ্ধ চলবে। সারা হিন্দুস্তান হেরে গেছে, দক্ষিণ বিহাব এখনো স্বাধীন। ওরা সারা ভারত থেকে গোরা সিপাহি নিয়ে আসছে বিহারে। তুমি লড়াই চালিয়ে যাবে।

অমর। অবশ্য বড়ে ভাই। আমৃত্যু লড়াই চলবে।

কুঁয়র। আমি চলে যাচ্ছি।

অমর। কোথায় বড়ে ভাই?

কুঁয়র। চৈনপুরের অরণ্যে যেথানে বাতাসও স্বাধীন। বিদায় মুহূর্তে সে অরণ্য আমাকে দিয়েছিল মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতা সঙ্গীত। আজ আবার অচেনা দূরত্ব থেকে সে আমাকে শোনাচ্ছে ভালবাসার গান। ভয় হয় হৃদয় খুঁড়ে সে গান জাগাতে গেলে হয়তো চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে অসংখ্য নামের করুণ ভিড়ে। আমি আমার বিবির হাত ধরে চললাম অরণ্যে, যাতে আমাদের মৃতদেহও ফিরিংগির হাতে না পড়ে। তুমি দেখবে হিন্দুস্থানের সত্যিকারের আজাদী না-আসা পর্যন্ত বিহারের তলোয়ার যেন কোষবদ্ধ না হয়।

—সমাপ্ত—

তিতুমীর

[বাগুন্তির নিমক পোক্তানের অভ্যন্তরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট জেনারেল ক্রফোর্ড পাইরনের গৃহ। সময় রাত্রি। অনেকগুলি বাতি জলিতেছে। পাইরন বসিয়া একমনে লিখিতেছেন। বাহিরে শকটের শব্দ। দ্বারদেশ হইতে খানসামা কহিল—]

বিজ্ঞপ্তি: বাগুন্তি, ২৪-পরগনা ১৮৩০।

খানসামা। হুজুর। পুঁড়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণদেব রায় বাহাদুর !

পাই। 'ওয়েলকাম ! বাগুন্তির মতন অজ পাড়াগাঁয়ে পুঁড়ার জমিদার মহাশয়কে স্বাগত জানাতে সংকোচ হচ্ছে।

[কৃষ্ণরায়ের প্রবেশ]

কৃষ্ণ। গুড ইভনিং মিষ্টার পাইরন। আপনার আতিথ্য গ্রহণের আকাংখায় কলকাতার বাবুদের মধ্যেও জোর কাজিয়া চলছে, দেখে এলাম। মধুর গন্ধ পেয়েছে মক্ষিকারা।

পাই। কবে ফিরলেন কলকাতা থেকে ?

কৃষ্ণ। পরশু। কী ব্যাপারে জরুরী তলব, সাহেব ?

পাই। বলছি, বলছি আরো কজন আসবেন। কী খাবেন রাজা সাহেব ?

কৃষ্ণ। ক্ল্যারে। আমি আরো আগেই আসতাম আমার ব্রাউনবেরি গাড়িটার একটা চাকা নড়বড় করতে লাগলো পথের মধ্যে। দশচক্রেভূত হবার উপক্রম। ফিরে গিয়ে আবার বারুসখানায় এলাম। কী লিখছেন এবার ?

পাই। একটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। পনেরো শতকে লেখা, বিপ্রদাসের মনসা বিজয়। সেটা ভাল করে পড়ছিলাম।

কৃষ্ণ। মনসা ? [ক্লারেতে চুমুক দেন দুজনেই]

পাই। ইওর ভেরি গুড হেলথ স্যার।

কৃষ্ণ। আপনার মতন সুসভ্য ইংরেজ ঐ মনসা বেহুলার আষাঢ়ে গল্পে সময় নষ্ট করছেন কেন? ওসব তো চটকানো বাসি থৈ।

পাই। [হাসিয়া] আষাঢে গল্প। হুঁ আচ্ছা, পনেরো শতকে লেখা বাংলা বই সম্পর্কে আপনার কোনো কৌতুহল নেই?

কৃষ্ণ। না। বাংলায় সাহিত্য হয় না। বাংলার তেমন ইয়ে নেই।

খানসামা। গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার শ্রীদেবনাথ রায় মহাশয়।

[যুবক দেবনাথের প্রবেশ]

পাই। স্যার, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

দেব। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। প্রণাম হই রাজাসাহেব। আরবী ঘোড়া আর সয় না। টগবগিয়ে এমন ছোটে মনে হয় চড়কের পাক খাচ্ছি। ওয়েলার কিনতে হবে একটা।

পাই। ক্ল্যারে, শ্যাম্পেন, না মাদেরা?

দেব। ক্ল্যারে।

পাই। আপনাব পিতা রতিকান্ত মহাশয় কেমন আছেন?

দেব। একই প্রকার। স্থবির। তাই পিতা বর্তমানেই আমাকে কলকাতা ছেড়ে এই গণ্ডগ্রামে এসে সেরেস্তায় বসতে হচ্ছে। রাজ সাহেব কলকাতা কেমন দেখলেন এবার? নববাবু বিলাসের প্রমোদতরণী কি তেমনি দুলছে উচ্ছল জলতরংগে?

কৃষ্ণ। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা প্রকাশ্যে গোমাংস খাচ্ছে কলুটোলার মোড়ে, পাদ্রীরা যীশু ভজছে লালদীঘির চারদিকে—ঘোর কলির বাকি কী? ডিরোজিও ফিরিংগির ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কাগজ হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধ করছে। শুকনো কাঠের বাঁশি বাজছে বাংলায়—বিরহের সুরে।

দেব। আপনি বড় সেকেলে রাজাসাহেব। এই সমাচার চন্দ্রিকাখানা দেখেছেন?

এতে বলছে, ভগবান যেহেতু সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা বুঝেন না, সেই হেতু হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীতে ধার্মিক নাই। [হাসি]

কৃষ্ণ। এমন কিছু ভুল বলে নি। তবে এখন হিন্দু বাবু ট্যাভার্ণে গিয়ে সুরাপান করছেন, কুমোরটুলির মিত্তির বাড়ির হাফ আখড়াই শুনছেন আর পাথুরেঘাটায় ঘোষেদের বাড়ি বাইজীর গান শুনে বাহবা দিচ্ছেন, উল্টোরথের পালা চলছে সংস্কৃত শেখার সময় নেই।

পাই। [হঠাৎ]। আর এই অন্তহীন আমোদ প্রমোদের টাকা আসছে জমিদারী থেকে।

[দুই জমিদারই উৎকর্ণ]

কৃষ্ণ। সাহেব কিছু বললেন ?

পাই। বলছি, বাবুদের যে ছ'জন সাতজন করে রক্ষিতা রয়েছেন কলিকাতার সোনাগাছি নামক অঞ্চলে, তার টাকা আসছে গ্রাম থেকে, কৃষকের খাজনা থেকে।

খানসামা। বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং ক্যাপ্টেন সাহেব।

[আলেকজাণ্ডার এবং রিচার্ড ব্র্যাণ্ডনের প্রবেশ]

পাই। আই এম অনার্ড, জেন্টেলমেন। আলাপ করিয়ে দিই—ম্যাজিস্ট্রেট পিটার আলেকজাণ্ডার এ স্কোয়ারকে আপনারা চেনেন। ইনি নূতন। এসেছেন—ক্যাপ্টেন রিচার্ড ব্র্যাণ্ডন, বেঙল আর্মি। ক্ল্যারে ?

ব্র্যাণ্ডন। গুড অনেষ্ট গোলজার্স র‍্যাম স্যর। র‍্যাম ছাড়া কিছু খাই না।

আলেক। ক্ল্যারে উইল ডু। এই যুবক অফিসারটি নূতন এসেছেন এদেশে। এঁকে বলে দিন একটু সংযত জীবন যাপন করতে। এমন উদ্দামগতির ফল হবে স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং এই কাদার দেশে কোনো অখ্যাত গ্রামে কবরস্থ হওয়া। দেশে আর ফেরা হবে না।

[ব্র্যাণ্ডন উচ্চৈস্বরে হাসিলেন]

ব্র্যা। আমি দেশে ফিরতে চাই না স্যার। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি ওয়াটার্লুতে। দেশে ফিরলেই উর্দী খুলে নিয়ে পাঠিয়ে দিত শেফিল্ডের ইস্পাত কারখানায। নে, জেন্টলমেন, আমি এখানেই থাকবো। [রামের পাত্র লইয়া] কোনো কৃষ্ণাংগিনী অভিসারিকার উদ্দেশ্যে।

দেব। সে কি ?

পাই। কলকাতায় ক্যাপ্টেন ব্র্যাওন একজন বাঙালি নারীকে রেখেছিলেন,—

ব্র্যা। তাকে ভালবেসেছিলাম, ক্রফোর্ড।

পাই। হ্যাঁ। এবং সেই মহিলাকে নিয়ে ব্যারিষ্টার কার্টিয়ারের সঙ্গে ইনি কলকাতায় ডুয়েল লড়েছিলেন। সে এক কেলেংকারি।

ব্র্যা। এজ দা লর্ড ইজ মাই জাজ, স্পেনসেস হোটেলে বসে একটু র‍্যাম খাচ্ছি, পেশাদার মিথ্যাবাদী অর্থাৎ উকিল ঐ বিল কার্টিয়ার এসে বলে, সূর্যমণিকে দাও, এবার আমি রাখবো। পরদিন ভোরবেলায় আলিপুর বেলভেডিয়ারে পিস্তলের গুলিতে লোকটার দর্প চূর্ণ কবলাম।

আলেক। ক্রাইস্ট অলমাইটি। তা সূর্যমণিকে বিবাহ করেছেন নাকি ?

ব্র্যা। না, বিদায় দিয়েছি। সে অন্য লোককে ভালবেসে ফেলেছিল।

কৃষ্ণ। তা কার্টিয়ার সাহেবকে দিয়ে দিলেই তো পারতেন।

ব্র্যা। তা কি হয় নাকি ? ওখানে ইজ্জতের ব্যাপার। দিলে ভাবতো রিচাড ব্র্যাওন ভয় পেয়েছে। তা ছাড়া সূর্যমণি তো কার্টিয়ারকে ভালবাসেনি। তার একটা মতামত নেই ? যাকে ভালবেসেছিল তার হাতে দিয়েছি।

খানসামা। চুতনার জমিদার বাহাদুর উল-মুল্ক্ মনোহর রায় ভূষণ বাহাদুর।

[মুঘলাই পোষাকে মনোহরের প্রবেশ]

মনো। আদাব অর্জ হ্যায়, আদাব অর্জ হ্যায়।

পাই। আপনি আসাতে বড় খুসি হয়েছি। কি খাবেন ?

মনো। এজহাজদ হলে আমি নিজের সরাবটা খাই।

পাই। নিশ্চয়ই।

মনো। বিলিতি শরাব বরদাসত হয় না। শিরাজি ছাড়া কিছু খেতে পারি না।

কৃষ্ণ। অভ্যেসগুলো পাল্টান রায় মশাই, জমানা বদলে গেছে।

মনো। আগের জমানায় আপনি তো ছিলেন না রাজা মশাই, তাই জানেন না ও অভ্যেস পাল্টানো যায় না।

দেব। অতীতের স্মৃতি মন্থন করে কদ্দিন কাল কাটাবেন?

মনো। ব্যাপার হচ্ছে, আপনাদের দুজনের মন্থন করার মতন কোনো অতীত নেই। আমাদের আছে। আমাদের জমিদারির সনদে আছে বাদশা জাহাঙ্গীরের দস্তখত। আপনাদের জমিদারির বয়স এখনো চল্লিশ বছর হয় নি।

[হঠাৎ দেবনাথ লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠেন]

দেব। বাহাদুর উল মুলক কি বলতে চান?

মনো। ফিরিংগি লাট কর্ণওয়ালিসের দয়ায় আপনারা জমিদার।

দেব। স্পর্ধিত এই উক্তি।

মনো। আপনাদের সঙ্গে একাসনে বসাও আমাদের বেইজ্জতি।

পাই। আই শ্যাল ট্রাবল ইউ নট টু রেইজ ইওর ভয়েসেস ইন মাই হাউস।

[দেবনাথের উপবেশন]

ব্র্যাগুন। ক্রফোর্ড এখানে আমার অত্যন্ত বোরিং লাগছে। যেন একদল নীরস এবং বিরসবদন পুরুষের সান্নিধ্যে আমাকে সন্ধ্যেটা কাটাতে বাধ্য করছো বলো তো।

পাই। এট ইওর সার্ভিস। ২৪ পরগণার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেণ্ট এজেণ্ট হিসেবে আমি এই অঞ্চলের কৃষি নীলের চাষ, লবন উৎপাদন, রেশম ও সুতো তৈরী এবং বাণিজ্যের গুরুতর বিপদ ঘনিয়ে আসছে বলে মনে করি। [কিছু কাগজ তুলিয়া] পনেরো শতকের বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ করার ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার গোয়েন্দাদের পাঠানো রিপোর্টগুলোও পাঠ করেছি এবং রীতিমত চিন্তিত হয়ে আপনাদের ডেকে এনেছি।

কৃষ্ণ। কত শাস্ত্রকথা শুনবো জুড়িদারের কাছে। কী এমন বিপদ ঘনিয়ে আসছে অথচ অ্যমরা জানতে পারছি না ?

পাই। জানছেন, বুঝছেন না। আমি একটা মুখ দেখেছি। আজ থেকে তিন বছর আগে নারকেল বারিয়ায়। ঘর্মাক্ত সে মুখ প্রতিজ্ঞায় হিংস্র। সেই থেকে আমি ঐ লোকটির পেছনে লেগে আছি, তার ভুরুর প্রতিটি কম্পন আর চোখের পাতার স্পন্দন ধরা আছে এই খাতায়। আমি তাকে এখন চিনি। তার সহোদর ভ্রাতাও তাকে চেনে না এত গভীরভাবে। তার নাম মীর নিসাব আলি [পাইরন কৃষ্ণ রায়ের সম্মখে আসেন] চেনেন না ? আপনার প্রজা। দেখছেন ? আপনি বুঝছেন না কী বিপদ, বুক টান করে দাঁড়িয়েছে আপনার অতি নিকটে। মীর নিসাব আলিকে লোকে ডাকে তিতুমীর বলে।

[কৃষ্ণ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠেন]

কৃষ্ণ। তিতু ? চাঁদপুরের তিতু ? কলিকাল! ছাগল চাটে বাঘের গাল। পাইরণ সাহেব, ভর সন্ধ্যেবেলায় এই রসিকতা কি না করলেই নয় ? আরেকটু ক্ল্যারে দিতে বলুন।

পাই। ক্ল্যারে খান, যত পারেন খান, কিন্তু আমার রিপোর্টটা হেসে উড়িয়ে দেয়ার হঠকারিতাটা করবেন না। আমি দেখেছি তার ফল ভাল হয় না। লোকে বেঘোরে মারা পড়ে।

কৃষ্ণ। একটা জমিহীন মূর্খ চাষী সম্পর্কে যেই রিপোর্ট দিক না কেন, আমার সান্ধ্য নেশাটুকু বিঘ্নিত করার কারণ দেখি না। তিতু এক লঙ্কা জামাই, দুদিনের মেহমান।

পাই। সে যে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে চাষীদের মাথা উঁচু করতে শেখাচ্ছে সেটা জানেন ?

কৃষ্ণ। নো স্যার! আপনার রিপোর্ট ভুল। সে গ্রামের মুসলমান ক্ষেত মজুরদের দাড়ি রাখতে বলছে, দাড়ি! এবং আমি শাসন ক'রে দিয়েছি।

আলো। কী করেছেন ?

কৃষ্ণ। আমি দাড়ি গোঁফের ওপর খাজনা বসিয়েছি।

[পাইরণ ব্যতীত সকলে হাসিয়া উঠেন] দাড়ির ওপর আড়াই টাকা গোঁফের ওপর পাঁচ সিকে। [হাস্য] ব্যস সব শায়েস্তা হয়ে গেছে।

পাই। আপনি আরো চারটি হুকুম জারি করেছেন।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ। মসজিদ তৈরী করলে, কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা এবং পাকা মসজিদের জন্য সহস্র টাকা খাজনা বসিয়েছি। আর শিবু, বিশু ও গোপাল প্রভৃতি ডাকনামের বদলে কেউ যদি নিজের ভারী মুসলমানী নামটা বাইরে বলে তবে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মিষ্টার—

পাই। আর?

কৃষ্ণ। গো হত্যা করলে ডান হাত কেটে ফেলবো বলেছি, আর তিতুটাকে কেউ বাড়িতে স্থান দিলে তাকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করবো বলেছি! লিলুয়া বাতাসের মতন মামুলীর পেছনে কেন যে অমূল্য সময় আমরা নষ্ট করছি—

পাই। অমূল্য সময় মানে তো—মদ্যপানের সময়। নষ্ট একটু হোক না। এই দ্বিতীয়বার আপনি তিতুমীরকে মূর্খ বললেন যাতে প্রমাণ হয় আপনি তিতু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রাজাসাহেব, তিতুমীর যখন মুসলিম চাষীকে দাড়ি রাখতে বলে বা তার আরবী নামটা সজোরে আমাদের মুখে ছুঁড়ে মারতে বলে, তখন সে আসলে সেই চাষীকে পৃথিবীর বুকে দু'পা দৃঢ়ভাবে রেখে মাথাটা উদ্ধতভাবে সোজা করতে শেখাচ্ছে। এটা আপনি বুঝতে পারছেন না। আর হিন্দু চাষীরা যে গত সপ্তাহে হাজারে হাজারে ছুটে গিয়েছিল হায়দারপুরে তিতুর কথা শুনতে এটা তো বোধহয় আপনার কানেই পৌছয় নি।

দেব। সে কি? রাজাসাহেব, এটা চিন্তার বিষয়।

কৃষ্ণ। স্বীকার করি না। হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, চাষী কখনো আমার চিন্তার বিষয় নয়। ওদের নাড়াচাড়া গুগলি ঝাড়া সার।

পাই। কিন্তু বিদ্রোহ হলে সেটা হবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চিন্তার বিষয়, লণ্ডনে

মহামান্য বৃটিশ সরকারের চিন্তার বিষয় যার পাশে আপনাদের চিন্তাভাবনার তেমন মূল্য নেই।

[মনোহর হাসিয়া উঠেন। কৃষ্ণর মুখ আরক্ত হইয়া উঠে]

কৃষ্ণ। আমার প্রজাদের আমি কিভাবে শাসন করি সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

পাই। না, বাংলার কিছুই কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সব লণ্ডনে হিজ ম্যাজেসস্টিস্ গর্ভমেণ্টের ব্যাপার। লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, ক্রমশঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শুধুমাত্র শুল্ক আদায়ের একটা যন্ত্র হয়ে উঠেছে। ১৮১৩ সালে বৃটিশ সরকার কোম্পানিকে নতুন সনদ দিয়েছেন প্রধানত খাজনা আর শুল্ক আদায়ের।

মনো। হ্যাঁ বানিয়াবৃত্তির সনদ। ভারতের ক্যালিকো কাপড় ইংলণ্ডে ঢোকাতে গেলে শুল্ক দিতে হবে শতকরা ৬৯ পাউণ্ড—

পাই। ৬৮ পাউণ্ড, ৬ শিলিং ৮ পেনস। মসলিন শতকরা সাড়ে সাতাশ পাউণ্ড, যে কোনো রঙীন কাপড় শতকরা সাড়ে আটাত্তর পাউণ্ড—

মনোহর। এত শুল্ক কেউ দিতে পারে না। হিন্দুস্তানের সব শিল্প ধ্বসে যাচ্ছে।

পাই। হ্যাঁ, বৃটেনের স্বার্থে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরও প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। শীঘ্রই ভারতে সরাসরি বৃটিশ রাজ কায়েম হবে, বৃটেনের স্বার্থে দেশটাকে ভাল মতন নিংড়ে নেয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে তিতুমীরের বিদ্রোহের প্রস্তুতিকে অন্যভাবে নির্মূল করতে হবে। দাড়ি আর মসজিদের ওপর কর বসালে সেটা হবে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি।

কৃষ্ণ। আমার জমিদারির ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপের আমি প্রতিবাদ করি। ঝুনঝুনি শাক তুলতে গেলে অনেক সময় তিতি সাপে কাটে। বাড়িতে ডেকে এনে যেভাবে অপমান করছেন, আমি অবাক হয়ে গেছি। তিতুর সাধ্য নেই, বিদ্রোহের প্রস্তুতি করে। সে একটা ওয়াহাবি বিধর্মী,

ছুঁচোর কেত্তন সার। আমরা ডাকবো ঘেউ-ঘেউ, সে ভয়ে করবে কেঁউ-কেঁউ।

ব্র্যাগুন। গড, দিস ইজ ইনসায়ারেবল্। ক্রফোর্ড, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। নেটিভ পলিটিক্‌সে আমার কোনো আগ্রহ নেই। নাচ-গার্লস্ নেই তোমার? বাঈজী নাচ হবে না?

পাই। এটা কলকাতা নয়। উই আর প্রভিনশিয়াল, আমরা গ্রামীন। গ্রামীন গান শোনাচ্ছি দাঁড়ান। লাটুবাবুর নাটমহলের নিকির লাস্যনৃত্য বাগুণ্ডি গ্রামে আর পাই কোথায়। বিখ্যাত ব্যালাডমংগার সাজন গাজীর গান শুনুন। আমি ততক্ষণ মনসা বিজয়ের আরো ক'পাতা পড়ে ফেলি।

[তাঁহার ইংগিতে সাজন গাজীর প্রবেশ। সংগে বৃটিশ পোষাকে শত্রুঘ্ন দাস]

শত্রু। ওরে গোলাম কি জাত
খালি খেয়ে খেয়ে লাথ
পড়ে থাকবি এই বুটের তলায়।
তোরা কুলিমজুর
কেবল বলবি হুজুর হুজুর—
মোদের দেখলে করবি সেলাম,
শিকলি বেঁধে গলায়।
সব কালা আদমী তোরা
ধবলাংগ মোরা
কালায়-ধলায় আসমান-জমীন ধাম।
এই বিদেশী বঁধুর পায়
তোদের যা আছে যেথায়
বাপের সুপুত্তুর হয়ে করবি সমর্পণ।
আমরা গোগ্রাসে সব গিলবো

বাকি পোঁটলা বেঁধে নেব
তোরা ঘাসজল খেয়ে
করবি জীবনধারণ।

আলেক। আই সে পাইরন, এসব বিপজ্জনক কথাবার্তা।

পাই। আমি এখন পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে তলিয়ে আছি পিটার, বর্তমানে নেই।

সাজন। থামো থামো ও বাপ ধিংগি
আর ভাব পেড়ে কাজ নাই
বানিয়ে বোকা থাইয়ে ধোঁকা
খুব করেছ আশনাই।
ছুঁচ হয়ে তো ঢুকলে যাদু
এখন বেরুচ্ছ ফাল হয়ে
কতকাল আর ও ফাঁকা চাল
থাকবো বলো সয়ে ?
হাড়ির হাল তো করেছ বাপ
সব নিয়েছ লুঠে
এ দেশের আর রেখেছ কী
বিদেশী কজন জুটে ?

[দেব এবং কৃষ্ণ একত্রে বাধা দান করেন]

পাই। পীস্, পীস্, জেণ্টলম্যান। এ তো গান মাত্র, বিদ্রোহ নয়।

সাজন মোদের বস্ত্রহরণ যে দুঃশাসন
সে তো তোদের কারিকুরি,
আর নেবে কী, আর আছে কী ?
দেহের শুকনো হাড় ক'খানা।
সাজন কহে তাও ফোঁপরা
প্রাণ যে আর বাঁচেনা।

কৃষ্ণ। এই আমড়া কাঠের ঢেঁকিটাকে ভদ্রসভায় ডেকে এনে আমাদের অপদস্থ করার অর্থ কী পাইরণ সাহেব ?

পাই। [চমক ভাঙ্গিয়া] "লেঙুরি কথাটির মানে জানেন কেউ ? প্রাচীন বাংলা।" "কৃষ্ণাণ লেঙুরি ফৌত, হাসন কহিল জত হকিকত কহিল সত্বর।" জানেন না তো ? লেঙুরি মানে হলধর, চাষী।

কৃষ্ণ। মালতী লতায় ময়না জুড়েছে খেলা। ওসব চিত্তেন কাটা বন্ধ করুন। আমরা জানতে চাই এ রুগিলা ন্যাকা এখানে কেন ? এ যা বলল একে তো চাবকে গজুভুক্ত বেল বানানো উচিত।

পাই। অন দা কনট্রেরি, গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত, কারণ এই রকম কবিয়ালরা সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে আজকাল এইসব গানই গাইছে, আপনি সান্ধ্য নেশায় মশগুল বলে শুনতে পাচ্ছেন না। আর এ এক নিরীহ কবিয়াল, একে মেরে লাভ কী! সাজেন গাজী তোমাকে দেখেছিলাম বসিরহাটের বাজারে হজরত আলির গান গাইতে! হজরত আলি কে ?

সাজন। মেহেরবান! ছোটমুখে অতবড় নাম নেব কি করে। খোদার ফরমান নামাজ-রোজা, তাই করি। পীরের নাম পাপমুখে সরে না।

পাই। তাঁর আসল নাম কি মীর নিসার আলি ? ওরফে তিতুমীর ?

সাজন। হ্যাঁ হুজুর, আজকাল গাজীর গান, বন্দের গান, আলকাল বাউল সব তো তাকে ঘিরেই।

[ভীষণ চমকিত দেবনাথ। মনোহর হাসেন]

দেব। তাঁকে নিয়ে গান বাঁধছে ছোটলোকেরা, এর অর্থ বোঝেন ?

পাই। মীর নিসার আলির জন্ম ১৭৮২ সালে, চব্বিশ পরগণার চাঁদপুর গ্রামে। পিতার নাম—

সাজন। মহাপুণ্যবান মীর হাসান আলি, মাতা পুণ্যবতী আবিদারুকাইয়া খাতুন ; ইনি খালপুরের সিদ্দিকি পরিবারের কন্যা।

পাই। তিতুমীরের শিক্ষাগুরু কে কে ?

সাজন। আরবী ও ফার্সী শিখেছেন উস্তাদ মুনশিলাল এবং বিহারের হাফিজ-নিয়ামতুল্লার কাছে। বাংলা এবং সংস্কৃত শিখেছেন পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্যের কাছে।

[এইবার কৃষ্ণরায়ও বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠেন]

কৃষ্ণ। এ তো ভারত ভুবনে এলেন দেবপঞ্চানন।

পাই। আপনার আমার চেয়ে তিতু খুব যে মূর্খ এমন তো বোধ হচ্ছেনা রাজাসাহেব। পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও তিতু শিখেছিলেন কুস্তি, তরোয়াল, তীর, সড়কি ও লাঠির খেলা। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিতুমীর কোলকাতায় এলেন কেন?

সাজন। বৈঠকখানা রোডে মীর্জা গোলাম আম্বিয়া সাহেবের আখড়ায় আরও ভালো করে কুস্তি, লাঠি ও সডকি খেলা শিখতে—

পাই। এবং তৎকালীন কলকাতার চাম্পিয়ান লালমুহম্মদকে মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী করে "আল্লারহমান" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। সে দৃশ্য অভিনয় করে দেখাও।

[থমথমে ভাব]

সাজন। পরথমে বন্দনা করি গাজি পীরের পায়
যার লাগিয়া পয়দা হইলাম এই দুনিয়ায়।

[বিজ্ঞপ্তি—কলিকাতা ১৮১৫]

[মুহূর্তে তিতুর সাজে সাজিলেন, শত্রুঘ্ন আম্বিয়ার সাজে]

আল্লারহমন! আল্লারহমান! [উদাস দৃষ্টি]

শত্রুঘ্ন। শাবাশ বারাসতের শের! তুমি আজ রুস্তমই-বংগাল। এই খেলাৎ তোমার প্রাপ্য।

[বহুমূল্য হার পরাইয়া দিতে উদ্যত হন সাজন হস্তে লন]

সাজন। এটা—এটা কী?

শত্রুঘ্ন। তোমার ইনাম পুরস্কার। কুস্তিতে জয়লাভ করেছ।

সাজন। প্রয়োজন নেই। এতে আমার প্রয়োজন নেই। আমি তো মুর্শিদ খুঁজে বেড়াচ্ছি, গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছি, যে আমায় দীক্ষা দেবে। আপনি পারেন দিতে আম্বিয়া সাহেব? বা আপনার যিনি মুর্শিদ, সেই শাহকামাল দরবেশ? তিনি পারেন?

শক্র। তিতুমীর তুমি গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছ কেন?

সাজন। যে জন্য আমরা আসি দলে দলে—

নিজের নাই দুকাঠা মাটি, কেবল চষি পরের মাটি
হাড় কখানা করলাম মাটি, দিনরাত্রি খাটি খাটি

শুনেছি তালিবটোলায় এক জাগ্রত পীর এসেছেন—জাকি শাহ তাঁর নাম, তাঁকে গিয়ে বলবো আমাকে পথ বলে দিন।

শক্র। কলকাতায় তোমার চলছে কি করে তিতু?

সাজেন। [ম্লান হাসিলেন] আজ যেভাবে লালমুহম্মদ কুস্তিগীরকে ধুলোর মাঝে মিশিয়ে দিয়ে, তাকে অপমান করে তার দুটি পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে, আপনার হাত থেকে ইনাম নিতে এসেছি, তেমনি করে দিন চলছে কলকাতায় বাহুবলে। আমি দেবদের বাড়ীর লাঠিয়াল। আমি প্রভুর হুকুমে দাংগা করি, অন্য গরীবের মাথা ফাটাই, আর ফিরে গিয়ে মালিকের হাত থেকে বকশিস নিই। আমি আশ্চর্য্য এক মুসলমান। গত সপ্তাহে—গত সপ্তাহে—

শক্র। কি হয়েছে?

সাজন। বাগবাজারের টুনটুনির দলের হাত থেকে কেড়ে আনতে গেলাম দুনিয়াবালা নামে একটি নারীকে ছোটবাবুর হুকুমে। দরজা আগলে দাঁড়াল নীলকণ্ঠ মণ্ডল। আমারই মতন লাঠিয়াল। শড়কিটা লেগে গেল তাঁর বুকে। মেরেছিলাম উরুতে, নীলকণ্ঠ তক্ষুনি নীচু হতে গেল কেন? মরতেই চাইছিল নাকি?

শক্র। সে মরে গেছে?

সাজন। উস্তাদ সাহেব, আখড়া ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে গোরা পুলিস। আমাকে খুনের দায়ে এক্ষুনি নিয়ে যাবে কয়েদখানায় হয়তো পরে ফাঁসির মঞ্চে। তাই এই দামী হারছড়াটা আমার কোন কাজে লাগলো না। [হাস্য]

পাই। পাঁচবছর জেল হয় তিতুমীরের। জেল থেকে বেরিয়ে চলতে থাকে মুর্শিদের সন্ধান। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সে মক্কায় যায় এবং সেখানে পায় গুরুর সন্ধান। সে মুর্শিদ কে জানেন? সৈয়দ আহম্মদ ব্রেল্‌ভিরাজি।

আলেক। গড্ হেল্প আস। সেই খুনী দস্যুটা?

দেব। সশস্ত্র বিদ্রোহী।

[বিজ্ঞপ্তি : মক্কা, ১৮২২]

[সাজন আসিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন, শত্রুঘ্ন আসেন ব্রেল্‌ভির সাজে]

সাজন। আমি এসেছি সুদূর হিন্দুস্তান থেকে, আপনার মাতৃভূমি থেকে। আমি বাংলার তিতুমীর। আমাকে বিমুখ করবেন না হজরত!

শত্রু। তোমাকে আমি কি দীক্ষা দেব, জানোনা আমাদের দেশ আজ দারুল হর্ব্, শত্রু অধিকৃত দেশ? সেখানে নামাজ পড়াও নাজায়েজ। অসিদ্ধ শৃঙ্খলিত হাতে নামাজ পড়া যায় কখনো? সে শৃঙ্খল ভাঙো আগে তারপর বলবে তুমি মুসলমান।

সাজন। [ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ান, চক্ষে আগুন] যে স্বাধীন নয় সে মুসলমান নয়?

শত্রু। না, কখনো না। জেহাদে মরতে পারে না, ফিরিঙ্গির পদতলে কোনমতে যে বেঁচে আছে, তার কী অধিকার আছে কোরাণ শরীফ স্পর্শ করার। লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে যে বাহুবলে রক্ষা করতে পারেনা, সে কোনমুখে আল্লার পবিত্র নাম নেবে? তলোয়ার নেই কোমরে? সে তলোয়ারটা বার করো, রক্তে ভেজাও তাকে, দেশ স্বাধীন করতে না পারো শহীদ হও, কিন্তু ক্রীতদাস হয়ে আল্লা রসুলের নাম মুখে নিও না।

[প্রবল উত্তেজনায় অতিথিরা সকলে গর্জন করিয়া উঠেন]

পাই। পেশেনস্, পেশেনস্ জেণ্টল্‌মেন। এটা যাত্রার অভিনয় মাত্র। ১৮২৭ সালের এপ্রিলে সৈয়দ ব্রেলভি, জৌনপুরের কেরামত আলি, পাটনার এতায়েত আলি, বাংলার আব্দুল বারি খাঁ, মুহম্মদ হুসেন, শরীয়তুল্লা, খোদাদাদা সিদ্দিকি এবং সর্বোপরি তিতুমীর কলকাতার বিবিবাগানে সামসুন্নিসা খানুমের গৃহে গোপনে মিলিত হন। বুঝতেই পারছেন এদের প্রত্যেকে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী। সে অধিবেশনের কিছু কিছু আলোচনা আমার হস্তগত হয়েছে। জেণ্টেলমেন ওয়াহাবি বিদ্রোহীরা সারা ভারতব্যাপী সংগঠন গড়েছে, যদি বলি চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলে তিতুমীর যে পদব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সে ঘটনার সংগে গভীর সম্পর্ক রয়েছে পেশোয়ারের পাহাড়ে সৈয়দ ব্রেলভির সশস্ত্র বিদ্রোহের। তবে অবাক হবেন না যেন।

আলেক। হেভেনসম্যান, এসব কি সত্যি ?

পাই। আমার ইণ্টেলিজেন্স রিপোর্ট কখনো মিথ্যা হয়না।

কৃষ্ণ। আমি বিশ্বাস করিনা। তিতু ক্ষিদের জ্বালায় পরের হেঁসেলে এঁটো চাটে, সে কী করবে আমাদের।

পাই। চব্বিশ পরগণার গ্রামে গ্রামে টাকা তুলছে তিতু। সে টাকা যাচ্ছে পাটনা দিল্লী হয়ে সিতানা দূর্গে বিদ্রোহী ব্রেলভির কাছে। তিতু লোক জড়ো করেছে, অস্ত্র সংগ্রহ করছে, ব্রেলভির হুকুম পেলেই সারা ভারতের সংগে বাংলাও বিদ্রোহ করবে, শুনে অজ্ঞান হবেন না রাজাসাহেব, মহারাষ্ট্রের রাজা হিন্দুরাও পর্যন্ত এই বিশাল সর্বভারতীয় ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছেন।

ব্র্যাণ্ডন। তার মানে যুদ্ধ। বেশ। শুনে সুখী হওয়া গেল। শান্তির ঠেলায় হাঁপিয়ে উঠেছি।

মনো। [হাসিয়া] তাহলে তো ইংরেজের সংগে দোস্তি মুহব্বৎ করাটা আপনাদের পক্ষে উচিত হয়নি। আপনার পিতা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের মুৎসুদ্দি।

জমিদারির বনেদী, জিম্মেদা দায়দায়িত্ব একটু অন্য ধরনের। আপনাদের আসবে কি?

পাই। অন্ততঃ দাড়ির ওপর খাজনা বসাবার ছেলেমানুষীটা এই অবস্থায় করাটা উচিত হচ্ছে না, ও, ডিনার ইজ সার্ভড, আসুন এইদিকে, আহারাদি করা যাক্। পিটার তুমি প্রথমে।

দুই

বিজ্ঞপ্তি : সরফরাজপুর, নভেম্বর, ১৮৩০

[ঘাটের চৌকীতে বসিয়া আছেন পাইকার মুচিরাম ভাণ্ডারী। চৌকিদার হারু সর্দার একটি লণ্ঠন নাড়িয়া নেপথ্যে কোন নৌকাকে ইংগিত করে।]

হারু। কার নাও? কার নাও যায়?

কণ্ঠ। ব্যাপারী মদন সাহার।

হারু। ঘাটে ভিড়াও নাও। শুল্ক দিতি হবে।

মুচি। শুধু আছে আন্ধারে গা মিশিয়ে পালাবার ফিকির। বোঝেও না, এরপর আছে নারকেলবায়রের পাইকার গনেশ দত্ত। তার হাতে পড়লি খুন শুদ্ধি শুষে নেবে। আমার কাছে তো কটা টাকা দিতি হবে মোটে তার।

[নদীর দিক থেকে উঠে আসেন প্রথমে গোলাম মাসুম]

গোলাম। আর কতবার নৌকা ধরবেন বাবু? চাঁদপুর থেকে আসছি এর মধ্যে চারবার খানা তল্লাসি হোলো।

মুচি। তা শুল্ক দিতি হবে না কোম্পানি সরকারে? ছোলা-কলা খায়ে খায়ে গাছ নেড়া করো তোমরা, তল্লাসি না করলি এক কানাকড়ি দিবা? কী সামগ্রী তোমার? দেখি রওনা।

গোলাম। আমার সামগ্রী নেই।

[ফতেমা ও রাবেয়ার প্রবেশ]

শুধু এ বউ আছে আর মেয়ে। আমরা ব্যাপারী নই।

মুচি। নাম কি ?

গোলাম। গোলাম মাসুম, চাঁদপুরের। যাবো নারকেল বেরে।

মুচি। তা এখন বসো যেয়ে ঐ ঠেঙে। তল্লাসি শেষ হলি পরে যাবা।

[বৃদ্ধ মৈজুদ্দিন আসেন, কাপড়ের বোঝা কাঁধে, গোলাম সাহায্য করে]

মৈজু। শুল্ক দিয়ে এসেছি বাবু। শতকরা আড়াই রূপেয়া হিসেবে দে এইছি। এই দেখেন—

[মুচি কাগজটা দেখেন লণ্ঠনের আলোয়]

মুচি। আরে! আমতলা ঠাকুর জামাই জামতলা চায়। এখানে লেখা আছে সাদা কাপড় আর সামনে পড়ি আছে রং বেরঙের থান। তাতে 'যে আবার শতকরা আড়াই টাকা হারে শুল্ক দিতি হবে।

মৈজু। কাপড় রঙীন হলে দ্বিগুন ?

মুচি। তা ছাড়া কী ?

মৈজু। হুজুর পাইকার মশাই, তুলোর পরে শতকরা পাঁচটাকা খাজনা। সেটারে যেই তকলি কেটে সুতো বানালাম অমনি সেই সুতোর পরে শতকরা সাড়ে সাত টাকা বসলো। তারপর কাপড় বুনলে আরো আড়াই। আর সে কাপড়ে রুচু বোলে আরও আড়াই ? একুনে শতকরা সাড়ে সতেরো টাকা শুল্ক দিতি হচ্ছে যে পাইকার বাবু।

মুচি। আইন করিছে কোম্পানি, আমি না। ছাড়ো, ছাড়ো নগদ ছাড়ো।

মৈজু। অত টাকা পাবো কনে বাবু ?

মুচি। তাহলে এ কাপড় আটক থাকলো। টাকা দিই ছাড়ায়ে নিবা।

মৈজু। এ কাপড় হাটে না নে গেলে ঘরের নোক খেতে পাবে নে।

হারু। সরো, সরো অন্যদের এসতে দ্যাও।

[গোলাম তাঁকে ধরে নিয়ে যান]

গোলাম। আল্লার বাতুলের ভেদ রসুর জানে। এস, এদিকে এসে বোসো।

[ইতিমধ্যে অশ্বিনী, রূপা ও চাঁপা এসেছে]

মুচি। কিসের ব্যাপার ?

অশ্বিনী। ব্যাপার ট্যাপার নয় কো। অশ্বিনী মণ্ডল, বউ, বেটি নে লাও-এর যাত্রী।

[তারাও গিয়ে বসে। জুতোর বোঝা নিয়ে এসেছে ছিরু]

মুচি। মহাশয় কি মুচি নাকি ? [হারু ও মুচিরামের হাসাহাসি]

ছিরু। আজ্ঞা হ্যাঁ কর্ত্তা।

মুচি। তা মোটে শতকরা পাঁচটাকা দিই যাবা কেমনে। বলি ছোট ছোট সন্যাসী বড়বড় পেট।

ছিরু। আরো—আরো দিতে হবে ?

মুচি। আজ্ঞা হ্যাঁ, কাঁচা চামড়ায় শতকরা পাঁচ টাকা। জুতো বানায়ে বেচতি গেলি পনেরো—শতকরা পনের টাকা।

ছিরু। মোর—মোর তো আর কিছুই লাই।

মুচি। তাহলি কোম্পানির কিছু বুট জুতাই লাভ।

গোলাম। তা এবার নৌকো ছাড়বার হুকুম করুন পাইকার বাবু, আর যাত্রীও নেই, মালও নেই।

মুচি। তুমি কি ঘোড়ার জিন চাপায়ে এয়েছ নাকি ? মেটে চক্কোত্তির এলাকা এটা। নাম শুনিছ ? রামরাম চকবর্ত্তী। সেই দারগাবাবু না আসা পর্যন্ত কেউ পাদ মেকং যাতি পারবা না। এটা সংস্কৃত দোভাষা। তুমি তাড়ি খাবা।

গোলাম। খাই না।

মুচি। শস্তায় পাবা। দু আনায় এক মালসা।

[ছিরু এসে তাড়ি কেনে সাথে সুরথ,, বাকের মণ্ডল, আমন, মতি কলু প্রভৃতি চাষীরা আসিতেছে এবং তাড়ি কিনিয়া খাইতেছে গোল হইয়া বসিয়া]

ছিরু। আমারে দেন পাইকার বাবু।

অশ্বিনী। ও চাঁপা, মুড়ি চিড়ে বার কর মা। নারকেলবেরে পৌঁছতে সকাল হয়ে যাবে দেখছি।

চাঁপা। আমি পারব না। আমার গতরে ব্যাথা।

রূপা। দিন দিন মেয়েটা অবাধ্য হয়ে উঠছে। আমার কোন কথা শোনে না।

[নিজেই চিড়ে গুড় দেন। ওদিকে হঠাৎ মুচিরাম গর্জন করিয়া কালুকে মারেন]

মুচি। এ শালা আবার বাকিতে খাতি চায়। নিমতলাতে চোর এয়েছে, ভাবো চৌকিদার ঘুমায়ে গেছে? আন্ পয়সা, ফেল পয়সা।

কালু। [কাঁদিয়া] আজ নেই কো পাইকার, পয়সা নি।— ট্যাঁক দেখ। ট্যাঁক দেখ—

মুচি। হেলে চাষীর কেলে ছা। পয়সা নাই তো আমার বিশুদ্ধ তাড়িতে চুমুক দেলে ক্যান? দে শালা—দে—

মতি। মেরো না বাবু, ছেড়ে দাও, পয়সা ও পাবে কনে?

মুচি। সাগরে বড় বান ডেকেছে দেখছি। পৌষ মাসে পয়সা নেই ওর হাতে?

আমন। পৌষ মাস? হ্যাঁ! নবান্ন, সব ধান নে গেছে জমিদার কৃষ্ণ রায়।

সুরথ। তার উপর মহাজনের দোরে যেয়ে হাত পেতেছি।

বাকের। নীলের দাদন নিতি হয়েছে।

মুচি। আমার ধারে ধারে জনম গেল, চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে।

মতি। আমরা অগাধ জলে নেমেছি গো। কাতলা মারিতে এক জমিদারে নিস্তার নাই। মহাজনে ছাড়ান নাই। আবার নীলের দাদন নিচ্ছি বেনজামিন সাহেবের কুঠিতে, কাতলা অতি মাতলা হয়, আমরা বড় ক্লান্ত।

মুচি। তুই মতি না? কৃষ্ণ রায়ের পেয়ারের লাঠিয়াল।

মতি। লাঠিগিরি ছেড়ে দিচ্ছি। এখন শুধু ধানি জমিতে নীল বোনা দিন ভর। পাইকগিরি ছেড়ে দিচ্ছি।

মুচি। তুই পাইকগিড়ি ছেড়ে দিছিস। [হাসি] বিড়াল বলে মাছ খাবো না, আঁশ ছোব না, কাশী যাবো।

[হাস্য]

মতি বলছে, তাই তোরে ছাড়ি দেলাম কলু।

[কিন্তু কলু তখন ঘুমন্ত]

তা তুই দাড়ি কামায়ে ফেললি যে?

মতি। হ্যাঁ। বড় আদরের দাড়ি ছ্যালো। কেলে কুকুরের কপালে চন্দন। টেকস দিবার পয়সা লাই, দাড়ির খাজনা আড়াই টাকা। ট্যাকে লাই ইন্দি।

গোলাম। দাড়ি তোমার ইজ্জত ছিল, ছিল ইমান। সেটাই ফেলে দিলে?

আমন। আবার কেলে চাঁদু? মুখ নাই শুধু দাড়ি?

মতি। তুমি ভিন গাঁয়ের নোক বুঝি? শ্যামচাঁদ কারে কয় জানো না বুঝি? সাতটা চামড়ার কাল নাগিনী। পিঠে সাতটা খাল কেটে একেবারে। এখন একটু তাড়ি খেতে দাও জনাব। চাষীর জীবন যেন পদ্ম পাতায় পাণি, নেশাটা ভেঙে দিও না।

[ওদিকে হঠাৎ চাঁপা চিড়া ছড়াইয়া ফেলিয়া উঠিয়া যায়]

চাঁপা। চিঁড়ে চিবোতে বয়ে গেছে আমার। নারকেলবেড়ে যেতে বয়ে গেছে।

রূপী। সোমত্ত মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখলে এই ঘটে। কদ্দিন থেকে বলছি, ওর একটা গতি করো। জোর করে ভিন গাঁয়ে নিয়ে গেলে ক্ষেপবেই তো।

অশ্বিনী। চাঁদপুরের সেই নীলকর সাহেবটা ঘরে আগুন দিয়ে মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যেত। সেটাই কি ভাল হোতো নাকি, এ্যাঁ? কী যে বলো।

[রাবেয়া আসিয়া চাঁপার নিকট বসে]

রাবেয়া। সারাদিন নৌকায় দেখতে দেখতে আসছি, তুমি সব সময় অমন রেগে থাক কেন ?

চাঁপা। সেটা তোমায় বলতে যাব কেন ?

রাবেয়া। তোমার বাবা কি তোমায় জোর করে বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে ?

চাঁপা। [হাসিয়া ফেলিয়া] না। পাছে বিয়ে হয়ে যায় তাই আগলে রাখছে। পিতৃ পুরুষের ভিঁটে ছেড়ে পালাচ্ছে।

রাবেয়া। না, না, তাকি হয় নাকি ?

চাঁপা। হ্যাঁ। আমার বিয়ে হয়ে গেলে ঘরে চিনি তৈরী করবে কে ?

রাবেয়া। তোমরা বুঝি চিনি তৈরী করো।

চাঁপা। হ্যাঁ। দুটো হাত কমে গেলে বাপ-মা আর খেতে পাবে না। এই দেখ, আঙুল পুড়ে গেছে চিনি জ্বাল দিতে দিতে।

রাবেয়া। তাহলে তুমি তুঁষ-তুষলী ব্রত করলেই পারো ?

চাঁপা। কী ?

রাবেয়া। পৌষ মাস পড়ছে। তুঁষ-তুষলী ব্রত কর না কেন ? পতি লাভ হবে, বাপ-মা সুখে থাকবে।

চাঁপা। তুমি তো মুসলমান।

রাবেয়া। হ্যাঁ।

চাঁপা। তুমি ব্রত কি জানো ?

রাবেয়া। কোন মুখ্যু তোমায় বলেছে মুসলমান হলে আর ব্রতকথা জানে না ? ছোটবেলা থেকে দেখছি গ্রামে। তা তুমি হেদু হয়ে ব্রত জানো না ?

চাঁপা। না। মা শুধু এয়ো সংক্রান্তি করে। আর সব সময় কাজ। ক্ষেতে ধান রোয়া, চিনি জ্বাল দেয়া, গুড় বানানো সে সব হাটে নিয়ে বেচা। খাটতে খাটতে হাড়মাস কালি। বাপের, মায়ের, আমার।

[সামান্য নীরবতা]

রাবেয়া। তুঁষ-তুষলীর ব্রতই তোমার দরকার। বর পাবে ভাল। বর পেলেই মন ভাল হয়ে যাবে।

চাঁপা। [হাসিয়া] সে ব্রতটা কেমন ধারা ?

রাবেয়া। তুমি কিছু জানো না। আলো চালের তুঁষ নেবে, কালো গাইয়ের গোবর, সর্ষের ফুল, মূলোর ফুল আর দুব্বো ঘাস। গোবর আর তুঁষ মেখে নাড়ু পাকিয়ে তার উপর পাঁচ গাছি করে দুব্বো দিয়ে পূবদিকে মুখ করে বলবে। তুঁষ-তুষলীর কাঁধে ছাতি, বাপ মায়ের ধন লাতি পাতি, ভাইয়ের ধন লাস পাস, স্বামীর ধন টগর বগর, পুত্রের ধন অতি ঝগড়।

[চাঁপা হাসিতেছিল]

এতে হাসির কি হোলো ? এঁ্যা ? একবার করেই দেখনা—

[অশ্বের ক্ষুরধ্বনি। সকলে সচকিত]

মুচি। মেটে চক্কোত্তি এসতেছেন ! দারোবাবু এসতেছেন। সরকার সেলাম।

[রাম রাম চক্রবর্তীর প্রবেশ। হাতের চাবুকটি সৌখীনভাবে নাড়িবার অভ্যাস আছে।]

সেলাম হুজুর।

[দারোগা শ্যেন দৃষ্টিতে উপস্থিত মানুষগুলিকে দেখিতেছেন।]

মৈজু। বন্দেগি হুজুর, আমার এই কাপড়ের পরে আরো—

মুচি। চোপরাও তাঁতীর বাচ্চা ! দারোগাবাবু তোমার কাপড়ের হিসেব করতি আসেন নি। বড় বান ডেকেছে সাগরে।

রাম। [মতির নিকটে আসিয়া] উঠে দাড়াও। এদিকে এস। [মতি ধড়মড় করিয়া উঠে। রাম তাহার মাংসপেশী দেখেন] নাম কি ?

মতি। মতি হুজুর—সাকিন—

রাম। সাকিন কি জানতে চেয়েছি ? [মস্তকে সামান্য ইংগিত, মুচিরাম নাম লিপিবদ্ধ করে। রাম আমনের পেশী দেখেন] নাম ?

আমন। আমন মণ্ডল। [নাম লিপিবদ্ধ হয়] কোন আদালতে হাজিরা দিতে হবে বুঝি? অপরাধটা কি?

রাম। [গোলামের নিকট আসিয়া] নাম?

গোলাম। গোলাম্ মাসুল। শরীরে হাত দিয়ে কি দেখছেন হুজুর, পাঁজর গুনছেন?

রাম। না, দেখছি তুমি কতদিন কাজ করতে পারবে? [মুচিকে] এই তিনজন ছাড়া লোক নেই। মানে জোয়ান লোক নেই।

হারু। ওদিকে, ওদিকে যেয়ে দাঁড়াও।

মতি। কোন কাজের হুকুম হচ্চে দারোগা হুজুব? আমরা বেনজামি সাহেবের কুঠির লোক—

রাম। না, আর কুঠির লোক নয়। তোমরা এখন কোম্পানীর লোক। যাবে সুন্দরবন নিমকমহালে লবণের কাজে। [তিনজনেই স্তম্ভিত]

মতি। ও! আমার চাচারে নে গেছিল সোঁদরবন। দু বছরে, দু বছরে মরে গেছে—

রাম। না, তুমি জোয়ান আছ মতি।

[মাংসপেশী টিপিয়া]

তিন বছর টিকবেই।

আমন। হুজুর, মেহেরবাণী করুন। আমারে নিই কি লাভ? ছ'মাসও বাঁচবো না। বুকের গুরুতর ব্যারাম আছে।

গোলাম। আপনি মানুষ চালান দেন?

রাম। হ্যাঁ। মানুষ বেচি কোম্পানীর কাছে। তিনশ' টাকা একেকটা লোকের দাম।

মতি। সাঁই খোদার কুদরত কেমন জাহির। দারোগা হুজুর মানুষের মাংস বেচেন, কোম্পানী খরিদ্দার।

[রামপালকে চাবুকের আঘাতে মতিকে ধরাশায়ী করেন]

রাম। কোম্পানীর নৌকা আসবে তিন ঘড়ির সময়ে, তোমাদের নিয়ে যাবে।

[হারু আসিয়া গোলামকে ধাক্কা মারিতেই ফতেমা ও রাবেয়া ছুটিয়া আসে]

ফতেমা। হুজুর, আল্লার কিরে। খসমকে নিয়ে যেও না জঙ্গলে !

রাবেয়া। আব্বাজান ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তোমায় ?

রাম। আরে বাবা তোমরা টাকা পাবে তো ! টাকা, টাকা। কোম্পানীর তাইদগির আসবে নৌকায়, হাতে নাতে ক্ষতি পূরণ পাবে।

রাবেয়া। আব্বাজান ! যেওনা আব্বাজান !

মতি। আল্লা যা করেন, আল্লা যা করেন। আসান পাবা কেয়ামতের দিনে ! বন্দুক আছে দারোগার খাপে।

রাম। তোমাদেরও খসমের সংগে পাঠিয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু কোম্পানীর আইনে নেই। কি করবো বলো ? মেয়েছেলেরা বড় তাড়াতাড়ি মরে যায় সুন্দরবনে, খরচ পোষায় না।

[ভূতলে পড়িয়া ফতেমা কাঁদিতেছে রাবেয়া ও মৈজুদ্দিন সান্ত্বনা দিতেছে। রাম আসেন চাঁপার নিকটে।]

মুচি। এই মেয়ে ছাওয়ালটারে দেখেন হুজুর যেন প্রেমের গাছে রসের হাঁড়ি বেঁধেছে।

রাম। কি নাম তোমার ?

[অশ্বিনী বাধা দিতে অগ্রসর হয়, হারুর ধাক্কায় পিছু হটে]

চাঁপা। চাঁপা।

রাম। তুমি কি জানো তুমি দেখতে খারাপ নও ?

চাঁপা। [ভীতা কম্পিতা] হুজুর, আমি শিলনোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে নিচ্ছি, পাটকাটি জ্বেলে মুখ পুড়িয়ে নিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দিন।

রাম। আমি নিজের জন্য বলছি না, আমার ঘরে পরিবার আছে। জানি

আমার চেহারা তোমার পছন্দ নয়। কিন্তু লাল টকটকে সাহেবের ঘরে যেতে ভাল লাগবে না তোমার কি বলো ?

মতি। দারোগা-হুজুর রসবতী নারী বেচেন সাহেবের কাছে, হাজার টাকা দরে।

[অশ্বিনী ও রূপী আর্তনাদ করিয়া রামের পদতলে পতিত হয়। এই সময় প্রবল কোলাহল করিয়া উপস্থিত হয় হাকিম মোল্লা, সে চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে জঙ্গালী কামারনীকে]

হাকিম। দারোগাবাবু! ধরেছি শালী জঙ্গালীকে। এই যে হুজুর, জঙ্গালী কামারনী। মোশিয়া গ্রামের জঙ্গালী।

রাম। কোথায় পেলে ?

হাকিম। জান পাড়ার মাঠে বসে চুলে গুঁজছিল শিউলিফুল।

[হাস্যধ্বনি]

এই দেখুন—[চুল ধরিয়া দেখাইল]

রাম। জঙ্গালী, তুমি এতদিন ছিলে কোন অচিনপুরে ? খুঁজে খুঁজে চৌকিদাররা হয়রাণ।

জঙ্গালী। [হাসিয়া]। কার বেটা কার নাতি তুমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্চ কুতি ? আমি মাঠে বসে ফুল নিয়ে খেলা করলে তোমাদের কি গো ?

রাম। গত ১৪ই অঘ্রাণ তারিখে তুমি কোথায় ছিলে, কী করছিলে মনে আছে ?

জঙ্গালী। [কিছুক্ষণ ভাবিয়া] না, মনে নাই।

রাম। সেদিন তুমি বেনজামিন সাহেবের কুঠিতে আগুন দিয়েছিলে।

জঙ্গালী। [হাসিয়া] তুমি তো জানো দেখছি, তাহলে আবার আমাকে জিগ্যেস করছিলে কেন ? কোন কোন লোক না বড় বোকা হয়।

রাম। তোমাকে দেখেছে অনেকে, সাহেব নিজেও। তার আগেও অনেক কাণ্ড করেছ। তোমার দৌরাত্মে এ তল্লাটে কেউ টিকতে পারছে না।

রতি। পাগল,পাগল। এ ছিল গোবরা গোবিন্দপুরের রতিকান্ত রায়ের মেয়েছেলে। বয়স হতেই এরে তাড়িয়ে দেছে।

জঙ্গালী। হঁ্যা। [হাসিয়া] সে তো ভাসায় ফুল জলে, আমার যে ভাসে কুল। দশটা দাসী ছিল শুধু চান করাবার জন্য আতরগন্ধী জলে।

বাকের। হুজুর, এ মেয়েমানুষটা আমার সব শষার চারা উপড়ে দে গেছে সেদিন।

কলু। এ বড হিংস্র, লোকরে হঠাৎ ইট মারে। সেদিন গোপালের কপাল ফেটে রক্ত ঝরেছে।

হাকিম। আমার পাকা ধানের মড়াইয়ে আগুন দিয়েছে।

আমন। এতগুলো মরদ মিলে একটা মেয়েছেলেকে গাল দিতেছ শরম নাই ?

রাম। তুমি সাহেবের বাংলোয় আগুন দিয়েছো কেন ?

জঙ্গালী। আমি গোবিন্দপুরের রায় বাড়ির ডাক শাইটে বেশ্যা। হেঃ কত মদ খেয়েছি বাবুর হাত থেকে রূপোর পাত্তরে। ওরে ওরে ও ভাই শুঁড়ি, ধারে মাল দেনা আজ এক হাঁড়ি! এঁ্যা দিবি ?

মুচি। সাগরে বান ডেকেছে দেখছি। হুজুর আর সহ্য যায় না একটা কিছু করুন।

রাম। [হাত ধরিয়া ঝাকুনি দিয়া] যা জিগ্যেস করছি জবাব দাও। বেনজামিন সাহেবের কুঠিতে মশাল দিয়ে আগুন লাগিয়েছ কেন ?

জঙ্গালী। [হঠাৎ চিৎকার করিয়া] কচি মেয়ে—কচি মেয়ে—কচি মেয়ে ধরে নিয়ে গেছিল গাঁ থেকে। তার গা থেকে রক্ত ঝরছিল ঐ কুঠিতে শুয়ে। যেমন আমার সব শুষে নিয়েছিল গোবিন্দপুরের রাজা। আগুন দিয়ে ঐ কুঠি ছাই করব না ? করবই তো। মায়ের বুক জোড়া মতন মেয়েটাকে ধর্ষণ করবে গোরারা ? আগুন দিয়েছি বেশ করেছি ?

রাম। কবুল করেছে। হাকিম মোল্লা, বাঁধো বুড়িকে।

[হাকিম ও মুচিরামের তথাকরণ]

জঙ্গালী। [হাসিয়া নিম্নস্বরে] আর দারোগা বাবু, তুমিই যে বিভাবতীকে জোর করে ঘোড়ায় তুলে সাহেবের কুঠিতে দিয়ে এসেছিলে তাও আমি দেখেছি, অশ্বত্থ গাছের আড়াল থেকে। তবে ভয় নেই, আমি কাউকে বলব না।

রাম। এ একজন ইনসেনডিয়ারি, আগুন লাগায় সম্পত্তিতে। ১৭৬০ সালের কোম্পানীর আইন অনুযায়ী একে ধরতে পারলেই মেরে ফেলতে হবে। হাকিম, ইট মেরে বুড়িকে মেরে ফেল। [রাবেয়া, কতেমা, রূপী, চাঁপা আর্তনাদ করিয়া ওঠে।]

গোলাম। মেহেরবানি করুন, এ রকম নির্দয় দৃশ্য চোখের উপর দেখতে হবে?

মতি। এই দুনিয়া জুড়ে, আমার
গোর থেকে তুলে আসলনামা
হাতে দেবেদারোগাবাবু। তখন
কী জবাব দেবেন?
[ইঁট লইয়া হাকিম ইতস্ততঃ করিতেছে]

আমন। খবরদার হাকিম মোল্লা ঐ ইঁট ছুড়ছো তো আস্ত রাখব না।

রাম। কী হোলো? মারো।

হাকিম। হ্যাঁ, মারবই তো। এ একজন পাপী।
[এক ফকিরের প্রবেশ, কটিতে তরবারী]

ফকির। যে কখন পাপ করেনি, প্রথম ইঁটটা সে মারুক।
[সকলে হতচকিত। ফকির কেন্দ্রস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

হাকিম। ফকির সাহেব কিছু বললেন?

ফকির। তুমি নিজে যদি নিষ্পাপ হও হাকিম মোল্লা, তবে এই পাপীকে মারো ইঁট।

[হাকিমের হাত হইতে ইষ্টকখণ্ড পড়িয়া যায়, সে পিছু হটে।]

রাম। আপনি কে? কোম্পানীর কাজে বাধা দিচ্ছেন কোন অধিকারে?
[ফকির উত্তর দিলেন না, তিনি জঙ্গালীর বন্ধন মোচন করিতে থাকেন]

জঙ্গালী। কে তুমি? তুমি তো ফকির। আমার মতন পাপীতাপীকে স্পর্শ করছ কেন?

ফকির। তোমার নাম কী বোন?

জঙ্গালী। বোন! তুমি কি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ?

ফকির। না, পরিহাস করব কেন? জঙ্গালী কি কারুর নাম হয়? তুমি কি জঞ্জাল? তোমার আসল নাম কি?

জঙ্গালী। আসল নাম আবার কি?

ফকির। ভুলে গেছ, না? বেশ আমি তোমায় নাম দিলাম হাসিনা। হাসিনা আমার বোনের নাম। সে চাঁদপুরে থাকে। আমার বোনের নাম তুমি নেবে না?

[জঙ্গালী হঠাৎ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফকির মাথায় হাত রাখেন]

কেঁদে নাও, প্রাণ ভরে কেঁদে বুক হাল্কা করো, অনেক অশ্রু জমে আছে।

রাম। আপনি এইমুহূর্তে সরে না গেলে আপনাকে আমি এরেষ্ট করবো।

গোলাম। কোম্পানীর সামান্য দারোগা তুই-ওকে গ্রেপ্তার করবি কি। তোর সামনে স্বয়ং হজরত আলি।

[জনতার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়—হজরত! হজরত আলি! প্রভৃতি বলিতে বলিতে তাহারা অগ্রসর হইয়া তিতুর সামনে পতিত হয়।]

রাম। হজরত আলি? মানে তিতুমীর?

তিতু। সেটাই আমার নাম।

[রাম বিষম ভয় পাইয়াছেন, তিনি পিস্তল টানেন]

রাম। ঐ সব তিতু-টিতু বুঝি না। ঐ মেয়ে লোকটা কোম্পানীর কয়েদী, ঐ লোক তিনটি নিমকমহলের আসামী। আমি আমার কর্তব্য করবই—

তিতু। একটা ছোট পিস্তল হাতে নিয়ে খুব বেশী আস্ফালন ভাল হবে না, দারোগাবাবু। পাঁচশ সশস্ত্র মুজাহিদ এই জায়গা ঘিরে রেখেছে।

[রাম চকিতে ঘুরিয়া দেখেন]

হ্যাঁ, প্রত্যেকের তীরের লক্ষ্য আপনার বুক। পিস্তলটা চালালে আমি হয়তো

মরবো, কিন্তু তারপরই বিশটি তীর সজারুর কাঁটার মতন আপনার দেহ থেকে বেরিয়ে থাকবে।

[প্রচণ্ডভয়ে মুচি ও হারুকে লইয়া রাম পিছু হটেন]

রাম। একদিন না একদিন আবার দেখা হবে তিতুমীর, মুচিরাম, টাকাগুলো গুছিয়ে নাও।

তিতু। না, না ও টাকায় হাত দেবেন না। ও যাচ্চে জেহাদের কাজে। হাত দিলেই তীর আসবে এক ঝাঁক।

রাম। আচ্ছা, আচ্ছা ! দেখা হবে।

[রামের প্রস্থান]

তিতু। [হাসিয়া] আপদ গেছে। ত্রিসীমানায় অবশ্য আমার কোনো লোক নেই।

গোলাম। আল্লার কি দোয়া। হজরত আলি এখানে ?

মৈজু। মুর্শিদ ! তোমার খোঁজেই তো বেরিয়েছি বাড়ি থেকে !

অশ্বিনী। তিতু ফকির, তুমি আমার মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচালে আজ।

রাবেয়া। আমি ব্রত করেছিলাম আপনার দেখা পাওয়ার জন্য।

বাকের। আজ দু চোখ ধন্য হোলো তোমারে দেখে।

ছিরু। তোমার ডাকে দেশ জেগে উঠেছে ফকির।

স্বরথ। তুমি আবার কংসরে বধ করতে ভূমিষ্ঠ হয়েছ।

হাকিম। হজরত আলি, আমি আপনার মুরীদ হবো—

তিতু। [হঠাৎ সরিয়া গিয়া] আমার কোনো মুরীদ নেই, শিষ্য নেই। আমার কাছে শুধু একদল শহীদ ভাইবোন, মৃত্যু যাদের নিশ্চিত। মৃত্যুর শীতল ওষ্ঠে যদি চুম্বন করার সাহস রাখো, তবে আগে উঠে দাঁড়াও। কাদায় পড়ে থাকা মানুষ আমি সহ্য করতে পারি না। [সকলে উঠিল ধীরে ধীরে] যার যা আছে, সব যদি দিয়ে দিতে পার জেহাদের জন্য, তবে এস আমার সঙ্গে। বৃটিশকে পরাজিত করে পেশোয়ার মুক্ত করেছেন ইমাম সৈয়দ ব্রেলভিরাজী, তাঁর জন্য দান করো।

[থলি পাতিয়া ধরেন। সকলে সর্বস্ব দেয়, নারীগণ গহনা খুলিয়া দিতেছে]

তোমার নাম ছিরু নয়, শ্রীনিবাস, সেটা মনে রেখে মাথা উঁচু করো। আমন নয় আমিনুল্লা কলু নয় কৈলাস। মতি নয় মতিউদ্দীন।

মতি। হজরত আলি, আপনি কী দীক্ষা দেন? কাদেরিয়া না চিশতিয়া—

তিতু। [হাসিয়া] আমার দীক্ষা? বন্দুক, তীরধনুক, তলোয়ার। আর দেশের মাটি বুকে মাথা। কই হাসিনা, এস বোন, অনেক দূর যেতে হবে। তোমাদের মধ্যে (যার হারাবার কিছু নেই, যার সংসার নেই, দেশ ছাড়া আপনজন কেউ নেই, সে এস আমার সংগে।)

তিন

বাগুণ্ডি ৩০শে জুন, ১৮৩১

[পাইরন বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন এবং আতসকাঁচের সাহায্যে পাণ্ডুলিপি দেখিতেছিলেন। ব্র্যাণ্ডন দণ্ডায়মান। দ্বারদেশ হইতে খানসামা কহিল—]

খানসামা। দারোগাবাবু এসেছেন হুজুর।

পাই। আসতে বলো।

[রামরামের প্রবেশ, পশ্চাতে মুচিরাম টানিয়া আনে চাঁপাকে। চাঁপা সন্ত্রস্তা।]

রাম। মেয়েটিকে এনেছি হুজুর।

মুচি। হুঁ, সাগরে বড় বান ডেকেছে।

[পাইরন মুখ তুলিয়া দেখিলেন ; তারপর সহস্র টাকা গুনিয়া দিলেন রামকে।]

পাই। দামটা।

রাম। থাক হুজুর, এ না হয় আমার নজরানা।

পাই। এ আপনার ব্যবসা। ব্যবসায় দয়াদাক্ষিণ্য চলে না। [চাঁপার দিকে অগ্রসর হইতেই, সে ভীত হইয়া পিছু হঠে] ঈশ মেয়েটার এ কি হাল করেছেন? এমন ভয় পাইয়ে দিতে আছে? শোনো চাঁপা আমি তোমার বাবা-মা জ্যাঠামশাই, সবাইকে চিনি। তোমাকেও দেখেছি এই এতটুকু। আমি তো জানি তোমার কি কষ্ট হচ্ছিল বাপের বাড়ীতে। সারাদিন মাঠে, তারপর সারা সন্ধ্যে চিনি জ্বাল দেওয়া। এই নাও—এই পোষাকটা পরবে? একে বলে ক্রিনোলাইন। এটা পরে দাঁড়ালে মনে হয় একটা গোলাপ ফুল উল্টো হয়ে রয়েছে।

[চাঁপা অবাক বিস্ময়ে পোষাকটি আপাদমস্তক দেখে]

ব্রাগুন। আর এটাও তোমার—মুক্তোর হার। কলকাতার মনটীরথের দোকান থেকে কেনা। আমি পরিয়ে দেব?

চাঁপা। না।

ব্রাগুন। বেশ, তুমিই পোরো এক সময়ে। আর এই কানের দুল, আংটি। আর এইসব হচ্ছে কসমেটিকস্ পাউডার পমেটম, রং, ফরাসী পারফিউম সব তোমার।

চাঁপা। এসব আমায় কেন দিচ্ছেন?

ব্রাগুন। তুমি ঘরের পাটরাণী হয়ে থাকবে বলে। দাসদাসী, ব্রুহাম গাড়ী, রেশমের শয্যা। যে খাবার চাইবে তাই বানাবে বাবুর্চি। কারণ দারিদ্র হচ্ছে পাপ। দারিদ্রকে ভুলে যেতে হবে পূর্বরাত্রে দেখা দুঃস্বপ্নের মতন। বিলাস আর প্রাচুর্যে কোনো পাপ নেই, নারীর সুন্দরী হতে কোনো বাধা নেই, কোন অপরাধ নেই। [চাঁপা পোষাকটি লইয়া তাহাতে সস্নেহে হাত বুলায়] পছন্দ হয়েছে?

চাঁপা। হ্যাঁ। আমাকে—আমাকে আপনার ঘরে থাকতে হবে?

ব্র্যাণ্ডন। হ্যাঁ। [খানসামা আসিয়া সব জিনিষ নেয়] নাও তোমার হাতখরচ ছ'শ টাকা। প্রতি সপ্তাহে ছ'শ টাকা পাবে। এস।

[চাঁপা টাকা দেখে ; বিহ্বলভাবে ব্র্যাণ্ডনের সহিত প্রস্থান।]

মুচি। হুজুরে তুই চক্ষিতি যেন চন্দ্র আর সূর্য। হুজুরের যাদু জানা আছে।

পাই। [পাণ্ডুলিপি দেখিতে দেখিতে] দারোগাবাবু, তিতুমীর এখন কোথায় ?

রাম। আই এম রিগ্রেটফুল স্যার, অতবড় দলটা যে কোথায় মিলিয়ে গেল বুঝতে পারছি না।

পাই। বুঝতে পারছেন না কারণ আপনি ভয়ে ও তল্লাটে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

[কোণের একটি ক্ষুদ্রদ্বারে খুট খুট করিয়া চারবার শব্দ হয়। পাইরন সে দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে কহেন]

আপনার কোনো গুপ্তচরও আর নেই, সবাই জেলা ছেড়ে পলায়ন করেছে। যে এখন ঘরে আসবে তাকে যদি চিনতেও পারেন, ঘুণাক্ষরেও সেকথা কোথাও উচ্চারণ করলে আমরা হেরে যাবো, তিতুমীর আপনাদের দুজনকেই কাটবে।

রাম। কখনো বলতে পারি ও কথা ?

[পাইরন দ্বার খুলিতে কালো চাদরে মুখ ঢাকা এক ব্যক্তির প্রবেশ ; দারোগাকে দেখিয়া সে পশ্চাৎপসরণ করিতেছিল, পাইরন বাধা দেন]

পাই। ভয় নেই। দারোগাবাবু। তিতুমীর কোথায় ?

ব্যক্তি। আজ সারাদিন ছিল মসনদপুরে। এখন রওনা হয়েছে সরফরাজপুরের দিকে। সারারাত পথ চলে কাল ভোরবেলা পৌঁছুবে।

পাই। সেখানে কদ্দিন থাকবে ?

ব্যক্তি। চারদিন থাকার কথা।

পাই। দারোগাবাবু শুনছেন ?

রাম। হ্যাঁ স্যার।

পাই। সরফরাজপুরের কোথায় ক্যাম্প করবে ওরা ?

ব্যক্তি। গ্রামের পুবে মসজিদের মাঠে।

পাই। কত লোক ওদলে ?

ব্যক্তি। জনা আশি পুরুষ।

পাই। অস্ত্র কত ?

ব্যক্তি। বন্দুক মোটে চারটে। তীর ধনুক আর শড়কি—অঢেল। হিসেব নেই।

পাই। এবার চাদরটা সরিয়ে দারোগাবাবুকে মুখটা দেখাও।

ব্যক্তি। [সভয়ে] কেন ?

পাই। বাঁচার ইচ্ছে নেই ? তিতুমীরের দলকে যখন আমরা আক্রমণ করবো তুমিও কি শহীদ হতে চাও নাকি ?

ব্যক্তি। না।

পাই। মুখটা দেখাও।

[চাদর খুলিতে দেখা যায় সে হাকিম মোল্লা]

রাম। আমি একে চিনি। এ হচ্ছে—

পাই। হোল্ড স্যার। নামোচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই। দেখবেন যেন এ না মরে। [কয়েকটি মুদ্রা দেন হাকিমকে] জুডাস, ইওর থার্টি পীসেস অফ সিলভার। বেইমানির পুরস্কার নাও। এবার বিদেয় হও। [বাহিরে কোলাহল] কৃষ্ণরায় আসছেন।

[হাকিমের' দ্রুত প্রস্থান। পাইরন দ্বার রুদ্ধ করেন। কৃষ্ণ ও দেবনাথের প্রবেশ ; সঙ্গে আমিনুল্লা। কৃষ্ণর হাতে একটি পত্র।]

কৃষ্ণ। গুড্ ইভনিং মিষ্টার পাইরণ। তিতুমীরের ঔদ্ধত্যের নূতন পরিচয় মিলেছে বলে ছুটে এসেছি। তিনি দস্যুবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পত্র পাঠিয়েছেন। ইনি তাঁর দূত। রাজায় রাজায় যেন কলহ হচ্ছে এমনিধারা ভাব তাঁর। জোড়ামুণ্ডা রসগোল্লা জামাই নাস্তা করেছে। ছোটজাত নফরের স্পর্ধা দেখুন।

পাই। আমি অবাক হয়ে ভাবি পনরো শতকের বাঙালি কবি কত রাগরাগিনী ব্যবহার করেছেন তাঁর বইয়ে—শ্রীপটমঞ্জরী, সুহা, ভাটিয়ার, বরাড়ি, ইমন, কী নেই ?

কৃষ্ণ। কি ?

[কৃষ্ণ থতমত খাইলেন [

দেব। [মৃদু হাসিয়া] সাহেবের কানে কিচ্ছু ঢোকেনি।

পাই। শুনেছি, শুনেছি। কী লিখেছে কী ?

কৃষ্ণ। [পড়েন] "আপনি আমাকে ওয়াহাবি বলিয়া মুসলমানদিগের নিকট হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি কেন এইরূপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল। ওয়াহাবি ধর্ম নামে দুনিয়ায় কোনো ধর্ম নাই।" আমাকে—আমাকে শিক্ষা দিচ্ছে, জ্ঞান দিচ্ছে, ইতর চাষীর ছেলে। তারপর বলেছে দাড়ির ওপর কর কেউ দেবে না।

পাই। আপনি কি এখনো ঐ দাড়ি নিয়েই পড়ে আছেন ?

কৃষ্ণ। দাড়ি ওদের মুড়িয়ে দেব, কামিয়ে নেব। ছ' আঙ্গুল ছেলের ন' আঙ্গুল মাথা, সে ম'লে গোর হবে কোথা ? তিতুমীরের গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেব। পুঁড়ার কৃষ্ণ রায়ের ধান লুঠে নিয়েছে। এই, কী নাম তোর ?

মুচি। এর নাম আমন মণ্ডল, বাপের নাম কামন মণ্ডল। হুজুরেরই প্রজা। এখন দাড়ি রাখিছে যেন জড় গাছের আগে শাঁখ চিলের বাসা। তাই হুজুর চিনতি পারেন নি।

কৃষ্ণ। এ চিঠির উত্তর পরে দিচ্ছি, কিন্তু তুই বেটা যে দাড়ি রেখেছিস তার খাজনা দিয়েছিস্ ?

আমিন। না।

কৃষ্ণ। নাম যে বদলেছিস তার জরিমানা দিয়েছিস ?

আমিন। হুজুর, দাড়ি রাখা আমাদের ধর্মের আদেশ। আর নাম আমার চিরদিনই আমিনুল্লা, পিতার নাম কামালউদ্দিন। আমন আমার ডাক নাম।

কৃষ্ণ। তোরা এবার আমার সব ধান চুরি ক'রে নিয়েছিস কেন ?

আমিন। আমার মুর্শিদ বলেন, ধান আপনার নয়, যে জমি চষে তার। আপনি কি কখনো লাঙলে হাত দিয়েছেন হুজুর ?

কৃষ্ণ। আমার সামনে তর্ক করছিস ? তর্ক ? তকবার, পাইকার, একে আমার বাগানে নিয়ে গিয়ে গাছে পা বেঁধে উল্টো ক'রে ঝোলাও, আমি আসছি। এ ব্যাটা আঁকা বাঁকা জিলিপি, নারকোল তেলে ভাজা।

দেব। রাজা সাহেব এ দূত, গায়ে হাত দেয়া উচিত হবে কি ?

কৃষ্ণ। দূত! দূত পাঠায় রাজা আরেক রাজার দরবারে! এ স্থমুন্দিরা ডাকাত! ধান নিয়ে গেছে। গোলা দেখুন গে, একটা ধান কোথাও জমা পড়েনি।

আমিন। [হাসিয়া] আমাকে মারবেন তো ? তিতুমীরের কলা হবে. জেহাদের কলা হবে।

[আমিনুল্লাকে লইয়া যায় মুচিরাম]

কৃষ্ণ। আমি প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছি রায় মশাই।

দেব। ছোটলোকের সামনে অমন ক্রোধান্ধ চীৎকারে আমাদের মর্যাদা বাড়ে কি রাজা সাহেব ?

কৃষ্ণ। [প্রায় ভাঙিয়া পড়েন] হঁ্যা, ত্রুটি হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন না, এক পূঁড়া ছাড়া কোনো গ্রাম খাজনা দেয়নি, ধান দেয়নি, নজরানা-উপরি কিচ্ছু দেয়নি। খট খটে লবডঙ্কা! এ বছর—এ বছর আমার চলবে কি ক'রে ?

পাই। আমিনুল্লাকে হত্যা করবেন ?

কৃষ্ণ। হঁ্যা, মুখে শূয়োরের মাংস গুঁজে।

পাই। তাতে লাভটা কী হবে ? দাড়ির ওপর খাজনার চেয়ে বেশি লাভ কিচ্ছু হবে ?

কৃষ্ণ। হঁ্যা, হবে। গায়ের ঝাল মিটবে।

দেব। আমাদের আসতে বলেছিলেন কেন পাইরণ সাহেব ?

পাই। সেটা বলার চেষ্টা করছিলাম, এঁর হাঁকডাকে বলতে পারলে তো ? আপনারা ছ'জন এবং দারোগা রামরাম চক্রবর্তী আজ রাত্রেই দ্রুত ছয়ঘুরি গাড়ীতে কলকাতা যাচ্ছেন।

কৃষ্ণ। সে কি ? আমিনুল্লাকে মারবো ভাবলাম যে—

পাই। সেটা আপনার নায়েব খুব ভাল পারবেন মনে হয়।

দেব। কলকাতা যাচ্ছি কেন ?

পাই। কাল দুপুরে লাটুবাবুর বাড়িতে পরারর্শ-সভা বসবে। আমি তাঁকে আগেই খবর পাঠিয়েছি আপনারা তিনজন থাকবেন, গোবর ডাঙার কালীপ্রসন্ন মুখুয্যে থাকবেন, নুরনগরের ম্যানেজার থাকবেন, যদুরাটির দুর্গা চৌধুরী এবং সর্বোপরি গভর্ণর জেনারেল বেণ্টিংকের কোনো সচিব কর্ণেল বেনসন। পুরো রিপোর্ট দেবেন এখানকার, আলোচনা করবেন। সব জমিদারদের ঐক্য যে একান্ত প্রয়োজনীয়, এটা বোঝাবেন। বলবেন কলকাতায় জোর প্রচার হওয়া চাই যে তিতুমীর হিন্দুর শত্রু, জাতনাশকারী, হিন্দু নারীর একনিষ্ঠ ধর্ষক, হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসকারী। সব সংবাদপত্রে লেখা চাই তিতু মন্দির দেখলেই তাতে গোমাংস ফেলছে। এই চিঠিটা দেবেন গভর্ণর জেনারেলের সচীবের হাতে, এতে আমি বলেছি ক্যাপ্টেন ব্রাগুনের নেতৃত্বে বেঙ্গল আর্মিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। লাটুবাবু চেষ্টা করছেন পাদ্রীদের দলে টানার। এবং তিনি আপনাদের দেবেন চারশ হাবসী যোদ্ধা। তারা কাল দুপুরেই পুঁড়া রওনা হবে। আপনারা ফিরবেন কাল রাত্রে। পরশু ভোরে রাজা সাহেব আপনি আপনার সব পাইক লাঠিয়াল বন্দুকধারী জড়ো করবেন, ঐ চারশ' হাবসীকেও। তারপর—তিতুকে আক্রমণ করবেন।

কৃষ্ণ। কোথায় ? ঐ শৃগাল এখন কোন শ্মশানে মড়া খাচ্ছে বলতে পারেন ?

দেব। তিতু কোথায় সেটাই তো জানতে পারছি না।

পাই। দারোগাবাবু জেনে ফেলেছেন। তাঁর মতন কর্মক্ষম অফিসার থাকতে ভাবনা কী ?

দেব। সাধু, সাধু রামরামবাবু! কি করে জানলেন ?

রাম। ইয়ে—মানে—অনেক খেটে—ইয়ে—

পাই। সে সব পুলিশ বাইরে বলে না। বলে কি ?

রাম। না।

পাই। তাহলে আপনারা রওনা হয়ে যান। পথে কোথাও থামবেন না যেন।

কৃষ্ণ। বেশ তিতুকে আক্রমণ করলাম। তারপর ? কী করবো! গ্রেপ্তার ?

পাই। [একটু থামিয়া]। তিতুকে, তিতুর স্ত্রী মৈমুনাকে ও তিতুর পুত্র গওহরকে ওখানেই খুন ক'রে চলে আসবেন।

কৃষ্ণ। এতদিনে যেন শুনলাম মোহন বাঁশি, পরান শীতল হোলো।

দেব। আপনি যাবেন না তিতুকে আক্রমণ করতে ?

পাই। আমি ? আপনি কি উন্মাদ ? আমি এসবের মধ্যে নেই। আমি তো বিপ্রদাসের কাব্য-সাগরে ভেলা ভাসিয়েছি। এই তো দেখুন না—

চাঁচর প্রচুর কেশ চামর জিনিয়া বেশ
বিচিত্র কবরী বান্ধে তথি
পুষ্পমালা শোভে শিরে যেন নীল গিরিবরে
অভিনব বহে ভাগীরথী।

এটা আছে ধনাশ্রী রাগে। অপূর্ব।

(তিনজন মুখ চাওয়া চাউয়ি)

সরফরাজপুর ২রা জুলাই, ১৮৩১

[সরফরাজপুরে কোনো পীরের কবরে প্রদীপ দিতে যাইতেছে মেয়েরা। তাহাদের মধ্যে মৈমুনা, রাবেয়া, রূপী ফতেমাকে দেখা যায়। মুর্শিদ্যার গানের সহিত তাহারা নাচিতেছে। কবরের সামনে উপবিষ্ট তিতু ও

গোলাম। অদূরে প্রহরারত হাকিম মোল্লা ও মতিউদ্দিন। জঙ্গালী একমনে তীরের ফলা শানাইতেছে।]

[মুর্শিদ্যার গান]

দীনহীন কাঙাল ডাকে, এস মুর্শিদ এ সময়। একদিন সই হবে কাজি দলিলে তাই শুনতে পাই। জমার হিসেব খাজনা ও শীল ক্রোক-ডিক্রী-নালিক সই, এস মুর্শিদ এ সময় ফেরেস্তা ডাকছে সবাই হাজারের ময়দানে যাই।

[গানের মধ্যে ছুটিয়া আসে অশ্বিনী]

অশ্বিনী। চাঁপা! চাঁপা এসেছে এদিকে?

রূপী। না তো।

অশ্বিনী। চাঁপাকে নিয়ে গেছে। হজরত, চাঁপাকে ধরে নিয়ে গেছে, চাঁপাকে নিয়ে গেছে।

[তিতু উঠিয়া আসেন, অশ্বিনীকে ধরিয়া প্রবল ঝাঁকুনি দেন]

তিতু। কী বলতে চাও স্পষ্ট ক'রে বল। কে নিয়ে গেছে?

অশ্বিনী। দারোগার লোকেরা—দারোগার লোকেরা।

রূপী। গোরাদের কাছে বেচে দেবে!

জঙ্গালী। এই খেলাটা ওদের পছন্দ। পাশা, দাবা আর মেয়েছেলে!

তিতু। কি করে জানলে দারোগা নিয়ে গেছে?

অশ্বিনী। বৈকুণ্ঠ দেখেছে—বুড়ো বৈকুণ্ঠ দেখেছে—নিয়ে যাচ্ছে বাগুণ্ডির দিকে—

রূপী। হজরত আমার মেয়ে এনে দাও!

জঙ্গালী। মেয়েকে রাণী ক'রে রাখবে রে, কাঁদিসনে। খাস বেগম করে রাখবে—দুদিন।

মতি। এইবার ঝাঁক তলোয়ার, সুমুন্দির মাথাটা কাটে এনে ভেট দিই এই পীরের দরগায়।

হাকিম। ডাক্ মোমিন মুজাহিদদের! বাজা তাসা।

তিতু। না, কেউ যাবে না, কেউ টানবে না তলোয়ার, কেউ বাজাবে না তাসা! বুক পাষাণ করে সব চুপ ক'রে বসে থাকোগে।

রাবেয়া। চাঁপার ইজ্জৎ বাঁচাবে না?

গোলাম। রাবেয়া!

জঙ্গালী। হুঁ! ইজ্জৎ ক'রে কেঁদে লাভ নেই। এ দেশে ইজ্জৎ নেই। ওরা মেয়েমানুষের মাংস খায়। দেখ্‌না আমায়। এ দেহে যত ছিল যৌবন আর শ্রী সব খেয়েছে গোবিন্দপুরের রতিকান্ত রায়। তারপর ছিবড়ে ফেলে দিয়েছে।

তিতু। চাঁপাকে কেড়ে আনার শক্তি আমাদের নেই।

রাবেয়া। কি করে জানলে? চেষ্টা ক'রে দেখেছ?

তিতু। আমাদের বন্দুক নেই, কামান নেই, ঘোড়া নেই—

রাবেয়া। সে সব তো কখনোই থাকবে না। কিন্তু আমাদের মানুষ আছে। ওদের তো নেই। ওরা একা। ওরা ভয়ে ঘরে বসে মদ খায়, আর বন্দুকের আওয়াজ করে বলতে চায় কত যেন শক্তি ধরে।

[তিতু রাবেয়ার মাথায় হাত রাখিলেন, কিন্তু বিষাদে মাথা নাড়িয়া কহিলেন—]

তিতু। সময় হয়নি এখনো।

রাবেয়া। হজরত, তাহলে আমাকে ধরে নিয়ে গেলেও তুমি বলতে পারো সময় হয়নি এখনো?

তিতু। হ্যাঁ পারি। এই যে আমার মৈমুনা, আমার সন্তানের জননী, আজ এর গায়ে হাত পড়লে একই কথা বলতাম।

রাবেয়া। তুমি পাথরে তৈরী মূর্তি, মানুষ নও।

জঙ্গালী। তোদেরও পাথরে তৈরী হতে হবে রে, নইলে সইতে পারবি না।

[তিতু কবরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন]

তিতু। এখানে কে শুয়ে আছেন জানো? কার দরগায় তোমরা চিরাগ জ্বেলে

দিয়েছো? ইনি পলাশীর যুদ্ধে জখম হয়ে গ্রামে ফিরে আসেন, তারপর এন্তেকাল করেন সেই জখমের যন্ত্রণায়। এঁর নাম পীর মুহম্মদ শা, স্বাধীনতার সৈনিক। এঁরা দেশকে ভালবেসেছিলেন আমাদের চেয়ে বেশী। তবু পারেননি, কারণ তাঁরা খল ছিলেন না, ধূর্ত হতে পারেন নি, সাপের কাছে কিছু শেখেন নি, পাঠ নিয়েছিলেন সিংহের কাছে। [একটু থামিয়া] আমরা সাপ। আমিনুল্লাকে খুন করেছে তবু সাপ ফণা তোলেনি।

রূপী। এরা কিছু করবে না, কেউ আঙুলটি তুলবে না।

অশ্বিনী। হ্যাঁ, নিজের বেটির ইজ্জৎ নিজের হাতে।

[কৈলাস আসিয়া তাঁহার কর্ণে কিছু কহে। তাঁহার হস্তের ইঙ্গিতে গোলাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান। ধূলিধূসরিত মনোহর রায়ের প্রবেশ।]

গোলাম। তসলিম জানবেন বাহাদুর উল্-মুলক্। এখানে কি মনে ক'রে?

মনো। নিসার আলির সঙ্গে কথা আছে।

গোলাম। যে-নামটা উচ্চারণ করলেন, সে নামে এখানে কেউ নেই।

মনো। [ঢোঁক গিলিয়া]। হজরত-হজরত নিসার আলি।

তিতু। বলুন।

মনো। আপনি শুনে হয়তো তাজ্জুব জানবেন, আমি আমার সমস্ত পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে মুজাহিদ হতে চাই।

তিতু। আপনি কি ক'রে জানলেন এখানে আমার দেখা পাবেন?

মনো। আপনার লোক বলেছে। সাজন গাজী।

[তিতুর উদাস দৃষ্টি]

তিতু। বাহাদুর-উল-মুলক, কলকাতার বাতাসে একটিই বেসুরো গান এখন ভেসে বেড়াচ্ছে; হিন্দুর ধর্মনাশ করবার জন্ত কালাপাহাড় আবার জন্ম নিয়েছে তিতুমীর নামে। সেক্ষেত্রে আপনি এই বান্দার পাশে এসে দাঁড়াতে চাইছেন কেন?

মনো। কলকাতার হিন্দু পত্রিকা যা খুসি বলতে পারে, আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু আমি নই, খুলনার জমিদার ভৈরব রায় খত্ পাঠিয়েছেন আপনাকে।

[চিঠি দেন। তিতু তাহাতে চক্ষু বুলান]

আমরা জেনেছি আপনি ফিরিংগি শাহীর অবসান চান। হজরত, আমাদের মতন যে ক'ঘর পুরোনো জমিদার বাকি আছে, কর্ণওয়ালিসের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ; ফিরিঙ্গি তাদের মুছে দেবে, থাকতে দেবে না, বাঁচতে দেবে না। পোষা বানিয়াদের এনে জমিদার করেছে ওরা। ক্লাইভের দেওয়ান, গভর্ণরের বানিয়া, ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান, ভ্যান্সিটার্ট সার ভেরেল্স্ট-এর দেওয়ান, বড়বাজারের মহাজন শেঠ—এরা এখন ভূস্বামী। হজরত, এইসব ফিরিঙ্গির কেরাণী সব পাটোয়ারের দল আমাদের নিলাম ক'রে বেচে দেবে খুব শিগ্গির। জেহাদে সামিল না হয়ে উপায় কি ?

তিতু। কিন্তু আমরা যে জমিদারের গোলা লুঠ করছি, ইমারত জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

মনো। জমিদারি তো আমার এমনিতেই যাচ্ছে নিসার আলি। বানিয়ার হাতে তুলে দেয়ার চেয়ে বরং তোমাদের হাতে দেব।

তিতু। আপনি অজু-গোসল ক'রে আরাম করুন পরে—

মনো। না। আমি এখুনি ফিরে যাবো। টাকা এনেছি কিছু, এই ধরুন। এবার বলুন, আমাকে কী করতে হবে। পুঁড়া আক্রমণ করবো ?

[তিতু ম্লান হাসিলেন]

তিতু। না, এখন কিছুই করবেন না। বাহাদুর উল মুলুক, আপনি তলোয়ার চালাতে জানেন তো ?

মনো। নিসার আলি, ময়দান-এ-জং-এ দেখবে মনোহর রায় ভূষণ তলোয়ার কেমন চালাতে শিখেছে। তোমার চেয়ে কম ভাবো নাকি আমায় ? এতবড় মকদুর। এমন স্পর্ধা তোমার ? যাক আমি চললাম। তাহলে এখন কিছুই করবো না ?

তিতু। কিছু না। শুধু চিতাবাঘের মতন সতর্ক দৃষ্টি রাখুন ফিরিঙ্গি ফৌজের ওপর। কি নাম তার? বরেনডন—

মনো। ব্রাণ্ডন।

তিতু। হ্যাঁ। আর পাইরন সাহেবের ওপর। কোনো খবর পেলেই জানাবেন। পাইরনের প্রতিটি কাজ আমায় জানতে হবে। আমরা যেদিন আক্রমণ করবো, আপনিও সেদিনই করবেন।

মনো। বেশ। অলবিদা।

তিতু। খুদা হাফিজ।

[মনোহর প্রস্থান করিতে মতির প্রবেশ]

মতি। গাজির গান শোনার তো সময় নি তোমার হুজরত, সে গানও তো তিন দিনকার বাসি হলুদবাটা যেমন। এক উদাস ফকির এয়েছে গান শোনাতে।

গোলাম। নিয়ে এসো। [মতি অবাক হয়]

মতি। এখন গান শুনবে আয়েস কইরে? হুমদুল্লিল্লা!

[প্রস্থান! পরমুহূর্তে সাজনের প্রবেশ সঙ্গে যথারীতি শক্রঘ্ন]

সাজন। আল্লা আল্লা বলো বান্দা যতেক মমিনগণ

শোকনামা লয়ে জারি শুন দিয়া মন।

গোলাম। গাও দেখি জারিগান ভাল করে। তারপর মসজিদে গিয়ে খেও পেটভরে।

সাজন। এস গো মা সরস্বতী, তুমি আমার মা।

অধম সন্তানের ডাকে দয়া ছেড়ো না॥

মাঠের মধ্যে বৃক্ষ যেমন সেইতো গাছের মাথা।

আল্লার রসুল দুটি নাম বিনা সুতায় গাঁথা॥

কৃষ্ণ রায়ের পাঁচশ' পাইক, চারশ' হাবসী, নেত্রপুরে ঘোড়াকে জল খাওয়াচ্ছে।

গোলাম। কি ক'রে জানলো আমরা সরফরাজপুরে? [গোলাম চমকিত হন,

তিতু নির্বিকার; বিষাদগ্রস্ত]

তিতু। গুপ্তচর আছে ওদের। সাজন, গুপ্তচরটাকে খুঁজে বার করো। মাসুম সবাইকে জড়ো করে ব্রাহ্মণ নগরের দিকে পালিয়ে যাও। আমি আসছি।

[তিতু উঠিয়া দাঁড়ান, গভীর দুঃখে তাঁহার দেহ অবসন্ন]

গোলাম। ওরা সরফরাজপুর পুড়িয়ে দেবে; অনেকে মরবে—

তিতু। [গর্জন করিয়া]। যা বলছি করো। পালিয়ে যাও!

পাঁচ

[তিতুর উদ্বিগ্ন মুখ দৃশ্যমান। গুলির শব্দ এবং কোলাহল জাগে। তাহার পর আলেকজাণ্ডারের কণ্ঠ-দা কোর্ট ইজ ইন সেশন। তাহার পর কৃষ্ণ রায়ের কণ্ঠ: ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। আনন্দ সঙ্গীত বাজিয়া উঠে, বোধ করি অন্তরীক্ষেই।]

বিজ্ঞপ্তি

বারাসত আদালত ৭ই জুলাই ১৮৩১

দেখিতে পাওয়া যায় সুউচ্চ আসনে আলেকজাণ্ডার এবং দূরে সাক্ষীর কাঠগড়ায় কৃষ্ণ রায়। তিতু পূর্ববৎ দণ্ডায়মান।]

কৃষ্ণ। হুজুর, আমি দাঙ্গাহাঙ্গামার কিছুই জানি না। সে সময়ে আমি কলকাতায় ছিলাম। লাটুবাবু সাক্ষী হুজুর। এক্ষণে ঘটনা ও মোকদ্দমা সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি এবং এই দরখাস্ত পেশ করিতেছি।

আলেক। সাফ সাক্ষী সাবুদ হয়েছে। বাবু কৃষ্ণ রায়ের মতন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর কথা অবিশ্বাস করার কারণ দেখি না।

[আনন্দসংগীত ও হাস্য। এবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় দেখা যায় রামরামকে—]

রাম। ধর্মাবতার, আমি সরেজমিনে তদন্ত করিয়াছি। তিতুমীর এবং তাহার লোকেরাই কৃষ্ণবাবুর গোমস্তাকে বে-আইনী কয়েদ করিয়াছিল।

আলেক। সে গোমস্তা গেল কোথায় ?

রাম। পুলিশের ভয়ে বোধ হয় আত্মগোপন করিয়াছে। ধর্মাবতার, কৃষ্ণ রায়ের পাইক লাঠিয়াল সরফরাজপুর গ্রামের ত্রিসীমানায় যায় নাই। তিতু এবং তাহার দলের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের নমাজঘর ও সরফরাজপুরের বন্য গৃহ পোড়াইয়া দিয়া বাবু কৃষ্ণ রায়ের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। এই মোকদ্দমা ডিসমিসের যোগ্য।

আলেক। সাফ সাক্ষ্য সাবুদ হয়েছে। দারোগা, রামরাম চক্রবর্ত্তীর মতন ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারীর খাতেমা রিপোর্ট অবিশ্বাস করার কারণ দেখি না।

[আনন্দসংগীত ও হাস্য। আদালতের অস্পষ্ট দৃশ্য মিলাইয়া গেল। তিতুমীর ক্রমে জানু পাতিয়া বসিলেন। জঙ্গালীর প্রবেশ। হাতে ছোরা]

জঙ্গালী। হজরত, ছোরা তৈরী করেছি। আমি কামারণী, জাত কামার। নারকেলবাড়িয়ায় কামারশাল গড়ে ছোরা তলোয়ার তৈরী করছি। দেখ, কেমন ধার হয়েছে।

তিতু। হাসিনা, সরফরাজপুরে ওরা কত লোক মেরেছে ?

জঙ্গালী। বাইশজন। বাজে লোক। যারা পালাতে পারে না। বুড়ো বুড়ী। ভগবানের অশেষ দয়া ওরা তোমাকে পায়নি, কোনো যোদ্ধার গায়ে হাত পড়েনি।

[অকস্মাৎ মিস্‌কিন শাহর প্রবেশ, তাঁহার চক্ষু ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে]

মিসকিন। নিসার আলি !

তিতু। কে ? কে তুমি ?

মিস। মিসকিন শা। কলকাতায় একবার দেখা হয়েছিল। ভুলে গেছ। ভুলতে চেয়েছ, তাই ভুলে গেছ।

তিতু। মিসকিন—মিসকিন শা ! তুমি ছিলে নবাব মীর কাসিমের ঘোড়সওয়ার, এখন ফকির।

মিস। এখন তোমার তকদীর, তোমার নিয়তি। আমাকে তুমি ভুলবে কি করে নিসার আলি? বলো তুমি দুহাতে তোমার অন্তিমকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছ কেন?

তিতু। অন্তিম?

মিস। হ্যাঁ শহাদৎ—শহাদৎ তোমার অপেক্ষায় রয়েছে দু বাহু বাড়িয়ে। শহাদৎ তোমার দুলহন। শহীদ তিতুমীর, তুমি আর কতদিন বেঁচে থাকবে? কেন অনিবার্যকে প্রতারিত করার এই নির্বোধ প্রয়াস?

[তিতু আর্তনাদ করিয়া উঠেন]

তিতু। না! না! আমি সামান্য মানুষ, দরিদ্র মানুষ। আমার মাথায় এই কাঁটার মুকুট কেন? আমি পারবো না রুধিরাক্ত দেহে উচ্চহাস্য করতে।

মিস। শহীদরা সব দরিদ্র মানুষ। যীশু জন্মেছিলেন আস্তাবলে। হে—ইনসাফির দুনিয়াকে টালমাটাল ক'রে দিতে পারে শুধু দরিদ্ররাই।

তিতু। আল্লা! এই যন্ত্রণার পাত্র কি ওষ্ঠ থেকে সরিয়ে নিতে পারো না?

মিস। [হাসিয়া] যীশু এই কথা বলেছিলেন তাতে শাহাদাৎ আটকায় নি, খুদা কর্ণপাত করেন নি।

জঙ্গালী। তোমাদের মধ্যে যে কখনও পাপ করেনি, সে ছুঁড়ুক প্রথম ইঁটটি। হজরত তুমি একথা বললে আর আমার দোমড়ানো কোঁচকানো মনটা হঠাৎ সরল সোজা হয়ে গেল। আমি এখন ছোরা তৈরী করেছি তীরের, আর বল্লমের লাল গণগণে ফলায় মারছি হাতুড়ির ঘা।

মিস। তোমার জেহাদ শুরুই হয়েছে যীশুর কথা দিয়ে—যে নিষ্পাপ সে ছুঁড়ুক প্রথম ইঁট। তুমি পালাবে কোথায়, তিতুমীর?

তিতু। না, আমি ভীত কম্পিত মানুষ। আমি মানুষ।

মিস। যীশু ভয় পেয়েছিলেন। [হাসেন] ভয়ে তাঁর কপালের ঘাম রক্তবিন্দু

হয়ে ঝরে পড়েছিল বালিতে। বিষাক্ত পানি খেয়ে নীলবর্ণ দেহ নিয়ে হাসানও যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছিলেন, আল্লা ফিরে তাকান নি।

জঙ্গালী। এছোরার ধার দেখ, হজরত। একটু চাপ দিলেই নারীমাংস-লোলুপ ঐ শত্রুর কলিজায় গিয়ে চুমো খাবে।

তিতু। ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে রক্ত ঝরে ঝরে হলুদ বর্ণ হয়ে অবশেষে মরার সাহস আমার নেই। আমি ইসা নই, নই কারবালার বীর।

মিস। তাই বুঝি দিনের পর দিন আসমান ·হাতড়ে একেকটা ওজর-আপত্তি খুঁজে আনছ; কি করে যুদ্ধ এড়ানো যায়? প্রস্তুত নই, সময় হয় নি, অস্ত্র নেই—

জঙ্গালী। অস্ত্র কেড়ে নেবো, তৈরী ক'রে নেব, হজরত। এই দেখ আঙুল কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। কী ধার! এই রক্তে লিখছি দেখ—তোমার বোন হাসিনা, চাঁপা, আমিনুল্লা, সরফরাজপুরের বাইশজন—ও না, আমি তো লিখতে জানি না। জানলে লিখতাম—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!

[তিতু অবাক হইয়া শুনিতেছেন]

মিস। কবে শহীদ হবে তুমি? কবে শহীদ হবে? বলো! বলো তকদীরের সঙ্গে চুক্তি ভাঙছ কেন?

[হঠাৎ তিতু গর্জন করিয়া মিসকিনের পরিচ্ছদ ধরেন]

তিতু। আমার মুর্শিদ সাক্ষী, এরপর যেন বোলো না কখনও তিতুমীর আর মানুষ নেই, সে দোজখ থেকে উঠে আসা মূর্তিমান হিংসা।

[সামান্য নীরবতা। তিতু কয়েক কদম সরিয়া যান]

তুমি আমার বন্ধু, আমার বিবেক। হাসিনা তুমি আমার ভগ্নি আমার জেহাদ। কিন্তু এও জেনে রাখো; আমরা এ চাই নি। আমরা দরিদ্র কৃষকের ছেলে, রক্তপাত আমরা চাইনি। সেটা লজ্জার কিছু নয়। আমরা যুদ্ধ ব্যবসায়ী নই ওদের মতন, ওদের মতন শবদেহের ওপর নৃত্য করতে শিখি নি। সেটা গরীবের গর্ব, লজ্জা নয়। গোলাম মাসুম!

[গোলামের দ্রুত প্রবেশ]

তিতু। সব মুজাহিদকে জড়ো করো। পুঁড়া শহর জ্বালিয়ে ছাই ক'রে, কৃষ্ণ রায়ের লাস চৌরাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে আসতে হবে।

জঙ্গালী। লিখতে জানলে লিখতাম—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

[আগুনের আভা, অশ্বের হ্রেষা, বন্দুকের শব্দ, কোলাহলের মাঝে পুঁড়া আক্রমণের মূকাভিনয় এবং কৃষ্ণ রায়ের দিশেহারা পলায়ন।]

ছয়

[বাগুণ্ডিতে পাইরনের গৃহ। পাইরন যথারীতি পাণ্ডুলিপি দেখিতেছেন। মেজেয় উপবিষ্ট জোড় হস্তে উদভ্রান্ত অশ্বিনী। দারোগা রামরাম অদূরে অপেক্ষমান।]

অশ্বিনী। আমার মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিন সাহেব। তার মা সেদিন থেকে অন্নজল স্পর্শ করছে না। আমি খালি হাতে ঘরে ফিরে যেতে পারবো না সাহেব।

পাই। কতবার বলব চাঁপা ফিরে যেতে চাইলে অবশ্য নিয়ে যেতে পারো অশ্বিনী। তবে সে যদি রাজী না হয় তাহলে জোর করে তো নিতে পারো না। খোদ দারোগা বসে আছেন যে সামনে। বেআইনী কাজ কি ক'রে করবে?

অশ্বিনী। তাকে জোর ক'রে ধরে আনা হয়েছে। তাকে জোর ক'রে কুঠিতে আটকে রাখা হয়েছে।

পাই। অস্বীকার করছি, সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি।

অশ্বিনী। [সজোরে] বাপমায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে এনে তার সতীত্ব নাশ করেছেন আপনারা।

পাই। অশ্বিনী, তুমি আমার পুরোনো বন্ধু, তাই এইসব অন্যায় অভিযোগে

কর্ণপাত করলাম না। এই যে চাঁপা এসেছে, ওর সংগে কথা বলে দেখো, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যেতে পারো।

[বহুমূল্য পোষাকে ভূষিতা চাঁপার প্রবেশ, পশ্চাতে ব্র্যাণ্ডন]

অশ্বিনী। মা, মা চাঁপা! তোকে ওরা…ওরা কি… [আর বাক্য জোগায় না]

চাঁপা। বলো বাবা কী বলবে।

অশ্বিনী। তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি মা। চল, তোর মা জল স্পর্শ করছে না। [নীরবতা]

চাঁপা। না, বাবা। আমি আর ঘরে ফিরবো না। একে তো তোমরা বলবে অসতী, কলংকিনী। তারপর আছে দারিদ্র্য আর অনাহার। না, সে আর সহ্য হবে না।

অশ্বিনী। এখানে ফিরিংগির অত্যাচার সহ্য করে থাকবি?

চাঁপা। অত্যাচার? বাজে কথা। [গহনা দেখাইয়া] দেখে কি মনে হচ্ছে অত্যাচারে তোমার মেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে?

অশ্বিনী। এসব কী বলছিস তুই? রক্ষিতার ইজ্জৎ নেই—

চাঁপা। আছে। জীবনে প্রথম ইজ্জৎ পেয়েছি ঐ সাহেবের কাছে। আর সেলামকে যদি ইজ্জতের মাপাকাঠি ধরো, তবে একবার আমার সংগে পথে বেরিয়ে দেখতে পারো ক'কুড়ি পাইক-বরকন্দাজ সেলাম করে। এটুকু বলতে পারি একজন রক্ষিতাকে ঐ সাহেব যা সম্মান দেয়, তোমরা কুল বধূকে কখনো তা দাও নি। [নীরবতা] মাকে বোলো যেন আমায় ভুলে যায়, যেন খায় দায়। আমার মতন দুশ্চরিত্রা মেয়ের জন্য খাওয়া ছেড়ে দেয়ার কোনো মানে হয় না।

অশ্বিনী। [হঠাৎ কাঁদিয়া] চাঁপা! তুই কোথায় রে? রেশমে সোনা রূপায় তোকে চাপা দিয়ে মেরেছে।

চাঁপা। [সজোরে] এটাই আমার ভাল লাগে। এখানে আমি বেঁচে উঠেছি। এখানে আমি সুখী। আর তোমাদের অনাহারের আস্তাকুঁড়ে আমি ছিলাম

না, ছিল আমার লাশ। পা তো ছুঁতে দেবে না, নইলে প্রণাম করতাম। কষ্ট ক'রে এত দূর আর এসো না বাবা, কোনো লাভ নেই। [ব্র্যাগুন নত হইয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিতে] দেখলে তো ?

[প্রস্থান]

পাই। কী? রাজি হোলো না বুঝি? ওরা ঐরকম। প্রত্যেক নারীর মধ্যে একেকটি বেশ্যা বাস করে, এটাই আমার অভিজ্ঞতা।

অশ্বিনী। তোমার মায়ের মধ্যেও? বলো! তোমার মাও তাই।

পাই। এ বিষয়টা আর ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না।

অশ্বিনী। কী যাদু করেছ চাঁপাকে? কোন ইন্দ্রজালে বশীভূত করেছ?

পাই। টাকা দিয়ে।

ব্র্যাগুন। নো হ্যাটস নট টু। ভালবাসা দিয়ে জয় করেছি। বিশ্বাস করলে না?

অশ্বিনী। শয়তান হারামখোর! তোমায় আমি—খালি হাতে—

[আক্রমণ করে পাইরনকে, কিন্তু ব্র্যাগুন ও দারোগা তাহাকে. মারিতে মারিতে বাহির করিয়া দেয়। সে চিৎকার করিয়া অক্ষম গালিগালাজ করে]

পাই। বন্ধু বলেই বলছি, আদালতে যেওনা কিন্তু! মেয়ে যা সাক্ষ্য দেবে, মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে। [পাইরন প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিতে যান] দুদণ্ড যে পড়াশুনা করবো তার উপায় নেই। নেভার এ ডাল মোমেণ্ট এরাউণ্ড হিয়ার।

[দ্বার খুলিতে হাকিম পূর্ববৎ প্রবেশ করে]

হাকিম। ভাবছিলাম দোর বুঝি আর খুলবেই না।

ব্রাগুন। হু ইজ দিস ব্যাণ্ডিট?

রাম। স্পাই স্যার, গোয়েন্দা।

পাই। তিতুমীর এখন কোথায়?

হাকিম। নারকেল বাড়িয়ায়। তারা বাঁশের কেল্লা গড়ছে।

ব্র্যাণ্ডন। কী গড়ছে ?

রাম। বাঁশের কেল্লা।

পাই। [পুলকিত] তা হলে ওরা হেরে যাবে।

রাম। স্যার—

পাই। পজিশনাল ওয়র—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়তে গেলে ওরা হেরে যাবে শেষ পর্যন্ত। বৃটিশ আর্টিলারির বিরুদ্ধে ওদের কেল্লা গড়া উচিত হচ্ছে না।

হাকিম। বাঁশের কেল্লায় মজুত করেছি অস্ত্র আর চাল। সার হুজুর, চুতনার জমিদার মনোহর রায়—তিতুর সংগে দেখা করেছে। [সকলে সচকিত]

ব্র্যাণ্ডন। ড্যাম্‌ড স্টুপিডিটি। লোকটা কি নিজের ভাল বোঝে না ?

রাম। ফুলবনে গোখরো সাপ। একটু পরে এখানে আসছে মিটিং করতে ? আস্পর্ধাটা দেখুন।

পাই। আমি দেখছি। এজেণ্ট, তুমি এখুনি ফিরে যাও নারকেলবাড়িয়া। তোমার সাহস কেমন এজেণ্ট ?

হাকিম। হুজুর পরীক্ষা করে দেখুন।

পাই। এই পিস্তলটা ধরো। কাল রাত্রের মধ্যে তুমি তিতুমীরকে খুন করবে। [হাকিমের চক্ষু কপালে উঠে] কী ব্যাপার ? টাকার জন্য একটা লোককে খুন করতে পারবে না ? ত্রিশ হাজার সিক্কা রূপেয়া, বাদশাহী টাকশালের।

(থলি নাড়েন)

হাকিম। পারবো হুজুর ! মেরেই জলে ঝাঁপ দিয়ে পালাবো।

পাই। [থলি দিয়া] পরিবর্তে তোমার গলার রূপোর তাবিজটা খুলে দিয়ে যাও, এজেণ্ট।

হাকিম। হুজুর ?

পাই। কাল রাত্রের মধ্যে যদি তিতু না মরে তবে তাবিজটা তার কাছে পাঠিয়ে দেবো। সে বুঝবে কী আস্ত বদমাইশ তারদলে ঢুকে বসে আছে। মানে টাকাটা মেরে দিলে অথচ কাজটা করলে না, এমনো তো হতে পারে ? তখন

তাবিজটা পাঠিয়ে দিলে তিতুই তোমায় জবাই করবে। আমায় কিছু করতে হবে না।

হাকিম। [তাবিজ দিয়া] সাহেব আমাকে বিশ্বাস করেন না?

পাই। একদম না। কাউকেই করি না।

[হাকিমের দ্রুত প্রস্থান। ব্রাগুন ম্যাপ খুলিলেন]

ব্র্যাণ্ডন। এই তো নারকেলবাড়িয়া। কোন রুটে এগোবো?

রাম। সাহেব বলেছেন লাউঘাটি হয়ে। এই যে—

ব্র্যাণ্ডন। [লাল পেনসিলে দাগ টানিয়া] ক্রাইস্ট। এতো এডিনবারা হয়ে ব্রিষ্টল যাওয়া। কাদার মধ্যে দিয়ে কামান টীমান টেনে নিয়ে! আমি কমাণ্ডার! রুট ঠিক করার ব্যাপারে আমার মতামত শোনা উচিত।

পাই। রিচার্ড, তোমাকে মেয়েছেলে ঘুষ দেওয়া হয়েছে কেন জানো?

ব্র্যাণ্ডন। কী?

পাই। মেয়েছেলে! ইওর মিসট্রেস! রক্ষিতা, ঐ চাঁপা কেন তোমায় দেয়া হয়েছে জানো? যাতে তুমি আমার কথামতন চলো। লাভিঘাটি হয়েই যেতে হবে। সোজা পথে গেলে, তুমি আর ফিরবে না।

ব্র্যাণ্ডন। [হঠাৎ] তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছি ক্রফোর্ড, চাঁপাকে আমার রক্ষিতা বলবে না কখনো।

[কৃষ্ণ, দেব ও মনোহরের প্রবেশ। কৃষ্ণর বিহ্বল নিরুদ্দেশ দৃষ্টি]

পাই। আসুন! আসুন! একটা দারুণ পাণ্ডুলিপি হাতে এসেছে। মুর্শিদাবাদে এক নিলাম থেকে কেনা। বাংলার রাজা মহীপালের সময়ে লেখা প্রজ্ঞাপারমিতা অষ্টসাহস্রিকা। ভাষা সংস্কৃত। কেম্ব্রিজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেবার আগে ভাল ক'রে পড়ছি।

কৃষ্ণ। [বিস্ফারিত চক্ষে] আপনি কি রসিকতা করছেন? উপহাস করছেন? আপনি জানেন না আমি কপর্দকশূন্য পথের ভিখিরি? পুঁড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমাকে এগারো ভাদরে পালাজ্বরে ধরেছে!

পাই। আপনারই দোষ রাজাসাহেব, সরফরাজপুর আক্রমণ করলেন, কিন্তু তিতুকে মারতে পারলেন না।

দেব। যশোর থেকে তিনশ' বন্দুকধারী এসে গেছে। কবে রওনা হচ্ছি?

ব্র্যাণ্ডন। কাল ভোরে দুশ' গোরা আর আপনার আটশ'। টোটাল এক হাজার।

[দেবের সহিত মনোহরও ম্যাপের ওপর ঝুঁকিতেছিলেন, ব্র্যাণ্ডন ম্যাপ চাপিয়া ধরেন]

পাই। ওঁকে দেখাতে কোন বাধা নেই। উনি অত্যন্ত ইমানদার এক ভূস্বামী। আসুন ক্ল্যারে।

ব্র্যাণ্ডন। কাউকেই আমার মিলিটারি প্ল্যান দেখাই না।

পাই। বাহাদুর-উল-মুল্‌ক্‌, আপনি কখনই আমার পানীয় স্পর্শ করলেন না, আফশোসের কথা।

মনোহর। অভ্যেস নেই, কি করবো?

পাই। নাকি বিষের ভয়? [হাস্য। পাইরনের ইঙ্গিতে বিচিত্র সাজে সাজনের প্রবেশ]

সাজন।
সামাল সামাল ও বাঙালি
সামাল দে তোর ঘর
কেন বাসভবনে পরকে এনে
নিজে হচ্ছিস পর
তোর লক্ষ্মীর কৌটো যাচ্ছে চুরি
তুই হুঁস করলি কই—

কৃষ্ণ। এ অসহ্য! কালো দেখে নামলাম জলে, জল হোলো এক গলা। এই ছোটলোক চাষীর গান আজ দু'কানে বিষ ঢালছে।

সাজন। চাষা চাষা করে রে ভাই ঘৃণা কোরো না। চাষা-না থাকিলে বাবুর ভুঁড়িটি হত না।

কৃষ্ণ। পাইরন সাহেব, এই চাঁড়াল চুপ না করলে আমার বাসরঘরে চাবি দিয়ে শ্বশুরঘর যেতে হবে। আমার অন্তরাত্মায় আগুন ধরেছে, কালবিষে দেহ জর্জর। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

[বিহ্বলভাবে বসেন। পাইরনের ইংগিতে সাজন ও শত্রুঘ্নর প্রস্থান]

পাই। বাহাদুর-উল-মুল্ক, আপনি বসুন। আপনার স্বর্গত পিতাঠাকুরের সঙ্গেও আমার আলাপ ছিল, জানেন ?

মনো। জানি। [তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। পাইরন একটি ফাইল খোলেন]

পাই। এসব তাঁর কাগজপত্র। আপনাকে দেব ভাছিলাম কিছুদিন থেকে।

মনো। তাঁর কাগজাৎ ? কিসের কাগজাৎ ?

পাই। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি যে তাঁর কোন সন্তান নেই।

মনো। অর্থাৎ ?

পাই। এ চিঠি তিনি লিখেছিলেন গভর্নর জেনারেল মেটকাফ্‌কে। তিনি, নিঃসন্তান। তাঁর পুত্র হিসেবে পরিচিত মনোহর রায় আসলে দত্তক পুত্র এবং জারজ। এখন আপনি জানেন নিশ্চয়ই, বোঁলে গভমেণ্টের রেগুলেশন থি্‌র্‌তে দত্তক, পালিত বা জারজ পুত্র গদীতে বসতে পায় না। যদি তথ্য গোপন রেখে কেউ বসে, তার দীপান্তর হয়।

মনো। [লাফাইয়া উঠিয়া] জাল ! সব জাল !

পাই। সে আপনি আদালতে প্রমাণ করবেন 'খন দশ বছর ধরে। ইতিমধ্যে রেসিডেণ্ট জেনারেল হিসেবে আমি আপনাকে গদীচ্যুত করলাম।—এবং এখুনি বারাসত জেল-এ আপনাকে বন্দী করার আদেশ দিলাম।

[কাগজ দেন রামকে]

মনো। বানিয়া ! তোমরা আমার দশ পুরুষের সম্পত্তি কেড়ে নেবে জালিয়াতি করে ? আমাদের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে কলঙ্ক লেপন করবে ?

ব্র্যাণ্ডন। ট্রেইটর ! তিতুমীরের সঙ্গে হাত মেলাতে লজ্জা হয় না ?

দেব। এ ঐ ছোটলোক হার্মাদদের দলে ভিড়েছিল ?

কৃষ্ণ। [ফাটিয়া পড়েন] বনেদী ঘর। বংশ মর্যাদা ছাড়া কথা কয় না। জেহ-সংগারের সনদ ! দারুণ পীরিতে আমায় কালান্ত করলো গো ! এ একটা জারজ ! এর জন্মের ঠিক নেই !

[অগ্রসর হন]

রাম। না, গায়ে হাত দেয়া চলবে না। এ কোম্পানীর কয়েদি। চলুন মিয়া !

মনো। বানিয়া। মুৎসুদ্দি। জালিয়াতের দল ! তোদের বংশ নীচ, দোকান-দারী তোদের খুনের মধ্যে।

[দারোগা তাঁহাকে লইয়া যায়]

কৃষ্ণ। সম্বন্ধীকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখুন গারদে ! রাধা যেন রাখে তার ফুল বিছানা পাতিয়া ! শয়তানটা মোগলাই জারজ।

পাই। লেট ইট বি এ লেসন টু অল অফ আস। ভদ্র মহোদয়গণ, এটা ভুলে যাবেন না জমিদারদের মধ্যে জারজ টারজের সংখ্যা খুব বেশি। আমার কাছে আরও অনেক কাগজ আছে। অনেক অনেক কাগজ। কে কী করতে চান ভাল ক'রে ভেবে তবে করবেন। [কৃষ্ণ ও দেব রীতিমতন চিন্তিত হইয়া পড়েন]

বিজ্ঞপ্তি

২রা নভেম্বর ১৮৩১

[নারকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লার অভ্যন্তর। সকল সশস্ত্র যোদ্ধা জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। মিসকিন শা বুরুজ হইতে ঘোষণা করিতেছেন—]

মিসকিন। যে কোন জেহাদে চাই হুকুমৎ, রিয়াসত—একটা সরকার—যে হবে দেশের ইনসানের মনের ইচ্ছা, তার মনের কথার প্রতিধ্বনি, তার ইমান-ইজ্জৎ হকিকতের প্রহরী। তাই এই তরবারীর জোরে আমরা ঘোষণা করছি—

আজ থেকে সুবে বাংলায় ফিরিংগি শাহী আর নেই, আমরাই হচ্ছি সরকার, আমরাই শাহী সুলতানিয়ৎ, আমরাই একমাত্র শাসনকর্তা।

[প্রবল উত্তেজনায় যোদ্ধগণ শূন্যে বল্লম তলোয়ার বন্দুক উত্তোলিত করিয়া জয়ধ্বনি করিতে থাকে]

আজ থেকে জেহাদের যিনি নেতা তিনিই সুবে বাংলার একমাত্র শাসক— হজরৎ মীর নিসার আলি।

[তিতু উঠেন, নামিয়া আসেন, যোদ্ধগণের মধ্যে চলিতে চলিতে বলেন—]

তিতু। শুধু ফিকিংগিশাহী শেষ নয়, আজ থেকে বাংলায় কোন জমিদারের কোন অধিকার আর নেই। এক বিঘৎ জমি বা এক দানা ধানে তাদের দখলিয়ানা আমরা মানি না। সব আমাদের, সব চাষীদের।

[জয়ধ্বনি]

গতকাল খানকাশরীফ আক্রমণ করে আমরা ব্রটিশ সেনানায়ক মাগুয়ারকে পদ্মাপার করে দিয়েছি, আর আদালত পুড়িয়ে দিয়েছি, পুড়িয়ে দিয়েছি সব দলিল দস্তাবেজ যার উপর মূর্খ চাষীর টিপসই নিয়ে ওরা আমাদের গোলাম বানিয়ে রাখে। আর মতিউদ্দিন যদি গাফিলতি না করতো তবে উকিল শীতল বাঁড়ুয্যের শবদেহ ভাসতো পদ্মায়। মুজাহিদ মতিউদ্দিন তাকে পালাতে দিয়েছে।

মতি। হুজরৎ, সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাতজোড় করে কাঁদতে লাগলো—

তিতু। তুমি ওমনি গলে গেলে। ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়ে কত হিন্দু মুসলমান চাষী কেঁদেছে পঞ্চাশ বছর ধরে, সে কিন্তু গলে নি। জমিদারের হয়ে জমি-ঘর-লাঙল ক্রোক করিয়েছে।

মতি। সে তো আইনের ব্যবসা করে—

তিতু। আইন-আদালত পোড়াতে হবে। এ আইন আমাদের আইন নয়। শোষণের আইন। মৈজুদ্দিন চাচা তোমার কপালের জখম কেমন আছে ?

মৈজু। ভাল, ভাল, কোন ব্যথা নেই।

তিতু। বয়স হয়েছে, অমন আগে আগে ছুটনা তো। এলাকার সব জমিদারদের চিঠি পাঠানো হয়েছে, খাজনা দেবে নারকেলবাড়িয়াকে, বৃটিশকে নয়। যে মানবে না, তারই জান নেওয়া হবে, ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হবে। হাকিম মোল্লা তুমি কাল খানকা শরীফের যুদ্ধে ছিলে না কেন ?

হাকিম। [সভয়ে] জ্বর হয়েছিল হজরত।

তিতু। ও! ইনশা আল্লা আমরা কিছু দিনের মধ্যে বারাসত আক্রমণ করতে পারবো। গ্রাম থেকে পালিয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে যত জমিদারের দল আর ফিরিংগি নীলকরেরা। যে আমাদের হাতে পড়বে সেই যেন শেষ হয় তক্ষুনি। কৈলাস! পুঁড়ায় পাইক হরি সর্দারকে তুমি মারলে না কেন ?

কৈলাস। সর্দার, হরি—হরি আমার চেনা নোক, জখম হয়েছিল। রক্ত ঝরছিল তার পেট থেকে। আমার মারতে মন সরেনি।

তিতু। উচিত ছিল তার মুণ্ডুটা নামিয়ে দেয়া ধড় থেকে। [হঠাৎ গর্জন করিয়া] কাটতে হবে, ছিন্নভিন্ন করতে হবে, একেবারে শেষ করে দিতে হবে, যাতে তোমাদের মনগুলো রক্তের স্বাদ পায়। [শান্ত স্বরে] হিংস্র হয়ে ওঠো, নইলে হেরে যাবে।

রাবেয়া। [মৃদুস্বরে] হজরত আলি বদলে গেছে। চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে।

মৈমুনা। হ্যাঁ। হজরৎ রাত্রে ঘুমোন না। বিশ্রাম নেই।

রাবেয়া। বলো বিশ্রাম করতে।

মৈমুনা। বাবা, ভয় করে।

রাবেয়া। এ কি মেয়ে। নিজের খসমের সঙ্গে কথা কইতে ভয় পায়। আমি বলছি।

[তিতু গোলামের সহিত মৃদুস্বরে কি কথা কহিতেছিলেন। রাবেয়া নিকটে আসে।]

হজরতের কিন্তু বিশ্রাম দরকার। [কেহ কর্ণপাত করে না]

মতি। এই চেংড়ি, ডালের কোকিল বোবা হইল তোর কেন এমন রা। মরবি।

রাবেয়া। [গলা খাঁকারি] হজরতের কিন্তু নাশতা হয়নি এখনো, রাত্রে ঘুমও হয়নি।

তিতু। যাও।

রাবেয়া। [রাবেয়া প্রায় ছিটকাইয়া ফিরিয়া যায় নারীদের কোণায়। হাকিম এইবার উঠিয়া ধীরে ধীরে পিস্তল টানিতে থাকে। সকলে একত্রে কথা কহিতেছে, নানা সুখদুঃখের কথা। সেই ফাঁকে সে তিতুকে হত্যা করিতে চায়। ছুটিয়া প্রবেশ করে সাজন ; সে তিতু ও মিসকিনকে একান্তে টানিয়া আনে]

সাজন। হজরত, গুপ্তচরের হদিশ পেয়েছি।

মিস। কে সে ?

সাজন। পাইরণ সাহেবের ঘরে দেখেছি একটা রূপোর তাবিজ, বড়ো। তাতে আরবিতে লেখা—

মিস। কার ছিল তাবিজ ? [সব যোদ্ধাদের দিকে শ্যেণ দৃষ্টিতে দেখেন)

তিতু। ভাবছি। দেখেছি যেন কার গলায় রোদে চকচ করে উঠে। (হঠাৎ) হাকিম মোল্লা এদিকে এস তো। (উপরে দেখাইয়া) ঐ যে বুরুজটা, ওর গাঁথুনি শক্ত হয়নি। দেখছ ? কাঁচা রয়েছে, মাটি পাকেনি।

হাকিম। (উপরে দেখিয়া) আমি—আমি আজই লোক লাগাবো। (নীরবতা। সে উঠে তাকাতেই তিতু তাঁহার কণ্ঠদেশ দেখিয়া লন)

তিতু। কি ভাবছ ?

হাকিম। কিছু না হুজুর।

তিতু। হাকিম মোল্লা, তুমি এই বাঁশের কেল্লা তৈরীর কাজে যে সাহায্য করেছ তার তুলনা নেই। আজ সব মোমিনের সামনে আমি তোমায় আলিংগন করতে চাই। এস, বুকে এস।

হাকিম। হজরত, এতবড় খুশনসীব আমি—

[আলিংগনাবদ্ধ হইয়া হাকিম অস্পষ্ট কাতরোক্তি ব্যতীত কিছুই করে না। তারপর পড়িয়া যায়; তিতু ছোরা বিঁধাইয়া দিয়াছেন আমূল। সকলে কোলাহল করিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। তিতু পিস্তলটা বাহির করিয়া লন।]

তিতু। বাঃ বেশ ভাল অস্ত্রটা।

[সাজন ও গোলামের সংগে পরামর্শ]

মিস। গুপ্তচর! ফিরিংগির গুপ্তচর! হজরতকে খুন করতে এসেছিল। বাদাড়ে নিয়ে ফেল মুদা, শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাক।

[দেহ টানিয়া লইয়া যান কৃষকগণ]

তিতু। তারপর সবাই তৈরী হও। যেতে হবে লাউঘাটি। গোরা ফৌজকে পথ দেখিয়ে আনছে দেশদ্রোহী দেবনাথ রায়। ঘিরে ধরে মারতে হবে।

[জঙ্গালীর হাত হইতে সশব্দে তীরের ফলা পড়িয়া যায়। ততক্ষণ রাবেয়া, মৈমুনা, তিতু ও মিসকিন ব্যতীত প্রাঙ্গনে কেহ নাই, ছুটাছুটি পড়িয়া গিয়াছে, বাহিরে দামামা বাজিতেছে।]

জঙ্গালী। দেবনাথ রায়। দেবনাথ রায়!

রাবেয়া। কি হোলো তোমার?

জঙ্গালী। অনেক দিন থেকে এ দিনটার ভয়ে একা শুয়ে কেঁপেছি। আজ এসে গেছে সেই ভয়ঙ্কর দিন। দেবনাথ রায় আসছে।

রাবেয়া। ভয়ের কী আছে? দেবনাথকে ওরা কুপিয়ে মেরে আসবে।

[বুক চাপিয়া জঙ্গালী হাহাকার করিয়া উঠে। তিতু ও মিসকিন নিকটে আসেন]

কাঁদছ কেন? কী হয়েছে? দেবনাথ বাঁচবে না।

জঙ্গালী। একেক কথায় পাঁজর খসে যায়, বুকে লাগে শেল। পোড়া কপালী জানিস না কী বলছিস। দেবনাথ আমার ছেলে, আমি তাকে পেটে ধরেছি, বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি।

তিতু। কী বলছ তুমি?

জঙ্গালী। ওর বাবার দাসী ছিল তোমার এই বোন, ভুলে গেছ? রাণীর তো বাচ্চা হয়নি, হয়েছিল আমার। তারপর ছেলে আট বছরে পড়তে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিল পথে, পাছে মা তার ছেলেকে কখনো বলে ফেলে আমি তোর মা। আমি তার দাই মা হয়ে কাটিয়েছি অসহ্য দিনগুলো।

[তিতু স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়েন]

জঙ্গালী। একবার—একবার গিয়ে বলতে দাও আমি তার মা। মরার আগে শুনে নিক।

মিস। [হাসিয়া উঠেন] পাপের আঁস্তাকুড় জমিদারের প্রাসাদ। ছেলে তোমায় মা বলে মানবে? এঁ্যা? পা ছুঁয়ে কদমবুসি করবে ভাবছো? মায়ের চেয়ে ওঁদের কাছে বংশ বড়। বাপের মতনই পদাঘাতে তোমার মুখ রক্তাক্ত ক'রে দেবে, যে পেটে পয়দা হয়েছে সেই পেটে লাথি মারবে।

রাবেয়া। [চীৎকার করিয়া] ফকির তুমি পাগল। তোমার ছেলে নেই। তুমি পুরুষ, মা কাকে বলে জান না। তোমার কথাগুলো বিষমাখা তীর। একে তুমি মেরে ফেলছ কথা ছুঁড়ে ছুঁড়ে।

জঙ্গালী। আমাকে একবার অনুমতি দাও সর্দার, আমি লাউঘাটি গিয়ে—লাউঘাটি গিয়ে—।

মিস। লাউঘাটি গিয়ে?

জঙ্গালী। প্রথমে একবার প্রা—ণ—ভ—রে তার মুখখানা দেখবো। তারপর—তারপর—তাকে বুঝিয়ে বলবো, ফিরে যাও গোবিন্দপুর। যুদ্ধ কোরো না। যদি সে ফিরে চলে যায়, তবে তো তাকে মেরে ফেলবার কোনো প্রয়োজন হবে না। হবে?

মিস। [উন্মাদের মতন হাসেন। প্রায় নৃত্য করিতে থাকেন] যুদ্ধে কে মা, কে ছেলে, কে পিতা? রাবেয়া তুমি বললে আমার ছেলে নেই। ছিল। ছেলে ছিল। ছয় ছেলে। সব মরেছে ফিরিংগির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে।

দুজন মরেছে আমার কোলে মাথা রেখে। কিন্তু আমি হেসেছি। তোমার কী বিশেষ অধিকার আছে হাসিনা বিবি? আমার ছেলেরা মরেছে, তোমার ছেলে বাঁচবে কেন?

রাবেয়া। [অসহ্য ক্রোধে] ছেলেদের মরতে দেখে তুমি পাগল হয়ে গেছ, ফকির। তোমার ছেলেরা মরেছে বলে কারুর ছেলেকে বাঁচতে দেবে না তুমি? এত হিংসে? মধুর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে যেমন জায়েদা দিয়েছিল ইমাম হাসানের হাতে, তেমনি তোমার কথায় সব সময়ে মিশে থাকে হীরের গুঁড়ো। কলজে কেটে যায় শুনলে। এত ঘৃণা, এত খুন, এত নফরৎ, এ আমাদের আসে না। আমরা অন্য জাতের মানুষ।

জঙ্গালী। পেটের ছেলেকে একবার বাঁচাবার চেষ্টা করা কি অপরাধ, সর্দার?

[তিতু মুখ তুলিলেন]

তিতু। এই জন্যেই বলেছিলাম, আমাকে কাঁটার মুকুট পরিও না, আমার হাতে দিও না জেহাদের তরবারি। সইতে পারবে না—তোমরা সইতে পারবে না—তিতুমীরের ঘূর্ণীঝড়ে তোমরা আছড়ে পড়বে, আশ্রয় খুজবে পুরাতন ধরিত্রীর ভালবাসায়। কখন যেতে চাও লাউঘাটি?

জঙ্গালী। [উদ্দীপ্ত] এখুনি—এখুনি রওনা হতে পারি।

তিতু। দেবনাথ লাউঘাটিতে ছাউনি ফেলবে চার দিনের মধ্যে। আগে থেকেই সে এলাকা ঘিরে রাখবো আমরা। নির্বোধরা জানেও না তারা সোজা ঢুকে আসছে আমাদের বেষ্টনীর মধ্যে। তুমি যদি না পারো ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে, তাহলে তুমি ছাউনি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আক্রমণ করবো। তুমি মা, তাই আশা করি ছেলেকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে, কেননা যদি না পারো তবে অবশ্যই ছেলেকে হারাবে। তাকে আমি মেরে ফেলবো।

[দ্রুত প্রস্থান করেন]

বিজ্ঞপ্তি

৮ই নভেম্বর ১৮৩১ লাউহাটি

[বৃটিশ ছাউনি। একটি তাঁবুর সম্মুখে বারুদের পিপেকে টেবিল বানাইয়া মদ্যপান করিতেছেন ব্রাগুন, দেবনাথ ও রামরাম, পশ্চাতে মুচিরাম]

ব্র্যাগুন। বাজি ফেলবেন? কাল কত বাঙালি মারবো বলুন তো? আমি একা মারবো একশ। ফেলবেন বাজি?

দেব। অত সহজ নাও হতে পারে।

ব্র্যাগুন। বেশতো, বাজি ধরুন, হাজার টাকা জিতে নিন। বাঁশের কেল্লায় একশ বাঙালি মরবে ব্রাগুনের হাতে। [খানসামার প্রবেশ]

খানসামা। রাত্রে খাবার কী দেব হুজুর?

ব্র্যাগুন। ভাল কাটলেট আর শ্যাম্পেন।

রাম। এদেশে অত গুরুপাক খাদ্য খেতে নেই। কারি খান আর ভাত।

ব্র্যাগুন। ক্রাইপ্‌স ভাত খেলে যুদ্ধ করবো কি ক'রে! বাঙালি হয়ে যাবো।

রাম। গরম জামাটা নামান গা থেকে স্যার, শীত একদম নেই।

ব্র্যাগুন। উলঙ্গ হয়ে থাকবো?

[এক বৃটিশ সৈনিক আসিয়া দেবকে একটি আংটি দেয়]

দেব। এটা কি?

টমি। একজন মহিলা দেখা করতে চান।

দেব। [আংটি দেখিয়া] বাবার আংটি। গোবিন্দপুর এস্টেটের সীল শুদ্ধ। নিয়ে এস। [টমির প্রস্থান]

দেখুন তো চক্কোত্তিমশাই।

রাম। হ্যাঁ, গোবিন্দপুরের কোট-অফ-আর্মস্‌।

মুচি। সন্দেহ নাই।

দেব। সন্ধেবেলায় একটু মৌজ করবো, তার উপায় নেই। স্বর্গত পিতাঠাকুরের

নানা ঝুটঝামেলা, রক্ষিতা-বেশ্যা ঘাড়ে এসে চাপবে। তাঁর এগারোজন রক্ষিতাকে এখনো মাসোহারা দিতে হয়। [জঙ্গালীর প্রবেশ। রাম উঠিয়া দাঁড়ান তড়িৎগতি]

রাম। এ জঙ্গালী।

মুচি। এ সেই পাগলিনী, যে নীলকুঠিতে আগুন দিত।

দেব। কি? কে আপনি? কি চাই?

জঙ্গালী। আমি তোমার······তোমার দাই-মা। তোমার তো মনে নেই নিশ্চয়ই। আমারই মনে নেই। তুমিই দেবনাথ তো?

দেব। হ্যাঁ। আপনি, আমার দাই-মা ছিলেন?

জঙ্গালী। হ্যাঁ।

দেব। তা এখানে কি চাই?

জঙ্গালী। আমি তোমার সঙ্গে একটু—একটু আড়ালে কথা বলতে চাই।

দেব। সেটা সম্ভব নয়। যা বলার আছে তাড়াতাড়ি বলুন।

রাম। [হঠাৎ] দিস উওম্যান মে বি এ স্পাই। এ ছিল বিপজ্জনক অপরাধী। একে এরেষ্ট করা উচিত।

মুচি। এর হাতে এখুনি জিঞ্জির পরাতি হবে।

ব্র্যাণ্ডন। সিট ডাউন স্যার। মহিলাদের সম্মান করতে শিখুন। নইলে শেখাবো।

দেব। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বলুন কি বলতে চান।

জঙ্গালী। আমি শুধু বলতে এসেছি, তুমি যুদ্ধ কোরো না। এখান থেকেই ফিরে যাও গোবিন্দপুর।

[দেব হাসিয়া উঠিলেন]

রাম। বললাম না স্পাই? বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের তাড়াতে চায়।

ব্র্যাণ্ডন। তাতে ক্ষতি কি? না বুঝলে সুঝলেই হোলো। দেবনাথ তো আর শিশু নয়, যে বোঝালেই বুঝবেন।

দেব। কেন ফিরে যাবো? ভয়ে? তিতুমীরের ভয়ে? তিতুমীরকে ধরে

কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেব। বুঝলেন?

জঙ্গালী। তুমি জানো না কি বলছ। তুমি পারবে না। তুমি হেরে যাবে।

দেব। কেন? তিতু এখন কোথায় আপনি জানেন?

জঙ্গালী। না [হঠাৎ] আমি ভেবেছিলাম—ভেবেছিলাম তুমি এই এইটুকু। আমার—আমার কোলে। তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ। আমার চোখে ভাসছে শেষ দেখা চেহারাটা।

দেব। আপনি বোধ হয় কিছু পয়সা চান? এই নিন। আরো লাগলে গেবিন্দপুর যাবেন, ম্যানেজার দেবে। এবার যান।

জঙ্গালী। [হঠাৎ হাত ধরিয়া] পয়সা চাই না। জানো না কাকে কি বলছো। বাবা, আমার কথা শোনো। গোরাদের যুদ্ধ গোরারা করুক, তুমি চলে যাও এ তল্লাট ছেড়ে—

দেব। [হাত ছাড়াইয়া] দেবনাথ রায় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায় না। আপনি আমার জন্য চিন্তিত, কারণ আপনি আমাকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ থেকে—

জঙ্গালী। শুধু মানুষ করি নি, জন্ম দিয়েছি নাড়ী ছিড়ে।

[এক মুহূর্ত্ত নীরবতা]

দেব। কি? কি বললে?

জঙ্গালী। আমি—আমি তোমার মা।

দেব। [অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে] যা বললে তা আমি ভুলে যাবো যদি এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাও।

জঙ্গালী। চন্দ্রসূয্যি সাক্ষী আমি তোমার মা। তেরাত্রি না পোহাতে যেন আমি মরি যদি আমি মিথ্যে বলে থাকি।

দেব। [বিস্ফোরিত] বেরিয়ে যাও! দূর হও চোখের সামনে থেকে! এতবড় স্পর্ধা তোমার, তুমি গোবিন্দপুরের রায় বংশের মর্যাদায় কালিমা লেপন করো? আমাকে বলো জারজ!

ব্র্যাণ্ডন। বংশ মর্যাদার চেয়েও সর্বনাশা ব্যাপার হচ্ছে, আপনি ওর সম্পত্তিতে হাত দিয়েছেন। কারণ উনি জারজ প্রমাণ হলেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ওর জমিদারি কেড়ে নেবে।

দেব। সমস্ত শরীর রী রী করছে ঘৃণায়। তোমার মতন রাস্তার একটা বেশ্যার গর্ভে আমার জন্ম, একথা বলার অপরাধে তোমাকে চাবুক মারা উচিত। দেবনাথ রায়কে ওকথা বলে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ? আমার পুণ্যবতী মাতাকে অপমান ক'রে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবে? নির্লজ্জা পাপিষ্ঠা!

[চাবুক গ্রহণ]

ব্র্যাণ্ডন। এই হিন্দু, মহিলাদের গায়ে হাত দিতে নেই। আমার সামনে ওটা করবেন না।

দেব। তুমি যাকে কিনা?

জঞ্জালী। মেরো না। মারলে আমার অবশ্য লাগবে না। এ-দেহে ব্যথা আর নেই। কিন্তু মায়ের গায়ে হাত দিলে তোমায় পাপ লাগবে। সেটা কি আমি চাইতে পারি?

[দেব হঠাৎ চাবুক ফেলিয়া দিলেন]

দেব। চলে যাও।

জঞ্জালী। মায়ের আশীর্বাদ কিন্তু রইল। চাও বা না চাও, রইল।

[ধীরে ধীরে জঞ্জালীর প্রস্থান]

ব্র্যাণ্ডন। আসুন, মদ খান।

রাম। রায়মশাই, আপনি জঞ্জালীকে মারতে পারলেন না কেন জানেন? আপনার মনে আবছা সন্দেহ আছে, মেয়েলোকটা আপনার মা হতেও পারে।

দেব। আপনি বেশি মদ খেয়েছেন।

ব্র্যাণ্ডন। না, না, মা হতেও পারে। মুখের সাদৃশ্য আছে। আমি লক্ষ্য করেছি।

মুচি। বড় বান ডেকেছে সাগরে। [দেব নিরুত্তর]

ব্র্যাগুন। বি কোয়েট! আউট! আউট! [মুচির প্রস্থান] আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বাংলায় সুন্দর শুধ্ মেয়েরা। আপনারা বিশ্রী। কাগজে দেখছিলাম শিবপুরে জাগ্রত কলেরার দেবীর আবির্ভাব হয়েছে।

রাম। ওলা বিবি। হ্যাঁ।

ব্র্যাগুন। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ মানে কি? আপনিও বিশ্বাস করেন নাকি?

রাম। না, না, স্যার।

ব্র্যাগুন। হ্যাঁ, পথে আসুন। শিবপুরে নাকি রোজ লক্ষ মানুষের ভীড় হচ্ছে মেয়েটাকে দেখতে। আপনাদের সভ্য হতে অনেক দেরী আছে। [মদ্যপান] আমি বাঙালী মেয়ে বিয়ে করবো, চাঁপাকে বিয়ে করবো। তবে একটাই অসুবিধে। এদেশে যেসব ইংরেজ আছেন সবাই আমাকে তৎক্ষণাৎ বয়কট করবেন। রাখতে বাধা নেই, বিয়ে করলেই বেডলাম—হৈ হৈ কাণ্ড। টাকার কুমীর যত ইংরেজ ভণ্ডের দল। অবশ্য আমি ওদের মতামতের তোয়াক্কা রাখি না। চাঁপাকে বিয়ে করবই।

রাম। আপনারা ইংলণ্ডে কী ছিলেন? জমিদার?

ব্র্যাগুন। [হাসিয়া] ইংলণ্ডে জমিদারদের এমন সুখের স্বর্গ নেই। এই যে এঁরা হাতে মাথা কাটেন, তেমনটা ওখানে নেই। ওখানে সওদাগরী রাজত্ব। না, আমি শেফীল্ডের এক পাদ্রীর ছেলে। নইলে আর কার ঘাড়ে বন্দুক দিয়ে কুচকাওয়াজ করিয়ে একটার পর একটা অবিশ্রাম যুদ্ধে পাঠাতে পারবে বলুন। এর মধ্যেই আমি উনিশটা যুদ্ধে লড়ে সেরেছি। [মদ্যপান]

রাম। স্যার ইজ এন ইনকমপ্যারাবল্ সোলজার।

ব্র্যাগুন। এই যে বাঙালিরা গুরুগম্ভীর ইংরিজি বলেন, এটা কিন্তু আমাদের ইংরিজি নয়। আমরা যে ভাষা বলি আপনারা বোঝেন না, ইংলণ্ডের মালিকরাও বোধ হয় বোঝেন না। ধরুন টিন মানে কী?

রাম। টিন।

ব্রাগুন। বা ডিব্‌স্‌, বা ব্লান্ট, বা ডাস্ট, বা রেডি, বা রাইনো। জানেন? জানেন না। এই সব কথার একটাই মানে—টাকা, মানি। বৃটিশ সভ্যতার প্রধান আশ্রয়।

[গুলির শব্দ ও কোলাহল। মুচির প্রবেশ]

মুচি। ঘিরি ফেলায়েছে! আসি পড়িছে তিতুমীর! জঙ্গল থেকে বারায়ে আসতিছে কাতারে কাতারে।

ব্র্যাগুন। সারপ্রাইজ এটাক! এমবুশ! গানার! বিউগলার!

মুচি। সব পালাচ্ছে পুবদিকে, কারে ডাকেন!

রাম। চুপচাপ ঘিরে বসেছিল এতক্ষণ। আসুন—পালাতে হবে।

দেব। [তলোয়ার টানিয়া] দেবনাথ রায় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায় না।

ব্র্যাগুন। একে সাহস বলে বলে না, বলে নির্বুদ্ধিতা। বাঁচতে হবে, যাতে আবার লড়তে পারি। এবং জিততে পারি।

দেব। চলে যান কাপুরুষের দল। দেবনাথ রায় একাই মরে প্রমাণ দেবে সাহস শুধু তিতুর দলের একচেটিয়া নয়।

ব্র্যাগুন। হি ইজ ম্যাড, লেট হিম ডাই। কোনদিকে যেতে হবে। পথ দেখান।

[রাম, মুচি ও ব্র্যাগুনের প্রস্থান। দেব তরবারি হস্তে ছুটিয়া বাহির হইতেছিলেন এমন সময়ে তিতু, মিসকিন ও অন্যান্যদের প্রবেশ। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহারা ঘিরিয়া ফেলেন দেবকে মিসকিন প্রথমে আঘাত করেন তারপর সকলে বারম্বার আঘাত করিতে থাকেন।]

নয়

[প্রান্তরে আগুনের চারিদিকে জয়োন্মত্ত মুজাহিদগণ নাচিতেছে মোশিয়া গানের সহিত]

॥ মোশিয়া গান ॥

বাজিল রণের ডংকা সাজিল নিসার আলি।
ঢাল নিল, খঞ্জর নিল সাজাইল দুলদুলি ॥
লাউঘাটিতে দেবু রায় এল কুক্ষণে।
শেরপুরে বেনো সাহেব ভংগ দিল রণে ॥
হুগলী গ্রামে গোরা সেনা কাঁদলো জনে জনে ॥
গোবর ডাঙার কালীবাবু কলিকাতায় ছোটে।
তার রাজ্য থেকে অগ্নিশিখা ঝলক ঝলক ওঠে ॥

[তিতু ও মিসকিনের প্রবেশ। সকলের অভিনন্দন জ্ঞাপন। পিছনে মৈমুনা ও রাবেয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে]

তিতু। উৎসবের কী হোলো। উৎসবের যোগ্যতা তোমাদের কোথায়? হচ্ছে না, কিছুতেই হচ্ছে না। আরো তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি চলতে হবে। গোবরডাঙা থেকে কালীপ্রসন্ন মুখুজ্যে পালালো কি করে? কারণ মতিউদ্দিন ঠিক সময়ে গিয়ে পৌছুতে পারে নি। [মৈমুনার হস্তে জল দেখিয়া] সরে যাও এখান থেকে।

মতি। গোবর ডাঙার চতুর্দিকে খালবিল ছড়িয়ে আছে যেন সসাগরা।

তিতু। খালবিলে তোমাদের জন্ম। খালবিলকে ভয় করবে গোরারা, তোমরা কেন? লাউঘাটি থেকে ব্লেরেনডন সাহেব আর রামরাম চক্কোত্তি পালালো কি করে? মাঠ ভেঙে পৌছুতে পারোনি। খালেও ভয়, মাঠেও ভয়।

মতি। হ্যাঁ, বাসি ভাতে দাঁত ভেঙে বসে আছি।

মৈতু। এবার কোনদিকে যেতে হবে?

তিতু। বাদুরিয়া। ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজণ্ডার নিজে আসছে এবার, সঙ্গে বরেণডন আর দারোগা মেটে চক্কোত্তি। এইবার দারোগা যদি পালায়, তোমরা বুঝবে তিতুমীরের ক্রোধ কী জিনিস। এই—দেখ এই মনে করো নারকেলবাড়িয়া, এই ছ'ক্রোশ উত্তরে বাদুরিয়া।

[ছোরা দিয়া মাটিতে আঁক কাটিয়া দেখাইতেছেন]

মতি। ও আমরা কী বুঝবো? লুকলুকানির গোলকধাঁধা—

অশ্বিনী। বুঝতে হবে। আমাদের সব বুঝতে হবে।

কৈলাস। ঐ গুণের বঁধুয়ারে চুপ করতি বলো তো।

ছিরু। এখন আমরাই সরকার, আর দুটো মানচিত্র বুঝবো না!

সুরথ। হ্যা, হ্যা, বোঝাও দেখি।

তিতু। ম্যাজিস্টেটের ফৌজ আসছে এইভাবে বাগুণ্ডি হয়ে—ও রাবেয়া, হাসিনাকে বলিস আমার তলোয়ারের মুঠিটা ঝালাই করতে হবে।

[উত্তর না পাইয়া মুখ তোলেন। রাবেয়া কাঁদিতেছে] কী হয়েছে? আমার আবাজান কোথায়? হাসিনা কোথায়?

রাবেয়া। তোমার কী মনে হয় হজরত? ছেলেকে মেরে এসে সবাই নাচছে, তাতে মায়ের কি যোগ দেয়া উচিত ছিল।

তিতু। [সজোরে]। হেঁয়ালি রাখো, কোথায় সে?

রাবেয়া। নিয়ে আসছি।

[সকলে অবাক হইয়া উঠিয়া আসে। জঙ্গালীকে লইয়া রাবেয়ার প্রত্যাবর্তন। জঙ্গালী চুলে ফুল গুঁজিয়াছে, বেশবাস ছিন্ন। তাহার কোলে আস্থাদী পুতুল। সে গান গাহিয়া পুতুল ঘুম পাড়াইতেছে।]

জঙ্গালী। না খাওয়ালাম ছেলেকে দুধ
না দেখলাম তার চন্দ্র মুখ

না কহিলাম স্নেহরসের কথারে।
যখন শিশু ক্ষুধায় জ্বলে কাঁদিবে মা-মা বলে
দেবতার প্রাণে নিশ্চয় বাজিবে রে।

তিতু। হাসিনা!

জঙ্গালী। [হাসিয়া] আমি মাঠে বসে ফুল নিয়ে খেললে
তোমাদের কী গো?
সংগের সাথীরা ভাই, বোলো তার ঠাঁই
দুধের শিশু রাখিতে যতন রে॥
কথা বলো না। কথা বলো না কেউ। ছেলে ঘুমিয়েছে।

রাবেয়া। মিসকিন শা ফকীর, তুমি করেছ ওর এই হাল। দেখ চোখ চেয়ে, তুমি করেছ।

মিস। আমি নই। করেছে যুদ্ধ, করেছে জেহাদ।

রাবেয়া। একটা প্রাণ ভিক্ষা দিলে তোমার জেহাদের কোনো ক্ষতি হেতো না। তোমাকে পেয়ে বসেছে তাজা খুনের পিপাসা।

মিস। প্রাণ ভিক্ষা দেয়ার আমি কে? দেবনাথ রায়ের প্রাণ ভিক্ষা দিলে সে বিনা দ্বিধায় একদিন নিজের মাকে হত্যা করতো। খানদানের ইজ্জৎ রক্ষা করার জন্য। শেষ রাখতে নেই, ওদের শেষ রাখতে নেই।

জঙ্গালী। চলি। এখন আমার অনেক কাজ। আসলে আমি দাইমা নই যে, আমি মা। অনেক কাজ। পেটে ধরেছি, আর কাজ করতে হবে না?

তিতু। হাসিনা, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

জঙ্গালী। [হাসিয়া] আনদানো পুকুরে বাঁধানো ঘাট। তাই সারি সারি ডালিম গাছ। বুঝলে কি না? এক ডালিমে লুচিমণ্ডা আর ডালিমে রস। তোমায় আবার চিনি নে? তুমি আমার সাত জন্মে শত্তুর।

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

খাবেয়া। যাই বলো ফকির—জেহাদা, দিনদুনিয়ার শাহী, শরীয়ত, হকিকত সব তুমি জানো হয়তো, কিন্তু মানুষের মনের খবর তুমি রাখো না।

মিস। মনের খবর? রাখি না? তাহলে কাদের জন্য এই যুদ্ধ? কিসের জন্য আশী বছর বয়সে বাংলা ঘুরে ঘুরে জেহাদের তরবারি চালনা? পাগল হয়ে গেছে? তার প্রতিকার আছে। হাসিনার হাতে অস্ত্র দাও, নিজের হাতে দুষমণ মারুক—আবার মারুক—বার বার মারুক—জালিমদের খুনে ধুয়ে যাবে মনের কালিমা।

[অবসন্ন তিতু বসিয়া পড়েন।]

তিতু। হঠাৎ ঘুমে আমার চোখ ভেঙে আসছে, শরীরের সব মাংসপেশী শিথিল হয়ে গেছে।

মৈমুনা। ছ' রাত্রি তোমার চোখে ঘুম নেই হজরত। ঘুমোও। শান্তিতে ঘুমোও।

[ধীরে ধীরে অন্য সকলে বাহির হইয়া যায়, এক মতি ব্যতীত। সে প্রহরায় দণ্ডায়মান।]

তিতু। কাল বাদুরিয়া—বাদুরিয়ার যুদ্ধ—

মৈমুনা। কাল ভোরে সেটা আলোচনা কোরো।

তিতু। সামান্য মানুষের মাথায় কাঁটার মুকুট—সে কি মানায়। কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। এজিদের হাতে বন্দী জয়নাল আবেদিন, বুকে বাইশমনী পাথর। সে যে কি চাপ এতদিনে বুঝেছি—

মৈমুনা। কথা বোলো না ঘুমোও।

[তিতু নীরব হইলেন। মতি আসিয়া নিজের চাদরে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করে]

দশ

বিজ্ঞপ্তি

বাদুরিয়া

১৪ই নভেম্বর, ১৮৩১

[প্রবল গুলিবর্ষণ, কোলাহল, লাল আসপি। কর্দমাক্ত ছিন্নবেশ আলেকজাণ্ডার, ব্র্যাণ্ডন, রামরাম ও মুচি প্রবেশ করেন একটি কামান ঠেলিয়া]

ব্র্যাণ্ডন। বীটন ওয়ানস মোর! আবার হারিয়ে দিয়েছে আমাদের। লাউবাটি, পুঁড়া, নুরনগর, হুগলী, পেরপুর, গোবরডাঙা এবার বাদুরিয়া— ইওরোপে কেউ বিশ্বাস করবে না একথা! দেয়ারস ওনলি ওয়ান অনারেবল ওয়ে আউট। অসভ্য বর্বরদের কাছে হেরে গিয়ে ক্যাপ্টেন ব্র্যাণ্ডনের একটিই সম্মানরক্ষার পথ আছে। টু শুট মাইসেল্‌ফ্‌! আমি মরবো!

[পিস্তল টানিয়া কপালে ঠেকান, আলেকজাণ্ডার ফেলিয়া দেন এক আঘাতে]

আলেক। ফেষ্ট দাই হ্যাণ্ড! শান্ত হোন! আপনি মরলে তত ক্ষতি নেই, এখানে পিস্তলের আওয়াজ হলে রেবেলরা ছুটে আসবে। তখন আমি মরবো। সেটা আমি চাই না। দারোগা, যেখানটায় আমি ঘোড়াশুদ্ধ পড়ে গেলাম সেটার নাম কী?

রাম। ভরভরিয়ার খাল।

আলেক। তাহলে এটা পূবদিক। [দূরবীন কষিয়া দেখেন]

ব্র্যাণ্ডন। মেয়েরা বেল ছুঁড়ছে গাছ থেকে। আর বৃটিশ ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে। নো, আই হ্যাভ নট লষ্ট ইয়েট। আবার লড়তে

হবে—এবং জিততে হবে। জেতার পর শোধ তুলবো ব্যাপক নারীধর্ষণ ক'রে।

রাম। ক'দিন আগেও মহিলাদের সম্মান দেখাবার কথা কইছিলেন।

ব্র্যাওন। আই শ্যাল টেয়ার আউট ইওর টাং।

মুচি। সাহেব যদি এমন আত্মঘাতী যুদ্ধ করেন, তবে সকলে মরবো।

আলেক। পীস, ফর হেভেন্‌স্ সেক। পেট্রল্‌স্ বেরিয়েছে! খালের ওধারে আমাদের খুঁজছে! [অন্যদিকে দেখেন] আর বোধহয় ফেরা হোলো না। ডনক্যাস্টার গেছেন কখনো? সেখানে পপলার গাছের বনে আমার একটি সুন্দর বাড়ি আছে। আর বোধহয় দেখতে পেলাম না!

মুচি। বড় বান ডেকেছে সাগরে। ওরা কি এইদিকে তাকায়ে আছে?

ব্র্যাওন। দারোগা, আপনার দেশ যেন কোথায়?

রাম। নৈহাটি স্যার। মুলাজোড়ের কাছে রাহুতাগ্রাম।

ব্র্যাওন। কলকাতার রূপচাঁদ মুখুয্যেও সেই গ্রামের মানুষ, তিনি বলছিলেন রাহুতার মাটির গুণের কথা। আপনার লয়ালটি কেমন? কোম্পানির প্রতি আপনার আনুগত্য কতটা? প্রভুভক্তি কেমন গভীর?

রাম। যা বলবেন আমি জানি। আমাকে এই কামান নিয়ে আপনাদের রিট্রীভ কভার করতে হবে। আপনারা আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন।

ব্র্যাওন। ইয়েস, ঠিক তাই।

রাম। আপনারা জানেন তিতুমীরদের পুঞ্জিভূত ঘৃণা আমার মাথায় বিস্ফোরিত হবে, আমাকে নিয়ে ওরা গাজনের সন্ন্যাসীদের শবখেলা নৃত্য করবে, তবু—

ব্র্যাওন। এতদিন কোম্পানির নিমক খেয়েছো, টাকার পাহাড় গড়েছো, আজ বিপদের সময়ে পালাবে? বেইমান বাঙালী!

রাম। আমি কি বলেছি পালাবো? যদিই বা পালাতে পারি আপনারা কি ছেড়ে কথা কইবেন তখন? আমাকে সপরিবারে হত্যা করতে কি আটকাবে আপনাদের?

ব্র্যাগুন। যা বলেছেন। হুকুম না মানলে, পরে ফাঁসি দেব আপনাকে বসির-হাটের বাজারে নিয়ে গিয়ে। বন্দুক নিন, ওখানটায় গিয়ে দাঁড়ান। দস্যুরা খাল পেরোতে চেষ্টা কোরলে গুলি চালাবেন। আধঘণ্টা আটকে রাখুন ওদের। তারপর পালাবেন।

রাম। পরাজিত ইংরেজ বড় হিংস্র জন্তু।

মুচি। হুজুর, বন্দুক তাক করি ধরি থাকেন, যতক্ষণ না আমরা পলায়ে যাই।

আলেক। দিস ওয়ে রিচার্ড।

[সাহেবদ্বয়ের প্রস্থান। রাম বন্দুক লইয়া পাহারায় দাঁড়ায়। উন্মাদের ন্যায় আচরণ বিড় বিড় করিয়া কহেন।]

রাম। ইয়েস স্যার! বাহুতার মেটে চক্কোত্তি প্রভুভক্তির পরীক্ষা দেবে। সুযোগ সুদিন বয়ে যায়, মালধনে পরিত্রাণ নেই, ঘুষের টাকা ওপারে নিয়ে যাবি? [গান করিয়া]

মজালি মন প্রভুর সেবায়। বেদশাস্ত্র ছাই ভস্ম,
খ্যাপা তুই মরলে সংগে কে যাবে রে?
মুচিরাম ভাণ্ডারীও নয়।
[কী দেখিয়া চমকিত হইয়া গুলি চালান]
মেঠে চক্কোত্তি মরে গিয়ে গৌরাংগ গোরাদের
বাঁচাবে! আয় নেড়ের দল!

[অপর দিক হইতে গোলাম মাসুদের প্রবেশ ও কুঠারাঘাতে রামকে ভূতলে নিক্ষেপ। উল্লাসে হিংস্র চীৎকার করিয়া কৃষকদের প্রবেশ ও রামকে প্রহার। সর্বশেষে তিতু ও মিসকিনের প্রবেশ]

মিস। দাঁড়াও। একটু একটু করে কাটো! সহজে ইবলিসের বাচ্চাকে মরতে দিও না।

[নির্যাতনে রাম চীৎকার করেন। এমন সময়ে ভীড় ঠেলিয়া আসেন ভুগুয়ালী, হাতে দা]

মিস। এবার সরে দাঁড়াও। যার বদলা নেয়া দরকার তাকে নিতে দাও।

জঙ্গালী। [আঘাত করিতে করিতে] সাহেবের কুঠিতে আর মেয়ে বেচবি? কুলবধূর সিঁদুর আর মুছবি? হাতের নোয়া আর খুলবি? আর বোরখা ছিঁড়বি কখনো? [তারপর দাঁড়াইয়া ফলাফল দেখে। ইতিমধ্যে অন্য মেয়েরাও আসিয়াছে, কালো পোষাকে আবৃত, সশস্ত্র] এটা মরে গেছে। পরের যুদ্ধ কোথায় হবে? [সজোরে] পরের যুদ্ধ কবে?

রাবেয়া। হবে চাচী, শিগগিরই হবে। বোসো, বোসো এখানে। পানি খাও, হাঁপ ছাড়ো দুদণ্ড।

জঙ্গালী। হাঁপ ছাড়বো? সময় আছে বসার?

রাবেয়া। আছে, অনেক সময় আছে। বোসো।

[অন্যদিকে তিতু, মিসকিন ও গোলাম আলোচনা করিতেছিলেন। সাজন গাজির প্রবেশ।]

সাজন। উঃ, দম বেরিয়ে গেছে তোমার পেছনে ছুটে। নুতন গোরা ফৌজ আসছে নদী ধরে, খোদ কলেক্টর সাহেব রয়েছে সামনের বজরায়।

তিতু। ইংরেজ পর পর হামলা করে, হাঁপ ছাড়তে দেয় না। জবরদস্ত লড়িয়ে।

সাজন। আর এই নকশাটা দেখ। এখান থেকে পালিয়ে গোরা ফৌজ যাচ্ছে গোকনা। সেখানে জমিদার রায়নিধি হালদার তাদের আশ্রয় দেবে আর কৃষ্ণ রায় এসে যোগ দেবে পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে। তারপর দুদলে মিলে আবার এদিকে এগুবে।

[তিতু ক্ষিপ্র হাতে নকশাটা কাড়িয়া লন]

তিতু। কোথায় পেলে এই নকশা?

সাজন। পাইরন সাহেবের পড়ার ঘরে। চুরি ক'রে এনেছি।

তিতু। গোকনা থেকে এগুতে আর দেব না। কাল রাত্রেই গোকনা নেব। তোমরা কি সব শুয়ে পড়লে?

মতি। হজরত, সব সাড়ে তিন হাত জমির জোতদার হয়েছে। লম্বা হয়ে পড়ে আছে খালের ধারে।

তিতু। সবাইকে তোলো। এখুনি রওনা হতে হবে।

মতি। হজরত সব জীববার ক'রে কালীমাতা হয়েছে, উঠতে বোধহয় লারবে।

তিতু। [মুখ তুলিতে মতি পিছু হটে] সবাই উঠবে, অস্ত্র নেবে, তারপর আমার মশালের পিছু পিছু হাঁটবে। বলে দাও। [মতির ভীত প্রস্থান, অন্যদের গাত্রোত্থান]

জঙ্গালী। হ্যাঁ, চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে, সময় বয়ে যাচ্ছে।

রাবেয়া। হ্যাঁ চাচী যাবো, এখুনি যাবো।

তিতু। গোলাম মাসুম, তুমি কলেক্টরের ফৌজকে নেবে বার ঘরিয়ার ঘাটে ; আমি নেব গোকনা—বরেনডন আর কৃষ্ণ রায়কে।

[পরামর্শ চলিতে থাকে।]

এগারো

বিজ্ঞপ্তি

গোকনা

১৫ই নভেম্বর, ১৮৩১

[কুঠীতে বসিয়া ব্র্যাণ্ডন মদ্যপান করিতেছিলেন ; চাঁপা তাঁহার বুট খুলিয়া পদধৌত করিতেছে। অদূরে কৃষ্ণ রায় দণ্ডায়মান।]

কৃষ্ণ। খানসামা! হুকা-বরদার! খিদমতগার!

ব্র্যাণ্ডন। ডোণ্ট শাউট। নেশা কেটে যাবে।

কৃষ্ণ। ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না সাহেব। চাকরবাকরগুলো সব কোথায় হাওয়া হয়ে গেল? শয়তানের আঠারোখানা! ষড় করেছে কিছু।

ব্র্যাণ্ডন। চুপ ক'রে বসুন। কলেক্টর সাহেব তিতুমীরকে বেঁধে আনছেন এতক্ষণে। তাতে অবশ্য রিচার্ড ব্র্যাণ্ডনের খুসী হবার কারণ নেই।

তিতুমীরের হাতে মার খেয়ে ব্র্যাণ্ডনের শিরদাঁড়া ভেঙেছে। সে এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

কৃষ্ণ। কাল ভোরবেলায় নারকেলবাড়িয়া রওনা হতে হবে, এখন অত মদ খাচ্ছেন কেন? কেউ কাঁদে হাটেবাটে, কেউ কাঁদে পুকুরঘাটে। কোন কান্নায় এমন মাল টানা?

ব্র্যাণ্ডন। মাঝরাতে মদ খেলে ভোরবেলা রওনা হওয়া যায় না, আপনাকে কে বলেছে?

[চাঁপার প্রবেশ ছিন্ন মলিন বেশে]

ব্র্যাণ্ডন। What the devil do you want here?

চাঁপা। গোকনার চৌরাস্তায় নাকি তিরিশটা মেয়ের লাস পড়ে আছে?

ব্র্যাণ্ডন। তুমি এঘরে ঢুকেছ কেন? বহুবার বলেছি তুমি এদিকে আসবে না।

চাঁপা। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। এ গ্রামের সব যুবতী মেয়ে মরলো কি ক'রে?

ব্র্যাণ্ডন। আমি হুকুম দিয়েছি, বৃটিশ সোলজাররা ধর্ষণ ক'রে মেরেছে—তাতে হয়েছে কী? তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? আমার কাজের বিচার করতে বসেছ নাকি?

চাঁপা। না, সে অধিকার আমার নেই, আমি জানি। আমি রক্ষিতা মাত্র। কিন্তু তোমার এ কী হোলো সাহেব? তুমি তো ছিলে নারীর সহায়, বিনয়ী ভদ্র—কিছুদিনের মধ্যে তুমি এভাবে আমার চোখের সামনে মরে গেলে কেন? দেখতে দেখতে একটা নরপিশাচ হয়ে উঠলে কবে?

ব্র্যাণ্ডন। [মদ্যপান] তিতুমীর করেছে আমার এ হাল। বাঙালী দস্যুরা করেছে। তারা আমার সৈনিকদের ধরে ধরে ফাঁসি দিয়েছে লাউঘাটিতে, বাদুরিয়ায়। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] বাংলাকে এমন শাস্তি দেব যেন কয়েকশ' বছর ধরে বাংলার মায়েরা রিচার্ড ব্র্যাণ্ডনের নাম নিয়ে শিশুদের ভয় দেখায়।

কৃষ্ণ। মানে একে বলে বউ বিলিয়ে কাছারির লাথি হজম করা। যুদ্ধে হেরে গিয়ে সাহেব বাড়ির রাঁড় বউ-এর ওপর শোধ তুলছেন।

ব্র্যাগুন। [গলা টিপিয়া] মুখ সামলে হিন্দু, নইলে গলা টিপে মেরে ফেলবো।

কৃষ্ণ। ছাড়ুন ছাড়ুন ঘাট হয়েছিল। [মুক্ত হইয়া] বাবা! তা ধর্ষন করান, যত খুসি করান, আমি কি গোরাদের আমোদে ব্যাগড়া দিতে গেছি।

চাঁপা। আমার কোনো অধিকার এ বাড়িতে আর নেই আমি জানি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, অপমানে অপমানে আমার মন পাথর হয়ে এসেছিল। কিন্তু তুমি হুকুম দিয়ে তিরিশজন মেয়েকে খুন করাবে রাস্তার ওপর—

ব্র্যাগুন। এ সবে শুরু, এখান থেকে নারকেলবাড়িয়া পর্যন্ত প্রত্যেক গাছের তলায়, একটি ক'রে নারীর লাস সাজাবে রিচার্ড ব্র্যাগুন।

চাঁপা। সেই আগের মানুষটা গেল কোথায়? সে ভালোবাসতো, স্নেহ করতো, সম্মান করতো? [কাঁদিতে থাকে]

ব্র্যাগুন। শাট আপ! [ঝাঁকুনি দিয়া] আগের কথা বলবে না, আমাকে মনে করিয়ে দেবে না, ডোণ্ট রিমাইণ্ড মি আই ওয়াজ এ ম্যান।

চাঁপা। শক্তি থাকলে—একটা অস্ত্র হাতে থাকলে—তোমাকে খুন করতাম এক্ষুনি।

ব্র্যাগুন। সে শক্তি তোমার নেই। সাহেবের বেশ্যাকে ফিরিয়েও নেবে না তোমাদের সমাজ। তুমি বন্দী কয়েদী। যাও ওঘরে যাও, নইলে এই কৃষ্ণ রায়ের কাছে তোমায় বেচে দেব। [মদ্যপান] আমি ছিলাম সভ্য একটা মানুষ। আমি ওয়াল্টার স্কটের নিয়মিত পাঠক ছিলাম। এখন শুনছি তাঁর নুতন অনেক বই বেরিয়েছে—"বেড গণ্টলেট", "উডস্টক", "টেল্‌স্ অফ এ গ্র্যাণ্ডফাদার", লোভনীয় সব স্বদূরের নামমাত্র। এখানে কোথায় পাবো। আমি পিয়ানো বাজাতাম। বাখের পার্টিটা সিক্‌স্-এর করেণ্টে—আমার আঙুল ছুটতো বাতাসে মাতাল শাদা

ফুলের মতো। [হাসেন] এখন বোধহয় বন্দুক আর তলোয়ার ধরে ধরে হাত হয়েছে শুকনো গাছের ডাল। এটদা সার্ভিস অফ জন কোম্পানী। সভ্য মানুষ এখন সওদাগরদের ভাড়াটে জল্লাদ। [হঠাৎ কী মনে হয়] চাঁপা, আমার পিস্তলটা পরিস্কার করো না কেন তুমি, বেণ্ট করো, পিস্তল নয় কেন? নাও, সাফ করো।

চাঁপা। না, ওটা আমি ছোঁব না।

ব্র্যাণ্ডন। কেন? ভয় করে?

চাঁপা। না। ওটা দিয়ে তুমি যাদের মারবে তাদের মধ্যে আমার বাবা আছেন। আর আমি ওটায় গুলি ভরে তোমার হাতে দেব? যাই, শুয়ে পড়ি।

[নীরবতা। চাঁপা উঠিয়া গমনোদ্যত]

ব্র্যাণ্ডন। যা বলেছি মনে রেখো। আমি মরে গেলেও কারুর দিকে চাইতে পারবে না।

চাঁপা। ভুলে যাচ্ছ এটা সহমরণের দেশ, বড়লাট যতই আইন করুন। তুমি মরলে আমি বাঁচবো কেন? [প্রস্থান]

কৃষ্ণ। আমি ভেবে পাচ্ছি না কলেক্টর সাহেব এখনো আসছেন না কেন? নাকি ঘর-জামাই শ্বশুরবাড়িতে মাগের লাথি খেলেন? তবে তো কাল আমাদের একাই যুদ্ধ করতে হবে! বেঁচে ফিরতে পারলে হয়! মাস খাবে শকুনে, হাড় যাবে পদ্মায়। [বাহিরে অশ্বক্ষুরধ্বনি ও শান্ত্রীর কণ্ঠস্বর: হল্ট, হু কাম্‌স্ দেয়ার?] এসেছেন বোধ হয়। এইবার হলাম প্রাণ পিপেসী! কলেক্টর এসেছেন!

[প্রবেশ করলেন পাইরন। হাতে মাটির পুতুল]

ও বাবা, এ তো বড় সাহেব। কী সংবাদ সাহেব? এ সময়ে এখানে?

পাই। বনগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট হুইলার জানিয়েছিলেন তাঁর হাতে একটা দুষ্প্রাপ্য মূর্তি এসেছে। নিয়ে এলাম, দেখছেন? মহীপালের রাজত্বকালের একটি নারায়ণ মূর্তি। লেখা যতটুকু পড়তে পেরেছি তাতে বোঝা যায়

লোক দত্ত নামে কোনো বনিক এ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লোক দত্ত বৈষ্ণব ছিলেন, সেটা মূর্তির ষ্টাইলেই প্রকাশ।

কৃষ্ণ। ওসব কী ভ্যানর ভ্যানর করছেন? আসল খবর বলুন। কলেক্টর সাহেব যে নৌকার বহর সাজিয়ে যুদ্ধে গেলেন তাঁর কী হোলো?

পাই। ও, তিনি তো আজ বেলা চারটেয় নিখোঁজ হয়েছেন।

[কৃষ্ণর অস্ফুট চীৎকার]

তাঁর নৌবহর গোলাম মাসুমের হাতে ছত্রভংগ হয়েছে বারঘরিয়ার কাছে। বৃটিশ সৈন্যরা বুট, ভারী কোট প্রভৃতি পরে থাকায় জলে ডুবেই মরেছে বেশি। বাকি তীর খেয়ে।

কৃষ্ণ। আর রক্ষে নেই। এবার আমার বিবাহ হবে, শৃগাল-কুক্কুর বাসর জাগবে, খ্যাঁকা-খেঁকি হবে বিবাহের মন্ত্র!

পাই। গিভ মি এ ড্রিংক রিচার্ড।

ব্র্যাণ্ডন। এট ওয়ান্স্, মিষ্টার কোম্পানী। হিয়ার ইউ আর মাই লর্ড, দা কোম্পানী।

পাই। আপনি কি এ-মাসের মাইনে পান নি নাকি?

ব্র্যাণ্ডন। পেয়েছি।

পাই। ওভারসীজ এলাওয়েন্স্?

ব্র্যাণ্ডন। পাই পয়সা গুনে পেয়েছি।

পাই। তাহলে অমন শ্লেষাত্মক কথা কেন? কোম্পানী মাইনে তো ভালই দেয়, সেটা নেন ও তো ঠিক। ওয়েল, গুড নাইট জেন্টলমেন—

ব্র্যাণ্ডন। কালকে আমরা যে পথে এগুবো শুনবেন না?

পাই। গুড গড, ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনাদের এগুতে হবে না। তিতুমীর এসে গেছে গোকনার উপকণ্ঠে।

[কৃষ্ণ রায় আর্তনাদ করিয়া উঠেন]

কৃষ্ণ। জানতাম সাহেবের মনের কন্দরে গূঢ় অনেক সর্বনাশ লুকিয়ে আছে।

নইলে মাঝরাতে এত সূক্ষ্ম ভদ্রতা! নীচে সায়া না থাকলে কেউ সরু শাড়ি পরে?

ব্র্যাণ্ডন। হোয়াট ডু ইউ মীন ক্রফোর্ড? তিতুমীর এসে গেছে মানে? সে জানলো কি ক'রে আমার রেজিমেণ্ট এখানে?

পাই। আমিই জানিয়ে দিয়েছি। [কৃষ্ণর আর্তনাদ] মানে একটা নকশা এঁকে এমনভাবে ঘরে ফেলে রেখেছিলাম যেন সাজন গাজি মনে করে অসাবধানতায় পড়ে গেছে। আর সাজন গাজি যে তিতুমীরের গুপ্তচর এটা আমি জেনে গেছি একমাস আগে। কিন্তু সাজনকে জানতে দিইনি কিছু। এই ঘটনায় তাই তাকে আমার অচেতন পত্রবাহক হিসেবে ব্যবহার করতে পারলাম, সেই নকশা হাতে পেয়ে তিতু জেনে গেল আপনারা এখানে আছেন।

কৃষ্ণ। কিন্তু কেন? আপনি কোন দিকে বলুন তো? আমাদের এমন ভেকো ক'রে আপনার লাভ?

পাই। মানে বুঝলাম আর্টিলারি ছাড়া তিতুর সংগে পারা যাবে না। ক্যাপ্টেন ব্র্যাণ্ডনরা যেভাবে বৃটিশ সেনাবাহিনীর মুখে কালিমা লেপছেন তাতে বুঝলাম, কামান ছাড়া কিছু হবে না। এদিকে নরম মাটির উপর দিয়ে কামান নিয়ে গেলে দশ পা চলে তো পাঁচবার আটকায়। সেই সুযোগে তিতুর লোকেরা স্রেফ পাথর আর বেল ছুঁড়েই গোলন্দাজদের মাথা ফাটায়। তাই আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাদের বিসর্জন দিতে বাধ্য হলাম। তিতু তার দু' হাজার লোক নিয়ে আপনাদের কাটতে ব্যস্ত হবে। সেই সুযোগে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট কামান দিয়ে ঘিরবেন বাঁশের কেল্লাকে। [ঘড়ি দেখিয়া] এতক্ষণে তিনি নারকেলবাড়িয়ার কাছে পৌঁছে গেছেন।

কৃষ্ণ। মানে আমরা বলির পাঁঠা?

পাই। হ্যাঁ। আশা করি বৃটিশ জয়ের স্বার্থে আপনারা হাসিমুখে মরবেন।

ব্র্যাণ্ডন। আমরা জিতেও যেতে পারি।

পাই। মনে হয় না। মোটে দেড় শ লোক নিয়ে দু হাজার বিদ্রোহীর

আক্রমণ ঠেকাবেন ? তার ওপর ওরা গ্রাম ঘিরতে শুরু করেছে, চারিদিক থেকে ঢুকবে মনে হচ্ছে। তার ওপর বাইরে দেখলাম গোকনার মেয়েদের লাসের সারি। Congratulations Capt. Brandon! এতদিনে আপনার পৌরুষ জাগ্রত হয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তবে বড় দেরী ক'রে ফেললেন। এখন তিতুমীররা ঐ দৃশ্য দেখে আরো হিংস্র হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। না, আমার মনে হয় আপনারা চলন্ত শবদেহ। চলি, দেরী করলে আমিও আটকে যাবো। তাতে কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি হবে।

ব্র্যাণ্ডন। দেড়শ' বৃটিশ সৈনিকের হত্যাকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তিতু নয়।

পাই। কী করি বলুন ? আপনারা এক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। লায়াবিলিটি। ক্যাপ্টেন ব্র্যাণ্ডেন, আশা করবো অন্ততঃ দুঘণ্টা লড়ে, তারপর মরবেন। এণ্ড ছাট উইল হ্যাপিলি ফর কিং এণ্ড কাণ্টি্র।

[প্রস্থান। ব্রাণ্ডন হাসিয়া উঠেন]

ব্র্যাণ্ডন। বণিকের কী হিসেব! সওদাগরের কী বুদ্ধি। দি অলমাইটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ? ওরা ঈশ্বর। ভাগ্যবিধাতা! [মদ্যপান]

কৃষ্ণ। না! আমি এখানে জতুগৃহে দগ্ধ হতে পারব না! প্রাণ গামছায় বেঁধে এখান থেকে পালাবো!

ব্র্যাণ্ডন। এক চুল নড়লে গুলি করবো। চুপ ক'রে বসে থাকুন যতক্ষণ না মরেন।

কৃষ্ণ। এ কী আব্দার। শ্মশানঘাটে বাঁশের খাটে বসিয়ে রাখবেন ?

ব্র্যাণ্ডন। নিশ্চয়ই। আপনার জমিদারি ফসল-খাজনা বাঁচাবার জন্যই যত গণ্ডগোল। সেখানে আমি মরবো আর আপনি বাঁচবেন ? ইয়ার্কি নাকি ?

কৃষ্ণ। সর্বনাশ হোলো এই ভয়ঙ্কর জোয়ানের হাতে পড়ে ? আসুন দুজনেই বাঁচি, পালাই।

ব্র্যাণ্ডন। সার্টেনলি নট। ক্যাপ্টেন ব্র্যাণ্ডন পালাবে না, সেটা কোম্পানী

বাহাদুর জানে ভাল ক'রে। আমি মরলে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট জিতবেন। তার অর্থ আপনার মতন লম্পট বদমাইশ হিন্দু জমিদার বুঝবে কি করে? [মদ্যপান] আর যদিই পালাই, তবে কোর্ট মার্শাল হবে, আমায় গুলি ক'রে মারবে। দারোগা রামরাম চক্রবর্তীকে যেমন প্যাঁচে ফেলেছিলাম, সেই প্যাঁচে এবার আমায় ফেলেছে ক্রফোর্ড পাইরন। পিরামিড অফ পাওয়ার। দারোগার ওপরে ক্যাপ্টেন থাকে, ক্যাপ্টেনের ওপর রেসিডেণ্ট। [মদ্যপান] আচ্ছা, চাঁপা ওদের গুপ্তচর না তো?

কৃষ্ণ। কী?

ব্র্যাণ্ডন। ঐ মেয়ে মানুষটা তিতুমীরের গোয়েন্দা নয় তো?

কৃষ্ণ। কী যে বলেন মশাই? আপনি তো হিংসুটে নাগরের মতন বাসর ঘরে চাবি এঁটে রাখেন! গবাক্ষ একটা রেখেছেন যে বন্দিনী মুখ বার করবে? ও কি ক'রে খবর পাঠাবে?

ব্র্যাণ্ডন। নিশ্চয়ই পাঠায়। নইলে তিতুমীর প্রত্যেকবার তোমাদের সব গতিবিধি জেনে ফেলে কি ক'রে?

কৃষ্ণ। পাইরন সাহেবই নিয়মিত জানিয়ে আসছেন হয়তো। শুনলেন তো এক্ষুনি।

ব্র্যাণ্ডন। চুপ করুন হিন্দু, আমি আপনাকেও আর বিশ্বাস করি না। কালো চামড়াকে বিশ্বাস করি না। [পিস্তল লইয়া] ঐ মেয়ে মানুষটার শাস্তির ব্যবস্থা এখুনি করছি।

[টলিতে টলিতে শয়নকক্ষের দিকে যান]

কৃষ্ণ। আরে করেন কী? করেন কী মশাই?

ব্র্যাণ্ডন। আমি যদি না পাই ওকে, আর কেউ পাবে না। ও বেঁচে থাকলে আমি লড়তে পারবো না নিশ্চিন্ত মনে। [গমনোদ্যত] বাইরে বেরুতে চেষ্টা করবেন না, গোরা প্রহরী গুলি ক'রে মারবে।

[প্রস্থান। আতংকে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া উঠেন। একটি গুলির শব্দ হয়। ব্র্যাণ্ডনের পুনঃ প্রবেশ]

ব্র্যাণ্ডন। নাও আই এম ফ্রী। অমি মুক্ত। এবার যুদ্ধ কাকে বলে দেখবেন। কত বাঙালি মারবো, বাজি ধরবেন? এ্যাঁ? ধরবেন বাজি? মরার আগে একশ'টা বিদ্রোহী মেরে তবে মরবো।

[কোলাহল, গুলির শব্দ, বিউগ্‌ল্]

কৃষ্ণ। ঐ আসছে পিশাচ-চমূ। আমাকে ছেড়ে দিন সাহেব। কলকাতায় আমার চারটি অনূঢ়া কন্যা—

[ব্র্যাণ্ডন বজ্রমুষ্টিতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলেন]

ব্র্যাণ্ডন। তোমাকে আগে মরতে না দেখলে আমার শান্তিই হবে না। তিতু না মারলে আমিই মারবো! লাড দা ওয়ে, হিণ্ডু! খানসামা! মাই জ্যাকেট!

[তিতু, মিসকিন, মতি ইত্যাদির প্রবেশ। তিতু কোট পরাইবার ছলে রজ্জু দ্বারা ব্র্যাণ্ডনের হস্ত বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন।]

তিতু। জমিদার মহাশয়! দাড়ির ওপর খাজনার জবাব আজ এতদিন বাদে পাচ্ছেন। মতিউদ্দিন, একে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দাও।

কৃষ্ণ। কলকাতায় কিন্তু আমার চারজন অনূঢ়া কন্যা রয়েছে।

মতি। গলায় দড়ি কেটে বসলে পরে কথা কয়ো এনে। [মতি ও কৃষ্ণের প্রস্থান]

তিতু। তাহলে আপনিই হচ্ছেন বরেনডন সাহেব? দু-একবার দূর থেকে দেখেছি বনের মধ্যে কিন্তু প্রতিবারই দেখি আপনার পিঠ, আপনি পালাচ্ছেন। এবং আপনি এত বেগে পালান যে স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। [হাস্য]

ব্র্যাণ্ডন। আমি যুদ্ধে হেরে গেছি, বন্দী হয়েছি, মারতে চাইলে মারো—কিন্তু এসব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রয়োজন নেই।

তিতু। সৈনিক যদি হতেন বরেনডন সাহেব, তাহলে বিদ্রূপ করতাম না। কিন্তু আপনি সৈনিক নন, খুনী জল্লাদ, নারীধর্ষক। চৌরাস্তায় মেয়েদের দেহগুলো দেখে এসেছি, সাহেব। অথচ শুনেছি এককালে আপনি নাকি ছিলেন বড় শরীফ, বড় ভদ্র, মেয়েদের নাকি করতেন সম্মান।

ব্র্যাণ্ডন। [আত্মকথনে মগ্ন] হ্যাঁ, আমি এরকম ছিলাম না। কোনো মেয়ের গায়ে হাত দেয়ার কথা আমি ভাবতে পারতাম না।

তিতু। [গর্জন করিয়া] ভান! প্রতারণা! দস্যুবৃত্তির মুখোস! যেমন পাইরন সাহেব, বুজুর্গ লোক, পণ্ডিত শুধু পুরোণো কিতাব পড়ে—আর তলে তলে আস্ত একটা জাতির খাদ্য, স্বাধীনতা, ইজ্জৎ, ইমান সব কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করে।

ব্র্যাণ্ডন। কেন এমন হোলো? আমি এভাবে বদলে গেলাম কেন?

তিতু। বরেনডন, মালিকের হয়ে দস্যুবৃত্তি করবে আবার ভাল মানুষও থাকবে এ কি হয় নাকি? আল্লার দুনিয়ায় এই ফরেববাজি কি চলে নাকি?

অশ্বিনী। চাঁপাকে গুলি করে মেরেছে। একে পিটিয়ে মারো। [কোলাহল]

তিতু। তার আগে একে নিয়ে যাও চৌরাস্তায়, দেখাও বত্রিশটি বাঙালী নারীর ছিন্ন ভিন্ন দেহ। ফিরিংগি সভ্যতার মহৎ দানটা আগে স্বচক্ষে দেখুক—তারপর গুলি ক'রে মারো। [বন্দীকে লইয়া সকলে অগ্রসর]

ব্র্যাণ্ডন। আমি ইংরেজ, মরতে ভয় পাই না। কিন্তু মরার আগে একটি খবর দিয়ে যাচ্ছি তিতুমীর, তুমিও আর বেশীক্ষণ নেই। কর্ণেল স্টুয়ার্টের আর্টিলারি এতক্ষণে ঘিরে ফেলেছে তোমার সাধের বাঁশের কেল্লা। [হাসিয়া উঠেন]

বারো

বিজ্ঞপ্তি

নারকেলবাড়িয়া

১৯শে এপ্রিল, ১৮৩১

[বাঁশের মাচার পরে সারিবদ্ধ মুজাহিদগণ অস্ত্র হস্তে বৃটিশ আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিতু চারিদিকে লক্ষ্য করিলেন।]

তিতু। গোলাম মাসুম, কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

গোলাম। না হজরত। গোরারা এগুতে আরম্ভ করে নি। কামান পেতে ঘিরে বসে আছে।

তিতু। দুষমনের বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়। আমাদের গোকনার দিকে নিয়ে গেল লোভ দেখিয়ে। ফিরে এসে দেখি বেড়াজালে পড়েছি।

সাজন। কসুর মাপ হোক, হজরত। আমিই এনে দিয়েছিলাম পাইরন ফিরিংগির নকশা।

তিতু। তোমার কী দোষ ? তুমি কি ক'রে জানবে ? [দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া] এইমাত্র খবর পেলাম আমার মুর্শিদ, আম হিন্দুস্তানের মুক্তিযুদ্ধের নেতা সৈয়দ ব্রেলভিরাজি চার দিন আগে বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

[মুসলিমগণ কহেন : ইন্না লিল্লা হে ব ইন্না ইলায় হে রাজেউন। হিন্দুগণ ব্রেলভির উদ্দেশ্যে নমস্কার করেন]

কৈলাস। ভগবান তাঁকে সগগে নিয়েছেন, ভগমান তাঁকে দু হাতে জড়িয়ে সগগে নিয়েছেন।

ছিরু। গরীবের বন্ধুরে কখনো চক্ষে দেখলাম না।

মৈনুথ। আমাদের সর্দাররে দেখেছি তাতেই তারে দেখা হইল। [রাবেয়া, রূপী, ফতেমা ও মৈমুনা একটি শিশুকে লইয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রবেশ করে]

রাবেয়া। চাচী দেখ, কী পেয়েছি।

[জঙ্গালী তাকাইয়া থাকে]

জ্যান্ত! তোমার কাঠের পুতুল নয়। নেবে? কোলে নেবে?

[জঙ্গালী প্রথমটা পিছু হটিয়া যায়]

জঙ্গালী। না, না, আমি নেব কেন? এ কে? কে এ?

রূপী। গোকনার জমিদার-বাড়িতে বাকের মণ্ডল কুড়িয়ে পেয়েছে।

বাকের। হ্যাঁ গো। এ রায়নিধি হালদারের নাতি। এর লাম লাকি মধুসূদন।

ফতেমা। এমন ভীতু! নিজের নাতি, দুধের শিশু, বংশধর বলে কথা, তাকে ফেলে পালিয়েছে?

মৈমুনা। আপা, কোলে নাও।

[জঙ্গালী ধীরে ধীরে কোলে লয়]

রাবেয়া। হেসেছে, হেসেছে।

রূপী। হ্যাঁ, বাচ্চাটা খুব আসে।

রাবেয়া। বাচ্চাটা নয়, চাচী, হাসিনা চাচী হেসেছে! এইবার জমিদারের নাতিকে মানুষ করো গে।

জঙ্গালী। এইটুকু বাচ্চা আবার রাজা-জমিদার কী? [দোল দিতে থাকে, আনন্দে হাসিয়া উঠে] যেমন মানুষ করবো তেমনি হবে। রাজা-জমিদার আর থাকবে না। আমরা মরে যেতে পারি, কিন্তু জমিদাররা আর বাঁচবে না।

[নারীরা শিশু নিয়া মাতিয়া উঠে। মিসকিন শা আসেন তিতুর নিকট]

মিস। আমি বিদায় চাইছি, তিতু, লুকিয়ে বেরিয়ে যাবো।

তিতু। লোকে বলে তুমি নাকি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারো। [হাস্য]

মিস। আমাকে যেতে হবে। অন্য কোথাও আগুন জ্বালতে হবে। যদ্দিন

বাঁচবো ফিরিংগি-শাহীকে কোথাও না কোথাও রক্তাক্ত আঘাত হেনে যেতে হবে।

তিতু। তাই যাও বন্ধু। এই সাজনকে নিয়ে যাও। ওর গানটা বাঁচুক। অন্য কোথাও ইনকিলাবের শোলে জ্বলুক।

মিস। তুমি পালাবে না কেন? তিতুমীর, তোমাকে দরকার। বাংলা চাইছে, তিতুমীর বাঁচুক। বাঁচলে সে আবার লড়বে বাংলার জন্য। [তিতু হাসিয়া উঠিলেন]

তিতু॥ এ কী? এসব কী শুনছি মিসকিন শা ফকিরের মুখে? শহাদৎ-শহাদৎ! আমাকে না ক্রুশে বিদ্ধ হতে হবে, কারবালার ময়দানে জল জল করে মরতে হবে, বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠ হতে হবে? আমি তো চেয়েছিলাম অন্যভাবে লড়তে। মেঘের আড়াল থেকে অস্ত্র হেনে হেনে শত্রুকে অবসন্ন ক'রে জিততে চেয়েছিলাম। তুমিই তো আমায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে সম্মুখযুদ্ধের আত্মহত্যায় ঠেলে দিলে, তুমিই তো এই বাঁশের কেল্লায় আমাদের বন্দী ক'রে দিলে! এটা কি যুদ্ধের তরিকা একটা? এক জায়গায় আটকে থেকে? না, উচিত ছিল বনজঙ্গল খালবিলের মাঝে অনবরত ঘুরে বেড়ানো। [হাসিলেন] না, আমি পালাবো না, মিসকিন শা, কারণ এরা সব মরছে, নারকেলবাড়িয়ার সব মরছে আর এক ঘণ্টার মধ্যে। আমি এদের সাথী, আমি কোথায় যাবো? [মিসকিন চিন্তিত। তিতু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন] খোদা হাফিজ বন্ধু। [মিসকিন ও সাজনের প্রস্থান। তিতু পরিদর্শন করিতেছেন] অশ্বিনী, তোমার মেয়েকে পাওনি গোকনায়?

অশ্বিনী। মরা মেয়ে পেয়েছি সর্দার। গুলি করেছে মাথায়। তাই বন্দুক নিয়ে বসে আছি কখন গোরা মুখ দেখায়।

তিতু। ব্র্যাণ্ডন তো মরেছে। শোধ তো তুলেছি। তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে গোকনার চৌরাস্তায়। মৈজুদ্দিন চাচা, সারারাত জেগে আছ। এবার শোও একটু।

মৈজু। আগে ওদের শুইয়ে তারপর শোয়ার কথা ভাবব সর্দার।

তিতু। মতিউদ্দীন, তোমার মুখ আঁধার কেন? কৃষ্ণ রায়কে মেরেছ বলে কি ইনাম চাও নাকি? [হাসেন]

মতি। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] আমি তারে মারি নি। তারে ছেড়ে দিছি! ঝুট বলেছি—আপনার কাছে। কোন লজ্জায় এই কালা মুখ দেখাই তোমারে সর্দার?

তিতু। ছেড়ে দিয়েছ? কৃষ্ণ রায়ের মত একটা জুলুমবাজ নারীধর্ষককে?

মতি। হ্যাঁ ছেড়ে দিয়েছি। সে এককালে আমার মালিক ছিল। আমি ছিলাম তার পাইক, পায়ে পড়ে সে কেঁদে বলে, মতি তুমি আমার ধর্মবাপ! বলে, স্মরণ নেই আমি তোমার বেটির রোগের সময় টাকা দে তার পরাণ বাঁচিয়েছিলাম। আরো অনেক কথা। তখন—তখন আমি—

তিতু। তখন তুমি তাকে যেতে দিলে যাতে সে আরো দশ হাজার চাষীকে কাঁদাতে পারে। বেইমান। গুলাম! [ক্রোধে প্রহার করেন] এতগুলো গরীবের বদমায়েশ শোষককে বাঁচিয়ে দিয়ে আবার এখানে এসে অস্ত্র ধরার অভিনয় করছো।

মতি। মারো। আরো মারো আমায়। নাইলে এই নির্লজ্জ দেহের জ্বালা কমবে না। দাস! দাস রয়ে গেছি। আমার ভিতরে একটা দাস রয়ে গেছে। তোমার এত কাছে আসতে পেরেও অন্তরের সেই দাসটা মরে নি। এই জেহাদে অস্ত্র ধরেও মতির খুনে গোলামির বিষ কাটেনি। তুমি হেরে গেছ এই জন্য বড় ভাই। এখনো যোদ্ধা তৈরী হয়নি। দোষ কি, আমার? তুমি পারোনি শিখাতে। যোদ্ধা তৈরী করতে পারোনি আমায়।

তিতু। [মতির মাথায় হাত রাখেন] তবে হবে যোদ্ধা তৈরী হবে। হাসিনাকে দেখে, গোলাম মাসুমকে দেখে, এই বৃদ্ধদের দেখে, এই দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে নিয়ে মীর মরছে যে বাংলার শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে, যে হিন্দু-মুসলমান

উদয়াস্ত মেহনত করছে, তারা ভীষণ নির্দয় দুধর্ষ আপসহীন যোদ্ধা হয়ে উঠবেই একদিন।

[কামানের গর্জন, বিউগল, সকলে ছুটিয়া প্রাকারে যান]

মতি। আমি মরবো। কুরবানি! নইলে বুকের যন্ত্রণার অবসান নেই।

[ক্রমে প্রবল কামান নির্ঘোষের সহিত ধূম ও অগ্নিতে ঢাকিয়া যায় বাঁশের কেল্লা। কালক্ষেপ। অসংখ্য মৃতদেহ পদতলে দলিত করিয়া পাইরন আসিয়া দাঁড়ান, বগলে পাণ্ডুলিপি।]

পাই। তিতুমীরের মৃতদেহ থেকে মুণ্ডুটি কেটে দাড়ি ধরে লটকে সেটাকে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কলকাতা এইরকম স্থির হয়েছে। সেখানে ঐভাবে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে কলকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘোরানো হবে। গোলাম মাসুম আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে, সুতরাং তাকে ফাঁসি দেয়া হবে এখুনি, এইখানে তার বিবি এবং মেয়ের সামনে। হাঙামা মিটেছে, সুতরাং আমি আবার পড়াশোনার শান্ত পরিবেশে ফিরে যাচ্ছি। দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি পেয়েছি একটা।

"তিতুমীর অমর।"

কল্লোল

প্রথম অভিনয় রজনী

মিনার্ভা থিয়েটার

প্রযোজনা : লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ

নাট্যরচনা ও পরিচালনা : উৎপল দত্ত

মঞ্চসজ্জা : সুরেশ দত্ত

আলোকসম্পাত : তাপস সেন

সঙ্গীত : হেমাংগ বিশ্বাস

মঞ্চব্যবস্থা : বীরেশ্বর সবখেল

সহকারী পরিচালক : ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত

নৌবহর সংক্রান্ত উপদেশ : দীপক বসু (প্রাক্তন রেটিং, খাইবার)

যুদ্ধ সংক্রান্ত উপদেশ : কুলবন্ত সিং (প্রাক্তন লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল, ভারতীয় সেনাবাহিনী)

রূপসজ্জা সংক্রান্ত উপদেশ : হাসান জামান

ধ্বনি-বিষয়ক সাহায্য : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

ধ্বনি-গ্রহণ ও প্রক্ষেপণ : শ্রীপতি দাস

মহারাষ্ট্রের জীবনধারা বিষয়ক উপদেশ : সতী ঘোষ

পরিচ্ছদ সৃষ্টি : আবদুল রসিদ

মঞ্চে

জাহাজে

সার্দুল সিং—(গানার) শেখর চট্টোপাধ্যায়

রাজগুরু—(এব্‌ল সীম্যান) বীরেশ্বর সরখেল

ইয়াকুব গফুর—(পাইলট) নির্মল ঘোষ

পিণ্টো—(এব্‌ল সীম্যান) সুজিত পাঠক
সদাশিবম —(ঐ) পরেশ গোস্বামী
সাতওয়ালেকর —(ঐ) সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাসুম —(ঐ) অনিল মণ্ডল
নায়েক —(ঐ) দেবেশ চক্রবর্তী
অগ্নিহোত্রী —(ঐ) অনিল ঘোষ
আসাদ —(ঐ) সমর নাগ
রফিকুল —(ঐ) বীরেন মজুমদার
ব্রিজলাল —(ঐ) তিনু ঘোষ
চক্রবর্তী—(সিগন্যালার) যোগেশ জোয়ারদার
আর্মস্ট্রং—(ক্যাপ্টেন) অমি গুপ্ত
ডেনহাম—(লেফ্‌টেনাণ্ট) নবকুমার দাস
মুখার্জী—(পেটি অফিসার) পলাশ দাস
সূত্রধার—শংকর ভট্টাচার্য্য

ওয়াটারফ্রণ্ট বস্তীতে

কৃষ্ণাবাই—(সার্দুলের মা) শোভা সেন
লক্ষ্মীবাই—(সার্দুলের স্ত্রী) গীতা সেন
সুভাষ দেশাই—(প্রাক্তন জাহাজী) মলয় মুখোপাধ্যায়
শংকর—(জাহাজীর ছেলে) মৃণাল ঘোষ
নুরুদ্দিন—(আসাদের বাবা) সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়
নাজিম আলি—(মাসুমের বাবা) অমিয় বিশ্বাস
গুপ্তে—(শ্রমিক) বিশ্বজিৎ গুপ্ত

মোতিবিবি—(গফুরের মা) ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

শিশু—স্বাতী বকসী

সন্ন্যাসী—অরবিন্দ চক্রবর্তী

শাস্ত্রীজি, পূজারী—অরূপ বকসী

হেডকোয়ার্টার্স-এ

ব্যাট্‌ট্রে—(রিয়ার এডমিরাল) উৎপল দত্ত

সাকসেনা—(তলোয়ার-এর রেটিং) শান্তনু ঘোষ

সর্দার মগনলাল—(নেতা) ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

গ্রেবেলো—(ক্যাপ্টেন, একাদশ শিখ রেজিমেণ্ট)
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ডরোথি—(স্টেনোগ্রাফার) সীমা বকসী

ডারহাম রেজিমেণ্টের সৈনিকগণ—সহদেব চৌধুরী
তরুণ সেনগুপ্ত
জিতেন ভট্টাচার্য
নরেন পাইন

গোর্খা সৈনিক—রবীন দাস

এক

সূত্রধারের গায়ে থাকবে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির নাবিকের পোষাক, হাতে থাকবে মাউথ-অর্গান বা ব্যাঞ্জো। জাহাজের গ্যাংওয়ের ওপর দিয়ে রয়া-বাঁধা রেলিং-এর ধার ঘেঁষে সে আনাড়ি সংগীতের ঢেউ তুলে দাঁড়াবে এসে দর্শকের সামনে।

সূত্রধার। দেশ স্বাধীন হয়েছে বিনা রক্তপাতে
শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথে।
স্বাধীনতা যেন শিশুর হাতের মোয়া
হরির লুঠের বাতাসা, কুড়িয়ে নিলেই হোলো।
বিপ্লব কি শীতের সকালে গলির মোড়ে
নবাগত মিঠে রোদের ফালি,
যার খুসী পোয়ালেই হোলো?
বহুকাল ধরে ওরা আমার দেশকে করেছে ধর্ষণ;
ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে, হিন্দু মুসলমানের নিরীহ রক্তে
বিবস্ত্রা দ্রৌপদী ভারতবর্ষকে করিয়েছে স্নান,
জগৎসভার মাঝখানে তাঁর চরম অপমান।
তারপর রাতের অন্ধকারে শ্বেতাংগ প্রভুর হাত থেকে
হাত পেতে নিয়েছে ফুটো পয়সার মতন
শাসনভার ভিক্ষা।

বোম্বায়ের আরব সাগর ভোরের আলোয় লাল হতে
দেখা গেল ওদের রুদ্রমূর্তি, ওদের নধর স্থলিত চেহারা
ওদের শাসক-মূর্তি, ওদের অমায়িক হাসি।

শোনা গেল ওদের দিগন্ত-কাঁপানো ঢক্কানিনাদ,
ইতিহাস মিথ্যা, সংগ্রাম মিথ্যা, মিথ্যা মানুষের আত্মত্যাগ,
সত্য শুধু অহিংস বিপ্লব, ভারত স্বাধীন হয়েছে
বিনা রক্তপাতে ॥

ঝাঁসীর রাণীর রক্ত বোধ হয় রক্ত নয়।
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় যে রক্তের আল্পনা
তা বোধ হয় সিঁদূর গোলা জল ॥

ক্ষুদিরাম মরেছিল ফাঁসীতে ঝুলে, রক্ত তো বেরোয় নি।
ভগৎ সিংহ, সূর্য সেন আর দক্ষিণের কাট্টাবোম্মান,
আসামের মণিরাম,
সারা ভারতে গুলিতে নিহত মজদুর আর কিষানের ঝাঁক
ওরা সবাই ছোটলোক, টাকা-কড়ি কোথায়, কোথায় বিষয়-আশয়
দেখতে কদাকার, গায়ে নেই দামী খদ্দরের পাঞ্জাবী,
পুনার আকাশচুম্বী আগা খাঁ প্রাসাদে ওরা কি অনশন করেছিল ?
তাই ওদের রক্ত রক্ত নয়, নয়া ইতিহাসে ওদের থাকবে না স্থান।

সুভাষচন্দ্র আর আই, এন, এ বাহিনী
হাতে নিয়ে' কামান—বন্দুক—মেশিন গান
অহিংসা করেছিল কি ?

১৯৪৬ সালের বোম্বায়ের নাবিকেরা ?
আমি নাবিক
আজ বলবো ঐ নৌবিদ্রোহের কাহিনী চুপি চুপি।
অহিংস ইতিহাসের চোখে ধুলো দিয়ে,
এই নিভৃত কক্ষে আপনাদের বলি—

কোত্থেকে এল এই স্বাধীনতা।
যতই সাবান দিয়ে কেচে
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ঊর্ধে তুলি,
আসলে ও-পতাকা রক্ত লাল,
বোম্বায়ের নাবিকদের, ক্রুদ্ধ ছোটলোকদের রক্তে॥
বাইরে যেন রটাবেন না এ কহিনী
দোহাই আপনাদের,
অহিংস আইন ভুলিয়ে দেবে আমার বাপের নাম।
আমার গল্পের নায়ক একটি জাহাজ
সামরিক ভাষায় ক্রুজার। তার নাম 'খাইবার'—
একটি জাহাজের কাহিনী শুধু সুবিধার্থে;
আসলে প্রায় প্রতি জাহাজই খাইবার
প্রত্যেক জাহাজী এই নব রূপকথার নায়ক।

এইচ, এম, আই, এস খাইবার
অর্থাৎ হিজ ম্যাজেস্টিস্ ইণ্ডিয়ান শিপ খাইবার।
বৃটেনের রাজা ষষ্ঠ জর্জের পৈতৃক সম্পত্তি এই জাহাজ
আর জাহাজের নাবিকেরা তাদের প্রাণটুকু শুধু।
অতি পুরাতন অতি জীর্ণ এই জাহাজ,
গাঁটে গাঁটে এর বাতের বেদনা,
বেছে বেছে ভারতীয় নাবিকদের দেয়া হোতো এই রকম
মান্ধাতা-আমলের ফেলে দেয়া বৃদ্ধ জাহাজ।

১৯৪৩ সালের ১৬ই আগস্ট ভূমধ্যসাগরের সুনীল জলরাশি
কেটে যাচ্ছিল 'খাইবার' এক বৃহৎ বহরের আগে আগে,
পেছনে বৃটিশ জাহাজ, নরফোক, গ্লোরি আর গ্লস্টার।

বহর যাচ্ছে ইটালির উপকূলে জেনোয়া বন্দরের দিকে,
'খাইবার' সামনে কারণ শত্রুপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র বড় দুর্ধর্ষ
কালা নাবিকদের ওপর দিয়েই যাক তাদের অগ্নিবর্ষণ।
কালা নাবিকদের রক্ত রক্ত নয়।
জাহাজের জঠরে বয়লার ঘরে জ্বলছে আগুন,
ধুকপুক করছে জরাজীর্ণ খাইবার-এর প্রাণ। সমাগত
যুদ্ধের আশঙ্কায় কম্পিত খাইবার জাহাজ।

[খাইবার-এর কেসমেট ডেক ও বয়লার রুম। তিনটি বৃহৎ বয়লার। স্টোক হোলের দরজা খোলা। গনগনে লাল আগুন। প্রতি বয়লারে তিনজন করে রেটিং—

পোর্ট স্টোকহোলে। রেটিং সাতওয়ালেকর।
রেটিং মাসুম।
রেটিং নায়েক।

মিডশিপ স্টোকহোলে। মিডশিম্যান রাজগুরু
রেটিং অগ্নিহোত্রী।
রেটিং পিণ্টো।

স্টারবোর্ড স্টোকহোলে। রেটিং আসাদ।
রেটিং রফিকুল হোসেন।
রেটিং সদাশিবম।

ওপরে কেসমেট ডেকে বহু লাল নীল মিটারের ডায়াল, স্পীকিং টিউব হাতে পেটি অফিসার মুখার্জী।]

স্টারবোর্ডে

রফিকুল। আজ ঝড়, নির্ঘাৎ ঝড়।

আসাদ। ঝড় উঠবে?

রফিকুল। সে ঝড় নয়, গুলির ঝড়। গোলা। ইটালিয়ান গোলা বাবা, হাড় গুঁড়িয়ে মোয়া করে দেবে।

আসাদ। কেমন করে জানলেন।

রফিকুল। আমার পায়ের বুড়ো আঙুলটা জানান দিচ্ছে।

আসাদ। সে কি!

সদাশিবম। ও শালা ঠিক বুঝতে পারে। বাইশ বছর জাহাজ চালাচ্ছে।

আসাদ। কখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে?

রফিকুল। ভয় পেয়েছিস? ভয় নেইরে ভাই আমি বড় পয়মন্ত। আমার সঙ্গে থাক, আঁচড়টুকু লাগবেনা। কত যুদ্ধ দেখলাম, কিস্যু হয়নি, রফিকুল হোসেন অমর—

মিডশিপ-এ

রাজগুরু। এই অগ্নিহোত্রী, একটা কয়লা দে তো বাপ, পাইপটা ধরিয়ে নিই।

পিণ্টো। পাইপ যখন ধরাচ্ছ, বুঝতে হবে লড়াই আসন্ন।

রাজগুরু। সে কথা আর বলতে। বসে থাকতে থাকতে পেছনে কড়া পড়ে গেল। অতএব ফিরিংগির বাচ্চারা আমাদের ঠেলবেই যুদ্ধে। এত আরামে আমাদের বেশিদিন থাকতে দেবে ভেবেছ?

অগ্নিহোত্রী। তার ওপর আজ খাওয়াটা দেখলেনা, পিণ্টো? শালগম সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে পেট বুঁজে গেছে। আজ হঠাৎ সসেজ ডিম, কেন বল দিকি।

পিণ্টো। দরকার নেই আমার ডিম খেয়ে। পেট ভরা থাকলে কি মরার যন্ত্রণাটা কম হবে?

পোর্ট-এ

সাতওয়ালেকার। ব্ল্যাক বোর্ডে একটা কোণ এঁকে ছেলেটাকে বললাম যা গিয়ে বাইসেকট্ কর। ছোঁড়া কি বললে জানিস মাসুম।

মাসুম। কি বললে?

সাত। বলে ধরা যাক ক খ গ একটি মানুষ, তাহাকে দুই ঠ্যাং ধরিয়া চিরিতে হইবে। রেগেমেগে মাস্টারী ছেড়ে যুদ্ধে চলে এলাম।

নায়েক। তোমার মত মুক্তকচ্ছ মাস্টার ফাস্টার এসেই নৌ-বহরের বারটা বাজিয়েছে।

মাসুম। কেন? পড়াশুনা করাটা কি খারাপ?

নায়েক। হ্যাঁ অতি খারাপ। এখানে খারাপ। পড়াশোনা করলে লোক মুক্তকচ্ছ হয়ে যায়। আমরা বাবা সাত পুরুষ জাহাজী, কখনো তো লেখা পড়ার দরকার হয় নি।

সাত। তোমার যে দরকার হয়নি তা তোমার কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায়।

নায়েক। যা যা।

সাত। ফর্মুলায় ফেললে, এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ সদাসর্বদা ইকোয়াল টু এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি। তেমনি আকাট মুখ্যু ইজ সদাসর্বদা ইকোয়াল টু চাটগাঁর জানোয়ার।

নায়েক। থাম থাম।

মিডসিপ-এ

রাজগুরু। স্টারবোর্ডে আবার ঐ বাচ্চাটা রয়েছে।

পিণ্টো। কে?

রাজগুরু। ঐ যে আসাদ, ডাফরিন থেকে সোজা নৌ-বহরে। আর এসেই ইটালিয়ান জাহাজের পাল্লায়। যা না, পিণ্টো, দেখে আয়গে না একবার—

অগ্নি। আরে ছাড়ো না, ওখানে রফিকুল হোসেন আছে, ব্যাটা সিলেটের মাল আগলে রাখবে এখন।

স্টারবোর্ডে

আসাদ। কি হচ্ছে? সব এত চুপচাপ কেন?

রফিকুল। লড়াইয়ের আগে অমনটা হয়।

আসাদ। তারপর ?

রফিকুল। তারপর স্বচক্ষে দেখবি। ভয় কি রে ছোকরা। আমিই তো আছি। আমি অশ্বত্থামা। রেঙ্গুনের কাছে তিন জাপানি জাহাজ এক সঙ্গে ধরেছিল আমাদের—এদিকে গুলি ওদিকে গুলি। মাঝখানে আমি একা

কেদার রায়। আঁচড় লাগেনি।

সদাশিবম। এই সব দুধের শিশুকে যুদ্ধে প্রেরণ ক'রে এদের তো শেষ করবেই, আমাদেরও সর্বনাশ করবে।

আসাদ। অত চটছো কেন ?

সদাশিবম। গায়ে হাত দিবিনে। মুসলমানের সংগে অতটা মাখামাখি আমি করি না। যতটা না করলে নয় ব্যাস। আর ছ্যাখ, ভয় যদি করে ঐ এ্যাশট্র্যাপের তলায় লুকিয়ে থাকগে যা, ভ্যাজর ভ্যাজর করিসনি।

রফিকুল। এই সদাশিবম, তুই এমার্জেন্সি ফানেলের মধ্যে বিছানা পেতে রেখেছিস তো ?

সদাশিবম। তার মানে ?

রফিকুল। এই! মনে নেই সেই মন্টার লড়াইয়ে তুই গিয়ে সেঁধুলি ফানেলের মধ্যে ?

সদাশিবম। এই কক্ষনো না।

রফিকুল। বা, সেই যে ফানেলের মধ্যে শুয়ে কামানের শব্দে মূত্রত্যাগ ক'রে ফেললি।

সদাশিবম। হয়েছে, হয়েছে, এইসব বাচ্চার সামনে আর মুখ খারাপ করতে হবে না। তোমার জন্মই অত্যন্ত হীন।

মুখার্জি। স্ট্যাণ্ড বাই! স্ট্যাণ্ড বাই ফর ইনস্পেকশন। পাইলট এঞ্জিন পরিদর্শন করবেন।

[পাইলট ইয়াকুব গফুর তর তর করে নেমে আসে মই বেয়ে, সংগে সার্দুল সিং]

গফুর। শালা স্টার বোর্ডে ইঞ্জিন ট্রাব্‌ল্‌ দিচ্ছে।

সদাশিবম। যত সব লজঝড় মাল, ট্রাব্‌ল্‌ দেবে না?

গফুর। একি! এ্যাশট্র্যাপ-এর এ অবস্থা কেন?

রফিকুল। এ ইয়াকুব! ছাই খালাস করার কথা ব্রিজলালের। তা সে তো অফিসারদের দেয়া বিলিতি টেনে পড়ে থাকে।

গফুর। শালাকে ধরে জবাই করা উচিত—। [মুখার্জিকে] স্যার, রেটিং ব্রিজলাল রিপোর্ট করেনি এখনো।

মুখার্জি। [টিউব-এ]। কলিং রেটিং ব্রিজলাল। রেটিং ব্রিজলাল রিপোর্ট এট ওয়ানস্‌।

সাতওয়ালেকর। ফর্মুলায় ফললে, ব্রিজলাল ইজ ইকোয়াল টু ওয়ান হুইস্কি প্লাস—

মুখার্জি। সাইলেন্‌স ওভার দেয়ার।

রাজগুরু। একি! গানার সার্দুল সিং এখানে কি মনে করে?

সার্দুল। একটা জিনিষ। দয়া করে এই জিনিষটা যদি আপনার কাছে রেখে দেন, রাজগুরুজী—

রাজগুরু। বাঃ বাহারে বাক্‌স। কোথায় কিনলে?

সার্দুল। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে।

পিন্টো। কি আছে গো এতে?

সার্দুল। মিশরের আতর।

অগ্নি। কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ! স্ত্রীর জন্যে বুঝি।

গফুর। শালা লজ্জায় একেবারে বেগুনী হয়ে গেল।

সার্দুল। না, লক্ষ্মীর বড় শখ। ওপরের চেয়ে এখানে রাখাই নিরাপদ।

রাজগুরু। দাও রাখছি।

গফুর। এই স্ত্রী ক্রী যে লোকে কি ক'রে বরদাস্ত করে ভেবেই পাই না। আমার বাবা প্রত্যেক বন্দরে একটা করে স্ত্রী···

পিণ্টা। ব্যাটা একেবারে লম্পট।

গফুর। আরে শোন না। ট্রিপলিতে ধরেছিলাম একটাকে, বেশ ফুলো ফুলো—

মুখার্জি। অল হ্যাণ্ড্স টু একশন স্টেশনস। অল হ্যাণ্ড্স টু একশন স্টেশনস্।

গফুর। লড়াইয়ের পর এসে শেষ ক'রবো গল্পটা। দারুন।

সার্দূল। বাক্সটা দেখবেন রাজগুরুজী।

রাজগুরু। তা দেখছি, তুমি বাপু ইটালিয়ানদের ঠাণ্ডা ক'রে এসো তো।

সার্দূল। দেখা যাক।

[গফুর ও সার্দূল-এর প্রস্থান।]

লাউডস্পীকার। কোর্স নর্থ-নর্থ-ইস্ট।

রাজগুরু। কয়লা।

সাতওয়ালেকার। কয়লা!

মুখার্জি। ফ্যান্স্। ম্যান দা পাম্পস।

[ব্রিজলাল নামে মত্ত অবস্থায়।]

রফিকুল। এলেন। বাবুসাহেব এলেন। হাত লাগা শালা শুয়োরের বাচ্চা।

ব্রিজ। বোকো না, প্লিজ বোকো না! করছি, কাজ তো করছি।

লাউডস্পীকার। এঞ্জিনস্ ১২০ রেভোলিউশন্স্।

মুখার্জি। স্টীম প্রেসার?

রাজগুরু। পনেরো।

সাতওয়ালেকর। পনেরো।

রফিকুল। তের।

মুখার্জি। ফিফটিন এটমস্ফিয়ার্স। স্টারবোর্ড, কয়লা মারো। হারি আপ!

লাউড। ফুল এহেড অল এঞ্জিনস্।

মুখার্জি। স্টীম প্রেসার?

রেটিংরা। পনেরো পনেরো পনেরো—

[স্টোক-হোলের ঢাকনা বন্ধ হয়। নিবিড় অন্ধকার]

ব্রিজলাল। আমার বোতলটা কোথায় পড়ে গেল ?

রফিকুল। এক বেলচার বাড়িতে ঘিলু বার করে দেব। শালা অফিসারের দালাল।

ব্রিজ। আমায় কেন তোমরা সব সময়ে এমন করে বলো ?

অগ্নি। এখন এ শালা বাকস্‌কে কোথায় রাখি ? কী রসিকতা মাইরি। মরতে যাচ্ছি। সেখানে এক সেট আতরের শিশি।

রাজগুরু। রেখে দেনা ওখানটায়। তুই বড় নিমকহারাম। ঐ সার্দুলের হাতের টিপ ছাড়া বাঁচাবার কেউ নেই—আর—

লাউড। টারেট আকবর ক্লিয়ার ? টারেট আকবর ক্লিয়ার। টারেট হুমায়ুন ক্লিয়ার ? টারেট হুমায়ুন ক্লিয়ার। টারেট কার্জন ক্লিয়ায়। টারেট কার্জন ক্লিয়ার। টারেট হুমায়ুন আকবর কার্জন ক্লিয়ার।

আসাদ। ওসব কি বলছে ?

রফি। এ জাহাজের তিনটে কামানের বুরুজ। প্রত্যেকটার এক একটা নাম আছে। লড়ায়ের আগে দেখে নিচ্ছে ঠিক আছে কি না।

সদাশিবম। ঐ যে টারেট হুমাযুন শুনলে না ? ওখানে আছে গানার সার্দুল সিং। ঐ যে একটু আগে এসেছিল। ওর সামনে পড়লে ইটালিয়ান বাছাধনদের আর দেখতে হবে না, সাফ হয়ে যাবে।

লাউড। টারেট হুমায়ুন। ফাইভ ডিগ্রীজ আপ। রেঞ্জ ওয়ান নাইন অট্ অট্ অট্। টুয়েন্টি টু রেড—স্যালভো।

সাতওয়ালেকার। এইবার লাগলো—

[কামানের গর্জন। পাল্টা ইটালিয়ান কামানের গর্জন আসে দূর থেকে।]

লাউড। ফুল এস্টার্ন অল।

[ক্ষিপ্রগতিতে আবার ঢাকনা খুলে কয়লা দেওয়া শুরু হয়।]

টারেট আকবর। ফোর ডিগ্রীজ আপ—রেঞ্জ ওয়ান ফাইভ অট্ অট্ অট্। ইলেভেন রেড। স্যালভো। [কামানের গর্জন]

মুখার্জী। ষ্টীম প্রেসার ?

রেটিংরা। সতেরো—সতেরো—সতেরো—

মুখার্জী। সেভেনটীন এটমস্‌ফিয়ার্স।

লাউড। আমাদের সামনে ইটালিয়ান ডেস্ট্রয়ার গ্রাৎসিয়ানি। ভারতীয় রাজকীয় নৌবহরের সম্মান রক্ষা করুন। টারেট কার্জন। ফোর ডিগ্রীজ আপ। রেঞ্জ ওয়ান টু অট্ অট্ অট্। থ্রি রেড স্যালভো।

[কামানি। উত্তরে ইটালিয়ান জাহাজ মুহূর্মুহু গোলা বর্ষণ শুরু করে। শিস দিয়ে আসছে গোলা! জাহাজের ওপরে পড়ছে। আগুনের ঝিলিক, ধোঁয়া।]

ব্রিজলাল। বাইরে যাবো। দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাইরে যাবো—

আসাদ। হ্যাঁ, এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবো—

[দুজনেই ছোটে মই-এর দিকে।]

রফিকুল। রাজগুরুজী। এদিকে।

[দুজনে মিলে নির্দয়ভাবে ঘুঁষি চালিয়ে ব্রিজ আর আসাদকে নিরস্ত করে।]

রাজগুরু। অত জোরে মারলে কেন ?

লাউড। টারেট হুমায়ুন। থ্রি ডিগ্রীজ আপ। রেঞ্জ নাইন অট্ অট্ অট্। টু গ্রান। স্যালাভো।

[এবার স্টারবোর্ডে এঞ্জিনের ওপর সরাসরি ইটালিয়ান গোলা এসে পড়ে। বিস্ফোরণে পুরো ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে। জাহাজের ধার ফেটে জল ঢুকছে। আলো নিভে গেছে। রফিকুল পড়ে গেছে। তাকে টেনে ধ্বংসস্তূপ থেকে বার করে আনে সদাশিবম। হাতে হাতে টর্চ জ্বলে ওঠে।

সদাশিবম। রেটিং রফিকুল হোসেন উণ্ডেড স্যার।

মুখার্জী। অল হ্যাণ্ডস্ টু একশন স্টেশনস্। প্লেট লাগাও। শালা জল ঢুকছে দেখছিস্ না ?

রাজগুরু। প্লেটস্।

সাতওয়ালেকর। প্লেটস।

রাজগুরু। কোথায় লেগেছে? রফিকুল।

রফিকুল। পেট আর বুক আর—কোথায় লাগে নি?

মুখার্জী। একশন স্টেশন্‌স্‌। একশন স্টেশন্‌স্‌। ওখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারতে হবে না।

রাজগুরু। আসাদ একে দেখো।

[ফেটে যাওয়া দেওয়ালটা মেরামত হতে থাকে টর্চের আলোয়]

মুখার্জী। ডাইরেক্ট হিট অন স্টারবোর্ড এঞ্জিন স্যার বাট সিচুয়েশন আণ্ডার কণ্ট্রোল।

লাউড। টারেট হুমায়ুন, থ্রি ডিগ্রীজ আপ। রেঞ্জ সেভেন অট অট্‌ অট্‌। এইট গ্রীন। স্যালভো।

[কিন্তু ইটালিয়ান কামান আবার আঘাত করে, সাতওয়ালেকর ছিটকে যায়]

রাজগুরু। রেটিং সাতওয়ালেকর কাজুয়েলটি স্যার।

মাসুম। শুয়োরের বাচ্চা ইংরেজ জাহাজগুলো গেল কোথায়?

পিণ্টো। গর্তে সেঁধিয়েছে।

অগ্নি। হারামির বাচ্চা হারামি—

[চিৎকার করে ওঠে রফিকুল]

রফিকুল। আমি মরে যাচ্ছি। পেটের মধ্যে—আমি খতম হয়ে যাচ্ছি—আমার তো মরার কথা নয়—মরার কথা নয়—

আসাদ। কথা বোলো না—কথা বোলো না—

রফি। অবিশ্বাস্য। আমি পড়ে গেছি—এ কথা তো ছিল না—

আসাদ। কথা বোলো না।

রফিকুল। দেখ, আমার জিনিসগুলো যেন ঠিক ঠিক পাঠানো হয়, দেখিস আমার বউয়ের ঠিকানায়—

[কিছুক্ষণ নীরবতা, কামান গর্জনের শব্দ]

লাউড। ইটালিয়ান ভেট্টোর গ্রাৎসিয়ানির পুপ ডেক-এ আগুন ধরে গেছে।

রাজগুরু। গানার সাদুর্ল সিং—

সবাই। জিন্দাবাদ।

লাউড। বৃটিশ ক্রুজার গ্লোরি আর নরফোক দুদিক থেকে গ্রাৎসিয়ানিকে আক্রমণ করেছে।

নায়েক। এতক্ষণ কোথায় ছিল ফিরিংগি বেজন্মরা?

মাসুম। এখন এসে যুদ্ধ জিতছে। শালা।

লাউড। কোর্স নর্থ নর্থ ওয়েষ্ট—

[রেটিংরা মেরামত শেষ করে স্টোক-হোলের ঢাকনা খোলে]

রাজগুরু। আসাদ। রফিকুল কেমন! বাঁচবে?

[আসাদ মাথা নেড়ে জানায় 'না']

সাতওয়ালেকর?

সাত। আমি ঠিক আছি, পায়ে লেগেছে, একটি ত্রিভুজাকৃতি জখম—

রফিকুল। আর দেখ আমার ঘড়িটা কদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না—যদি খুঁজে পাস তো ঐ একই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবি।

[এই বলে রফিকুল মরে যায়। স্ট্রেচার নিয়ে পরিচারকরা আসে, আহত আর নিহতকে নিয়ে যায়]

মুখার্জী। এটেনশন। ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং—

মাসুম। এতক্ষণ কোথায় ছিল কেউ বলতে পারো?

[ওপরে কেসমেট ডেক-এ আর্মষ্ট্রং ও ডেনহাম এসে দাঁড়ান]

আর্মস্ট্রং। লড়াই তোমরা ভালই করেছ, বিশেষতঃ গানার সাদুর্ল সিং-এর বীরত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি এই বয়লার রুমে কোনো কোনো নাবিক গোলাবর্ষণের মাঝখানে চরম কাপুরুষতা দেখিয়েছে। সাবধান, আমার জাহাজে কাপুরুষের কোন স্থান নেই। লেফটেনেণ্ট ডেনহাম, রোলকল নিন—

[প্রস্থান]

ডেনহাম। ফল ইন্, ইউ ইণ্ডিয়ান ব্যাস্টার্ডস—নাম্বার—

রেটিংরা। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন—

মুখার্জী। ওয়ান কিল্ড, ওয়ান উণ্ডেড স্যার।

[ডেনহামের প্রস্থান]

মাসুম। আবার অফিসার সেজে বসেছে—

[গফুর আর সার্দুল সিং আসে। সার্দুল এসেই বাক্সটা হস্তগত করে।]

রাজগুরু। আস্ত আছে চাঁদ, জলের ছিটেও লাগেনি।

গফুর। তারপর শোন, ট্রিপলিতে সেই মেয়েটাকে তো ধরলাম—

[সবাই শোনে, হেসেও ওঠে অট্টহাস্যে]

পর্দা

সূত্রধার। আপাত দৃষ্টিতে ছোটলোক নাবিকেরা।

একেবারেই মমতাহীন।

মৃত সহযোদ্ধার জন্য নেই এক বিন্দু অশ্রু,

নেই মুহূর্তের চিন্তা।

আসলে ওটা ভাণ। নইলে অনবরত মৃত্যু দেখে,

পাগল হয়ে যেতে হয়।

খাইবার জাহাজ এমনি একাধিক যুদ্ধে লড়ে

নিখোঁজ হোল, এ্যাটলান্টিক মহাসাগরে

জর্মন ডুবো জাহাজের আক্রমণে সলিল সমাধিই বোধ হয়

লাভ করলো।

বোম্বাই-এর ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায়

বাস করে বহু জাহাজী, তাদের পরিবারবর্গ।
খাইবার-এর নাবিকদের যারা নিকটাত্মীয়
তারা ভেবে পায়না
কোথায় গেল ঘরের ছেলে।
১৯৪৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ;
যুদ্ধ থেমে গেছে, বৃটিশ জিতেছে,
সব জাহাজ ঘরে ফিরে এল,
এলো না শুধু 'খাইবার'।

[বস্তীর ভেতরে এক ফালি উঠোন। এক সন্ন্যাসী বসে চোখ বুজে ধ্যানস্থ— তাকে ঘিরে কৃষ্ণাবাই, সাদুর্লের মা, মোতিবিবি, বৃদ্ধ আলি সাহেব, প্রৌঢ় নুরুদ্দিন আসাদ]

কৃষ্ণা। শুনতে পাচ্ছেন বাবা? আমার সাদুর্লের গলা শুনতে পাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছেন তাকে?

সন্ন্যাসী। অস্পষ্ট শুনছি…কী যেন শুনছি? কী বলছো বেটা? হেঁকে বলো।

কৃষ্ণা। কি বলছে ও! কোথায় আমার সাদুর্ল?

সন্ন্যাসী। বলছে…বলছে…যা হারিয়ে গেল। বহু দূরে কোথাও আছে।

কৃষ্ণা। তাহলে…তাহলে বেঁচে আছে?

সন্ন্যাসী। মনে তো হয়। তবে বহু দূরের সমুদ্রপার থেকে বলছে—না একেবারে পরপার থেকে, সেটা কি করে বলি?

মোতিবিবি। আর আমার ইয়াকুব? ইয়াকুব, গফুর, সারেং—

সন্ন্যাসী। আজ আর পারবো না। ত্রিভুবন খুঁজে এক একটি আত্মার সংগে মানসিক যোগসাধন অতীব কষ্টকর। কাল আবার আসবো।

আলি। আমার মাসুমটার যদি একবার খোঁজ করতেন।

সন্ন্যাসী। বলেছি তো আজ আর নয়।

কৃষ্ণা। সাদুর্লের গলা কেমন শুনলেন বাবা? কমজোর, খুব দুর্বল।

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ মোটামুটি দুর্বল। ভাষা ভাষা শুনলাম।

[টাকাটা কুড়িয়ে সন্ন্যাসী চলে যায়]

নুরুদ্দিন। আমার আসাদটার আবার বয়স এত কম যে পরপারে গেলেও নিজেরটা গুছিয়ে নিতে পারবে না।

আলি। চলুন একবার জাহাজঘাটার দিকটা ঘুরে আসি।

নুরুদ্দিন। রাস্তায় বেরুনো নিরাপদ নয় আলিসাহেব, রোজ মিছিল বেরুচ্ছে। আমাদের ওপর ওদের ভীষণ রাগ। সেদিন তাড়া করেছিল আমায়।

আলি। কেন আমরা কি করেছি?

নুরুদ্দিন। বলে আমরা ইংরেজদের দালাল। জাহাজীরা নাকি সব ইংরেজের গোলাম।

[দুজনে চলে যায়।]

কৃষ্ণা। সার্দুল আসবেই।

মোতি। ইয়াকুবও।

কৃষ্ণা। তোমার ছেলেও 'থাইবার' জাহাজে!

মোতি। হ্যাঁ, সারেং।

[মোতি চলে যায়। কৃষ্ণাবাই ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে।]

লক্ষ্মী। ঐ বুজরুককে আবার পয়সা দিলে?

কৃষ্ণা। হ্যাঁ।

লক্ষ্মী। কী লাভ।

কৃষ্ণা। জানি তোমার কোন লাভ নেই। সার্দুল মরে গিয়ে থাকলেই তোমার ভাল।

[লক্ষ্মী ব্যথিত মুখে বসে পড়েছে। মা ভেতরে যান। একটু পরেই বেরিয়ে এসে লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরেন।]

রাগ করলি? রাগ করিসনি। মা আমার ওপর রাগ করিস নি।

লক্ষ্মী। রাগ? একটুও না। রাগ করবো কেন? সত্যি কথাই তো বললে। সত্যিই যদি ও হঠাৎ ফিরে আসে আমি……আমি কী করবো?

কৃষ্ণা। কী আবার করবি। স্পষ্ট জানিয়ে দিবি। দু বছর ধরে যার খোঁজ নেই তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব হয়নি। পেট চালাতে হবে না? ওর মাইনের টাকা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে সে খবরটুকুও দেয় না ফিরিংগিরা। কই সুভাষ কই?

লক্ষ্মী। আসছে।

কৃষ্ণা। জানি সাদুর্ল আর আসবে না। সে মরে গেছে।

লক্ষ্মী। ও কথা কেন বলছো মা?

কৃষ্ণা। মানে না এলেই ভাল হয়। ওকে বাদ দিয়ে সব সইয়ে নিয়েছি। তুই আর সুভাষ মানিয়ে নিয়েছিস। এখন হঠাৎ হাজির হলে সব যে আবার গোড়া থেকে ঢেলে সাজাতে হবে।

লক্ষ্মী। কিন্তু ও যে তোমার ছেলে, ওকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

কৃষ্ণা। সব সময়ে। আর তুই? সত্যি কথা বল তো।

লক্ষ্মী। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে?

কৃষ্ণা। সত্যি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ সত্যি—সত্যি—সত্যি।

কৃষ্ণা। কিন্তু ও সত্যিই বেঁচে থাকলে, তুই যে…তোর যে…

লক্ষ্মী। জানি মুখ দেখাতে পারবো না। তবু যে দেখতে ইচ্ছে করে।

[সুভাষ দেশাই আসে, সেও প্রাক্তন রেটিং, একটা হাত নেই তার, হাতটা ঢিলে ঝুলছে।]

সুভাষ। মা চা খাওয়াবেন?

কৃষ্ণা। আনছি বোস। টাকা পেলি আজ?

সুভাষ। হ্যাঁ, অবশেষে পাওয়া গেল। ছ' মাসের পেনশন এক সংগে। বললাম, যুদ্ধে পঙ্গু জাহাজীদের যদি এত হাঁটাহাঁটি করতে হয় তবে

পেনশনের জন্যেই আমরা মরবো। জর্মন বিমান বাহিনী যা পারেনি ঐ পেনশন তাই করবে। [মা চলে গেলেন।]

সুভাষ। কী মুখখানা এমন গোমড়া ক'রে রেখেছ কেন?

লক্ষ্মী। আবার সেই সন্ন্যাসী এসেছিল। মা চাইছেন তাঁর ছেলে ফিরে আসুক।

সুভাষ। চাইলেই কি আর আসে?

লক্ষ্মী। তুমি ঠিক জান আসবে না?

সুভাষ। ঠিক জানবো কেমন ক'রে, এদ্দিন পর এসব কথা উঠছেই বা কেন?

লক্ষ্মী। মার কথায়।

সুভাষ। দেখ, এদ্দিন ধরে নিখোঁজ মানেই মরে গেছে। একেবারে হাতে নাতে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওরা মৃত বলে ঘোষণা করে না। কিন্তু আর কি হতে পারে বলো? আমি যে জাহাজটায় ছিলাম, কাইজার-ই-হিন্দ, আমরা কয়েকজন মাত্র বেঁচে ছিলাম জালি বোটে চড়ে। কিন্তু বাকি সবাইকে ওরা এখন পর্যন্ত নিখোঁজ ঘোষণা করে রেখেছে। অথচ আমি জানি ওরা মরে ভূত হয়ে গেছে। আর এতো জাহাজশুদ্ধ নিখোঁজ। কোথায় যাবে আস্ত জাহাজটা?

লক্ষ্মী। মরেই গেছে না?

সুভাষ। হ্যাঁ। শোন আজ রাত্রে এখানে জাহাজী কমিটির মিটিং আছে।

লক্ষ্মী। এখানে কেন?

সুভাষ। বস্তীটাই সবচেয়ে নিরাপদ। জাহাজগুলোও কাছে, অথচ মিলিটারি পুলিশের নজরের বাইরে। তুমি আর মা কোথাও গিয়ে ঘণ্টা তিনেক—

লক্ষ্মী। ঠিক আছে।

সুভাষ। রেটিং সাকসেনা আসবেন। একশন কমিটির সভাপতি।

[মা চা নিয়ে আসেন।]

কৃষ্ণা। ঐ মিছিলের লোকগুলো আমাদের মারে কেন বল দিকি সুভাষ?

জয়হিন্দ জয়হিন্দ চেঁচায়, আর জাহাজী দেখলেই তেড়ে আসে। সেদিন খোঁড়া গোমেসকে ধরে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে।

সুভাষ। সব ছাগলের দুধ খেয়ে অহিংসা করছে। ওদের কি ধারণা আমরা ওদের চেয়ে দেশকে কম ভালবাসি?

কৃষ্ণা। গোমেস পিস্তল বার না করলে মরেই যেত।

সুভাষ। কংগ্রেস এই বিরাট ফ্যাশি-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদেরকে ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। খুব ভুল করছে কংগ্রেস। ইংরেজের কাছেই লড়াই করতে শিখেছি। এরপর যখন বন্দুক ঘুরিয়ে ধরবো, কংগ্রেস শুদ্ধু চমকে উঠবে।

লক্ষ্মী। এ ঘরে মিটিং হবে মা।

কৃষ্ণা। ভাল কথা।

সুভাষ। অস্ত্রশস্ত্রগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো তো?

কৃষ্ণা। বলবো কেন?

[হাসেন]

সুভাষ। [কৃত্রিম রাগের অভিনয় করে] এই যে একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস, এতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

কৃষ্ণা। লড়াই লাগলে তো জানতে পারবিই।

সুভাষ। কত অস্ত্র জমেছে?

কৃষ্ণা। গোটা কুড়ি পিস্তল, চারটে বন্দুক। দু হাজারের বেশী গুলি।

সুভাষ। আশ্চর্য! ঐ সার্দুলের সাহস আর ধৈর্য দেখে শ্রদ্ধায় একেবারে ...কি বলবো লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণা। সত্যিই সার্দুল তো ছেলে নয়। হীরের টুকরো। যতবার ছুটিতে এসেছে ততবার ঝোলার মধ্যে অস্ত্র পাচার করেছে, বলে একদিন কাজে লাগবে।

লক্ষ্মী। আর আমার জন্তে মেমসাহেবদের পোষাক, রুমাল, ইরাণী গয়না, চীনা

রেশম। ওর ভাবখানা যেন দিগ্বিজয় করে আসছে [হাসে] বস্তীর মধ্যে ওসব কখন পরবো একবারও ভাবে না। [সুভাষের দিকে চোখ পড়তেই। মানে ভাবতো না··· [মা চলে যান ঘরে]

সুভাষ। ও যদি বেঁচে থাকে, লক্ষ্মী, তাহলে আসছেনা। কেন জানো।

লক্ষ্মী। কেন?

সুভাষ। কারণ ও আসতে চায়না।

লক্ষ্মী। তার মানে?

সুভাষ। এতদিন বলিনি তুমি মনে ব্যাথা পাবে ভেবে। হয়তো ও মরেই গেছে।—কিন্তু যদি না মরে থাকে তবে কোথায় গেল? যুদ্ধ থেমে গেছে আজ প্রায় পাঁচ মাস। এর মধ্যে সে ফিরে এল না কেন?

লক্ষ্মী। কী বলতে চাও তুমি।

সুভাষ। জাহাজীদের প্রত্যেক বন্দরে একটি করে মেয়ে মানুষ। তাদেরই সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মী। তোমার সাহস তো কম নয়?

সুভাষ। কী?

লক্ষ্মী। তুমি নিজে তাই ছিলে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু ওর সম্বন্ধে এরকম কুৎসিৎ কথা কইতে লজ্জা হয় না?

সুভাষ। আমায় ভুল বুঝোনা লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। কোনদিন আমায় ছাড়া কারুর দেহ স্পর্শ সে করেনি। এ আমি জানি।—ও সে জাতের লোক নয়।

সুভাষ। আমার কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারনি লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। বেরিয়ে যাও, ছোটলোক ইতর। ওর সম্বন্ধে কোন কথা ঐ পাপমুখে উচ্চারণ করবে না।

[ঘরে চলে যায় লক্ষ্মী। সুভাষ বজ্রহতের মতন বসে থাকে। লক্ষ্মী বেরিয়ে আসে আবার, হাতে একরাশ ঝকঝকে বিলাসের সামগ্রী—]

লক্ষ্মী। প্রত্যেক বন্দরে একজন মেয়েমানুষ। বোম্বাইয়ে আমি। এই সব ঘুষ দিয়ে আমার দেহটাকে ভোগ করেছিল বছরের পর বছর—

[কাপড় ছিঁড়ে, শিশি ভেঙে, গয়না আছড়ে ফেলতে থাকে লক্ষ্মী। সুভাষ বাধা দেয়]

সুভাষ। কি পাগলামি করছো?

লক্ষ্মী। তোমায় না বললাম দূর হয়ে যেতে?

সুভাষ। শোন আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে। সাদু‍র্লকে আমি তো খুব ভাল চিনি না—

লক্ষ্মী। অথচ ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে দখল করতে চেষ্টা করছো।

সুভাষ। ছিঃ একি কথা। তোমাকে আবার দখল কি? আমি তো জানতাম আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েই আছে—বিয়ে না হলেও—

লক্ষ্মী। ওর ক্ষমা নেই। আমাকে ওর মেয়েমানুষ করে রাখতে পারবে না।

সুভাষ। জিনিষগুলো নষ্ট করো না অমন করে—

লক্ষ্মী। চলে যাও—

[লক্ষ্মী কাঁদতে থাকে। সুভাষ বুঝতে পারে না কী করবে।]

সুভাষ। আমি জানি তোমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে ঐ একটি মানুষ। সেখানে আমার স্থান নেই।

লক্ষ্মী। [কাঁদতে কাঁদতে] না না মাপ করো আমায়। তোমার দয়ার শেষ নেই। তুমি আমাকে না খেয়ে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছ। নিশ্চিত বেশ্যাবৃত্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছ।

সুভাষ। সে জন্য হয়তো তুমি কৃতজ্ঞ লক্ষ্মী কিন্তু ভালবাসো একটি মানুষকেই।

লক্ষ্মী। না না বিশ্বাস করো। তোমাকেও ভালবেসেছি। গোড়ায় নয়। ক্রমশঃ ভালবেসেছি। তোমার মত উদার বুক যে কোন মানুষের হতে পারে জানতাম না। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে নিও।

স্থভাষ। তুমি···তুমি আমাকে করুণা করো না তো? এই অনুপস্থিত হাতখানার জন্যে? করুণা আমার সহ্য হবে না, লক্ষ্মী।

[একটা হট্টগোল উপস্থিত হয় বস্তীর মধ্যে কোথাও। মা বেরিয়ে আসেন। ঘন ঘন জাহাজের হুইসল্ শোনা যাচ্ছে। মোতিবিবি আসেন]

মোতি। এসে গেছে। খাইবার এসে গেছে। জাহাজ এসে গেছে কৃষ্ণাবাই। আমাদের ছেলেরা এসে গেছে।

[চলে যান মোতিবিবি। মা শাল জড়িয়ে রওনা হ'ন। লক্ষ্মী হাসছে। স্থভাষ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাকে যেতে হয় না, সেই আতরের বাক্স হাতে নিয়ে প্রবেশ করে সাদুর্ল। মাকে প্রণাম করে জড়িয়ে ধরে]

কৃষ্ণা। কোথায় ছিসি, দুষ্ট ছেলে? এদ্দিন কোন চুলোয় পড়েছিলি?

সাদুর্ল। সে অনেক কথা। আছ কেমন? এই যে।

[এগিয়ে যায় লক্ষ্মীর দিকে]

আজকাল কি স্বামীকে গড় করার প্রথা উঠে গেছে?

[লক্ষ্মী গড় করে প্রণাম করে]

এই ছেলেটি কে যেন? চেনা চেনা—

স্থভাষ। আমি সুভাষ দেশাই। মনে নেই?

সাদুর্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ। [মনে অবশ্য পড়ে নি।] ইয়ে ধনৌষ জাহাজের--

সুভাষ। না কাইজার-ই-হিন্দ জাহাজের রেটিং ছিলাম—

সাদুর্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই যে লক্ষ্মীবাই, প্রণাম করলে, তাই পুরস্কার।

[আতরের বাক্স বাড়িয়ে ধরে, লক্ষ্মী নেয় না, সরে যায়। মা এসে গ্রহণ করেন।]

কৃষ্ণা। এতদিন ছিলি কোথায়? সাধুবাবা বললেন পরপার থেকে তোর গলা শুনলেন।

সাদুর্ল। [অট্টহাস্য করে] হ্যাঁ প্রায় তাই। শালা জর্মন টর্পিডোয় জখম হয়ে ভাসতে ভাসতে ফ্রানসের উপকূলে। বন্দী করে ফেলল শালারা।

আর মার যা মারলো না! কালা নাবিকদের উপর জর্মন নাৎসিগুলোর বেশি রাগ। বলে আমরা নাকি আধা মানুষ আধা বাঁদর। এই দেখ—

[জামা তোলে]

দেখ, লক্ষ্মীও দেখ না। চাবুক মেরে কুমীরের পিঠ করে দিয়েছে। তারপর যুদ্ধ থামতে কী সব সন্ধি-টন্ধি হবার পর রেডক্রসের হস্তক্ষেপে ছাড়া পেলাম। কিন্তু আতরটা হাতছাড়া করিনি বাবা—

কৃষ্ণা। জাহাজের বাঁশি বাজাসনি নি কেন, প্রত্যেকবার বন্দরে পৌঁছেই যে বাজাতিস—তিনবার খাটো একবার লম্বা—

সাদুর্ল। তাই তো। মনে ছিল না তো। তিনবার খাটো একবার লম্বা, না? পু-পু-পু-পু—পু-উ-উ—

কৃষ্ণা। তা মনে থাকবে কেন? ছেলে লায়েক হয়েছেন।

[এতক্ষণে তার নজরে পড়লো মাটিতে ছড়িয়ে থাকা তার আগের উপহারগুলো]

সাদুর্ল। এ কি? লক্ষ্মী?

কৃষ্ণা। শোন, সাদুর্ল অনেক কথা আছে।

সাদুর্ল। কী? কী হয়েছে? প্রত্যেকের মুখ যেন এক একটা ধাঁধাঁ হয়ে আছে।

কৃষ্ণা। দেখ জীবন বদলে চলে। দু বছর পরে এসে ঠিক যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলি সেইখানেই ধরতে পারবি, এ আশা করিস নি।

সাদুর্ল। মানে? কি বলচো মাথা-মুণ্ডু? তুমি আবার বিয়ে করেছ নাকি?

কৃষ্ণা। যা এমন একখানা চড় কষাবো না, বুঝবি!

সাদুর্ল। তবে কি হয়েছে?

লক্ষ্মী। তুমি ঘরে যাও মা আমি বলবো।

কৃষ্ণা। তুই পারবি না, মা, অমন একগুঁয়ে ঘোঁয়েটেকে তুই সামলাতে পারবিনে।

লক্ষ্মী। নিজের মুখে বলতে চাই।

[কৃষ্ণা চলে যায়। লক্ষ্মী সার্দুলের দৃষ্টির সামনে মাথা নীচু করে ফেলে—]

শোন—

[কিন্তু বলতে পারেনা কিছুই। অনেকক্ষণ ধরে সার্দুল লক্ষ্মী ও সুভাষকে লক্ষ্য করে]

সার্দুল। (মৃদু কণ্ঠে) এই কথা। কবে থেকে?

সুভাষ। শুনুন, সার্দুলজী—

সার্দুল। (চাপাকণ্ঠে) আমি লক্ষ্মীর সংগে কথা কইছি, আপনি দূরে থাকুন। কবে থেকে চলছে এ সব?

লক্ষ্মী। আগস্ট মাস থেকে।

সার্দুল। যুদ্ধ থামতে না থামতেই?

লক্ষ্মী। আমরা ভেবেছিলাম, তুমি……

সার্দুল। মরে গেছি। (নীরবতা) মরাই দেখছি উচিত ছিল।

লক্ষ্মী। ও কথা বোলো না, বলো না ও কথা।

[সার্দুল সরে যায় এক পাশে। একটু পরে]

সার্দুল। আর কটা মাস অপেক্ষা করতে পারলে না? এত তাড়া কিসের?

সুভাষ। আমরা ভেবেছিলাম এতদিন নিখোঁজ থাকার অর্থ—একটাই হ'তে পারে।

সার্দুল। (চিৎকার করে) কিন্তু আমি মরিনি—আমি বেঁচে আছি। দিনের পর দিন জর্মন বন্দীশিবিরে গরম লোহার ছ্যাঁকা খেয়েও বেঁচে আছি। ঐ শীতে শুধু জল আর রুটি খেয়ে বেঁচে থেকেছি। কেমন করে জানেন? একটা মুখ চোখের সামনে ভেসেছে বলে। প্রাণভরে শুধু সেই মুখটাকে দেখেছি বলে। এমন করে ভালবাসতে জানেন আপনি?

লক্ষ্মী। ওর কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। আমাকে বাঁচিয়েছে ও। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে।

সার্দুল। [একটু পরে] ওকে বিয়ে করবে কবে? তারিখটা আমার জানা দরকার। তার আগে আমায় সরে যেতে হবে।

লক্ষ্মী। কী বলছো তুমি ?

সার্দুল। না যা ভাবছো তা নয়। আত্মহত্যা করবো না, অমন কবিত্ব আমার আসে না। আমাদের বিয়েটা ভেঙে দিতে হবে আগে। তোমাকে মুক্তি দিতে হবে।

সুভাষ। শুনুন। আমি জানতে পেরেছি লক্ষ্মী আপনাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না, বাসতে পারবেও না। ও ভেবেছিল আপনি মৃত। আজ যখন আপনি ফিরে এসেছেন তখন আমি সরে যেতে প্রস্তুত।

সার্দুল। [বেয়নেট খুলে] আপনাকে খুন করা উচিত। ঐ একটা কথার জন্যে আপনার কলজেটা উপড়ে নেওয়া উচিত।

সুভাষ। [উচ্চস্বরে] সেটা সহজেই পারেন, কারণ আমার একটা হাত নেই—

সার্দুল। লক্ষ্মীকে কি আপনি পণ্য ভেবেছেন ? যখন খুসী হাত বদল করলেই হয় ? বেশরম বদমাস। পঙ্গু যদি না হতেন তো আজকে দেখে নিতাম আপনাকে। [ব্যথিতস্বরে] আপনি জাহাজী ? আর একটা জাহাজীর সঙ্গে বেইমানি করলেন ? চলি।

লক্ষ্মী। শোনো, ক্ষমা করে যাও। ও যা বলছে তাই ঠিক। তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসিনা। অথচ তোমাকে হারালাম। আবার তোমাকেই ভালবাসি বলে অমন একজন মহৎ মানুষের মনে ব্যথা দিচ্ছি দিনরাত। আমি কী করবো ? আমার দিন-রাত্তির বিষিয়ে যাচ্ছে। কী করবো আমি ?

সার্দুল। কী করবে আমি বলবো কেন ? যখন আমাকে মনে মনে মেরে ফেলে রাস্তা সাফ করে ওর সঙ্গে থাকতে সুরু করলে তখন তো আমাকে শুধোওনি কী করবে।

লক্ষ্মী। কি করে শুধোবো। তুমি তো কোনো খবর দাওনি।

সার্দুল। কি করে দেব ? আমি জর্মন বন্দীশিবিরে। আমার হাত বাঁধা। সত্যিই যদি আমায় ভালবাসতে তবে মনে মনে বুঝে নিতে আমি বেঁচে আছি। আমি তো বিশ্বাস করে বসেছিলাম তুমি চিরদিনই আমার ? আমি তো

কখনো ভাবিনি তুমি আমায় ছেড়ে যেতে পারো? আসলে তুমি কোন দিনই ভালবাসনি। এই উপহারগুলো পেতে আর পোষাক পরা একটা নাবিককে ভালবাসছি এই ভেবে খেলার আনন্দ পেতে।

লক্ষ্মী। [কেঁদে] ও কথা বলোনা, ও কথা বলোনা—কি করে প্রমাণ করবো তোমায় ভালবাসি?

সার্দুল। কি করে প্রমাণ করবে আমি বলবো কি ক'রে? তবে যদি ক্ষমতা থাকে ঐ বদমাশকে খুন ক'রে তার রক্ত পাঠাবে আমাকে।

[কৃষ্ণা বেরিয়ে আসেন, দৃপ্ত কণ্ঠে হাঁকেন]

কৃষ্ণা। সার্দুল। [সার্দুল দাঁড়িয়ে পড়ে।]—তোর বীরত্বগুলো জাহাজে গিয়ে দেখাস, এখানে নয়।

সার্দুল। লক্ষ্মী আমার জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, আর আমি কিছু বলতে পারবো না?

কৃষ্ণা। ৪৪-৪৫ সালে বোম্বাই আসিসনি কখনো। কেমন করে জানবি, মার্কিন নাবিকরা কি ভীষণ, কি বর্বর, কি পশু। এপোলো বন্দরে ছিল ওদের ঘাঁটি, আর এই বস্তী ছিল ওদের শিকারের জঙ্গল। ইজ্জৎ হাতের মুঠোয় নিয়ে চলতো মেয়েরা। লক্ষ্মীর ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে কে? ঐ পঙ্গু ছেলেটা। একদিন তিনটে মার্কিন জাহাজীকে এক হাতে রুখেছিল ও। মার খেয়ে শেষে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে, কিন্তু লক্ষ্মীকে পালাবার সময় দিয়ে তবে পড়েছে।

সার্দুল। সে জন্য লক্ষ্মী আমাকে ভুলে যাবে?

কৃষ্ণা। স্ত্রীর ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে ছিলি তুই এখানে? জোগলেকরের বউ মার্কিন জাহাজীদের হাতে পড়ে বেশ্যা হয়ে গেছে আজকাল। সুভাষের বউ হওয়ার চেয়ে বেশ্যা হওয়াই ভাল ছিল লক্ষ্মীর? খেতে দিয়েছিস আমাদের? তোর মাইনেও আমাদের কাছে পাঠায়নি জানিস? তখন কে দেখেছে আমাদের? ঐ সুভাষ।

সার্দুল। তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে। মার্কিন জাহাজীদের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করেনি কেন লক্ষ্মী ?

কৃষ্ণা। তুই এখন আত্মহত্যা করছিস না কেন ?

সার্দুল। ও সব আমার আসে না।

কৃষ্ণা। লক্ষ্মীর কিন্তু আসতে হবে! কি বিচার !

সার্দুল। আমাদের বাড়ীতে এরা কেন ? এ আর তোমার পুত্রবধূ নয়, একে কেন থাকতে দিয়েছ ?

কৃষ্ণা। [সার্দুলের কলার ধরে] খুসী। এ বাড়ী আমার। এ আমার মেয়ে, একে আমি রাস্তায় বার করে দেব না।

সার্দুল। তাহলে আমার এ বাড়ীতে আসা বন্ধ হয়ে গেল।

কৃষ্ণা। [সচকিত কিন্তু যথাসম্ভব গাম্ভীর্য সহকারে] তাই হবে সার্দুল সিং। কিন্তু লক্ষ্মী এখানেই থাকবে।

[সার্দুল এবার ধীরে ধীরে রোয়াকে বসে পড়ে]

কেন এসব বাজে কথা বলছিস সার্দুল? বিবেচনা করে দেখ—

সার্দুল। বিবেচনা? বিবেচনা তো শিখিনি। আর সবাই যে বয়সে বই পড়ে, হাসে, জগৎটাকে দেখে মুগ্ধ হয়, আমরা যে সে বয়েস থেকে শুধুই মানুষ মারা শিখেছি। আমরা দেখি শুধুই টার্গেট, রেঞ্জ ওয়ান সিক্স অট্ অট্ অট্ স্থালভো। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি চলে গেল সম্পূর্ণ অপরিচিত অসংখ্য লোককে হত্যা করতে করতে। আজ হঠাৎ কী বিবেচনা করবো ?

[মা ছেলের মাথায় হাত বুলান। নীরবতা। গফুর ছুটে যায় উঠোন ভেদ করে মার হাত ধরে টানতে টানতে]

গফুর। চলো না ট্যাক্সি করে বেড়িয়ে আসি মেরিন ড্রাইভ ধরে—

মোতি। ওরে, আস্তে চল, পারছি না—

গফুর। তাড়াতাড়ি! কাজ সেরে আমাকে আবার কলবাদেবী রোড যেতে হবে। আমিনা বেগম অপেক্ষা করছে—এই খেয়েছে! এখানে আবার

সতীসাধ্বী স্ত্রী নিয়ে প্রেমিক শ্রেষ্ঠ সার্দুল সিং বসে আছে। এই স্ত্রী-ফী কি করে যে লোক বরদাস্ত করে বুঝি না।

[দুজনে চলে যায়। নীরবতা]

সার্দুল। ঝোলার মধ্যে ছ'টা কোল্ট রিভলভার আছে আর কার্তুজ। রেখে দাও। আমি…আমি চলি……জাহাজেই থাকবো……

কৃষ্ণা। লক্ষ্মী আর সুভাষকে ক্ষমা ক'রে যেতে পারবি না?

সার্দুল। না, নিশ্চয়ই না। ক্ষমা শিখিনি।

কৃষ্ণা। আমায় দেখতে আসবি তো বাবা!

সার্দুল। হ্যাঁ? মাঝে মাঝে। তখন যেন এই এরা না থাকে এখানে।

[আতরের বাক্সটা হাতে নিয়ে চলে যায় সে।
মা-ও কান্না চেপে ঘরে যেতে থাকেন]

লক্ষ্মী। ছেলের সঙ্গে তোমার বিভেদ ঘটিয়ে দিলাম, মা, ক্ষমা করো, আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে……

কৃষ্ণা। চুপ করে থাক। বিয়ের পর সুভাষের ঘরে যাবি। এখন চুপ করে থাক। তোর ভালমন্দ আমি বুঝবো।

[মা চলে যান। লক্ষ্মী কাঁদতে থাকে]

সুভাষ। এ তো ঘটতোই, ঘটে গেছে। ভালই হোলো। কাঁদছো কেন লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। আমি যে ওকেই ভালবাসি। আর কাউকে ভালবাসা সম্ভব নয়।

সূত্রধার। মাটির তলায় চাপা ধিকি ধিকি আগুন
বহু সহস্র ক্ষুদ্র ক্রোধ ক্রমশঃ এক হয়ে
এক বিশাল আকাশ ছোঁয়া বিক্ষোভ।
বোম্বাই-এ তলোয়ার কেন্দ্র হোলো
নাবিকদের সংগ্রামী কমিটির ঘাঁটি।
সেখান থেকে সাংকেতিক বেতার বার্তায়
ছুটলো নির্দেশ প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি নাবিকের কাছে,

যদি দেশকে ভালবাসো
যদি সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করো,
তবে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬
নৌবহরের হরতালে সামিল হও।
'খাইবার' জাহাজ তখন ছিল আরব সাগরের মাঝে,
যাচ্ছিল করাচি।
সেখানেও পৌঁছুলো সংগ্রামের বার্তা
বাতাসে ভেসে, আকাশের খিলানে প্রতিধ্বনি তুলে,
১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা দুটো পনেরোয়
সর্বাত্মক হরতাল।

পর্দা

তিন

[ডেক সাফ করতে করতে আসছেন রাজগুরু, মুখে পাইপ। ওদিক থেকে সাতওয়ালেকর]

রাজগুরু। বেলা দুটো পনেরোয়—

[সাতওয়ালেকর চলে যায় পিণ্টোর কাছে]

সাত। দুটো পনেরোয়—

[পিণ্টো প্রায় শিউরে ওঠে]

পিণ্টো। আজ?

সাতে। হ্যাঁ।

[পিণ্টো পৌঁছায় আসাদের কাছে,
ব্রিজলাল আসে কাছে]

আসাদ। ভাগ শালা, অফিসারদের দালাল। এখানে কি চাই ?

ব্রিজ। বোকো না, প্লীজ বোকো না।

আসাদ। যা এখান থেকে, অফিসারদের ঘরে গিয়ে জুতো চাট্।

ব্রিজ। দেখবে, তোমরা দেখবে।

[সরে যায়]

পিণ্টো। ত্নটো পনেরোয়—

আসাদ। ঠিক আছে—

পিণ্টো। যাকে যে কাজ দেয়া হয়েছে কবে যাবে।

আসাদ। [মাসুমকে] ত্নটো পনেরো—

মাসুম। [অগ্নিহোত্রীকে] আজ ত্নটো পনেরোয়।

[সার্দুল আর ইয়াকুব গফুর এসে দাঁড়ায় ডেকে। রাজগুরু ডেকে ঝাঁটা চালাতে চালাতে কাছে আসেন। পাইলট ডেকের ওপর পেটি অফিসার মুখার্জী এসে দাঁড়ায়। তাই দেখে গফুর সজোরে বলে—]

গফুর। জিব্রলটারে পাওয়া যায় স্পেনিস মেয়ে। কি দেখতে যদি দেখতিস সার্দুল।

রাজগুরু। [খুব স্বাভাবিক স্বরে ডেকে কি দেখাতে দেখাতে] ত্নটো পনেরোয়

সার্দুল। [ওর হাত থেকে ঝাঁটা নিয়ে ডেকে সাফ করতে করতে [মেসিনগান চালাবো। বাধা দিলেই মেরে ফেলবো।

সাত। বোম্বাইয়ে কি হবে ? হরতাল হবে তো ?

রাজগুরু। হবেই।

মুখার্জী। কী হচ্ছে ওখানে ?

গফুর। এক চাবড়া ময়লা জমে আছে স্যার, কিছুতেই উঠছে না। চোখে তো দেখে না রাজগুরু। এই দেখুন এইরকম করে।

মুখার্জী। ফল—ইন।

[সবাই সার বেঁধে দাঁড়ায়। আর্মষ্ট্রং ও ডেনহাম আসেন। স্যা—লিউট। বাই দা রাইট, ড্রেস। আইজ ফ্রণ্ট। ফ্রম দা লেফ্ট নাম্বার]

রেটিংরা। ওয়ান-টু-থ্রি…টুয়েলভ।

মুখার্জী। ষ্ট্যাণ্ড এট ইজ। ষ্টোকার্স ফর ইন্‌স্‌পেক্‌শন স্যার।

ডেনহাম। অল নাম্বারস্‌ ওয়ান ষ্টেপ ফরওয়ার্ড। নীচু হও। পা তোল। আরো।

সাত। জেহরার যুদ্ধে, পায়ে লেগেছিল স্যার, বেশী নীচু হতে পারি না।

ডেনহাম। তাই বুঝি। এ্যাবাউট টার্ণ। হাত দেখি। একি—ময়লার আস্তরণ পড়ে গেছে যে। হাতের ওপরে কপির চাষ স্বুরু করবে নাকি?

আর্মষ্ট্রং। পেটি অফিসার মুখার্জী। ড্রেডফুল। সব ভিক্ষুকের মতন দেখাচ্ছে।

মুখার্জী। আমি দেখবো স্যার।

আর্মষ্ট্রং। তুমি আর দেখবে কি, মুখার্জী? তুমি তো ইণ্ডিয়ান। ইণ্ডিয়ান জাতটাই নোংরা। ওরা মোষের মতন কাদায় পড়ে থাকতে ভালবাসে।

মুখার্জী। ইয়েস স্যার।

ডেনহাম। আজ স্নান করছ?

সাত। হ্যা স্যার।

ডেনহাম। সাবান দিয়েছ?

সাত। সাবান তো আর পাইনি, দেওয়া হয়নি স্যার।

ডেন। তবে বালি ঘষো। এ জাহাজে নোংরা জানোয়ারের কোন স্থান নেই। এ্যাবাউট টার্ণ।

আমংষ্ট্র। রিপোর্ট।

মুখার্জী। রেটিং সাতওয়ালেকর আজ লাঞ্চ খেতে অস্বীকার করছে স্যার।

আর্মষ্ট্রং। ইনডীড। স্কুল মাষ্টার সাতওয়ালেকর। কিছুতেই আর একে মানুষ করা গেল না—এ্যাবাউট টার্ণ। লাঞ্চ খাওনি কেন?

সাত। মাছে পোকা ধরেছিল, স্যার, দুর্গন্ধে, পুরো জাহাজ…আরতো শুধু শালগম সেদ্ধ।

ডেন। সাইলেন্স, ইউ ইণ্ডিয়ান বাষ্টার্ড।

আর্মষ্টং। পুট হিম থ্রু ড্রিল, মুখার্জী।

মুখার্জী। ওয়ান স্টেপ ফরোয়ার্ড। রাইট টার্ন। বা-বা কুইক মার্চ। হল্ট। লেফ্‌ট টার্ন। স্কোয়াড এ্যাবাউট টার্ন। এটেনশন। নীজ বেণ্ড—আরো নীচু আপ, ডাউন, আপ…

[সাতওয়ালেকর পারছে না আর]—আপ। মুখার্জী থেমে যায়।

আর্মষ্ট্রং। গো অন।

মুখার্জী। ইয়েস স্যার—ডাউন, আপ্‌ ডাউন আপ্‌ ডাউন—

[অস্ফুট আর্তনাদ করে সাতওয়ালেকর পড়ে যায়]

আর্মষ্টং। লীভ হিম এলোন। দ্যাট উইল টীচ্‌ হিম।

[সার্দুল সিং ঘড়ি দেখে বেরিয়ে যায়]

এবার আমার কথা আছে। কালকে এই সাপ্তাহিকখানা পাওয়া গেছে জাহাজে। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এই রাজদ্রোহী পত্রিকার নাম "পীপলস এজ"। আপনারা প্রত্যেকে জানেন। আপনারা প্রত্যেকে জানেন, এ কাগজ সামরিক বিভাগে বে-আইনী। তবু এ কাগজ এসেছে। অন্য পার্সেলের মধ্যে পুরে পাঠানো হয়েছে। যে দোষী তাকে সুযোগ দিচ্ছি বেরিয়ে এসে অকপটে স্বীকার করতে। [নীরবতা] মাই সন্‌স্‌। এতদিনের ভারতীয় নৌবহরের সম্মান তোমরা রাখবে না।

[নীরবতা] বেশ। রেটিং রাজগুরু, ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড। গত সপ্তাহে তোমার নামে বোম্বাই থেকে পার্সেল এসেছিল।

রাজ। হ্যাঁ স্যার।

আর্ম। কি ছিল তাতে?

রাজ। পেটি (petty) অফিসার সব খুলে দেখেছিলেন।

আর্ম। কি ছিল তাতে ?

রাজ। টুথ-পেষ্ট, টুথ-ব্রাশ, সাবান, তোয়ালে।

আর্ম। ঠিক ?

মুখার্জী। হ্যাঁ স্যার।

আর্ম। ভাল করে দেখেছিলে ?

মুখার্জী। হ্যা স্যার।

আর্ম। কি দিয়ে জড়ান ছিল পার্সেল।

মুখার্জী। কাগজ স্যার।

আর্ম। কি কাগজ দেখেছিলে ?

মুখার্জী। না স্যার।

আর্ম। সেইটাই যে "পীপলস এজ" নয় কিঁ করে বুঝলে। [মুখার্জী থতমত খান] কাগজের ভেতর কি আছে দেখলে, অথচ কাগজটাই দেখলে না ?

রাজ। অনুমতি হলে বলি স্যার।

আর্ম। বলুন।

রাজ। আপনার হাতের কাগজখানা দেখলেই বুঝবেন ও দিয়ে পার্সেল জড়ানো হয়নি, প্রায় ভাঁজই নেই কাগজে, নতুন। পার্সেল মুড়লে কি কাগজের ওরকম অবস্থা থাকে।

[আর্মষ্ট্রং পীপলস এজখানা দেখেন হতভম্ব হয়ে]

আর্ম। তবে কার কাগজ এটা। [গফুর ঘড়ি দেখে স্বস্থানে চলে যায়] আনসার মি হোয়েন আই স্পীক টু ইউ! কার কাগজ এটা। লেফটেনাণ্ট ডেনহাম ডিসার্ম দেম—অন্য কোন উপায় তোমরা রাখলে না।

[ডেনহাম ও মুখার্জী প্রত্যেকের পোষাক হাতড়ান। দুজনের পিস্তল বার করে নেওয়া হয়]

যতক্ষণ না দোষী ধরা দিচ্ছে ততক্ষণ তোমাদের অস্ত্রাগারে যাওয়া নিষিদ্ধ। ততক্ষণ এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। গেট আপ ইউ লেজি নিগার।

[সাতওয়ালেকর উঠে দাঁড়ায় অতি কষ্টে]

আর্ম। আমার সীমাহীন ধৈর্য। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। [নীরবতা] এ কাগজে নানারকম খবর আছে। সব জেনে ফেলেছি। তোমরা যে হরতাল করবার ষড়যন্ত্র করছো তাও জানি। আই. এন্.-এর বিশ্বাসঘাতকদের বিচার নিয়ে কলকাতায় কি কাণ্ড জানো? গুলি চালিয়ে আমরা কলকাতাকে লাল ক'রে দিয়েছি। আমাদের সংগে পারবে না। নৌবহরে বিদ্রোহ করলে তোমাদের প্রত্যেকের কোর্ট মার্শাল হবে। কার কাগজ বলবে না?

রাজ। স্যার আমাদের প্রত্যেকের সব পার্শেল, চিঠিপত্র দেখা হয়।

মাসুম। দেখা হয় না শুধু একজনের—ব্রিজলাল।

ডেনহাম। বি কোয়ায়েট, ডার্টি নিগার সোয়াইন। রেটিং ব্রিজলাল এর আনুগত্য প্রশ্নের অতীত।

[নীরবতা]

আর্ম। অর ইজ ইট? রেটিং ব্রিজলাল, ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড। তুমি পার্সেল পেলে না সেদিন?

ব্রিজ। হ্যাঁ স্যার।

আর্ম। তবে কি ধরে নেব এটা তোমার কাগজ? [হঠাৎ মেরে বসেন।] হোয়াই ডোণ্ট ইউ স্পীক আপ?

ব্রিজ। [চীৎকারে ফেটে পড়ে।] হ্যাঁ আমার কাগজ। শালা ফিরিঙ্গি কুত্তার বাচ্চা গায়ে হাত দিলে মেরে শেষ করে দেব।

[সাহেবরা স্তম্ভিত হয়ে সরে গিয়েছিলেন। এবং এবার পিস্তল উচিয়ে ডেনহাম এগিয়ে আসেন]

ডেন। স্টেপ আউট। ফার্দার ব্যাক। ইউ আর আণ্ডার এরেষ্ট।

আর্ম। ব্লাডি মিউটিনিয়ার! এ লক-আপে থাকবে। করাচী পৌঁছে এর কোর্ট মার্শাল হবে। দোষী ধরা পড়েছে, কিন্তু স্বপ্নেও ভেবো না তোমাদের

বিশ্বাস করবো। ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস করা আদৌ আর সম্ভব নয়। আরো এক ঘণ্টা তোমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কটা বাজে ডেনহাম ?

ডেন। ছুটো পনেরো স্যার।

আর্ম। তিনটে পর্যন্ত প্রত্যেকে এট এটেনশন এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

[এমন সময় হুমায়ুন নামে বুরুজটি ঘরঘর শব্দ করে, ঘুরতে শুরু করে। সাহেবরা অবাক হয়ে দেখেন]

আর্ম। হোয়াট্‌স ছাট ব্লাডি গানার ডুইং ?

[টারেট হুমায়ুন-এর মেশিন গান নিচু হয়ে সাহেবদের দিকে উদ্যত হয়। মাইকে সার্দুলের গলা আসে—]

সার্দুল। ক্যাপ্টেন আর্মষ্ট্রং। আপনাদের ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হোলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অস্ত্রগুলো ডেকে রেখে হাত তুলে দাঁড়াবেন। নইলে মেশিন গান চালিয়ে চালিয়ে আপনাদের তিনজনকেই শেষ করে দেব।

[নীরবতা। তারপরই রেটিংরা আওয়াজ তোলে সাম্রাজ্যশাহী হো বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ]

ডেনহাম। স্ট্যাণ্ড ব্যাক। স্ট্যাণ্ড ব্যাক, ইউ ড্যামড মিউটীনিয়ার্স, অর আই উইল ব্লো ইওর ব্রেনস্‌ আউট।

আর্ম। গানার সার্দুল সিং। এ কি করলে ? ভারতীয় নৌবাহিনীর নামে কলঙ্ক লেপন করলে ? ডেনহাম, অস্ত্রাগারে যাওয়ার চেষ্টা করো। সার্দুল সিং আমি হুকুম দিচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে টারেট থেকে নেমে এস।

[ডেনহাম দৌড় মারতেই সার্দুলের মেশিন গান গর্জে ওঠে, ডেনহাম ছিটকে পড়ে যান। জাহাজীরা আবার আওয়াজ তোলে]

সার্দুল। ক্যাপ্টেন আর্মষ্ট্রং, অস্ত্র ফেলে দিন বলছি। নইলে দেখলেন তো, মেরে ফেলবো ?

[ডেনহাম কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন]

আর্ম। রক্তপাত করলে ? তোমারা বৃটিশরক্তপাত করলে। বেশ, এখনকার মতন আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।

[পিস্তলগুলো মেঝেয় রাখতেই রেটিংরা স্লোগান তুলে এগিয়ে আসে। গফুর আসে একগাদা রাইফেল হাতে, প্রত্যেককে বিলোয়]

রাজ। রেটিং ব্রিজলাল, এদেরকে লক আপে নিয়ে রাখো। আপনারা চলে যান এখান থেকে।

আর্ম। অনুগ্রহ করে কথার সংগে 'স্যার' বলবে।

গফুর। ইয়েস স্যার।

রাজ। পাইলট গফুর, জাহাজ যাবে বোম্বাই, করাচি নয়।

আর্ম। আমাদেরকে ছাড়া জাহাজ চলবে কি ?

গফুর। এতদিন যখন আপনারা মদ খেয়ে পড়ে থাকতেন জাহাজ তো আমরাই চালাতাম। এখনো পারবো। নিয়ে যাও এদের।

[সার্দুল আসে]

সার্দুল। এসব কি হচ্ছে ?

রাজ। লক অ-প-এ পাঠাচ্ছি।

সার্দুল। পাগল হয়েছেন। ওদের মেরে ফেলা উচিত। এক্ষুনি।

রাজ। বন্দীকে মারবে ? লজ্জা করে না ?

সার্দুল। বিদ্রোহের সময় অফিসারদের বাঁচিয়ে রাখবেন ?

রাজ। এটা বিদ্রোহ নয়। ধর্মঘট। নিয়ে যাও।

সদাশিবম। এক মিনিট। কাঁধের এপোলেটগুলো—ওগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ? খুলে দিয়ে যান।

আর্ম। কেন ?

সদাশিবম। কারণ আপনারা আর অফিসার নন।

গফুর। আপনাদের বরখাস্ত করা হোলো।

আর্ম। দেব না।

সদাশিবম। তবে জোর করে নেব।

আর্ম। নাও।

সদাশিবম। মাস্থম, নেতো রে, ম্লেচ্ছকে ছোঁবো না।

মুখার্জী। আমি ভারতীয়, তোমাদেরই মত। আমি দেশের স্বাধীনতা চাই।

সার্দুল। এতো শুধু স্বাধীনতার লড়াই নয়। সব মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই। আপনি অফিসার—ওদের দালাল।

[আর্মষ্ট্রং এর কাঁধের জরি ছেঁড়া হতে, তিনি কিছুই বলেন না। মুখার্জীর গায়ে হাত দিতেই]

ডেন। কীপ ইওর হ্যাণ্ডস অফ মি।

[সঙীন উঁচিয়ে এগিয়ে আসে রেটিংরা]

আসাদ। মারো শালাকে। [জোর করে ছিঁড়ে নেওয়া হয়।]

সাতওয়ালেকর। এবার ড্রিল হবে। নীজ বেণ্ড নীচু! কি আশ্চর্য্য—গফুর দে তো পাছায় এক একটি সঙ্গীনের খোঁচা—

[সাহেবরা পশ্চাদ্দেশে সঙ্গীনের ভয়ে ড্রিল করতে থাকেন]

সাত। আপ, ডাউন, আপ, ডাউন, আপ, ডাউন

[বিপুল হাস্য ধ্বনি]

গফুর। ব্যাস হয়েছে। অল হ্যাণ্ডস টু স্টেশন্‌স্। অল হ্যাণ্ডস টু একশন স্টেশন্‌স্।

[পাইলট ডেকে চলে যান সার্দুলের সংগে। রেটিংরা তড়িৎ গতিতে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করে]

সার্দুল। [টিউবে] কোর্স ইস্ট সাউথ ইস্ট। পাইলট ডেড কম্পাস, পাইলট ডেড কম্পাস। অন টু বম্বে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

[রাত ঘনিয়ে এসেছে। খাইবারের ডেক থেকে উড়ছে সিগন্যাল পতাকা—প্রথমে নেভির নীল—তারপর বন্দরগামী জাহাজের

নিশানা, সাদার ওপর লাল ক্রশ—তারপর জাহাজের শক্তি, গতি, ওজন বোঝাবার হলুদ, শাদা ও কালো। তারপর কংগ্রেসের তিনরঙ্গা পতাকা—তারপর লীগের চন্দ্র-লাঞ্ছিত সবুজ। সবশেষে কাস্তে হাতুড়ি লাঞ্ছিত লাল পতাকা। উঁচুতে মার্কোনি ডেক থেকে সমানে বেতার বার্তা প্রচারিত হচ্ছে, সিগন্যাল লাইট জ্বলছে নিভছে। গাঢ় অন্ধকারেও জেগে থাকে খাইবারের বুকে লাল নিশান]

মাইক। হ্যালো তলোয়ার। হ্যালো তলোয়ার। খাইবার কলিং, হ্যালো হ্যালো। হাউ ডু ইউ হিয়ার মি? হ্যালো তলোয়ার—খাইবার আসছে—খাইবার আসছে বোম্বের দিকে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী জিন্দাবাদ…নৌ-বিদ্রোহ জিন্দাবাদ………

সূত্রধার। খাইবার আসছে বোম্বায়ের দিকে
স্বাধীনতা, বিপ্লব আর মৈত্রীর গানে
আরব সাগরের উর্মিমালাকে স্পন্দিত করে।
এদিকে বোম্বায়ের বন্দরে ছিল যত জাহাজ
সব থেকে উড়ছে কংগ্রেস লীগ আর কমিউনিস্ট পার্টির
পতাকা রজ্জুবদ্ধ ঐক্যে।
ছিল বেরার জাহাজ, মোতি, নীলাম,
যমুনা, কুমাওন, আউধ, মাদ্রাজ,
সিন্ধ্, মারাঠা, তীর, ধনৌজ,
আসাম আর-নর্মদা, ক্লাইভ আর লরেন্স।
উপকূলে ফোর্ট ব্যারাক আর কাস্‌ল ব্যারাক—
সেখানেও উড়ছে স্বাধীনতার পতাকা।
২০ তারিখ গভীর রাত্রে এপোলো বন্দরের অনতিদূরে

এসে দাঁড়ালো খাইবার, ঘন ঘন বাঁশি বাজিয়ে
জাহির করলো নিজেকে।

বিদ্রোহীদের ঘাঁটি 'তলোয়ার' থেকে মোটর বোট চড়ে এলেন সংগ্রাম কমিটির সভাপতি সাকসেনা—খাইবার-এর সংগে যোগাযোগ করতে।

পর্দা

চার

[গ্যাংওয়ে ফেলে, দড়ি বেধে নাবিকেরা সাকসেনাকে খাইবারে তুলে নিল। শিষ দিয়ে নৌবাহিনীর কায়দায় অভ্যর্থনা জানালো সভাপতিকে। গ্যাংওয়ের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন রাজগুরু, গফুর আর সার্দুল সিং। তাঁরা স্যালিউট করলেন]

সার্দুল। খাইবার-এর স্ট্রাইক কমিটি রিপোর্টিং।

সাকসেনা। আপনাদের রিপোর্ট কাল পেয়েছি। অফিসারদের কোথায় আটকে রেখেছেন ?

সার্দুল। সেল-এ।

সাকসেনা। সকালেই জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবেন। তিলকে ওরা তাল করে তোলে।

সার্দুল। তাহলে মিটিং আরম্ভ হোক।

সাকসেনা। মিটিং! এটাকে ঠিক মিটিং বলা উচিত হবে না। আমি শুধু যা ঘটেছে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। ১৮ই থেকে সমস্ত নাবিক হরতালে শামিল হয়েছেন। সব জাহাজ থেকে এই দাবী ক'টা উত্থাপিত হয়েছে।

১. সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকের মুক্তি চাই।

২. 'তলোয়ার' জাহাজের নায়ক কম্যাণ্ডার কিং এর বিরুদ্ধে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চাই।

৩. অস্থায়ী সামরিক কর্মচারীদের বিকল্প চাকরীর ব্যবস্থা চাই।

৪. বৃটিশ নাবিকদের সমান অনুপাতে ভারতীয় নাবিকদের মাহিনা ও ভাতা দিতে হবে।

৫. ক্যান্টিনে ইংরাজ ও ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে বৈষম্য চলবে না।

[গফুর হেসে ওঠে। সাকসেনা চশমা খুলে তাকান]

গফুর। মাপ করবেন চাপতে পারলাম না।

সাকসেনা। কেন জানতে পারি ?

গফুর। এগুলো কি সামরিক বিদ্রোহের স্লোগান।

সাকসেনা। বিদ্রোহ ? বিদ্রোহের পর্যায় তো আসে নি এখনো। এখনো এটা হরতাল ! আর ধর্মঘটের কতকগুলো নির্দিষ্ট দাবী দাওয়া থাকে।

৬. খাবার উন্নত করতে হবে।

৭. নৌবহর ছেড়ে যাওয়ার সময়ে পোষাক ফেরৎ নেয়া চলবে না।

৮. ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ ব্যবহার করা চলবে না।

গতকাল বোম্বাইরের ফ্ল্যাগ-অফিসার রিয়ার এডমিরাল র‍্যাট্রের ফ্ল্যাগশিপে ছ' ঘণ্টা ব্যাপী. আপোষ-আলোচনা চলে। কিন্তু ফল হয়নি। আটটা দাবীর একটাও ওরা মানছে না। বলছে নৌবহরে হরতাল নেই, হরতাল মানে বিদ্রোহ। আজ আবার আলোচনা বসবে।

[মাসুম চা নিয়ে আসে]

কড়া করে বানাও তো ভাই।

সাদুর্ল। র‍্যাম খাবেন ?

সাকসেনা। খাই না। আপনাদের রাঁধুনি কাজ করছে তাহলে। তলোয়ার এর রাঁধুনীরা ধর্মঘট করেছিল, বলে হাতাবেড়ি নেড়ে জীবন কাটাবো না, হাতিয়ার দাও লড়বো। শেষে এই সর্তে রাঁধতে রাজী হয়েছে যে লড়ায়ের সময়ে ওদেরও রাইফেল দেয়া হবে। তবে আশা করা যাচ্ছে লড়াই লাগবে না!

সার্দুল। ও—মানে—মাপ করবেন কমরেড, আমরা সমুদ্রে থেকে বোধহয় ঘটনার খেই হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ধারণা ছিল এটা স্বাধীনতার লড়াই। আমাদের ধারণা ছিল দাবী হবে একটাই—ভারত ছাড়ো—বিনা শর্তে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।

সাকসেনা। হুঁ। তা আমাদের লড়ায়ের তারিখ যদি আপনাদের ভাল না লাগে, কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির মিটিং-এ সমালোচনা করবেন। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। ঐক্যের খাতিরে এটা করবেন আশা করি। বাঃ, চা টা বেশ হয়েছে। ওঃ হ্যাঁ বিশেষ খবর হচ্ছে কাল মারাঠা রেজিমেণ্টের সেকেণ্ড ব্যাটালিয়নকে পাঠিয়েছিল কাসল ব্যারাক ঘিরে ফেলার জন্য। তারা বেবাক অস্বীকার করেছে।

সার্দুল। [সচকিত] সত্যি বলছেন?

গফুর। এই তো চাই।

সাকসেনা। হুঁ। তাতে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে গেছে। কারণ সন্ধ্যেবেলায় শ্রপসায়ার লাইট ইনফেন্ট্রির তিন ব্যাটালিয়ন খাস গোরা সৈন্য চারটে মেসিনগান নিয়ে কাস্‌ল্‌ ব্যারাকের সামনে মোতায়েন হয়েছে। ফলে আপোষ আলোচনা আরো পিছিয়ে গেছে।

সার্দুল। আপোষ হয়েই বা কি হবে?

সাকসেনা। রেটিংরা একটু খেয়ে পরে বাঁচবে।

[গফুর আবার হেসে ওঠে]

গফুর। মাপ করবেন আবার হাসলাম। ট্রিপলি, মণ্টা, পালেরমো, জেনোয়া,

বিশ্বে, পাঁচটা বড় লড়াইয়ের পর কমরেড, খেয়ে পরে বাঁচাটাকে আর খুব বড় বলে মনে হয় না।

সাকসেনা। আপনি যুদ্ধতিক্ত তাই মনে হয় না। আমাদের মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে হয়।

সার্দুল। আপনি বোধহয় সারা যুদ্ধ হিসেব-নিকেশ বিভাগে কলম পিষে কাটিয়েছেন।

সাকসেনা। [হেসে চশমা খাপে পোরেন]। আমি গানার ছিলাম। লড়েছি আকিয়াবে, আরাকানের হেজ-হপ অপারেশনে, রেঙ্গুনে, জোহোরে, ম্যানিলায়। সবশেষে সৌরঝায়ার যুদ্ধে মাথায় চোট লাগে।

সার্দুল। আমাকে—আমাকে মাপ করবেন।

সাকসেনা। দেখুন, এ লড়াই সারা ভারতের লড়াই। কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলবে এই লড়াই। তাই কোনমতেই আমরা রক্তপাত ঘটতে দেবনা। রক্তপাতে ইংরেজেরই লাভ। সংকীর্ণ দৃষ্টি ত্যাগ করুন। সারা ভারতের অহিংস লড়ায়ের সংগে খাইবার-এর লড়াইকে মিলিয়ে দিন।

সার্দুল। বোম্বায়ের সাধারণ মানুষ? তারা জানতে পারছে তো সব খবর?

সাকসেনা। হ্যাঁ, কাল সাধারণ ধর্মঘট। তবে সেটা ভুল হয়েছে। অমার্জনীয় ভুল। বৃটিশ ফৌজে বোম্বাই এখন ঠাসা। গুলি চলবেই। তাই কংগ্রেস এই সাধারণ ধর্মঘটকে নিন্দা করেছেন।

সার্দুল। [জ্বলে ওঠে] কী বললেন? নাবিকদের সমর্থনে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামছে, তাকে—তাকে কংগ্রেস নিন্দা করেছে?

সাকসেনা। হ্যাঁ। আপনারা কি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়াই লড়বেন নাকি? সে ক্ষমতা আছে? সর্দার মগনলাল কাল সন্ধ্যেবেলায় বোম্বাই পৌছেছেন, তিনি নিজে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। আপনারা কি তাঁকে বাদ দিয়েই লড়াই চালাবেন?

[রেটিংরা কথা বলে না].

সাকসেনা। আর এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় নেই। চারটেয় মিটিং আছে। তারপর আবার র‍্যাটট্রে ফ্লাগশীপ আপোষ আলোচনা।

রাজ। এক কাপ চা খাওয়ার অনেক সময় আছে কমরেড।

সাকসেনা। না নেই। [হেসে] দেখুন, ঐ কমরেড কথাটাতে যথেষ্ট আপত্তি আছে আমার। নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করতে চান করুন, আমায় বলবেন না। আর হ্যাঁ, রেশন মজুত আছে তো ?

রাজ। নেই।

সাকসেনা। পারেল-এ কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে পাঠাবেন কাউকে, শাদা পোষাকে। ওরা কিছু কিছু জোগাড় করছে। গোরা ফৌজের দৃষ্টি এড়িয়ে কিছুই পৌঁছবে না। [রওনা হ'ন হঠাৎ ঘুরে সজোরে] আর দেখুন, তলোয়ার-এর নির্দেশ ছাড়া কোন একশন নেবেন না। তলোয়ার-এর অনুমতি ছাড়া কিছু করা চলবেনা। পরিস্থিতি যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তবে সর্বনাশ হবে। আপনারা আমায় বিশ্বাস করেন তো ?

গফুর। নিশ্চয়, কম — [মুখ চেপে ধরে] আপনি নিজে নাবিক।

সাকসেনা। গুলি যেন কিছুতেই না চলে।

[চলে যান সাকসেনা]

গফুর। [হঠাৎ চেঁচিয়ে] কমরেড কথাটাতে আপত্তি আছে আমার।

রাজ। পোষাক চাই, খাবার চাই। এই হোল বিদ্রোহের শ্লোগান।

সার্দুল। বোম্বাইয়ের মজুররা জেনারেল স্ট্রাইক ডেকেছে। মারহাট্টা ফৌজ গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। আর কি চাই ? ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় আগুন জ্বলে যাবে রাজগুরুজী। ডাঙার লড়াই আর জলের লড়াই এক হয়ে যাবে।

সূত্রধার। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে
খাইবার-এর কানে এলো মুহুর্মুহু মেশিনগানের শব্দ
আর কিছু শ্লোগান আর আর্তনাদ।

সচকিত হয়ে ওঠে "খাইবার"।

[পুপ ডেকে দাঁড়িয়ে সার্দুল দূরবীন দিয়ে দেখছে, পাশে উদ্বিগ্ন রেটিংরা]

সার্দুল। গোরা ফৌজ কাস্‌ল্‌ ব্যারাক্‌স আক্রমণ করেছে। নিরস্ত্র জাহাজীদের মারছে গুলি করে—

রাজ। দেখি। দাঁড়িয়ে মরছে, হাতে একটা লাঠিও নেই।

সার্দুল। সিগন্যালার, তলোয়ারকে ডাকো।

সিগন্যালার। হ্যালো তলোয়ার, হ্যালো তলোয়ার, খাইবার কলিং হ্যালো, হ্যালো—

রাজ। শ্লোগান দিচ্ছে শুধু।

গফুর। জাহাজ চ্যানেল-এ ঢোকাই? কামানের পাল্লার মধ্যে আনি হারামজাদা ফিরিংগিকে?

সার্দুল। হ্যাঁ এক্ষুনি—অল হ্যাণ্ড্‌স টু একশন স্টেশন্‌স্‌—

সিগন্যালার। তলোয়ারের সাড়া নেই—হ্যালো তলোয়ার হ্যালো তলোয়ার খাইবার কলিং, হ্যালো হ্যালো—

রাজ। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আহত নাবিকদের মাথা ফাটাচ্ছে—

সার্দুল। কোর্স নর্থ—নর্থ—নর্থ। ফুল স্টীম এহেড—। ফুল এহেড অল এঞ্জিনস। স্টীম প্রেসার—

গফুর। এইটীন এটমসফিয়ার্স।

সার্দুল। টারেট আকবর ক্লিয়ার? টারেট আকবর ক্লিয়ার। টারেট হুমায়ুন ক্লিয়ার? টারেট হুমায়ুন ক্লিয়ার। টারেট আকবর, হুমায়ুন, ইনকিলাব ক্লিয়ার।

রাজ। তলোয়ার এর সাড়া নেই যে।

সার্দুল। চেষ্টা করো। আবার চেষ্টা করো।

সিগ্‌ন্যালার। হ্যালো তলোয়ার; হ্যালো তলোয়ার হ্যালো তলোয়ার—

রাজ। বেয়নেট চার্জ করে মারছে—

সার্দুল। টারেট আকবর থ্রী ডিগ্রীজ আপ রেঞ্জ ওয়ান জিরো—

রাজ। কি করছো? কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ ছাড়া গুলি চালাব? সাকসেনা কি বলে গেলেন শুনলে না?

সার্দুল। ওখানে আমার কমরেডরা দাঁড়িয়ে মরছে!

রাজ। শৃঙ্খলা মানবেনা?

সার্দুল। আপনি শৃঙ্খলা না মেনে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বলিনি অল হ্যাণ্ড্স টু একশন স্টেশন্স্?

রাজ। সার্দুল, শোন এর ফল বড় ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে পরে—

সার্দুল। গো টু ইওর স্টেশন নাও। মিডশিপম্যান রাজগুরু—স্টোক হোলে যান। এক্ষুনি।

[রাজগুরু ছুটে চলে যান]

টারেট আকবর থ্রী ডিগ্রীজ আপ রেঞ্জ ওয়ান জিরো টু অট অট অট থ্রী রেঞ্জ —স্যালভো!

[দূরাগত কোলাহল চেপে খাইবার-এর কামান গর্জন করে ওঠে। এক মুহূর্ত নীরবতা—তারপর কাস্‌ল্ ব্যারাকস্ থেকে শ্লোগান শোনা যায় খাইবার জাহাজ জিন্দাবাদ]

দুষমনের মেসিন গান পোষ্ট ধ্বসে গেছে। টারেট হুমায়ুন রেঞ্জ নাইন ফোর অট অট অট টু গ্রীন স্যালভো। দুষমন পালাচ্ছে। টারেট ইনকিলাব টু ডিগ্রীজ আপ রেঞ্জ এইট অট অট অট স্যালভো। মারো কমরেড, জানিয়ে দাও খাইবার পৌঁছে গেছে।

মাইক। অল ইণ্ডিয়া রেডিও, বোম্বাই থেকে বলছি। একটি জরুরী ঘোষণা। এখন ভাষণ দেবেন বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস-এর সভাপতি সর্দার মগনলাল জজোরিয়া।

মগনলাল। বন্ধুগণ, বোম্বাই-এর নাগরিকবৃন্দ, নৌবহরের বীর জাহাজী ভাইরা,

আমাদের অতি প্রিয় বোম্বাই শহরে আজ এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৮ই তারিখ থেকে দেশপ্রেমিক জাহাজীরা এক অভূতপূর্ব হরতাল হাসিল করেছেন। খাদ্য বস্ত্র ন্যায়বিচারের জন্য তাদের এই বীরত্বপূর্ণ শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজাবাদকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তাঁদের আশু দাবী দাওয়ার প্রতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ, সক্রিয় ও সর্তহীন সমর্থন জানাচ্ছে এবং এ আশ্বাস আমি প্রতিটি জাহাজী ভাইকে দিচ্ছি যে তাঁদের দাবী পূরণ না করে অত্যাচাবী বৃটিশ সরকারের কোনো উপায় নেই। কিন্তু কংগ্রেস গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছে, জাহাজীদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংগ্রামকে এমন একটা জঘন্য সহিংস রক্তারক্তির রূপ দিতে চেষ্টা করছে যে তাতে জাহাজাদের দাবী আদায়ের পথই রুদ্ধ হতে বসেছে। যেমন নাকি আজ ভোরবেলায় "খাইবার" নামক জাহাজের অতর্কিত অবিমৃষ্যকারিতায় বহু নিরীহ বৃটিশ সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে কাস্‌ল্ ব্যারাক্‌স এলাকায়। জাহাজী ভাইদের কাছে কংগ্রেসের আবেদন, অহিংস প্রতিরোধের পথ ত্যাগ করে সর্বনাশ ডাকবেন না। কংগ্রেস আরও লক্ষ্য করছে বোম্বাই শহরে কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি জাহাজীদের ন্যায্য দাবীগুলির সুযোগ গ্রহণ করে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আজ তারা অতর্কিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, মিছিল বার করে হর্ণ বি রোডের যত ইংরাজ দোকান আছে সবগুলো আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছে। আজ সন্ধ্যার মুখে ফ্লোরা ফাউণ্টেন এলাকায় পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করায় বামপন্থী সুযোগ সন্ধানীরা পুলিশের ওপর ইঁট পাথর নিয়ে হামলা চালায়। ফলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত পুরো বোম্বাই শহরে চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে শ্রমিক এলাকাগুলি ও জাহাজী অধ্যুষিত ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় খুন জখম, অগ্নি সংযোগ ও রাহাজানি এক কলংককর আকার পরিগ্রহ করেছে। বামপন্থীরা আবার কালকেও সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে সরকার সারা বোম্বাই-এ

সামরিক আইন জারি করেছেন। আমার আবেদন, কংগ্রেসের আবেদন, সাধারণ ধর্মঘট থেকে দূরে থাকুন। শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনুন। বামপন্থীদের সর্বনাশা ফাঁদে পা দেবেন না।

পর্দা

পাঁচ

[ওয়াটার ফ্রন্টের বস্তী। আলি সাহেবের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে উঠোনে, কৃষ্ণা, লক্ষ্মী ও মোতি তার পরিচর্যা করছে। নুরুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন পাশে]

নুরুদ্দিন। কোন গণ্ডগোল হয়নি, কেউ নড়েনি। চুপচাপ বসেছিলাম রাস্তার ওপর। হঠাৎ পুলিশ গুলি চালালো। কোনো দরকার ছিলো না।

[বাইরে কোথাও গুলি চলছে, 'টিয়ার গ্যাস' বলে চিৎকার করে ওঠে কেউ]

কৃষ্ণা। আলি সাহেব মরে গেছেন।

নুরুদ্দিন। এ্যাঁ, তবে কি মড়া বয়ে নিয়ে এলাম এতদূর ?

[সুভাষ ঢোকে, হাতে ঝোলা]

সুভাষ। লক্ষ্মী গোনো। চাপাটি পঞ্চাশটা,. শিক কাবাব—গোনো—

লক্ষ্মী। এসব কেন ?

সুভাষ। "খাইবার" জাহাজের জন্য খাবার। দরকার হলে সাঁতরে গিয়ে দিয়ে আসবো।

[আরো আহতদের নিয়ে আসা হচ্ছে। বাইরে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ]

আহত ১। গোরা পল্টন এসে গেছে। সাঁজোয়া নিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে জমা হয়েছে।

মুরুদ্দিন। এই বস্তীর ওপর ওদের ভীষণ রাগ।

[মেশিন গানের কর্কশ শব্দ জাগে খুব কাছেই। চিৎকার—। কয়েকজন ছুটে যেতে থাকে উঠোনের ওপর দিয়ে]

একজন। সাঁজোয়া গাড়ী গলিতে ঢুকছে। হুঁসিয়ার হুঁসিয়ার—

কৃষ্ণা। লক্ষ্মী এঁদের ভিতরে নিয়ে চল।

[সবাই ধরাধরি করে আহতদের ভেতরে নিয়ে যায়। থেকে থেকে মেশিন গান গর্জাতে থাকে! উঠোনের ওপর এসে পড়ে হেড লাইট—আবার সরে যায় আলো। সুভাষ বেরিয়ে আসে ঝোলাটা পিঠে এঁটে। সংগে লক্ষ্মী]

লক্ষ্মী। শোনো। খাইবার-এর কেউ মরে নি তো?

সুভাষ। [একটু নীরব থেকে] না সাদুর্ল মরে নি। আঁচড়ও লাগেনি তার গায়ে।

লক্ষ্মী। শোনো ওকে বোলো···কি নিষ্ঠুর আমি, না? তোমায় দিয়ে ওকে খবর পাঠাতে চাইছি।

সুভাষ। সত্যিই তুমি নির্দয়। তোমার বোধহয় ধারণা আমার কোন অনুভূতি নেই। ব্যথা ট্যাথা বাজে না বুকে।

লক্ষ্মী। ক্ষমা কোরো।

সুভাষ। কি বলবো ওকে?

লক্ষ্মী। কিচ্ছু না।

সুভাষ। বলবো, তুমি ওর জন্য অপেক্ষা করে আছ।

লক্ষ্মী। বলতে পারবে?

সুভাষ। বলতে এক রকম পারি। তা বলে সত্যিই তোমায় ছেড়ে দিতে·

পারবো কি না জানি না। আমিও জাহাজী, লক্ষ্মী, রাগ আমারো হয়। অসহ্য রাগ।

[চলে যায় সুভাষ]

লক্ষ্মী। সাবধানে যেও।

[মোতি বিবি বেরিয়ে আসেন]

মোতি। সুভাষ চলে গেল ?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ।

মোতি। আমি যে ইয়াকুবের জন্যে এই জিনিষটা—

[হেডলাইটের আলোয় ধরা পড়েন মোতি, তার পর মুহূর্তেই মোতি বিবি মেশিন গান-এর গুলিতে পাক খেয়ে পড়ে যান]

লক্ষ্মী। মা…

[কৃষ্ণা আর নুরুদ্দিন ছুটে বেরিয়ে আসেন]

কৃষ্ণা। একে…একে মেরে ফেলেছে।

লক্ষ্মী। ইয়াকুব গফুরের জন্যে এটা নিয়ে এসেছিল।

কৃষ্ণা। ইচ্ছে হচ্ছে এবার অস্ত্রগুলো বার করে বিলিয়ে দিই। মেরে মর।

লক্ষ্মী। বস্তী জ্বালিয়ে দেবে তাহলে।

কৃষ্ণা। এখনই কি এ বস্তীকে ছেড়ে দেবে ভাবছিস ?

[আবার মেশিন গান গর্জায়—বহুলোক ছুটে আসে, এক নারী, কোলে শিশু]

নারী। গোরা পণ্টন বস্তীতে ঢুকেছে।

আর একজন। সংগে একজন কংগ্রেসী নেতা।

নারী। ইজ্জত্ নেবে গোরারা। এ বাচ্চাটার বাপ কুমায়ুন জাহাজের রেটিং। যদি আমার কিছু হয় বাচ্চাটাকে দেখো। বাপের কাছে পৌঁছে দিও।

[সুভাষ ছুটে আসে, ঝোলাটা লুকিয়ে ফেলে]

সুভাষ। বস্তী থেকে বেরুনো অসম্ভব, ঘিরে রেখেছে।

[সাঁজোয়া গাড়ীর মাথাটা ঢোকে উঠানের প্রান্তে। চোখ ধাঁধাঁনো হেড লাইটের আলো। একজন কালো অফিসার এবং সর্দার মগনলাল নামেন]

মগনলাল। কোনো ভয় নেই। আমি মগনলাল জজেরিয়া, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসছি। আপনাদের কোন ভয় নেই।

কৃষ্ণা। আপনাকে ভয় নেই, কিন্তু ঐ যে অফিসার, ওকে বিলক্ষণ ভয়।

মগনলাল। ইনি মেজর রেবেলো। আপনাদের চিন্তার কিছু নেই। যদি দাংগা হাংগামায় না জড়িয়ে পড়েন তবে কোন ভয় নেই আপনাদের। এই এলাকাই সবচেয়ে বেশি ট্রাবল দিচ্ছে। জানি সংগ্রামী জাহাজী ভাইদের নিকটজনরাই এখানে থাকেন। তবু আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে। সংযম শিক্ষা করতে হবে। মারামারি করে আপনাদের আপনজন ঐ জাহাজীদেরই সর্বনাশ করবেন।

কৃষ্ণা। মারামারি? মারামারি তো হচ্ছে না, এক তরফা মার হচ্ছে।

মগন। আমি জানি গোরারা চট করে গুলি চালিয়ে বসে। নির্দোষ লোকেরও তাতে প্রাণ যায়। কিন্তু আপনারাও যে সবাই একেবারে গংগা জলে ধোয়া তুলসী, তা তো নয়। আজ বিকালে হর্নবি রোডে যা ঘটেছে—

কৃষ্ণা। হর্ন বি রোডে আপনি ছিলেন?

মগন। না, তবে শুনেছি।

কৃষ্ণা। আমি ছিলাম। আমি দেখেছি—

মগন। কি দেখলেন?

কৃষ্ণা। সাহেবদের দোকান থেকে গোরা নাবিকরা পিস্তল চালায় মিছিলের ওপর। ওরাই আগে আরম্ভ করে।

রেবেলো। আপনাকে তো দেখছি গ্রেপ্তার করা উচিত।

মগন। [সজোরে] না, সার্টেনলি নট। আমার সামনে বিনা দোষে একে গ্রেপ্তার করবেন?

রেবেলো। বিনা দোষে? আমি এই এলাকার কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছি।

সামরিক আইনে আমার হাতে এখন সর্বময় কর্তৃত্ব। আমার ধৈর্য পরীক্ষা খুব বেশী করবেন না কিন্তু।

মগন। আপনারা এই বস্তী থেকে ফৌজ হটিয়ে নিন। আমি এঁদের হয়ে কথা দিচ্ছি, কোন গোলযোগ ঘটবে না। আপনারা বলুন এ কথা আমি দিতে পারি তো।

সুভাষ। নিশ্চয়ই।

কৃষ্ণা। অবশ্য।

রেবেলো। এ বস্তীতে আস্তানা গাড়তে আমরা আসি নি। চৌমাথা পর্যন্ত আমরা টহল দেব। তার আগে গ্যারান্টি চাই এ বস্তী থেকে কোন আক্রমণ আসবে না।

মগন। সে গ্যারান্টি আমি নিজে দিচ্ছি।

রেবেলো। এবং এ বস্তী থেকে বিদ্রোহী জাহাজের সংগে কেউ কোনো যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না। চেষ্টা করলে এ বস্তীকে শেষ করে দেব।

[ভিড়ে দণ্ডায়মান শাস্ত্রীজী]

শাস্ত্রী। কোনো জাহাজের সংগে আমরা যোগাযোগ করবো না।

রেবেলো। বদলে আমরাও পল্টন সরিয়ে নিচ্ছি।

মগন। আমার মান রাখবেন…দু পক্ষই।

কৃষ্ণা। আপনি ওদের গাড়ীতে উঠছেন কেন?

[নীরবতা]

মগন। মিলিটারী গাড়ি ছাড়া আর কোন গাড়ি চলছে না বলে। এ এলাকায় ব্যাপক হাঙ্গামা আর গুলি চালনার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে যেন তেন প্রকারে এসে পড়াই উচিত ভেবেছিলাম। দেখুন, বহু বৎসর ধরে কংগ্রেস অহিংস সংগ্রাম চালাচ্ছে। আজ দেশ স্বাধীন হওয়ার মুখে। এই শেষ মুহূর্তে এসে গান্ধীজীর আদর্শে রক্তের কলঙ্ক লেপন না-ই-বা করলেন।

[রেবেলো এবং মগনলাল গাড়ীতে উঠে চলে যান]

একজন। শালারা হটে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়জন। গলি ছেড়ে সরে যাচ্ছে।

তৃতীয়জন। কেনই বা এসেছিল, কেনই বা যাচ্ছে।

নুরুদ্দিন। আমাদেরকে ওরা বিশ্বাস করে না।

সুভাষ। আমাদেরকে ওরা ভয় পায়। আমাদের উচিত আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

শাস্ত্রী। মানে? কি দিয়ে আত্মরক্ষা করবো বেটা? বাঁশের লাঠি নিয়ে?

সুভাষ। উপায় আছে, আমি জানি।

[মার দিকে তাকায়]

কৃষ্ণা। না উপায় নেই।

সুভাষ। অস্ত্র কি শুধু লুকিয়ে রাখবার জন্যে? এ পরিস্থিতিতেও যদি তা কাজে না লাগে, রেখে কি লাভ?

কৃষ্ণা। ও জিনিষ আমার নয়। আমার জিম্মায় আছে শুধু। যার জিনিষ সে হুকুম না দিলে বেরুবে না।

সুভাষ। সে কি ক'রে হুকুম দেবে? জাহাজকে ঘিরে রেখেছে গোরারা।

কৃষ্ণা। ও দেখছেই। ঐ তো ঐ খানে জাহাজ। দূরবীনও লাগে না, খালি চোখেই সে দেখছে এই বস্তীতে সারাদিন ধরে গোরা ফৌজের অত্যাচার। অস্ত্র ব্যবহার করার হ'লে সে নিজেই খবর পাঠাতো।

সুভাষ। কি করে? কি করে পাঠাবে খবর।

নুরুদ্দিন। আমার মনে হয় মা, গোরাদের কথায় বিশ্বাস নেই। ঐ কংগ্রেসী নেতার কথায়ও নয়। যদি আপনার কাছে হাতিয়ার থেকে থাকে, তবে এই নও-জোয়ানদের হাতে তা দিয়ে দেয়া উচিত।

একটি ছেলে। যে কোনো ছুতোয় ওরা হামলা করবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবো?

কৃষ্ণা। শংকর, খুব বড় নেতা সেজেছিস না? এই লড়ায়ের নেতা আমার ছেলে সার্দ্দুল সিং। তার হুকুম না পেলে আমি এক পা-ও নড়বো না।

সুভাষ। বেশ। আমি যাচ্ছি ওর কাছে। ওর কাছ থেকে তোমার নামে চিঠি নিয়ে আসবো।

[ঝোলা পিঠে বাঁধে]

নারী। কুমায়ুন জাহাজের কি খবর? এই বাচ্চাটার বাপ আছে কুমায়ুন জাহাজে।

শাস্ত্রী। [সুভাষকে] তুমি কোথায় যাচ্ছ?

সুভাষ। খাইবার জাহাজে।

শাস্ত্রী। এইমাত্র আমরা কথা দিলাম না, যে কোন জাহাজের সংগে যোগাযোগ করবো না?

সুভাষ। কথা আমরা দিইনি, আপনি দিয়েছেন।

শাস্ত্রী। [সুভাষকে ধরে] ওরা প্রত্যেক ঘরে ঢুকে গুলি চালাবে। তার দায়িত্ব নেবে তুমি?

সুভাষ। তার দায়িত্ব নেবেন আপনারা প্রত্যেকে। "খাইবার" আমাদের জন্যেই লড়ছে। তাকে খাওয়ানোর দায়িত্বও আমাদের। প্রাণ দিয়েও।

শাস্ত্রী। মেয়ে…বাচ্চা…বুড়ো কিছুই মানবে না গোরা পল্টন।

শংকর। মরার ভয় থাকলে আপনি কেটে পড়ুন না। আজ সকালে কাস্‌ল ব্যারাকস্‌-এ গোরা পল্টনকে চাবকে লাল করে দিয়েছে খাইবার।

[উৎসাহযুক্ত ধ্বনি]

আর তার জাহাজীরা না খেয়ে থাকবে? ধর্মও তো আছে, নাকি?

নুরুদ্দিন। ঐ খাইবার-এ আমার বাচ্চা ছেলেটা আছে বলে বলছিলে না—আমার মনে হয় খাইবার-এর সবাই আমাদের ছেলে। গোরার ভয়ে ছেলেকে খেতে দেব না, তা কি হয়? নিজেরা মুখে গ্রাস তুলতে পারবো?

শাস্ত্রী। কিন্তু আমি কথা দিয়েছিলাম…মগনলালজী কথা দিয়েছেন। কৃষ্ণাবাঈ আপনি বলুন এদের। এতগুলো প্রাণ আপনার হাতে।

লক্ষ্মী। ওকে বলে লাভ নেই শাস্ত্রীজী। এ খাবার পাঠাতেই হবে।

শাস্ত্রী। তুমি চুপ করো। তোমার মত মেয়ের কাছে উপদেশ শুনতে চাই না।

[নীরবতা]

সুভাষ। আমার অবশ্য উচিত আপনাকে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু সময় নেই, পরে হবে।

লক্ষ্মী। দরকারও নেই। উনি আমাদের পিতার বয়সী।

শাস্ত্রী। কৃষ্ণাবাই, কিছু বলুন !

কৃষ্ণা। খাবার খাবে ?

সুভাষ। চলি তাহলে। তোমার ছেলের হুকুম আমি এনে দেব।

[সুভাষ চলে যায়]

শাস্ত্রী। গোরারা আসবে, মারবে। নিজের ছেলেকে খাওয়াবার জন্যে এতগুলো ছেলেকে মরণের মুখে ঠেলে দিতে তোমার দ্বিধা হলো না, তুমি আবার মা।

[কৃষ্ণা জবাব দেন না]

লক্ষ্মী। শাস্ত্রীজী আপনি মাকে চেনেন না, তাই ওকথা বলছেন।

শাস্ত্রী। তুমি কুলটা, তোমার কথা কওয়ার দরকার নেই।

লক্ষ্মী। যা ইচ্ছে বলতে পারেন, বলে গায়ের জ্বালা মেটান। আমার কোন আপত্তি নেই।

নারী। কুমায়ুন জাহাজের ওপর হামলা হয়নি তো ?

শাস্ত্রী। না, হয়নি। কোন জাহাজেই শালারা উঠতে সাহস পাচ্ছে না।

শাস্ত্রী। কৃষ্ণাবাঈ, যতজন মরবে প্রত্যেকের শাপ লাগবে তোমার। নিজের ছেলেকে বাঁচাতে তুমি অসহায় অনেকগুলি লোকের প্রাণ বিসর্জন দিলে।

কৃষ্ণা। একটা ভুল করছেন। সার্দুল আমার ছেলে নয়। আমার নেতা।

লক্ষ্মী। [মাকে একান্তে] মা, আমি বলছি বন্দুকগুলো বার করে দেয়ার সময় হয়েছে।

কৃষ্ণা। [নীরব থেকে] সময় যে হয়েছে আমিও জানি মা, কিন্তু···কিন্তু সার্দুল না বললে দেব কি ক'রে ?

লক্ষ্মী। বলার শক্তি থাকলে ও নিশ্চয়ই বলতো।

কৃষ্ণা। বলার শক্তি ওর আছে—নিশ্চয়ই বলবে। ওর অনুমতি ছাড়া বন্দুক বার ক'রে দিলে পরে এই জন্য যদি ওর ক্ষতি হয়…প্রাণ বিপন্ন হয়?

[গুলির শব্দ…মেশিন গান আর রাইফেল। খবর নিয়ে একজন ছুটে আসে]

লোক। সুভাষকে দেখতে পেয়েছে। সাঁজোয়া গাড়ী এদিকে আসছে।

[ক্রমে সবাই ছোটাছুটি শুরু করে]

লক্ষ্মী। ও কি—ও কি মরে গেছে?

লোক। দেখতে পাইনি।

শংকর। সকলে এই দিকটায় বসে পড়ুন, সাঁজোয়া গাড়ী এগিয়ে আসছে।

শাস্ত্রী। দেখ, কৃষ্ণাবাঈ, কি করেছ দেখ।

শংকর। এখনো সময় আছে, অস্ত্রগুলো বার করে দাও।

কৃষ্ণা। কি করি আমি শংকর? সার্দুলের সর্বনাশ হতে পারে, এই বন্দুক যে খাইবার থেকেই এসেছে একথা জানতে পারবেই। তখন? সার্দুলরা মরবে।

শংকর। আপনার ছেলে মরতে ভয় পায় না।

[মেশিন গানের গর্জনে, আর্তনাদে কথা চাপা পড়ে। শিশু কোলে নারীটি হঠাৎ উঠে রওনা হয়]।

লক্ষ্মী। কোথায় যাচ্ছ?

শংকর। শুয়ে পড়ো। শুয়ে পড়ো।

নারী। কুমায়ুন জাহাজে এই বাচ্চার বাপ…

নুরুদ্দিন। জোর করে ধরে নিয়ে এস।

[কিন্তু নারী ছুটে যায়। হেড লাইট তাকে অনুসরণ করে, গুলির ঝড় বইলো। মায়েরা প্রায় সবাই আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কুমায়ুন জাহাজের কোনো

অজ্ঞাত রেটিং-এর সন্তানটি শুধু কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। মা তাকে কোলে নিয়ে ফিরে যান আশ্রয়ে। জাহাজের বাঁশি বাজছে]।

শংকর। সুভাষজী বোধহয় গেছেন। বস্তী সাফ হয়ে যাচ্ছে। এখনো কি সার্দুলের হুকুমের অপেক্ষা করবে?

কৃষ্ণা। চুপ শুনতে দে…

[জাহাজের বাঁশি বাজছে—তিনবার হ্রস্ব, একবার দীর্ঘ। বারবার বাজছে "খাইবার" জাহাজের বাঁশি, মেশিন গানের কর্কশ শব্দকে ছাপিয়ে]।

সার্দুল! সার্দুল কথা কইছে! শুনছিস লক্ষ্মী? হ্যাঁ বল, বাবা, তোর ঐ একটা কথার জন্যই বসে আছি এতক্ষণ। লক্ষ্মী, পায়রাঘর খোল।

লক্ষ্মী। কি বলছো?

কৃষ্ণা। শুনতে পাচ্ছিস না জাহাজ কথা কইছে? সার্দুল কথা কইছে।

[লক্ষ্মী ছুটে গিয়ে পায়রার বাক্সের পেছন দিকটা খুলে বার করে রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড আর টোটা]

বন্দুক নাও। সার্দুলের হুকুম এসে গেছে। মারো ফিরিংগিকে।

[শ্লোগান দিয়ে সশস্ত্র শ্রমিকরা প্রস্তুত হয়]।

নুরুদ্দিন। ভুলে যাবেন না আপনারা জাহাজী, রেটিং। প্লাটুন, রাইট ড্রেস। লেফট টার্ণ। টেক কভার।

[নীচু হয়ে গুঁড়ি মেরে সবাই ঝানু যোদ্ধার মতন এগিয়ে যায় সাঁজোয়া গাড়ির দিকে। হেড লাইট জ্বলছিল যে গাড়ির তার ওপর শংকরের হাতবোমা ফাটে। আলো নিভে যায়। ইনকিলাব জিন্দাবাদ রব তুলে শ্রমিকরা গুলি বর্ষণ করতে করতে এগোয়। মা তাঁর কুড়িয়ে

পাওয়া সন্তানকে কোলে নিয়ে দেখাতে থাকেন আঙ্গুল তুলে]।

কৃষ্ণা। ঐ দেখ কেমন লড়াই করছে! তুই পারবি? বড় হয়ে তুই পারবি না ও রকম লড়তে।

পর্দা

ছয়

সূত্রধার। খাইবার ঢুকেছিল ক্রীক এর অভ্যন্তরে
সংকীর্ণ প্রণালীতে ক্যাস্‌ল ব্যরাক্‌স্‌-এ আক্রান্ত
সহযোদ্ধাদের জীবন ফিরিয়ে দিতে।
বৃটিশ নাবিক অতি দক্ষ, তৎক্ষণাৎ পাঁচটি শক্তিশালী
যুদ্ধ জাহাজ, বন্ধ করলো প্রণালীর মুখ।
উপকূল ঘিরে রেখেছে কিংস রয়েল রাইফেলস্‌
ডারহাম লাইট ইনফেন্ট্রি, প্রপসায়ার লাইট ইনফেন্ট্রি,
আর ইলেভেনথ্‌ শিখ রেজিমেণ্টের ফৌজ—
সাঁজোয়া গাড়ি হালকা কামান আর মেশিন গান নিয়ে।
একমাত্র ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তীর কিয়দংশ ছাড়া
সেই লৌহ যবনিকার কোনো ছিদ্র নেই।
বস্তীর মানুষের মুখ চেয়ে আছে
খাইবার-এর ক্ষুধার্ত নাবিক।
বিদ্রোহীদের ঘাটি তলোয়ার জাহাজ নিশ্চেষ্ট নিরুৎসাহ।

[হালকা কুয়াশায় ঢাকা চন্দ্রালোকে আবছা দৃশ্যমান

খাইবার-এর ডেক। রেটিংরা সবাই সঙ্গীন চড়ান রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে। মার্কনি ডেক-এ সিগনালার রেডিও টেলিফোন যোগাযোগ করছে, সে রিসিভার সার্দুলের হাতে]।

সার্দুল। হ্যালো ধনৌজ, হ্যালো ধনৌজ···খাইবার কলিং হ্যালো হ্যালো হাউ আর ইউ রিসিভিং মি? ওভার।

রেডিও। হ্যালো খাইবার। হ্যালো খাইবার। বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন!

সার্দুল। আমরা ক্রীক-এর মধ্যে আটকা পড়েছি। আপনারা কি সাহায্যে অগ্রসর হবেন?

রেডিও। তলোয়ার জাহাজের নির্দেশ না পেলে আমরা কিছুই করতে পারি না। তলোয়ার নীরব।

সার্দুল। তলোয়ার-এর নির্দেশ পেতে গেলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের খাবার নেই।

রেডিও। সে কি? তলোয়ার থেকে খাবারও যায়নি ওখানে?

সার্দুল। না। বৃটিশ ব্যূহ ভেদ করে আসবে কি করে?

রেডিও। এখানে তো খাবার আসতে দিয়েছিল। কমরেড, আপনাদের সাহায্য করা আমাদের আশু কর্তব্য, কিন্তু স্ট্রাইক কমিটির কঠোর নির্দেশ আমরা যেন না নড়ি। পরে যোগাযোগ করবো।

সার্দুল। [সিগন্যালারকে] আবার তলোয়ার চেষ্টা করো।

রাজগুরু। তলোয়ার জবাব দেবে না।

সার্দুল। ওরা লড়তেই দেবে না আমাদের।

রাজগুরু। আপোষ আলোচনা চলছে, সার্দুল, সে আলোচনা ভেঙে না গেলে লড়াই শুরু করবে কেন?

সার্দুল। কার সংগে আপোষ। কেন আপোষ? আজ সারাদিন দেখলেন না?

বস্তীর মধ্যে ঢুকে মেশিন গান চালিয়েছে। মা রাইফেল বার করে না দিলে কেউ বেঁচে বেরুতো না।

সাতওয়ালেকর। [আসাদকে] দেন্তেরি, গর্দভ, অলটারনেট এংগেল দুটো ইকোয়েল আগেই দেখেছি। আর এ দুটো ইকোয়াল কারণ দুটো লাইন ইন্‌টারসেক্ট করলে ভার্টিক্যালি অপোজিট এংগল দুটো ইকোয়েল হয়। তাই করেসপণ্ডিং এংগেল দুটো ইকোয়েল। এ গরু ও গরু সমান। ও গরু আবার ঐ গরুর সমান। তাহলে এই দুই গরু সমান। সাধারণ জ্যামিতি বোঝে না, এ অবোর গানার হবে। গোলার আর্ক মাপতে গেলে হেগে ফেলবি। ছিঃ আমিই বা কি ভাষা ব্যবহার করছি। এইসব নিরক্ষর গরুদের সংগে মিশে কৃষ্টি সংস্কৃতি সব গেছে।

গফুর। [মাসুমকে] তারপর বেটি বলে—না, নগ্ন দেহ কাউকে দেখাবোনা। বললাম নাচতে নেমে ঘোমটা টানছো ?

ব্রিজলাল। [অগ্নিকে] শালা বিলিতি খেতে যে কী লাগে। তুমি তো আবার বেনারসী ব্রাহ্মণ ? নইলে দিতাম, চেখে দেখতে।

অগ্নি। তুই সাহেবদের এত পা চাটতিস, সেটা কি ভাল করতিস্ ?

ব্রিজ। এই মাল পাওয়ার জন্যে। বোতলের তলানিটা শালারা খেত না। পাঁচ বোতল তলানিতে এক পেগ হয়। জানো ? বোতলগুলো দিত, খুব খেতাম।

পিণ্টো। [সদাশিবমকে] তখন চাকরী পেলাম একটা রেষ্টুরেন্টে। সেখানে সারা সন্ধ্যে যত সব চুটকি মাল আছে বাজাতে হোতো। বোঝ। আমি হলাম গে ক্লাসিকাল বেহালা বাজিয়ে, আমাকে দিয়ে ওসব কোমর-নাচানো মাগী-বাড়ি মিউজিক বাজিয়ে নিত। আর হ্যাঁ দুপুর বেলায় আবার রান্নাঘরে গিয়ে দুটো পদ রেঁধে দিয়ে আসতে হোতো কারণ শালারা ভাবে গোয়ার লোকেরা সবাই রাঁধুনি।

সদাশিবম। শুনেছি তোরা বাজাসও ভাল।

পিণ্টো। শুনবি একদিন, বেহালা একটা যোগাড় হলেই শোনাব তোকে···
বেঠোফেন এর ভায়োলেন কনচেটো ইন ডি টা লা লা লা—

সদাশিবম। ওসব ভেকো বাজনা আমরা বুঝি না।

পিণ্টো। তা বুঝবে কেন?

[দক্ষিণ ভারতীয় মার্গ সংগীতের এক উৎকট ভাষ্য সে প্রদান করে]।

সদাশিবম। মারবো টেনে এক ঝাপড। শালা গরুখেকো, ম্লেচ্ছ!

নায়েক। কারুর ক্ষিদে পায়নি?

মাসুম। একটা থাবড়া মারবো মুখে, শালা।

নায়েক। খিদে পেয়েছে বলতে পারবো না?

অগ্নি। না পারবি না।

নায়েক। বাঃ, সাদ্দুর্লকে বলা প্রয়োজন।

গফুর। [দাঁত বার করে] কথাটা তাকে বলবি?

নায়েক। ওকে ছাড়া বলবো কাকে? খাইবার কমিটির সেক্রেটারী ও।

সাত। ফরমুলায় ফেললে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ ইকোয়েল টু তোর মাথায় বানচোত স্টোক হোলের ছাই। এই দেখ—আবার খিস্তি করছি। [আসাদকে] হোলো একস্ট্রাটা?

আসাদ। হচ্ছে হচ্ছে, সবুর করো।

নায়েক। খিদেয় আমার হাত পা ঝিম ঝিম করছে।

মাসুম। এক কাজ কর। তুই বরং গু খা।

নায়েক। সাদ্দুর্লকে বললে ও একটা উপায় বার করবে।

অগ্নি। মন্ত্রবলে রাজভোগ নিয়ে আসবে তোমার জন্যে। শালা লীডারকে একটু সাহায্য করার নাম নেই, তার কানের কাছে গিয়ে—

সাত। হ্যাঁ এইসব পরাজিতসুলভ হতাশাবাদ যদি আর একবার শুনি তবে বেয়নেট চালাবো।

সিগন্যালার। হ্যালো তলোয়ার! তলোয়ার সাড়া দিয়েছে।

সাৰ্দূল। হ্যালো তলোয়ার খাইবার কলিং।

রেডিও। হ্যালো খাইবার।

সার্দূল। আপনারা কি মার্কনি ডেক-এ লোক রাখেন না? দিনে রাতে কখনোই আপনাদের পাওয়া যায় না কেন।

রেডিও। আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত। সভাপতি সাকসেনা আপোষ আলোচনায় গেছেন। কী বক্তব্য আপনাদের তাড়াতাড়ি বলুন?

সার্দূল। নির্দেশ দিন, কিছু করুন। আমরা এখানে আটকা পড়েছি। আশেপাশে আমাদের যত জাহাজ আছে সব নিয়ে প্রণালীর মুখে বৃটিশ জাহাজকে আক্রমণ করতে হবে। নইলে আমরা না খেয়ে মরবো।

তলোয়ার। অসম্ভব! উন্মাদের প্রস্তাব। এমনিতেই কাসল ব্যারাকসে গোলা ফেলে আপনারা পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছেন। আমাদের অনুমতি ছাড়া, আমাদের স্পষ্ট নির্দেশ লংঘন করে আপনারা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। তার ফলাফল ভোগ করার জন্যেও তবে প্রস্তুত হ'ন।

সার্দূল। কাস্‌ল ব্যারাক্‌স্‌-এ গুলি চালিয়েছি কারণ…হ্যালো হ্যালো তলোয়ার। বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম ধাপ।

রাজ। আপোষ আলোচনার ফলাফল না জেনে ওরা কিছুই করবে না।

সার্দূল। তা হলে দেখছি ঐ আলোচনা ভেঙে দেওয়ার জন্যে আরেকটা যুদ্ধ বাধানো প্রয়োজন।

[নেমে আসেন দু'জনেই ডেক-এ]।

রাজ। কি বলছো?

সার্দূল। ওরা আমাদের বেচে দেবে বৃটিশের কাছে।

নায়েক। সার্দূল, খাবারের ব্যবস্থা যদি না করা যায় তবে আর—

সার্দূল। [গর্জন করে] সেটা আমি তোমার চেয়ে ভাল করেই জানি।

নায়েক। না সবার খিদে পেয়েছে বলেই বলছি—

সার্দুল। খিদে আমারো পেয়েছে। কিন্তু এটা যুদ্ধক্ষেত্র, চাইলেই খাবার পাওয়া যায় না।

নায়েক। আই—আই—স্যার—

সার্দুল। সেলাম করছো কাকে, উজবুকের বাচ্চা? স্যার বলছো কাকে? গোলামী মজ্জার মধ্যে ঢুকে গেছে তোমার।

প্রহরী। ম্যান এ্যাহয়। স্টার বোর্ড এর দিকে মানুষ।

[সবাই ছোটে বন্দুক বাগিয়ে]

গফুর। কে তুমি? কী চাও? জবাব না পেলে গুলি চালাবো।

[অস্ফুটস্বরে কি যেন জবাব আসে। সবাই ধরাধরি ক'রে রক্তাপ্লুত সুভাষকে টেনে তোলে]।

সাত। বস্তী থেকে এসেছে।

মাসুম। একটা হাত নেই, নিশ্চয়ই জাহাজী।

[সার্দুল চমকে ওঠে]।

অগ্নি। গুলি লেগেছে পিঠে।

পিন্টো। এক হাতে চিৎ সাঁতার কেটে আধমাইল এসেছে। জাহাজী না হলে পারে?

সদাশিবম। ঝোলায় কি?

গফুর। খাবার! খাবার এনেছে আমাদের জন্যে।

রাজ। রাম নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি। হাত মালিশ করো। পায়ের তলাও।

গফুর। একে চিনি আমি। বস্তীতে থাকে। কি যেন নাম……প্রকাশ কি যেন……

সার্দুল। সুভাষ। সুভাষ দেশাই।

নায়েক। এই গ্রেটকোট পরিয়ে দাও। নইলে কেঁপে…কেঁপে…কেঁপেই মরে যাবে।

সুভাষ। আপনারা···আপনারা খেয়ে নিন···খাবারগুলো সব জলে ভিজে যায়নি তো ?

নায়েক। একটু ভিজেছে।

অনেকে। [সমস্বরে] না না একটুও ভেজেনি, খুব ভাল আছে। বর্ষাতি দিয়ে জড়ানো তো, ভিজবে কেন ?

সুভাষ। গানার সার্দুল সিং-এর সংগে দেখা হওয়া দরকার।

সার্দুল। বলুন।

সুভাষ। বস্তীতে আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছি আপনারই নির্দেশে।

সার্দুল। ঠিক করেছেন।

সুভাষ। আরো অস্ত্র চাই। কালও সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছে, বামপন্থী পার্টিরা মিলে। গোরারা বস্তী আক্রমণ করবেই। তাই অস্ত্র চাই।

সার্দুল। পাবেন। অগ্নিহোত্রী, ম্যাগাজীন খোল। পিণ্টো, জালিবোট নামাও, বস্তীতে অস্ত্র যাবে।

সুভাষ। কমরেড গফুর ?

গফুর। আমি।

সুভাষ। আপনার মা আর কমরেড মাসুমের বাবা আজ সন্ধ্যের গুলি বর্ষণে মারা গেছেন।

[খানিক নীরবতা]

আসাদ। আমার বাবা ? সুরুদ্দিন ?

সুভাষ। উনি শুধু বেঁচেই নেই, উনিই আমাদের নেতা।

সার্দুল। বস্তী ঘিরে রেখেছে কোন ইউনিট ?

সুভাষ। ডারহাম রেজিমেণ্ট, জামার হাতায় মড়ার খুলির চিহ্ন।

সার্দুল। শুনুন, ওরা এমন ছড়িয়ে বস্তীতে ঢুকছে যে আমরা গুলি চালাতে পারছি না। চালালে আমাদের প্রাণও বিপন্ন হয়ে পড়বে। দেখুন এই দূরবীন দিয়ে। কাল সকালে গোরারা হামলা করলে, এমনভাবে রাস্তা

ব্যারিকেড করে গুলি বর্ষণ করবেন যেন গোরারা বাধ্য হয়ে এইদিক দিয়ে জলের দিক দিয়ে বস্তীতে ঢোকার চেষ্টা করে। একবার ওদের ঠেলে এনে দিলেই আমরা একশন নেব।

সুভাষ। ঠিক আছে, নুরুদ্দিন সাহেবকে জানাবো। এবার ব্যক্তিগত কথা আছে আপনার সঙ্গে।

গফুর। প্লাটুন, ডিসমিস। টেবলস্ এণ্ড বেঞ্চেস, টেবলস্ এণ্ড বেঞ্চেস। খেতে যাও সবাই।

সাত। দেখুন সুভাষজী, ফর্মুলায় ফেললে এক এক ভারতীয় ইজ ইকোয়াল টু চার ইংরেজ। কারণ আমরা লড়ছি দেশের জন্যে, ওরা লড়ছে মালিকের হুকুমে। নিজেদের দেশে অবশ্য ওরা বাহাদুর মহাবীর। হিটলার-এর সংগে যে লড়াই ওরা করেছে—

গফুর। চল চল জ্ঞান দিতে হবে না আর—

সাত। কি আশ্চর্য, খাবি'খন। লালা ঝরছে একেবারে। ওঁর সংগে দুটো কথা—

গফুর। [একান্তে] সার্দুলের বউ নিয়ে কথা হবে। কেটে পড় শালা।

[সাতওয়ালেকার জিভ কেটে রওনা হয় প্লাটুনের পেছনে পেছনে]।

সার্দুল। কী বলবেন বলুন ?

সুভাষ। লক্ষ্মী বলতে বলেছে সে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে।

সার্দুল। যুদ্ধক্ষেত্রে এই সব কথা নাই বা বললেন।

সুভাষ। এ সব কথা বলার সুযোগ হয়তো আর পাওয়াই যাবে না।

সার্দুল। তা হলে ফিরে গিয়ে লক্ষ্মীকে বলবেন—ওসব মামুলি কথায় সার্দুল সিং ভোলে না।

সুভাষ। আপনি লক্ষ্মীকে বুঝতে পারছেন না, তাই এমন ক্ষমাহীন।

সার্দুল। আমার ধারণা ছিল আপনি সংবাদবাহক মাত্র। সংবাদের ওপর আবার মন্তব্য প্রকাশ করবেন জানতাম না তো।

সুভাষ। মাপ চাইছি।

সার্দুল। সৈনিক হিসাবে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আপনার সংগে আমার কোন আপোষ নেই। এটাও বুঝতে পারছি লক্ষ্মী ঠিকই করেছে, আপনার মতন...একজন ইস্পাতের মানুষকে পছন্দ করবে না তো কি পছন্দ করবে আমাকে? তবু সেটা মেনে নিয়ে সব ক্ষমা করে সাধু পুরুষ সাজবো সে ক্ষমতা শিক্ষাদীক্ষা, ভদ্রতা আমার নেই, বুঝলেন?

[একটু নীরব থেকে]

লক্ষ্মীকে আরো একটা কথা বলবেন। আসবার আগে যা বলেছিলাম তা যেন মনে রাখে—আমার কাছে ফিরে আসার কোন পথ নেই।

সুভাষ। [হেসে] আমাকে খুন করে আমার রক্ত পাঠাতে হবে আপনার পায়ে। বলবো সেটা। তবে এ-ও জেনে রাখুন, লক্ষ্মী তাও করতে পারে। আপনার জন্যে সে সব পারে। তবে আপনিও যে পারিবারিক জীবনে একজন অত্যন্ত সেকেলে মানুষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সার্দুল। সেকেলে?

সুভাষ। সামন্তযুগীয়। স্ত্রীর ওপর যার শুধু ভালবাসার অধিকার সে কখনো এইসব মধ্যযুগীয় কথা বলতে পারে না। আপনি স্ত্রীকে সম্পত্তি মনে করেন। এই বিরাট সংগ্রামের যিনি নেতা, তিনি যে এক দিক থেকে এত পিছিয়ে পড়া মানুষ এটা বিশ্বাস করতেও খারাপ লাগে।

সার্দুল। [খুব শান্ত ভাবে]। বেশি কথা কইবেন না। খুব বেশী এগুবেননা পিস্তলটা কাছেই আছে।

সুভাষ। খাইবার জাহাজের ডেক-এ মরতে পারাটা তো সৌভাগ্য।

[নীরবতা]।

সার্দুল। চলুন কমরেড বিশ্রাম করবেন চলুন। আপনার শীত করছে না তো?

সুভাষ। না একটুও না। আপনার কি হৃদয় পরিবর্তন হোলো?

সার্দুল। মাথা খারাপ? তবে এখন আপনি "খাইবার" জাহাজের অতিথি।

[বাহুপাশে সুভাষকে জড়িয়ে নিয়ে সার্দুল চলে যায়]।

॥ সাত ॥

[ভাইস এডমিরাল র‍্যাটট্রের বাংলো। রাটট্রে টেলিফোন করছেন মহিলা সেক্রেটারী আছেন। আর্মস্ট্রং, ডেনহাম ও মুখার্জি উপস্থিত আছে]।

র‍্যাটট্রে। গুলি চালান! আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার প্রয়োজন নেই। সময় নেই···হ্যাঁ এখন থেকে আগে সতর্ক করে তারপর গুলি চালাবার প্রয়োজন নেই। যেখানে হাঙ্গামা দেখবেন সেইখানেই গুলি চালাবেন।···
[ফোন রাখেন, আবার তোলেন] আমি হেড কোয়ার্টার্স।···জেনারেল ব্রুস্টার র‍্যাটট্রে স্পীকিং, উই নিড রি-ইনফোর্সমেণ্ট আরো সৈন্য চাই···না সব যাবে ওয়াটার ফ্রণ্ট-এ। আর কোথাও ট্রুপস্ দরকার নেই···হ্যা ইটস্ একস্ট্রাঅর্ডিনারি, ঐ বস্তীর লোকগুলো রাইফেল, গ্রেনেড, পিস্তল নিয়ে লড়ছে ······আমি জানি পুরো বোম্বাই-এ আগুন জ্বলছে, কিন্তু ঐ বস্তীকে ঠাণ্ডা না করলে খাইবার-এ খাবার সরবরাহ বন্ধ করা যাবে না···আই এম সিওর ইউ এপ্রিসিয়েট আওয়ার ডিফিক্যাল্‌টি···থ্যাংক ইউ জেনারেল। [ফোন রেখে দেন]। আশ্চর্য আটশো বৃটিশ সোলজার উইথ মেশিনগানস্ একটা বস্তীকে সামলাতে পারছেনা।

আর্মস্ট্রং। স্যার একটা কথা বলি। সরাসরি আক্রমণ ক'রে কোন লাভ নেই। ওরা গলি ঘুঞ্জিতে লুকিয়ে থেকে লড়ে যায়। ব্যারিকেড ক'রে আর্মকার-এর রাস্তা বন্ধ করে। ডেনহাম বোতলটা দেখি···এই দেখুন স্যার, একটা সাধারণ বোতলের মধ্যে এসিড আর লোহার কুচি পুরে কি মারাত্মক বোমা তৈরী করেছে।

র‍্যাটট্রে। লেটস টেক এ লুক।

ডেনহাম। মলোটভ ককটেল এর ভারতীয় সংস্করণ।

র‍্যাটট্রে। হোয়াট দা ডেভিল ইজ এ মলোটভ ককটেল ?

আর্মস্ট্রং। জানেন না ? মহাযুদ্ধে, রাশিয়ার পার্টিজানরা ব্যবহার করেছিল জর্মন ফৌজের বিরুদ্ধে।

র‍্যাটট্রে। আই সি। ওয়েল আই নেভার। কি মনে হয় ? এই পুরো ব্যাপারটার পেছনে রাশিয়ানদের কারসাজি নেই তো ?

আর্মস্ট্রং। ও নো, নো, স্যার ? সাধারণ দেশী মদের বোতল এ কেমিস্টির ছাত্ররা—

র‍্যাটট্রে। আপনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক। বোতলটা দেশী কিন্তু বোমা তৈরী করতে শেখাচ্ছে কে ? আপনি জানেন না, রাশিয়ানরা কি বিরাট চক্রান্ত করছে। চীনে কমিউনিস্টদের মুক্ত এলাকা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ইয়েনানে। মালয়ে, ভিয়েৎনামে, বর্মায়, ইন্দোনেশিয়ায়—সব জায়গায় কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র। আপনি কি বলতে চান ভারতকে ওরা ছেড়ে দেবে ? [ফোন তুলে]।

পুলিশ কমিশনার এট ওয়ানস্।…এশিয়া রাশিয়ানদের খপ্পরে চলে যাচ্ছে …হ্যালো দিস ইজ র‍্যাটট্রে। কমিউনিস্ট পার্টির সবক'টা অফিস দখল করা হয়েছে কি ? ক'টাকে এরেস্ট করেছেন ? কি নাম ? বি, টি, রনদিভে ? গা ঢাকা দিয়েছে ? খুঁজুন। বার করুন প্রত্যেককে, ওরাই যে সবচেয়ে এগ্রেসিভ এটা তো বুঝতে পারছেন ? আর শুনুন একটা রাশিয়ান নাম খি খা ই লভস্কি টাস সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সে ব্যাটা আজ আমার সংগে একটা…সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়েছে। সেই রেড বাস্টার্ডকে গ্রেফতার করুন…ঠিকানা ? হা ও দা ডিউস শুড আই নো ? ওর ঠিকানা আপনার জানবার কথা, আমার নয়। [ফোন রাখেন]

আর্মস্ট্রং। আমি বলছিলাম স্যার, অন্য রাস্তায় গেলে সুবিধে হয়।

র‍্যাটট্রে। [সেক্রেটারীকে] টেক ডিকটেশন—প্রেস রিলিজ, রাজকীয় ভারতীয় নৌবহরের কর্তৃপক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন…না। (বোতল হাতে নিয়ে।) হাতে-

নাতে প্রমাণ পেয়েছেন যে বোম্বায়ের যে কুৎসিত রক্তপাত ও দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে তার পেছনে রুশ কমিউনিস্ট গুপ্তচরের হাত আছে। সরকার দেশবাসীকে জানাতে চান…ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন তারা শীতল মস্তিষ্কে বিবেচনা করতে সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু কিছুতেই এ দেশকে তারা সর্ববিধ্বংসী ধর্মদ্বেষী কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিতে রাজী নন।

আর্ম। ডোণ্ট—ডোণ্ট শেক দা বটল্। বোতল নাড়িবেন না, ফেটে যেতে পারে।

[আর্মস্ট্রং ফিউজ খুলে দেন]

র‍্যাটট্রে। ইউ সী হাও ডেঞ্জারাস ইট ইজ। কি বিপজ্জনক অস্ত্র দেখেছ? রাশিয়ান না হয়েই যায় না।

ডরোথি। এইটা কি করা হবে?

র‍্যাটট্রে। টাইপ করে আনুন তাড়াতাড়ি, ফর্টি কপিজ।

প্রহরী। [টমি গান ঝুলছে গলায়] মেজর রেবোলো রিপোর্টিং স্যার।

র‍্যাটট্রে। সেণ্ট হিম ইন…রেবেলো নিগার, কিন্তু অনুগত? ওয়াটার ফ্রণ্ট বস্তীর চার্জে আছে।

[রেবেলো ঢোকেন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা]

কি ব্যাপার? এমন আনমিলিটারী চেহারা কেন!

রেবেলো। সরি স্যার বস্তী থেকে ডারহম্‌রা পিছু হটে বসেছে আবার।

র‍্যাটট্রে। কেন?

রেবেলো। এবার শুধু বস্তী থেকেই নয় খাইবার থেকেও গুলি চলেছে স্যার।

র‍্যাটট্রে। [ফোন তোলেন] এয়ার ফোর্স হেড কোয়ার্টার্স খড়কডনলা আর কোন উপায় নেই, ব্লাডি রেবেলস, মিউটিনিয়ার্স, স্কাউণ্ড্রেলস্ প্যাট্রিয়টস।

আর্ম। স্যার আমি বলছিলাম—

র‍্যাটট্রে। বি কোয়ায়েট স্যার…হ্যালো ফ্রেণ্ড দিস ইজ র‍্যাটট্রে এক স্কোয়াড্রন

স্পিটন্দায়ার বিমান রেডি রাখুন, দরকার হতে পারে। হতে পারে কেন হবেই। একঘণ্টা পরে খবর নেব।

[ফোন রাখেন]

প্রহরী। স্যার, মগনলাল।

র‍্যাটট্রে। আই ওন্ট সী হিম, আই উইল সী নো নিগার র‍্যাবল্ রাউজার নাও। কোনো শালা নিগারের সংগে দেখা হবে না। হ্যাভ এ ড্রিংক রেবেলো।

আর্ম। স্যার আমার মনে হয়, সর্দার মগনলাল জাজোরিয়ার সংগে দেখা করা উচিত। ওর ক্ষমতা অনেক। উই ক্যান ইউজ হিম।

র‍্যাটট্রে। অল্ রাইট সেণ্ড দা বাগার ইন। ইণ্ডিয়ান মুখ দেখলেই এখন আমার পেট গুলোচ্ছে [মুখার্জিকে] হু ইজ দিস ?

মুখার্জী। মুখার্জী, পোর্ট অফিসার, খাইবার স্যার।

র‍্যাটট্রে। গো এণ্ড ওয়েট আউটসাইড। ফেস লাইক বুট পলিশ।

[মুখার্জি যান মগনলাল আসেন]

মগন। [ঢুকেই] এডমিরাল র‍্যাটট্রে আপনি পুরো ব্যাপারটাকে গাড়লের মত বিপথে চালিত করছেন।

র‍্যাট। [হতবাক] ওয়েল অফ অলকা চীফ।

মগন। সমস্ত বোম্বাই শহরকে কি আপনি কবরখানায় পরিণত করবেন ?

র‍্যাট। [চেঁচিয়ে] হ্যাঁ করবো। আর আপনাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দেব কিনা ভাবছি।

মগন। এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি এদেশে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করবেন। কাগজ পড়েন ? এটা পড়ুন ? আজ সকালে বেরিয়েছে, এখানকার বৃটিশ ব্যবসায়ী সংস্থার বিবৃতি।

র‍্যাট। ওসব পড়ায় আমার সময় নেই।

মগন। পড়ুন।

র‍্যাট। চোখ রাঙ্গাবেন না।

আর্ম। আমি পড়ে দিচ্ছি, এতে বলছে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বামপন্থীদের কবলে চলে যাচ্ছে ফলে এই দেশে আর টাকা লগ্নী করা উচিত কিনা তাঁরা ভাবছেন। এখান থেকে ব্যবসা গোটানো উচিত কিনা তারা বিবেচনা করছেন।

র‍্যাট। কতকগুলো মুনাফাবাজ কি ভাবছে আর বিবেচনা করছে তা ভাবার আর সময় নেই। আমার কাজ বোম্বাইকে ঠেঙ্গানো, ঠেঙাবো।

মগন। আপনি কি দেশে ফিরে পদচ্যুত হয়ে কোর্ট মার্শালের সামনে অভিযুক্ত হ'তে চান? প্রধান মন্ত্রী এটলিকে ওরা টেলিগ্রাম করছেন জানেন? পড়ুন।

[র‍্যাটট্রে ভীত হয়ে কাগজ দেখেন]

দুদিন ধরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আতংকিত হয়ে আমার সংগে দেখা করছেন। তাঁদের সকলে একমত। আপনি ভুল করছেন। মিষ্টার টাটা নিজে…

র‍্যাট। কী ভুল করছি। কী? আমাকে সামরিক কৌশল শেখাবেন আপনারা?

মগন। এই হাংগামায় সামরিক দিকটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। এটা একটা রাজনৈতিক লড়াই।

র‍্যাট। পঁয়ত্রিশ বছর আমি নাবিক…আমাকে আজ কয়েকটা সাদা আর কালো ব্যবসায়ী—

মগন। সেনটিমেণ্টাল হবেন না। রাজনীতি আপনার মাথায় ঢোকে না, কি করবেন বলুন।

র‍্যাট। পুরো বম্বে বামপন্থীদের হাতে চলে গেছে, এ অবস্থায় গুলি চালাবো না?

মগন। বামপন্থীদের হাতে যায়নি এখনো, যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা·দিয়েছে। যত আপনি গুলি চালাচ্ছেন তত সেই সম্ভাবনা দৃঢ় হয়ে উঠছে।

আর্ম। হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক স্যার।

মগন। ড্রিঙ্ক-ফিংক পরে হবে। বৃটেনের লেবার পার্টির সরকার কী চায়? তারা কি এখানে কমিউনিস্টদের হাত জোরদার করে তবে স্বাধীনতা দেবে? তা হলে পরের দিনই আই-সি-আই আর লিভার ব্রাদার্স-এর বিশাল সংগঠনকে দখল করে ওরা ব্রিটিশ মালিকদের জেলে পুরবে। আমরা জাতীয়করণ করলে ক্ষতিপূরণ দেব। জাতীয়করণও হয়তো করবো না। বৃটিশ পুঁজির সংগে আমাদের কোন কলহ নেই। বরং ভারতীয় পুঁজি আর বৃটিশ পুঁজি বেশ. গলাগলি করেই বাঁচতে পারে।

[খানিক নীরবতা]

র‍্যাট। ঐ লেবার পার্টি। বৃটিশ ছোটলোকদের পার্টি। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ওরা উড়িয়ে দিচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নিচ্ছে শয়তান চার্চিল থাকলে এ হোতো?

আর্ম। [মৃদু হেসে] ডোণ্ট বি সেণ্টিমেণ্টাল স্যার।

মগন। [আর্মস্ট্রংকে]…কি বলবো বলুন।

আর্ম। স্যার বৃটিশ পুঁজিই যদি ভারতে না টেকে তবে ইউনিয়ন জ্যাকটা তো রঙ্গীন একটা ন্যাকড়া মাত্র।

র‍্যাট। উইথড্র ইট স্যার, উইথড্র ইট দিস ইনসাণ্ট।

আর্ম। ভাল করে ভেবে দেখবেন স্যার, ফ্ল্যাগ-ট্যাগ বাইরের শোভা মাত্র। চার্চিল থাকলে এমন দমননীতি শুরু করতেন যে বামপন্থীরা ভারতে ক্ষমতা দখল করতো। লেবার পার্টির সরকার ঢের বেশি চালাক। ফ্লাগ যাক, পুঁজি-তো থাকছে সাম্রাজ্য নামটা নাই বা থাকলো স্যার, তাকে কমনওয়েলথ নাম দিতে আপত্তি কি? নামে কি আসে যায়। সেকস্পিয়ার বলেছেন—

র‍্যাট। ও বি কোয়ায়েট আর্মস্ট্রং। বৃটিশ পুঁজি টিকবে ভাবছো কেন? কোথায় গ্যারাণ্টি?

মগন। আমরা গ্যারাণ্টি। কংগ্রেস গ্যারাণ্টি।

র‍্যাট। ইণ্ডিয়ানদের আমি বিশ্বাস করি না।

মগন। আপনার অবিশ্বাসে, কিছু এসে যায় না। আপনার বাবারা বিশ্বাস করেন। তাই ওরা চান পুরো দেশের আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকবে কংগ্রেস আর লীগের হাতে। লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের হাতে নয়। আপনি যদি সহযোগিতা না করেন অগত্যা আমাকে দিল্লী ছুটতে হবে ওয়াভেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। [নিরবতা]

র‍্যাট। কি করতে হবে আমাকে? খাইবার গুলি চালাচ্ছে ব্রিটিশ ট্রুপ্‌স্‌ এর ওপর। ওয়াটার ফ্রন্টের বস্তীও তাই। নৌবহরের সম্মান রক্ষা করতে গেলে ঐ খাইবারকে আর সাগরের তলায় না পাঠিয়ে উপায় নেই।

মগন। এই আবার সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছেন। নৌবহরের সম্মানটা একটা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। বৃটিশ ব্যবসায়ী সংস্থার জাবদা খাতায় ওটার উল্লেখ নেই। খাইবারকে বাকি বহর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু গাধার মতন খাইবারকে আক্রমণ করতে গেলে ওরা-ওরা গুলি চালাবেই। আর গুলি চালালে ওরাই হয়ে উঠবে এই লড়াইয়ের নেতা। ইতিমধ্যে সার: বোম্বাই সার্দূল সিং, ইয়াকুব আর রাজগুরুকে নেতা বলতে শুরু করেছে। এ চলবে না। এই বিদ্রোহের নেতা থাকবে কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি সাকসেনা।

র‍্যাট। দ্যাট ডার্টি রেবেল। ওর কথার কোন মূল্য নেই। খাইবার ওর একটা কথাও মানে না।

মগন। আর সবাই মানে। সাকসেনার সংগে আপোষ আলোচনা আবার শুরু করতে হবে। এক্ষুনি উনি নীচে অপেক্ষা করছেন।

র‍্যাট। আই ওণ্ট সী হিম।

মগন। ইউ উইল। শুধু তাই নয়। কিছু কিছু দাবী মানতেও হবে।

র‍্যাট। নো সার্টেনলি নট। ফ্লাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর কাছে কী জবাবদিহি করবো?

মগন। এখানকার মতন দাবী কিছু মেনে নিন। পরে আবার ভেবে দেখা যাবে।

র‍্যাট। আপনি ইণ্ডিয়ান তাই অত সহজে মিথ্যাচারের প্রস্তাব রাখতে পারলেন। আমি বৃটিশ নাবিক, মিথ্যা কথা আসে না।

মগন। এডমিরল র‍্যাটট্রে। খাইবারকে-কে যদি শেষ করতে চান তো-এই সুযোগ। সাকসেনা ভদ্র শান্ত। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আজ বম্বেতে এসেছেন, জানেন বোধ হয়। সাকসেনা তৎক্ষণাৎ তাঁর সংগে দেখা করছে। সে আমাদের বিশ্বস্ত কর্মী।

[নিরবতা]

র‍্যাট। সোফায় পা তুলে বসবেন না, দেখতে পারি না জিনিষটা।

[মগনলাল পা নামান]

মগন। এই অভ্যাসটি হয়েছে সবরমতিতে।

রেবেলো। আর ঐ বস্তী? ওকে কি করে ঠাণ্ডা করবো?

আর্ম। এ বিষয়ে আমার প্রস্তাব হেলো, নাইট-রেইড, গভীর রাতে আক্রমণ, যাতে 'খাইবার' থেকে আমাদের দেখতে না পায়। বস্তীতে ঢুকে আমাদের কাজ হবে—প্রথম, অস্ত্রগুলো বাজেয়াপ্ত করা, দ্বিতীয় খাইবার এর নাবিকদের যে সব আত্মীয় আছে ওখানে তাদের গ্রেপ্তার করা।

[মগনলাল পুলকিত হয়ে ওঠেন]

মগন। হস্টেজ?

আর্ম। হ্যাঁ। হস্টেজ, প্রতিভূ। ডেনহাম, রোলস্ দেখি—

[ডেনহাম খাতা খোলেন]

ডেনহাম। এই যে 'খাইবার'-এর রেটিংদের নিকটতম আত্মীয়দের ঠিকানা। তাতে দেখা যাচ্ছে ওয়াটার ফ্রণ্টের বস্তীতে আছে—কৃষ্ণাবাই, গানার সার্দুল সিং এর মা, লক্ষ্মীবাই গানার সার্দুল সিং এর স্ত্রী—

রেবেলো। লক্ষ্মীবাই এখন অন্য লোকের সংগে থাকে।

আর্ম। কে সে? পোলিটিক্যাল রিলায়েবল্?

রেবেলো। অর্থব। একটা হাত নেই।

আর্ম। ঠিক আছে।

ডেনহাম। নুরুদ্দিন আসাদ, রেটিং আসাদের বাবা। নাজিম আলি, রেটিং মাসুমের বাবা।

রেবলো। কিল্‌ড স্যার, মারা গেছে।

ডেনহাম। মোতিবিবি, পাইলট ইয়াকুব গফুরের মা।

রেবলো। অলসো কিলড স্যার।

আর্ম। তাহলে আজ রাত্রেই বস্তী আক্রমণ করা হোক।

র‍্যাট। ইন ওভারহোয়েলমিং নাম্বার্স। যত ট্রুপস আছে সব এনে জড়ো করছি। মেজর রেবলো অস্ত্রগুলো কোথায় রাখে ওরা, আন্দাজ হয়?

রেবলো। না স্যার।

র‍্যাট। বস্তীর মধ্যে আমাদের কোন বন্ধু নেই? কোন ইনফর্মার?

রেবলো। এখন পর্যন্ত কাউকে পাইনি স্যার।

র‍্যাট। আশ্চর্য! ইট্‌স এ ডিফারেণ্ট কাইণ্ড অফ ওয়ার। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে থেকে ইনফর্মার বেরুচ্ছে না, এটা আশ্চর্য।

আর্ম। ইনফর্মার যে একেবারে নেই তা নয়। তবে এবার ভিন্ন পোষাকে।

[মগনলালের দিকে তাকিয়ে হাসেন। মগনলাল এত চটে যান যে বাক্যস্ফূর্তি হয় না]

রেবলো। সাকসেনা জানে নিশ্চয় স্যার, কোথায় অস্ত্র রাখে।

র‍্যাট। ফাইন, উই উইল মেক হিম টক। মগনলালজী এবারে যান আমি সাকসেনাকে ডাকবো।

মগন। কি বলছেন? আমি থাকবো। আজকের মিটিং হবে আমার সামনে।

র‍্যাট। ইমপসিবল্‌। আপনি কে? কি অধিকারে থাকবেন?

মগন। বড়লাট বাহাদুরের প্রস্তাব অনুযায়ী। তিনি কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছেন মধ্যস্থতা করতে।

আর্ম। হ্যাঁ শান্তির খাতিরে।

মগন। এই যে সর্দার প্যাটেলকে লেখা ভাইসরয়ের চিঠি, নকল এসেছে আমার কাছে।

র‍্যাট। ও ড্যাম! গার্ড! সেণ্ট ইন সাকসেনা।

মগন। আপনার হাতে সাকসেনাকে ছেড়ে দেব? খুব সাবধান এডমিরাল সাকসেনাকে কায়দা করতে হলে হুমকি টুমকিগুলো ছাড়তে হবে। ও জাত মজদুর।

[সাকসেনা আসেন। দ্বারদেশে প্রহরী। মগনলালকে টুপি খুলে সাকসেনা নমস্কার করেন]

র‍্যাট। প্রথমেই একটা কথা বলি। আপনি এখনো জাহাজীর পোষাক পরে আছেন কোন আক্কেলে? ঐ ইউনিফর্ম পরার কোন অধিকার আপনার আর নেই।

সাকসেনা। তার জবাবদিহি আপনার কাছে করবো না। মিটিং হবে, না চলে যাবো?

আর্ম। মিটিং হবে বসুন। ড্রিংক?

সাকসেনা। খাইনা।

মগন। কেমন আছ মহেশ?

সাকসেনা। ভালই আছি সর্দারজী, শুধু......শুধু একটু ক্লান্ত।

মগন। তাহলে আলোচনা আরম্ভ হোক।

র‍্যাট। আলোচনা আর কি...ঐ...আপনাদের আট দফা দাবীর ব্যাপারে—ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং বলবেন।

আর্ম। দেখুন, চরম কথা দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই, সেটা রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির ফ্লাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং এডমিরাল গডফ্রের হাতে। তবে এতদিন আলোচনার ফলে, আপনার অত্যন্ত বিবেচনা প্রসূত, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথা শুনে আমরা স্থির করেছি আটটির মধ্যে ছ'টি দাবী, আমরা মেনে নিতে পারি। পোশাক আশাক খাদ্য বৈষম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে দাবী মেনে নিতে আমরা এডমিরাল গডফ্রেকে অনুরোধ করবো।

র‍্যাট। [একান্তে] আর্মস্ট্রং কি করে মানছো ? কমাণ্ডার কং—কে শাস্তি দিতে হবে এটা ওদের দাবী। কি করে মানছো ? বৃটিশ অফিসারের সম্মান বৃটিশ অফিসার রাখবে না ?

আর্ম। স্যার, দরকার হলে বেবাক সব কথা অস্বীকার করবো।

র‍্যাট। আর্মস্ট্রং, তুমিও ইণ্ডিয়ান হয়ে গেলে ? বেইমানি করবে ? বাহুবল নেই ? ইটস—ইটস ডিসগ্রেসফুল।

আর্ম। এ ছাড়া আর রাস্তা নেই।

র‍্যাট। ভেরি ওয়েল, গো এহেড। তুমিই কথা কও। আমায় ডেকো না। আই উইল সেক ইনস্টেড।

[পাইপ ধরালেন]

সাকসেনা। আপনাদের নিভৃত আলোচনাগুলো আমাকে ডাকার আগেই করা উচিত ছিল।

আর্ম। আই এপেলোজাইজ।

সাকসেনা। কোন দুটো দাবী আপনারা মানছেন না ?

আর্ম। এক নম্বর ও আট নম্বর। রাজবন্দী ও আই এন এ বন্দীদের মুক্তি আমরা কি করে দেব ? ইণ্ডোনেশিয়া থেকে ভারতীয় ফৌজই বা আমরা হটিয়ে আনবো কি করে ? ওসব তো আমাদের এক্তিয়ারে নেই।

সাকসেনা। কিন্তু ও দুটো আমাদের মূল দাবী।

র‍্যাট। কিন্তু সেতো ভাইসরয়ের হাতে। আমরা কি করবো ? ইটস্ ব্লাডি মিলিং।

সাকসেনা। তাহলে আলোচনা আবার ভেঙ্গে গেল, কি করা যাবে ?

[উঠিতে উদ্যত হয়]

র‍্যাট। ফাইন। একসেলেণ্ট। হি ইজ মোর বৃটিশ ছান ইউ আর আর্মস্ট্রং।

মগন। মহেশ এটা কি করছো ?

সাকসেনা। কী সর্দারজী ?

মগন। তোমাদের এটা ধর্ম্মঘট না বিদ্রোহ?

সাকসেনা। ধর্মঘট সর্দারজী।

মগন। তবে ও দুটো ব্যাপক রাজনৈতিক দাবী কি করে তুলছো? এর কোন মানেই হয় না। যদি বিদ্রোহ হোতো আলাদা কথা—সে বিদ্রোহ বৃটিশরাজের বিরুদ্ধেই হোতো। সে ক্ষেত্রে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে এ রকম একটা দাবীও রাখা যেতে পারতো। কিন্তু ধর্মঘটই যদি হয় তবে সে ধর্মঘট দিল্লীর সরকারের বিরুদ্ধে নয়, নৌবহরের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ। এটা মানছো তো?

সাকসেনা। হ্যাঁ সর্দারজী। বিদ্রোহ যেন না হয়, এ ধর্মঘট যেন রক্তাক্ত বিদ্রোহে পরিণত না হয় সে জন্য আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই। রাত্রে ঘুমও তো নেই চোখে।

মগন। [টেবিলে মুষ্ঠাঘাত] তবে! নৌবহরের কর্তৃপক্ষের কাছে বন্দীমুক্তির দাবী তুলছো কোন যুক্তির বলে। ইন্দোনেশিয়া থেকে গোর্খা ও পাঞ্জাব রেজিমেণ্টকে এরা কি করে সরাবেন?

সাকসেনা। সর্দারজী ও দাবী দুটো আমি তুলিনি, কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত হয়েছে। আমার প্রতিবাদ সত্বেও। কিন্তু গৃহীত যখন হয়েছে তখন আমাকে লড়ে যেতে হবে।

মগন। কমিউনিষ্টদের প্যাঁচ বুঝতে পারছো না?

সাকসেনা। কী?

মগন। বামপন্থীরা ও-দুটো জুড়ে দিয়েছে যাতে কিছুতেই আপোষ আলোচনা সফল না হয় যাতে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথ পরিস্কার হয়। প্যাঁচ কষে তোমাকে ল্যাং মেরেছে।

সাকসেনা। [কর্কশ স্বরে] কী যে বলেন সর্দারজী, নাবিকেরা প্যাঁচ কাকে বলে জানে না। ওরা সোজা, রাইফেলের মতন সোজা। আপনি তো জাহাজী নন জানবেন কি ক'রে [মগনলাল চমকিত ঈষৎ ভীত]

আর্ম। আমরা এতদূরও যেতে পারি। ভারত সরকারের কাছে এবং বড়লাট বাহাদুরের কাছে নৌবহরের পক্ষ থেকে একটা জোরাল আবেদন রাখতে পারি যেন রাজবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় ফৌজ সরিয়ে আনা হয়। এর বেশী কী করতে পারি আপনি বলুন মিস্টার সাকসেনা? আপনাদের সংগে এক হয়ে ঐ দাবী ভাইসরয়ের পরিষদদের সামনে রাখতে পারি। এ ছাড়া কি করবো?

সাকসেনা। সে আবেদন আমরা এবং আপনারা এক সংগে সই করবো?

র‍্যাট। আই ওণ্ট সাইন এনিথিং উইথ দীজ মিউটিনিয়ার্স।

মগন। [সজোরে] ইউ উইল।

র‍্যাট। ভেরি ওয়েল, আই উইল।

সাকসেনা। তাহলে···বুঝতে পারছিনা কী করবো। আর সব দাবী মিটিয়ে দিচ্ছেন?

আর্ম। এক্ষুনি।

সাকসেনা। লিখিত ভাবে?

আর্ম। যেই মুহূর্তে খাইবার আত্মসমর্পণ করবে সেই মুহূর্তে চুক্তিপত্রে সই করবো।

[সাকসেনার মুখ কালো হইয়া যায়]

সাকসেনা। খাইবারকে কি করে···ওরা আমার নাগালের বাইরে, ক্যাপ্টেন, ওরা কোন আইন মানে না।

মগন। তাহলে ষ্ট্রাইক কমিটি থেকে ওদের বহিষ্কার করো। ওদের গুণ্ডামির দায়িত্ব যে তোমার ওপরেই এসে পড়েছে।

সাকসেনা। আমার ওপর?

মগন। নিশ্চয়ই!

সাকসেনা। কিন্তু আমিতো চাই না এ রক্তপাত, নারী হত্যা, শিশু হত্যা—এ আমি চাই না। বৃটিশ ফৌজের হাতে রোজ কত মরছে জানেন?

মগন। তার জন্যে দায়ী 'খাইবার' জাহাজ। ওরাই এই রক্তপাতের আসল উদ্বোধক। ওদেরকে বহিষ্কার করো। ঘোষণা করো ওদের সংগে ষ্ট্রাইক কমিটির কোন যোগাযোগ নেই। তারপর বৃটিশ জাহাজ ওদের মোকাবিলা করবে।

সাকসেনা। (নীরব থেকে) মানে দালালি করবো ?

[মগন বিষম খেয়ে থামেন]

আর্য। ওরা খুনী বেইমান—

সাকসেনা। (গর্জন করে) চুপ করুন! বৃটিশ অফিসারের মুখে আমার স্বদেশবাসী সহযোদ্ধাদের নিন্দা শুনতে চাই না। সার্দুল সিং-রা বেইমান ? ওরা নৌবরের গৌরব, ওরা জাহাজীদের খাপখোলা তলোয়ার, ওরা স্বাধীন ভারতের নিশান।

[নীরবতা। সাকসেনা পদচারণা করে]

মগন। তাহলে ওরা নির্বিচারে গোলাবর্ষন করবে অথচ গোরা পল্টন কিছুই করবে না—এ বিচিত্র দাবী তুমি স্ট্রাইক কমিটির পক্ষ থেকে তুলছো ? তাহলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি এই আলোচনা সভা ত্যাগ করছি। এডমিরাল র‍্যাটট্রে, আমি শ্রীসাকসেনার অনমনীয় মনোভাব এবং অন্যায় দাবীর প্রতিবাদে কক্ষ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সর্দার প্যাটেলকে ঘটনাটা জানাবো এক্ষুনি।

সাকসেনা। যাবেন না সর্দারজী,—আলোচনা ভেঙে দেবেন না। সর্বনাশ হবে। সার্দুল সিং-রাও তো তাই চায়—আলোচনা ভেঙে দিতে চায়।

মগন। তুমিও চাইছো। নইলে তোমাদের নির্দেশ অমান্য করছে যারা সেই মুষ্টিমেয় উগ্রপন্থীর ভয়ে এতগুলো প্রাণ বিসর্জন দেবে ?

সাকসেনা। ভয় ? ভয় আমি পাই না।

আর্য। তবে কি ?

সাকসেনা। আপনি চুপ করে বসে থাকুন ওখানে। আপনাদের কথা বিশ্বাস

করি না। সর্দার মগনলাল জাজোদিয়া যদি গ্যারাণ্টি থাকেন, তবে—তবে আমি খাইবারের নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় উপস্থিত করতে চেষ্টা করবো।

[চাঞ্চল্য]

মগন। কিসের গ্যারাণ্টি ?

সাকসেনা। ওদের মাথার চুলও কেউ স্পর্শ করতে পরেবে না। গ্রেপ্তার নয়, অপমান নয়, সমানে সমানে আলোচনা। ওরা আমার মত মেরুদণ্ডহীন আপোষবাদী নয়। মাথা সোজা রেখে কথা কয়।

মগন। আনতে পারবে ওদের ?

সাকসেনা। চেষ্টা করবো। বোধহয় পারবো। আপনাকেও আমার সংগে আসতে হবে।

মগন। আপনারা গ্যারাণ্টি দিচ্ছেন যে ওদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না ?

র‍্যাট। সার্টেনলি নট।

আর্ম। এডমিরাল।

র‍্যাট। [একান্তে] আর্মস্ট্রং ইউ আর প্লেয়িং উইথ ফায়ার, বিকজ আই এম ফায়ার—ভেলি ওয়েল, গ্যারাণ্টি দেওয়া গেল।

মগন। আমি তবে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি মহেশ ওদের কেশাগ্র-ও স্পর্শ করা হবে না।

সাকসেনা। সে গ্যারাণ্টি খাইবার জাহাজে গিয়ে দেবেন সর্দারজী ?

মগন। নিশ্চয়ই দেব।

সাকসেনা। তাহলে চলি।

মগন। আর একটা কথা। ওয়াটার ফ্রণ্ট বস্তীতে অস্ত্র পাঠাচ্ছে খাইবার থেকে। ফলে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ও এলাকায়। সে অস্ত্র আটক করতে হবে।

সাকসেনা। নিশ্চয়ই। সে অস্ত্র এখুনি সব সরিয়ে আনা উচিত। নইলে আরো মরবে।

মগন। সেগুলো থাকে কোথায় জানো ?

সাকসেনা। [আত্মগতভাবে] ঐ খাইবার-এর জাহাজীরা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওরা—ওরা বোঝেনা কেন ? কেন বোঝাতে পারি না ?

মগন। অস্ত্রগুলো কোথায় রাখে ওরা ?

সাকসেনা। কৃষ্ণাবাঈ-এর ঘরে। সার্দুলের মায়ের ঘরে। আমি—আমি বড ক্লান্ত। দেখুন, আমি খাইবার-এর নেতৃবৃন্দকে আনবোই। যেমন করে পারি।

[বেরিয়ে যান]

আর্ম। মেজর, কৃষ্ণাবাই-এর ঘরে অস্ত্র থাকে। ঘরে বা উঠোনে।

রেবেলো। রাইট স্যার।

র‍্যাট। ইটস্ এ ডার্টি—ডার্টি গেম। [ফোন তোলেন] আর্মি হেড কোয়ার্টার্স—

মগন। এডমিরাল র‍্যাটট্রে, বৃটিশ ব্যবসায়ীর সংগে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও আপনাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

র‍্যাটট্রে। ওদের আশীর্বাদে আমি লাথি মারি। [ফোন-এ] জেনারেল ক্রস্টার ? র‍্যাটট্রে হিয়ার। ট্রুপ মুভমেণ্ট ?—ও কে জেনারেল, আক্রমণ শুরু হবে রাত দেড়টায়। তিনদিক থেকে।—যত ফোর্স আছে—সব—হ্যাঁ, ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তী।

সূত্রধার। নিশীথের গভীরে রাত্রিরই এক এক টুকরোর মতন
বৃহদাকার যুদ্ধের গাড়ী,
বর্ম আবৃত কূর্মের মতন মন্থর অথচ স্থির সংকল্প,
বস্তীর ভেতরে ঢুকলো।
সাপের জিভের মতন ক্ষিপ্র আগুনের ঝিলিক
মেশিন গানের মুখে।
কালো মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রাম শেষ হলো
নিক্তি হেল্‌লো মরণেরই দিকে।

পর্দা

॥ সাত ॥

[বস্তীর উঠোনে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে অনেক পুরুষ, তাদের মধ্যে শংকর, সুভাষ, নুরুদ্দিন আসাদ, শাস্ত্রীজী। মা ও লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছেন অন্যপাশে। রিফলভার হাতে রেবেলো ও ডেনহাম। গোরারা সঙ্গীন চড়ানো বন্দুক হাতে তন্নতন্ন ক'রে খানাতল্লাসী করছে। ঘর থেকে নানা জিনিষ ছুঁড়ে বাইরে ফেলা হচ্ছে]

রেবেলো। [শাস্ত্রীকে] আপনি হাত নামাতে পারেন।

ডেনহাম। হাত তুলে রাখুন।

রেবেলো। ইনি পুরোহিত, পূজারী।

ডেনহাম। দেখি আঙুল!

রেবেলো। আগেই শুঁকে দেখেছি, বারুদের গন্ধ নেই। এ বোধ হয় জীবনে বন্দুক ছোঁয়নি। হাত নামান।

শাস্ত্রী। আমি ঘরে পূজোয় বসেছিলাম, এমন সময় গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এল।

ডেনহাম। হাত তুলুন।

রেবেলো। লেফ্‌টেনাণ্ট ডেনহাম, আমি এখানকার মার্শাল ল কম্যাণ্ড্যাণ্ট। হাত নামান।

শাস্ত্রী। যেদিক হয় এক দিকে ঠিক করুন। ওঠা নামা করতে করতে হাত ধরে গেছে।

রেবেলো। নামান।

[ঘর থেকে সৈনিক বেরোয়]

সৈনিক। ভেতরে কোন অস্ত্র নেই, স্যার।

রেবেলো। কোথায় পাচার করলেন বন্দুকগুলো?

কৃষ্ণা। বন্দুক? বানান কী?

ডেনহাম। ইউ ডার্টি বিচ।

রেবেলো। নেভার মাইণ্ড লেফটেনাণ্ট। আমি প্রশ্ন করছি। আপনি চুপ করে থাকুন। মাতাজী, আমরা সব জেনে ফেলেছি। আপনি খাইবার থেকে আমদানী করা বন্দুক পিস্তলের গাদা লুকিয়ে রেখেছেন। আর বন্দুক বানান যদি জানতে চান তো শেখাতে পারি।

কৃষ্ণা। কোন বন্দুকও নেই, বানানও শিখতে চাই না।

রেবেলো। লক্‌স্মীবাঈ, আপনি দয়া করে বলবেন? মাটির তলায়?

ডেনহাম। কোথাও খোঁড়া হয়নি শিগগির, তাই মাটির তলায় নেই।

রেবেলো। লক্‌স্মীবাঈ বলবেন?

লক্ষ্মী। বন্দুক নেই।

রেবেলো। আপনার তো আবার তুই স্বামী, না? সাতুর্ল সিংকে ত্যাগ করে ভালই করেছেন, নইলে বিধবা হতেন শীঘ্র।

লক্ষ্মী। আপনার স্ত্রী বিধবা হবেন না তো? জাহাজীদের হাতে?

রেবেলো। সে আশংকা আর নেই। শোনেন নি? ধর্মঘট মিটে গেছে। জাহাজীদের দাবী আদায় হয়ে গেছে। শুধু খাইবার একা। কতক্ষণ লড়বে বলুন। সাতুর্ল সিং ধরা পড়বেই, যদি আত্মহত্যা করে কেটে না পড়ে।

লক্ষ্মী। আত্মহত্যা উনি করবেন না। সে ধাতের লোক উনি নন।

রেবেলো। তাহলে ফাঁসিতে ঝুলবে। ম্যাস মার্ডারার। কত বৃটিশ সৈনিক যে মেরেছে তার তো হিসেবেই নেই। এই একহাতা নোলা বুঝি আপনার বর্তমান বর?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ।

রেবেলো। এই বস্তীতে আপনারা এত তাড়াতাড়ি স্বামী পাল্টান যে হিসেব রাখা কঠিন।

সুভাষ। [এক গাল হেসে] জাহাজীদের কারবারই ঐ রকম।

রেবেলো। [সুভাষের জামা একটানে ছিঁড়ে] এর পিঠে ব্যাণ্ডেজ কেন?

সুভাষ। আস্তে। লাগে।

রেবেলো। ব্যাণ্ডেজ কেন?

সুভাষ। গুলি লেগেছিল, স্যার।

রেবেলো। কি করছিলেন? গুলি লাগলো কেন?

সুভাষ। ঘরে বসে খাচ্ছিলাম স্যার, এক গ্রাস মুখে তুলেছি, এমন সময়ে পিঠে সপাং করে মনে হয় চাবুক পড়লো। তাকিয়ে দেখি রক্ত। আর যে গ্রাসটা খেয়েছিলাম সেটা যন্ত্রণার চোটে বমি হয়ে গেল। তারপর—

ডেনহাম। ব্লাডি লায়ার।

রেবেলো। লেফটেনাণ্ট ডেনহাম, এখানে আর্মি ভার্সেস নেভি একটা যুদ্ধ হবে নাকি? তাই চান মনে হচ্ছে। আপনি হাত নামাতে পারেন। মানে ঐ সবেধন নীলমনি হাতটি। এ বাড়িতে বন্দুক পিস্তল দেখেছেন কখনো?

সুভাষ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রেবেলো। কোথায় দেখেছেন?

সুভাষ। সাদুর্লের কোমরে! ছুটিতে এলেই ব্যাটা একেবারে পুরো উর্দী পরে মার সংগে দেখা করতে আসতো।

রেবেলো। শুধু এই? আর কিছু দেখেন নি? লুকিয়ে রাখা বন্দুক?

সুভাষ? আজ্ঞে না।

রেবেলো। সত্যি বলছেন?

সুভাষ। এদের আমি বাঁচাতে চেষ্টা করবো কেন স্যার! ঐ সাদুর্ল শালা আমার ওপর ফায়ার হয়ে আছে। বলেছে আমাকে মারবে। আর ওর মা'টি! ওরে বাবা! পুত্রবধূটিকে ভাগিয়ে নিয়েছি বলে রোজ আমাকে শাপ দেয়— আর—

রেবেলো। দেখুন মাতাজী, আপনি ইন এনি কেস গ্রেপ্তার হচ্ছেন, আপনি আর

মুরুদ্দিন আসাদ। খাইবার আত্মসমর্পণ না করলে আপনাদের গুলি করে মারা হবে। স্টেপ আউট প্লীজ।

[আসাদ ও মাকে এককোণে নিয়ে যাওয়া হয়]

বন্দুক পাওয়া যাক না যাক, এই মহিলা গেলেন। অতএব একে বাঁচাবার জন্যে বন্দুক লুকিয়ে লাভ নেই। যিনি জানেন বলে ফেলুন। নইলে আমরা ভীষণ রেগে যাবো। শাস্ত্রীজী, আপনি ব্রাহ্মণ পূজারী। সত্যি কথা বলে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করুন না।

শাস্ত্রী। আমি কিছু জানি না মেজর সাহেব। এই দাঙ্গা হাঙামা চিরকাল এড়িয়ে চলেছি। এদের বারণও করেছি। ফল হয়নি। এরা সব মাথা গরম।

[রেবেলো পায়রার বাক্সের ওপরে গিয়ে বসে]

রেবেলো।. প্রতিবাদ করবেন? কার বিরুদ্ধে?

শাস্ত্রী। সে……সে মরে গেছে।

রেবেলো। কি নাম?

শাস্ত্রী। আলি সাহেব। নাজিম আলি।

রেবেলো। [উঠে কাছে আসেন] শাস্ত্রীজী,—আপনি পুরোহিত হয়ে এমন মিথ্যা বলতে শিখলেন কোথায়?

শাস্ত্রী। মানে?

রেবেলো। নাজিম আলি সত্তর বছরের বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি দাঙ্গা হাঙামার নেতা?

[ঘুষি মারেন ভীষণ জোরে]

বন্দুক কোথায় শাস্ত্রীজী?

শাস্ত্রী। বিশ্বাস করুন আমি অনেকবার এদের বলেছি খুনোখুনি না করতে।

রেবেলো। সেটা জানি [মারেন] জিগ্যেস করছি বন্দুকগুলো [আবার মারেন] কোথায়?

শাস্ত্রী। ঐ কৃষ্ণাবাই-এর কাছে।

রেবেলো। ওটাও জানি। [মার] কোথায় ?

একজন। কৃষ্ণাবাই, বুড়ো মরে যাবে, বলে দাও না।

কৃষ্ণা। [কঠোর অপলক দৃষ্টি] বন্দুক নেই।

রেবেলো। শাস্ত্রীজী! [মারেন] বন্দুক কোথায়!

শাস্ত্রী। জানি না ধর্মাবতার।

কৃষ্ণা। বলে দিন, শাস্ত্রীজী যদি জানেন তো বলে দিন।

শাস্ত্রী। তুমি অনুমতি দিচ্ছ কৃষ্ণাবাই।

কৃষ্ণা। হ্যাঁ শাস্ত্রীজী।

রেবেলো। বলুন পণ্ডিতজী।

[মারেন]

শাস্ত্রী। ঐ পায়রার বাক্‌সে।

[ডেনহাম ও সৈনিক বাক্সর পেছনটা খুলে ফেলে]

শংকর। মারো শালাদের। বন্দুক ছোঁয়ার আগেই মারো।

[রেবেলো পেছন থেকে শংকরের কলার ধরে ফেলেন
টমিরা তাকে ভীষণ মারে]

মারো তোমরা! দাঁড়িয়ে থেকো না। খালি হাতেই মারো!

সুভাষ। চাচা আপন প্রাণ বাঁচারে ভাই।

[ডেনহাম প্রচুর খড় বার করেন, কিন্তু বন্দুক নেই]

ডেনহাম। শুধু খড়, বন্দুক নেই।

রেবেলো। কী ?

[কৃষ্ণাবাই হেসে ওঠেন।

কৃষ্ণাবাই। এই শংকরটা বেজায় বোকা। খামোকা চেঁচাতে গেলি কেন ? আমি কি অমন কাঁচা ছেলে যে বন্দুক ওখানেই রেখে দেবো—

লক্ষ্মী। [হেসে] জেণ্ডার ভুল হলো। কাঁচা মেয়ে হবে।

ডেনহাম। ঐ পুরোহিতটা মিথ্যাবাদী বদমাইশ। মারো ওকে।

রেবেলো। জাস্ট এ মিনিট। ওটা কি চক্ চক্ করছে?

ডেনহান। [থড় হাতড়ে] কই—কোথায়—

রেবেলো। আপনার পায়ের কাছে।

ডেনহাম। একটা রাইফেলের টোটা। সার্ভিস রাইফেলের টোটা।

রেবেলো। ত্যাট প্রুভস দিস ম্যান ইজ নট এ লায়ার। এই পুরোহিত মিথ্যা বলে নি। ওখানেই সব ছিল, সরিয়ে ফেলেছে। এই শ্রদ্ধেয়া মাতাজী সরিয়ে ফেলেছেন। এরা কেউ জানেই না। যেমন ঐ বোকা ছেলেটা জানতো না।

শাস্ত্রী। বিশ্বাস করুন, মেজর সাহেব, পৈতে ছুঁয়ে বলছি আমি ওখানেই দেখেছিলাম রাইফেল আর পিস্তল।

রেবেলো। মাতাজী, আপনি দেখছি বড় চালাক। কোথায় রাখলেন—

কৃষ্ণা। খুব একটা চালাক আর কোথায়? তোমার মতন গাড়লকে বোকা বানাতে কি খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয়?

ডেনহাম। ঐ মেয়ে মানুষটাকে মারো, মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নাও। যতক্ষণ না বলে।

রেবেলো। এবার ডেনহাম সাহেব, সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি করছেন। স্ট্যাণ্ড অফ।

ডেনহাম। আপনি নিজে নিগার, তাই এই রেবেলদের বাঁচাচ্ছেন।

রেবেলো। হ্যাঁ নিগার। আপনার মত ফর্সা নই, তাই মেয়েছেলেদের গায়ে হাত দেওয়াটা শিখে উঠতে পারিনি এখনো। স্ট্যাণ্ড ব্যাক, আই কমাণ্ড ইউ নইলে আপনাকে এরেস্ট করবো।

[ডেনহাম পিছু হটেন]

মাতাজী, শেষ পর্যন্ত আপনাকে ঐ গোরাদের ব্যারাকেই নিয়ে যাবে। তাই চান? কতক্ষণ আপনাকে বাঁচাবো।

কৃষ্ণা। তোমার বাঁচানো আমার দরকার নেই, বেটা। ফিরিংগির নিমক খেয়েছ তার মান রাখো। নইলে যে লোকে তোমাকে দেশপ্রেমিক বলে ফেলবে।

ডেনহাম। বস্তীর প্রত্যেক ঘর সার্চ করতে হবে।

রেবেলো। এই বস্তী তিন মাইল লম্বা, এক মাইল চওড়া। এখানে তিরিশ হাজার লোকের বাস। এটা একটা ডিস্ট্রিক্ট টাউন, লেফটেনাণ্ট ডেনহাম।

ডেনহাম। তবে কিছু একটা করুন।

রেবেলো। হ্যাঁ করছি। প্রথম কাজ করছি—আপনাকে মার্চিং অর্ডার দিলাম। গো অন্ গেট আউট।

ডেনহাম। একি—

রেবলো। ইয়েস মার্চ—

[ডেনহাম চলে যান]

বন্দীদের নিয়ে যাও।

লক্ষ্মী। মা, চললে?

কৃষ্ণা। চুপ! তোর সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি নেই। ভুলে গেলি?

রেবেলো। আপনারা সবাই যেতে পারেন।...শাস্ত্রীজী, আমি দুঃখিত, ওভাবে মারা আমার উচিত হয়নি।

শাস্ত্রী। ঠিক আছে, বেটা, কিষণজী তোমার মংগল করবেন।

[সুভাষ ছাড়া সবাই যায়]

রেবেলো। দাঁড়িয়ে আছেন যে?

সুভাষ। [একগাল হেসে] বউ!

রেবেলো। উনি পরে যাবেন। যান।

[সুভাষ চলে যায়]

লকস্‌মিবাঈ, আপনি হাবার·ঘরে গেলেন কেন—সার্দুলের মত একটা বিরাট পুরুষকে ছেড়ে?

লক্ষ্মী। ঐ রকম আমার স্বভাব।

রেবেলো। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, সাদুর্ল বহুদিন দেশে আসেনি বলেই ঐ লোকটার খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন।

লক্ষ্মী। আপনি দেখছি আমার ব্যাপার আমার চেয়েও বেশি জানেন।

রেবেলো। ভালবাসেন আপনি সাদুর্লকেই।

লক্ষ্মী। কি ক'রে জানলেন? দৈবজ্ঞ হয়েছেন বুঝি?

রেবেলো। দৈবজ্ঞ হবার প্রয়োজন কি? শাদা চোখে দেখছি. আপনার গলায় মণ্টার শস্তা পাথরের মালা। "খাইবার" ছিল মণ্টায়। প্রাক্তন স্বামীর দেয়া জিনিষ পরে থাকবেন কেন যদি নূতন স্বামীকে ভালবাসেন? নূতন স্বামীর চোখের ওপর সব সময়ে একটা যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি তুলে ধরে কেউ?

লক্ষ্মী। বাবা! আপনার তো প্রখর দৃষ্টি দেখছি।

রেবেলো। চাঁদমারিতে কখনও সেকেণ্ড হইনি। সাদুর্লও হয়নি শুনেছি। শুনুন, আপনি সাদুর্লের প্রাণ বাঁচাতে চান না? [লক্ষ্মী নিরুত্তর] ধরা ও পড়বেই, ওকে উৎপীড়ন করে করে মারবে।

লক্ষ্মী। আমি কি করে বাঁচাবো?

রেবেলো। আপনি বন্দুকগুলো কোথায় আছে বলে দিন। বদলে আমি এডমিরাল র‍্যাটট্রেকে অনুরোধ করবো সাদুর্লকে যেন প্রাণে না মারা হয়।

লক্ষ্মী। কেন ছাড়বে ওরা? এই তো বললেন ও কত গোরাকে মেরেছে।

রেবেলো। আইন জানেন? আমার হাতের বন্দুকের গুলি এই ব্যক্তির বুকে লাগার ফলে সে মরেছে। এই তার দেহ, এই বন্দুক, এই আসামী। এইসব ঠিক ঠিক প্রমাণ হলে তবে ফাঁসি হয়। অমন ব্যাপক গুলি বর্ষণের মধ্যে কোন গুলিটা সাদুর্লের কে বলবে? তবে আর্মস্ট্রং ডেনহাম র‍্যাটট্রেদের আমি চিনি। বে-আইনী ভাবেই ওরা মেরে ফেলবে ওকে। যদি না—

লক্ষ্মী। যদি না—

রেবেলো। আপনি এক উপকার করেন যাতে ওঁরা কৃতজ্ঞ হন।

লক্ষ্মী। বন্দুক কোথায় আছে যদি বলে দিই? আমি জানি না।

রেবেলো। সাদুর্লকে হত্যার ব্যবস্থা পাকা করেছন শুধু।

লক্ষ্মী। আগে ধরুন ওঁকে, তারপর এসব কথা কইবেন।

রেবেলো। ধরবোই। জাহাজের লড়াইয়ের এই তো মজা। একটা দ্বীপের মধ্যে আটক, চারিদিকে জল। কোথায় পালাবে ও—

লক্ষ্মী। কয়েকটা বন্দুকের জন্য সাদুর্লকে ছেড়ে দেবে ওরা?

রেবেলো। কয়েকটা বন্দুক! ঐ বন্দুক কটা থেকে পুরো ভারতবর্ষে বিপ্লব লেগে যেতে পারে। খাইবারকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চোখের ওপর। ঐ তো লাল সবুজ আলো জ্বলছে। কিন্তু খাইবার থেকে পাচার করা ঐ বন্দুকগুলো লুকিয়ে আছে,—দেখতে পাচ্ছি না। যাকে দেখা যায় না, সেই বড় শত্রু। আপনি জানেন না, ঐ বন্দুক খুঁজে না পেলে র‍্যাটট্রেরা হেরে যাবে, থেকে যাবে বিপ্লবের বীজ। তাই খুঁজে বার করতেই হবে।

লক্ষ্মী। নইলে আপনার চাকরী যাবে, এই তো?

রেবেলো। তাতো যাবেই। সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঐ বন্দুকের জন্যে সাদুর্লকে প্রাণভিক্ষা দিতে ওরা দ্বিধা করবে না। সাদুর্লকে মেরে কি লাভ? তার চেয়ে জেলে পুরে রাখলেও তো রাজনৈতিক দিক থেকে একই ফল হোলো। কিন্তু বন্দুক খুঁজে না পেলে ওদের ঘুম নেই।

লক্ষ্মী। সত্যি বলছেন?

রেবেলো। এক্ষুনি আমি কিছু জানতে চাই না লকস্মি বাই। ঐ গোরাদের আমিও বিশ্বাস করি না। আগে সাদুর্ল ধরা পড়ুক। তারপর র‍্যাটট্রে কথা দিক। মগনলালজী আর সাকসেনা গ্যারাণ্টি থাকুন। ওদিকে নিশ্চিত হলে তবে আপনার কাছে আসবো জানতে। তখন যদি দ্বিধা করেন লকস্মিবাই, তবে আর সাদুর্লকে বাঁচাতে পারবেন না।

[স্যালিউট করে]

লক্ষ্মী। আমাকে সেলাম করছেন কেন, মেজর সাহেব? আমরা গরীব, তাই কি ব্যংগ করছেন?

রেবেলো। স্যালিউট করছি আপনি দেশপ্রেমিক যোদ্ধা সার্দুল সিং-এর স্ত্রী বলে।

[চলে যান। লক্ষ্মী আকুল হয়ে পদচারণা করে]

পর্দা

আট

[খাইবার জাহাজের ডেক-এ নাবিকদের ক্লাস বসেছে, সাতওয়ালেকার ব্ল্যাকবোর্ডে গোলার ট্র্যাজেক্টারী বোঝাচ্ছে।]

সাত। এইটে যদি কামানের পজিশন হয় আর দু'শ গজ দূরে যদি টার্গেট থাকে, তাহলে কামানের এংগল কত ডিগ্রী হবে? দেখাই যাচ্ছে যে ট্র্যাজেক্টারীটাকে যদি একটা বিশাল বৃত্তের অংশ ধরি তবে সেই বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু ধরতে হবে এখানে। এবং ট্র্যাজেক্টারী ও দূরত্ব-রেখা মিলে হোলো একটা সেগমেণ্ট।

নায়েক। আমরা বাবা স্টোকার, এসব শিখে কি হবে—

অগ্নি। চুপ কর না।

সাত। বিপ্লবী জাহাজীকে সব জানতে হবে। আমরা প্রত্যেকে স্টোকার, আবার প্রত্যেকে গানার পাইলট কাপ্তেন সব। যা বলছিলাম, কামানের পজিশন ছুঁয়ে ট্যাঞ্জেণ্ট টানলাম, টার্গেট ছুঁয়ে ট্যাঞ্জেণ্ট টানলাম। দুই ট্যাঞ্জেণ্ট মিললো এসে একস্-এ।

[চারিদিকে জাহাজের বাঁশি বাজতে শুরু করে। গান ও স্লোগান শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। কামান দেগে দূরের কোনো কোনো জাহাজ আনন্দ ঘোষণা করে। সব রেটিং উঠে দাঁড়ায়]

বোসো, বসো সবাই। কী হচ্ছে—কি চাই পিণ্টো, পেচ্ছাপ করতে যাবি ?

পিণ্টো। [বসে] ব্যাটা আমাদের একেবারে ইস্কুলের চ্যাংড়া বানিয়ে দিল।

[পুপ ডেকে সার্দুল রেডিও টেলিফোন তুলে নেয়]

সার্দুল। হ্যালো ধনোষ। খাইবার কলিং।

রেডিও। হ্যালো খাইবার। শুনেছেন ? সব শুনেছেন ?

সার্দুল। না। কি হয়েয়ে ? কামান দাগছেন কেন ?

রেডিও। হরতাল জয়লাভ করেছে। কমরেড, আমরা জিতে গেছি।

সার্দুল। অর্থাৎ ?

রেডিও। আটটা দাবীর মধ্যে ছ'টা দাবী ওরা মেনে নিয়েছে।

[রেটিংরা শুনতে পেয়ে উঠে পড়ে সবাই—স্লোগান তুলে তারা নাচতে স্থরু করে, সাতওয়ালেকারের শাসন অগ্রাহ্য করে]

এইমাত্র তলোয়ার থেকে হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।

সার্দুল। খাওয়া পরার দাবী মেনে নিয়েছে বলে এটাকে জয় বলছেন ?

রেডিও। এ ছাড়া উপায় নেই। সারা ভারতে ব্যাপক আন্দোলন স্থরু না হলে চরম বিজয় হবে কি করে ?

সার্দুল। সারা ভারতে লড়াই শুরু হয়ে গেছে জানেন না ? বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিমান বাহিনী ধর্মঘট করেছে। বিহারে পুলিশ ধর্মঘট শুরু হয়েছে। কলকাতা সাত দিন ধরে একরকম স্বাধীন হয়ে আছে। বোম্বাই এখনো লড়ছে। দেখছেন না ধোঁয়া ? মারাঠা রেজিমেণ্টকে বৃটিশ ফৌজ দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়েছে। এখন হরতাল বন্ধ করছেন কেন ? এখন একে বিদ্রোহের দিকে নিয়ে চলুন।

রেডিও। এসব খবর আমরা জানতাম না কমরেড, আমাদের জানানো হয়নি। সত্যি একটা স্বর্ণ স্থযোগ নষ্ট হতে চলেছে। এখন আর উপায় নেই।

যা পাওয়া গেছে তাই নিয়েই আনন্দ করতে দিন। আর আমাদের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই যে জয়ী হয়েছে তার জন্যে খাইবার-এর ভূমিকা অগ্রণী। আপনাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

সার্দুল। এর জন্যে আমরা লড়িনি কমরেড।

[রেটিংরা চুপ করে শুনছিল সব। সার্দুল ও রাজগুরু এবার নেমে আসেন]

রাজগুরু। সার্দুল এই সংগ্রামে তুমি যে নেতৃত্ব দিয়েছ তার জন্য আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করো।

সার্দুল। নেতৃত্ব দিয়েছি মানে? এখনো দিচ্ছি। ধন্যবাদের সময় আসেনি এখনো।

নায়েক। অর্থাৎ? লড়াই কি এখনো চলবে?

সার্দুল। হ্যাঁ। নো সারেণ্ডার।

[সবাই হতবাক]

রাজ। কি লাভ হবে? এখন আমরা একা।

সার্দুল। অত লাভ লোকসান হিসেব করে লড়াই করতে আসিনি।

গফুর। আমারও তাই মত।

অগ্নি। তোমার মা মারা গেছেন বলে তুমি বেশী রেগে আছ।

রাজগুরু। সার্দুল, এতগুলো জীবন!

সার্দুল। এই ক'টা জীবন! কি এমন অমূল্য জীবন? দেশের স্বাধীনতার পাশে খুব কি মহামূল্য এই জীবন ক'টা?

[সমবেত সমর্থন]

রাজ। বেশ ভোট নাও।

সার্দুল। না, দেব না। তার আগে আমাকে নেতৃত্বের পদ থেকে সরিয়ে দিন আপনারা। তারপর ভোট দিন। বলুন, কে কে আমাকে সরাতে চান। হাত তুলুন।

[একা রাজগুরু হাত তোলেন]

রাজ। তোমরা কি করছো? সাদু´লের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জেনেশুনে ওকেই বহাল রাখলে?

মাসুম। কী বলছেন আপনি? ব্যক্তিগতভাবে আমার মত হোল—আর লড়াই চালাবার কোনো অধিকার আমাদের নেই। তা বলে সাদু´লের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? অসম্ভব।

সমবেত। ঠিক।

—এ কথা উঠতে পারে না।

—সাদু´লই নেতা।

—ও যা ভাল বুঝবে করুক।

রাজ। তোমরা সর্বনাশ ডেকে আনছো।

সাদু´ল। আপনি অন্যায়ভাবে ভোটে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করছেন? আমার পক্ষে যাঁরা হাত তুলুন।

[সবাই হাত তোলে]

আমিই বহাল রইলাম। অতএব নো সারেণ্ডার।

কণ্ঠস্বর। বোট এ্যাহয়।

সাদু´ল। টু আর্মস।

মাইক। গানার সাদু´ল সিং। আমি মহেশ সাকসেনা কথা বলছি। আমার সঙ্গে আছেন বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সর্দার মগনলাল জজোদিয়া। আমাদেরকে জাহাজে আসতে দিন। কথা কইতে চাই।

সাদু´ল। বাঃ, সাহস আছে তো। [টিউবে] শুধু আপনারা দুজন উঠবেন। কোনো গোরার লালমুখ দেখলেই গুলি চালাবো।

মাইক। শুধু আমরা দুজন।

সাদু´ল। হাত মাথার ওপর তুলে। [দুজনে উঠে আসেন ডেক-এ]

সার্চ হিম [আসাদ সাকসেনার দিকে এগোয়] ওঁকে নয়, এই নেতাকে। উনি জাহাজী, ওঁর গায়ে হাত দিয়ে অসম্মান করো না।

সাকসেনা। ধন্যবাদ। আপনাদের এই বিশ্বাসের প্রতিদান যেন দিতে পারি। শুনুন, আজকে হরতাল প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছি। কারণ যে বিপুল জয়—

সার্দুল। ওসব জানি। আসল কথা বলুন।

সাকসেনা। বসুন।

সার্দুল। না, বলুন।

সাকসেনা। আপনারা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মানবেন না?

সার্দুল। মানবো না।

[মাসুম চা এনে তৈরী করতে শুরু করে]

সাকসেনা। কেন মানবেন না সেটা আলোচনা করতে রাজী আছেন?

সার্দুল। সব সময়ে।

সাকসেনা। সে আলোচনা করতে হবে সরাসরি নৌবহরের কর্তৃপক্ষের সংগে।

[চাঞ্চল্য]

সার্দুল। অর্থাৎ আপনি মাঝখানে থাকতে অস্বীকার করছেন?

সাকসেনা। হ্যাঁ। আপনাদের লড়ায়ের কায়দা আমার কায়দা নয়। তাই আপনাদের কার্যকলাপের দায়িত্ব আমি নেব কেন?

সার্দুল। ন্যায্য কথা। খুব ন্যায্য কথা। চা খান।

সাকসেনা। ধন্যবাদ। [চুমুক দিয়ে] তবে একটা কাজ করেছি—আপনাদের জন্যে সেফ কণ্ডাক্ট পাশ এনেছি র‍্যাটট্রের সই শুদ্ধ। র‍্যাটট্রের বাংলোয় যেতে অসুবিধা হবে না।

সার্দুল। সে পাশের দরকার হবে না। আমরা র‍্যাটট্রের সঙ্গে আলোচনা করবো এইখানে।

রাজ। এটা কী বলছো সার্দুল?

সার্দুল। হ্যাঁ, ওদেরকে হাত তুলে জাহাজে উঠতে হবে। তারপর সার্চ করবো। তারপর আলোচনা শুরু হবে।

সাকসেনা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এ আলোচনা আপনি চান না। আপনি জানেন ফ্ল্যাগ অফিসার কখনো এখানে আসবে না।

সাদুর্ল। তা'হলে আলোচনা বসবে না।

মগন। পুরো কংগ্রেস গ্যারান্টি দিচ্ছে, আপনাদের গায়ে হাত দেয়া হবে না।

সাদুর্ল। আপনার সংগে কথা বলেছি বলে তো মনে পড়ে না। আপনি এখানে এসেছেন কেন? লড়ায়ের ময়দানে অমন ধুতি পাঞ্জাবী পরে কেন এসেছেন? কী আপনার ভূমিকা?

মগন। এই কাপড় পরে জেলেও গেছি। বৃটিশ লাঠির সামনে দাঁড়িয়েছি। এখানেও আসব বেটা। ওসব বলে লাভ নেই। কিন্তু তোমরাই বা অস্ত্র দিয়ে সব যুদ্ধ জেতা যায় এটা ভাবছো কেন?

সাদুর্ল। অস্ত্র ছাড়া আবার পাস্তয়া দিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় নাকি?

মগন। [দাঁড়িয়ে] মহাভারতের বিশাল স্বাধীনতার লড়াই অন্য অস্ত্রেই লড়া হচ্ছে, মহাত্মাজীর নেতৃত্বে। কংগ্রেস তোমাদের কাছে জানতে চায়—স্পষ্ট ভাষায় জানতে চায়—তোমরা এই খুনোখুনির রাস্তা ছাড়বে কিনা। অস্ত্র ত্যাগ করবে কি না।

[সাদুর্ল হঠাৎ আসাদের বন্দুকটা নিয়ে বোল্ট টেনে নলটা মগনের বুকে ঠেকায়। মগন শিউরে পিছু হটেন।]

সাদুর্ল। দেখলেন তো? যত খদ্দর পরুন না কেন, রাইফেলকে আপনি ভয় করেন। লড়াই সব সময়ে হয় রাইফেল দিয়ে। সব সময়ে তাই হবে। শাদা মালিক, কালা মালিক সবাই ভয় করে এই একটি জিনিষকে—রাইফেল। অহিংস লড়াই কথাটা স্ববিরোধী। ওটা একটা ধাপ্পা। তাই অস্ত্র ত্যাগ করবো না।

সাকসেনা। [গর্জন করে] তোমরা কেন্দ্রীয় কমিটির আদেশ মানবে কিনা?

সাদুর্ল। [নীরব থেকে] তুমিও শেষকালে হুকুম চালাতে শুরু করলে?

সাকসেনা। মাপ কোরো…আমি অসুস্থ…মাপ কোরো আমায়…

সার্দুল। [আলিঙ্গন করে] মাপ করার কিছু নেই সাথী, তুমি জাহাজী, ঐ সব ভদ্রলোকদের সংগে কেন মিশছ? চলে এস আমাদের কাছে। তুমি খাইবারের নেতা হও। এস লড়াই করি। তোমার নেতৃত্বে লড়বো আমরা। আমি গানার খুব ভাল, বিশ্বাস করো। যে কোন টার্গেট দাও, উড়িয়ে দেব—

সাকসেনা। সে হয় না…সে হয় না…আরো কত লোকের প্রাণ যাবে।

সার্দুল। তা এতবড় লড়াইয়ে প্রাণ যাবে না, তা কি হয়? ওদেরও বড় কম যায়নি, সাথী। গোরাও মরেছে।

সাকসেনা। [নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করে] কি করে লড়বে? তোমরা একা।

সার্দুল। [নীরব থেকে] বেশ। জাহাজীদের মান তাহলে খাইবার একাই রাখবে।

মগন। কিন্তু একটা জিনিষ শুনেছ? আসাদের বাবা আর তোমার মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হস্টেজ হিসাবে। অর্থাৎ আলোচনায় না বসলে, যুদ্ধে মাতলে ওদের গুলি করে মারবে [রেটিংরা সবাই ভিড় করে আসে, আসাদ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে] এবার কি বলবে সার্দুল?

সার্দুল। [নীরব থেকে] যা বললাম তাই। মা-বাবা বুঝিনা। অস্ত্র ছাড়বো না, লড়াই থামবে না।

রাজ। সার্দুল! এদিকে এস। কী করছো? তুমি উন্মাদ।

সার্দুল। আমার মা বুঝবেন, ঠিক বুঝবেন।

রাজ। তোমার মা বলে নয়, কৃষ্ণাবাই '৩২ সাল থেকে ঐ এলাকার সব চেয়ে একনিষ্ঠ যোদ্ধা, আমাদের নেত্রী। তাঁর জীবন কি তোমার জেদের চেয়ে কম মূল্যবান?

সাত। সার্দুল সিং-এর মাতাজীকে দেখিনি তবে এদের মুখে গল্প শুনেছি। তাঁকে বাঁচতেই হবে।

সার্দুল। না। তাঁকে বাঁচানোর চেয়েও বড় হোলো লড়াইটাকে বাঁচানো। ভারতের সংগ্রামী মানুষ যেন এ কথা বলতে না পারে জাহাজীরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বাধীনতার লড়াইকে বিসর্জন দিয়েছিল।

পিণ্টো। ইউ আর ম্যাড। কোথায় লড়াই? লড়াই নেই।

[রেটিংদের সমবেত সমর্থন]

—মাতাজীর জীবন গেলে থাকলো কী?

—সার্দুল পাগল হয়ে গেছে।

—এই মুহূর্তে আলোচনা আরম্ভ হোক।

সার্দুল। [চেঁচিয়ে] তার আগে আমাকে নেতৃত্বের পদ থেকে অপসৃত করতে হবে। আমার নেতৃত্বে আপোষ আলোচনা হবে না। আমার নেতৃত্বে আপোষ বলে কোন·কথা নেই।

আসাদ। তবে তাই হোক। আমি প্রস্তাব করছি সার্দুল সিংকে সেক্রেটারীর পদ থেকে সরিয়ে রাজগুরুজীকে সে পদে নিয়োগ করা হোক।

সার্দুল। তোমার বাবাকে মারবে ভাবছো, না? তা মারতে পারে। কই হাত তুলুন।

[সবাই হাত তোলে, সবশেষে গফুর]

এবার বিরুদ্ধে কে কে? শুধু আমি। রাজগুরুজী এখন থেকে নেতা। যান, ওদের সংগে কথা বলুন।

রাজ। [পাইপ কামড়ে] তুমি থেকো পাশে।

সার্দুল। নিশ্চয়ই [············]।

রাজ। র‍্যাটট্রের সংগে আলোচনায় আমরা যাবো। ওঁরই বাংলোয়। তবে গ্যারাণ্টি চাই আমাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না।

মগন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্যারাণ্টি।

রাজ। সাকসেনাজী গ্যারাণ্টি দিন।

সাক। কংগ্রেস নিজে দিচ্ছে, সেখানে—

রাজ। কংগ্রেসের চেয়ে আপনি আমাদের ঢের বেশি কাছের লোক।

সাকসেনা। বেশ, গ্যারান্টি দিচ্ছি—আপনাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না।

গফুর। তাছাড়া দেশের মানুষ হোলো সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

পর্দা

নয়

[র‍্যাটট্রের বাংলোয় র‍্যাটট্রে দাবা খেলছিলেন আর্মস্ট্রং-এর সংগে। মদের বোতল রয়েছে এখানে ওখানে। ডেনহাম আছেন এক কোণে, মদ্যপানে তন্দ্রালু। সেক্রেটারী ধূমপান করছেন]।

আর্ম। বিশপের কিস্তি এদিক থেকে।

র‍্যাট। ঢাকলাম।

আর্ম। রুক্‌টা গেল স্যার।

র‍্যাট। ড্যাম ইউ আর্মস্ট্রং ইউ আর ব্লাডি গুড এট ইট।

আর্ম। জাহাজে তো কাজ থাকতো না, খালি খেলতাম। আর পড়তাম। কাপাব্লাংকার বই।

র‍্যাট। এটা দেব? দাঁড়াও, ওয়ান মিনিট···উঃ আই কাণ্ট কনসেনট্রেট। সরিয়ে রাখো, পরে শেষ করবো। ডরোথি, প্রেসমেনরা আছে ও ঘরে?

সেক্রেটারী। হ্যাঁ স্যার।

র‍্যাট। হুইস্কি দিয়েছ?

সেক্রেটারী। প্রচুর।

প্রহরী। থাইবার স্ট্রাইক কমিটি স্যার।

[ঘরের চেহারা বদলে যায়, সবাই সাজিয়ে গুছিয়ে বসেন]

র‍্যাট। সেণ্ড দেম ইন।

[মগন, সাকসেনা, সার্দুল, রাজগুরু এবং গফুর-এর প্রবেশ। রেটিংরা সশস্ত্র। দরজায় প্রহরী হাঁকে "জেনারেল স্যালিউট, গার্ড্‌স্‌, প্রিজেণ্ট আর্মস্‌!" প্রহরীরা সেলাম দেয়। চমকিত হয়ে রেটিংরা ঘরে ঢোকে। ঢুকতেই আর্মস্ট্রং ও ডেনহাম দাঁড়িয়ে স্যালিউট করেন। র‍্যাটট্রে ইতস্তত করলেও উঠে সেলাম ঠোকেন। সার্দুলরা একটু অবাক হয় কিন্তু সেলাম ফিরিয়ে দিতে কসুর করে না]।

রাজ। থাইবার স্ট্রাইক কমিটি রিপোর্টিং স্যার।

র‍্যাট। বী সিটেড, জেণ্টেলমেন।

[টেবিলে কার্ডে নাম লেখা আছে প্রতি চেয়ারের সামনে। সবাই অস্ত্র রেখে বসেন]।

র‍্যাটট্রে। ইরেসপেকটিভ অফ হোয়াট হ্যাপেন্‌স্‌ ইন টুডে'জ মিটিং। আজকের এই আলোচনায় যাই ঘটুক না কেন একটা কথা বলে রাখি—আপনাদের বীরত্ব আর সাহসকে আমি একজন বৃদ্ধ নাবিক হিসাবে শ্রদ্ধা জানাই।

রাজ। ধন্যবাদ।

সাক। থাইবার কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির সংগে একমত নন। সেইজন্য আজ এই সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা।

রাজগুরু। তাহলে আলোচনা আরম্ভ হোক।

র‍্যাটট্রে। জাস্ট এ মিনিট।

[সেক্রেটারী এক· বোতল বিলিতি মদ এনে প্রথমে রাজগুরুকে চাখিয়ে সবার গেলাসে ঢেলে দেন]।

আর্ম। উই শ্যাল ড্রিংক টু পীস এণ্ড আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং।

[সাকসেনা ছাড়া সবাই খান]।

র‍্যাট। [ডরোথিকে] ডরোথি নূতন হুইস্কির বোতল পৌঁছে গেছে।

[পর্দার আড়ালে সশস্ত্র গোরা নাবিকদের প্রবেশ ঘটেছে]।

ডরোথ। হ্যাঁ স্যার এই মাত্র পৌঁছলো।

সাকসেনা। তাহলে আলোচনা আরম্ভ হোক।

আর্ম। [উঠে দাঁড়িয়ে] আলোচনা? আলোচনা আবার কি? বিদ্রোহীর দল আমাদের আদেশ, এখুনি বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করো।

[এক মুহূর্ত নীরবতা]।

সার্দুল। ইটস্ এ বৃটিশ ট্রিক।

সাক। ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং! আপনি যে কথা বলছেন তার অর্থ কি?

আর্ম। অর্থ? দীজ মেন আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট। গার্ডস—?

[বৃটিশ নাবিকেরা বেরোয় পর্দার আড়াল থেকে বন্দুক উঁচিয়ে। রেটিংরা হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। সার্দুল ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের অস্ত্রগুলির দিকে, একটা বন্দুক গর্জায়। সার্দুল আহত হয়ে পড়ে থাকে]।

টেক দেম এওয়ে।

র‍্যাট। গুলি চালালে কেন? প্রেসমেনরা শুনতে পাবে যে।

[রেটিংদের টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সাকসেনা চিৎকার করে ওঠেন]।

সাকসেনা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওদের? কমরেড রাজগুরু। আমি—আমি নির্দোষ। আমি জানতাম না কমরেড গফুর—শুনুন আমার কথা—

গফুর। আপনার না "কমরেড" কথাটাতে আপত্তি ছিল ?

[গোরারা রেটিংদের নিয়ে যায়]

সাকসেনা। বেইমান! বেইমানি করলেন! আমার গ্যারাণ্টি! জাতীয় কংগ্রেসের গ্যারাণ্টি !

আর্ম। যে বেইমানি ক'রে ওরা জাহাজ দখল করেছিল, তার তুলনায় এ কিছুই নয়। কিঞ্চিৎ জলযোগ।

সাকসেনা। বুঝেছি। আপনিও বেইমান। বেইমান। আপনারা সবাই মিলে কয়েকজন দেশপ্রেমিক বীরকে—জানাবো, সবাইকে জানাবো—

মগন। কী জানাবে, মহেশ ? তুমিও তো বেইমান। তুমিই তো ওদের এনে এদের হাতে তুলে দিলে। জানাও সব কথা। তুমি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সরাসরি বেইমানি করে সহযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিয়েছ। জানাবে সবাইকে ?

র‍্যাটট্রে। এক গাদা প্রেসমেন আসছে এখুনি। জানাবার সুযোগ মিলবে।

সাকসেনা। [কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে] আমিও বেইমান। বিশ্বাসঘাতক ! নিজের অজ্ঞাতেই কখন যেন নিমকহারাম দালাল হয়ে গেছি। আমি··· আমি এর প্রতিবাদে অনশন করবো—

[বিপুল হাস্যধ্বনি]।

র‍্যাটট্রে। একসেলেণ্ট। খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে দেব আপনার।

আর্ম। আগা খাঁ প্রাসাদে গিয়ে থাকবেন গান্ধীর মতন।

র‍্যাটট্রে। গান্ধীজীকে যেমন পাবলিসিটি দিতাম আপনাকেও তাই দেয়া যাবে এখন।

আর্ম। আর প্রথম পাতা জোড়া হেডলাইন—বেইমান সাকসেনার আত্মশুদ্ধির জন্যে একুশ দিন অনশন বরণ।

সাকসেনা। আমি কি জাহাজী ? আমি না গানার ছিলাম ?

মগন। জাহাজী ছিলে, কামান চালাতে। এখন তুমি নখদন্তহীন ভগ্নাবশেষ।

আর্ম। অর্থাৎ এখন আপনি মগনলালজীদের অনুগত কর্মী?

র‍্যাট। ডরোথি, প্রেসমেন প্লীজ! ডেনহাম! ফুলের মালা।

র‍্যাট। ওর সামনে একটা গেলাস থাক। খান বা না খান থাকা ভাল।

মগন। আমারটা সরিয়ে নিন।

র‍্যাট। আহা হা মালাটা খুলে ফেলবেন না, ওটা দরকার, ছবিতে ভাল দেখায়।

[প্রেসমেনদের প্রবেশ]

মগন। আলোচনা সফল হয়েছে। বিজয়ী জাহাজীদের এবং সহৃদয় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাই। সেই সঙ্গে অভিনন্দন জানাই সভাপতি সাকসেনাকে।

র‍্যাটট্রে। হ্যাঁ, আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে সভাপতি সাকসেনার সহযোগিতার কোনো তুলনা হয় না। কি বল আর্মস্ট্রং?

আর্ম। নিশ্চয়ই। উনি পুরো ভারতের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের সামনে এক জীবন্ত আদর্শ। যে নিষ্ঠার সংগে রক্তাক্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে বিপুল এক শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করলেন, তা ভারতের সামনে এক দৃষ্টান্ত।

সাংবাদিক। সভাপতি সাকসেনা কিছু বলবেন না?

সাকসেনা। [চমকে] এ্যাঁ...না...আমি বড় ক্লান্ত, বুঝলেন?

র‍্যাটট্রে। এই তো কি সব বলবেন বলছিলেন। বলুন না।

সাকসেনা। না...সে সব বলার ধৃষ্টতা...সাহস—আমার নেই।

মগন। উনি বড় মুখচোরা, লাজুক। পাবলিসিটি চান না।

সাকসেনা। না—এই ফুলের মালাটা গায়ে বিঁধছে।

[মালা খুলে ফেলেন, হাস্যরোল]

আমি চলি—

[চলে যান সাকসেনা]

ডেন। দোতলায় লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে—এইদিকে—

[মগন ও সাংবাদিকরা চলে যান। মেজর রেবেলো এসেছিলেন একটু আগেই]

র‍্যাট। কি হোলো? বস্তী থেকে অস্ত্র বেরুলো? আর্মস্ট্রং, দাবা আনো।
রেবেলো। না স্যার।
র‍্যাট। বস্তীতে আগুন দাও তবে। কার চাল?
আর্ম। আপনার স্যার।
রেবেলো। অস্ত্র বেরুবে স্যার। একটা সহজ উপায় আছে। সার্দুলকে যদি মৃত্যু দণ্ড না দেওয়া হয়, তবে বেরুবে।
র‍্যাট। কাস্‌ল্ করলাম…সার্দুলকে মৃত্যুদণ্ড দেবে কি দেবে না স্থির করবে কোর্ট মার্শাল, আমি কী করবো।
রেবেলো। এটুকুই স্যার। কোর্ট মার্শাল মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না আমি জানি। বিচারের আগে বন্দী শিবিরে ওকে মেরে ফেলা হবে না, এই কথা পেলেইহবে।
র‍্যাট। তবেই অস্ত্র বেরুবে?
রেবেলো। কথা দিচ্ছি স্যার।
র‍্যাট। ঠিক আছে। সার্দুলকে মারা কোনো কাজের কথাই নয়। ওকে শহীদ করে দেয়া উচিত নয়। হি শুড বি বেরিড এলাইভ। কারাগারের মধ্যে বাকি জীবনটা কাটানোই সব দিক থেকে ভাল। ইওর মুভ আর্মস্ট্রং—
আর্ম। ভাবছি স্যার।
র‍্যাট। এই নাও পাস, মুলন্দ বন্দী শিবিরে ওদের রাখা দরকার হবে। ওর সংগে দেখা করতে পারো। ভয় নেই, ওকে মারবো না। এত বোকা আমি নই। ওকে কিছুতেই শহীদ করা হবে না। শহীদ হলে ত সার্দুল সিং নামটাই হয়ে উঠবে ভারত জোড়া একটা স্লোগান! ডেনহাম, মুলন্দে যাও। তুমি দেখবে সার্দুল সিং-এর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। হি মাস্ট ফেস ট্রায়াল। আই হোল্‌ড ইউ রেসপনসিবল্।
ডেন। আই-আই, স্যার।
রেবেলো। থ্যাংক ইউ স্যার। [সেলাম করে দুজনে চলে যান]
আর্ম। ইউর মুভ, স্যার।
র‍্যাট। কি দিলে?
আর্ম। ঘোড়া এখানে এল।
র‍্যাট। [চিন্তা করে] ঘোড়া এখানে এলে…হয় বিশপ যাচ্ছে নয়তো…ও ক্রাইস্ট! এই নাও, পন মুভ করলাম। [ছক থেকে চোখ না তুলে খুব

শান্ত স্বরে] আর্মস্ট্রং, তুমি একেবারে ইণ্ডিয়ান হয়ে গেছ? ঘোড়াটা এখানে আসে কি ক'রে? ছিল ঐ খানটায়। [আর্মস্ট্রং ভীত হয়ে মাথা তোলেন] একটু পেছন ফিরেছি আর অমনি চুরি। দাবায় চুরি। ইওর মুভ, ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং।

সূত্রধার। যে কটি জাহাজ তখনো ছিল উদ্ধত গর্বিত
তারাও মাথা নোয়ালো।
থাইবার আত্মসমর্পণ করলো।
করলো নীলম যমুনা আর লরেন্স্!
চরম বিজয়ের মুখেও এ যেন কি এক পরাজয়।

[গ্যাংওয়ে দিয়ে নেমে আসছে সাতওয়ালেকার, আসাদ, মাসুম, অগ্নিহোত্রী, পিণ্টো, নায়েক, সদাশিবম আর ব্রিজলাল। প্রহারে জর্জরিত রক্তাক্ত দেহ। মাথার ওপরে হাত তোলা। চারিদিকে গোরা বাহিনী।]

মাসুম। আমার বাপকে মেরেছো তোমরা। জেল থেকে বেরিয়ে তোমাদের মারবো।

অগ্নিহোত্রী। একটুও অনুতপ্ত নই আমরা, যা করেছি আবার করবো। সুযোগ পেলে আবার করবো।

পিণ্টো। এর পরের বার আর ভুল করবো না, অফিসারদের মারবো, মারবো কালো বেইমানদের।

নায়েক। বোম্বাই-এর অধিবাসী, সাধারণ মানুষ তোমারা আমাদের ভুলো না।

সদাশিবম। ম্লেচ্ছের ছোঁয়ায় আমার দেহ কলুষিত। তবে মেচ্ছ মানে মুসলমান নয়। ম্লেচ্ছ মানে সাম্রাজ্যবাদী ফিরিংগী।

ব্রিজলাল। মনে রেখো সবাই, এই ভাবেই লড়তে হবে বারবার। আপোষ নয়। সশস্ত্র সংগ্রাম।

আসাদ। টার্গেটের দূরত্ব যদি হয় ২০০ গজ, তবে কামানের এংগল হবে... তিন ডিগ্রী আপ। ঠিক?

সাতওয়ালেকার। শাবাস ভাই। শিখে রাখ, কাজে লাগবে। ফর্মুলা মুখস্থ কর কামানের এংগল ইজ ইকোয়েল টু এংগল এট দি ট্যাঞ্জেণ্টস, ডিভাইডেড বাই এংগল এট দা ইম্যাজিনারি সেণ্টার। শিখে রাখ কাজে লাগবে।

পর্দা

দশ

[বস্তীর উঠোন। সুভাষ, শাস্ত্রী এবং লক্ষী বসে আছে]

সুভাষ। এতদিন বলতে পারিনি, কখনই বা বলবো? জাহাজে সার্দুল বলতে বলেছিল—

লক্ষ্মী। কী?

সুভাষ। সেই কথা। আমার রক্ত পাঠিও ওর কাছে। তবে উনি সদয় হবেন। [হাসে] কি ছেলেমানুষ!

লক্ষ্মী। ও কি নিজেকে ভগবানের আসনে বসাতে চাইছে?

[হঠাৎ উঠে এসে সুভাষকে প্রণাম করে]

সুভাষ। এ কি?

লক্ষ্মী। ভাল তোমায় বাসি না। বাসতে পারবো না কোনদিন। তবু—

সুভাষ। কেন? আমি ভগবান হতে চাই না। এক হাত নিয়ে কেউ ভগবান হতে পারে? তাই ঐ পূজোটুজোগুলো কোরোনা। আমার···আমার মাথা ঘোরে। আচ্ছা তুমিই বলো, আমি অভিনয় খারাপ করি?

লক্ষ্মী। অপূর্ব করো। মেজর সাহেব তোমাকে হাবা ভেবেই বসে আছেন।

সুভাষ। আমার অভিনেতা হওয়াই উচিত ছিল, পার্সি থিয়েটারে ওদের "দিল ফরোশ" নাটক দেখেছ? আ:—কি—সেই ইহুদীর দাঁড়াবার ভংগী—

লক্ষ্মী। ওকে মেরে ফেলবে ক্যাম্পে—না?

সুভাষ। জানি না লক্ষ্মী। না, তোমায় ঠকাবো না—মারবে বলেই তো মনে হচ্ছে।

[রেবেলো ঢোকেন। লক্ষ্মী শিউরে উঠে এক কোণে সরে যান]

রেবেলো। শাস্ত্রীজী, কেমন আছেন? মুখের জখম সেরে গেছে তো?

শাস্ত্রী। হ্যাঁ, একেবারে।

রেবেলো। ক্ষমা করে দেবেন। অত জোরে মারা আমার উচিত হয়নি—

[লক্ষ্মীর কাছে এসে]

লকস্‌মীবাইজী! সময় হয়েছে!

লক্ষ্মী। আমি···আমি কী বলবো?

রেবেলো। নইলে সার্দুলকে বাঁচানো যাবে না।

লক্ষ্মী। আমি বলে দিলেই যে বাঁচাবেন তাই বা জানছি কি ক'রে? যে বেইমানি ক'রে ওরা থাইবার কমিটিকে গ্রেপ্তার করেছে।

রেবেলো। এবার ব্যবস্থা পাকা ক'রে এসেছি। বন্দী শিবিরে পাহারা বসিয়ে এসেছি, যাতে ওর গায়ে কেউ হাত না দেয়। এই দেখুন, পাশ আছে আমার কাছে।

লক্ষ্মী। আমি কি করবো? স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে এতবড় বেইমানি করবো!

রেবেলো। কিসের বেইমানি? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ও অস্ত্র আর কাজেও লাগবে না, মাটির তলায় পচবে। অপ্রয়োজনীয় লোহার টুকরো—পরিবর্তে স্বামীর জীবন বাঁচাবেন না?

লক্ষ্মী। আমি আপনাদের বিশ্বাস করতে পারছি না।

রেবেলো। বিশ্বাস করতে পারেন লকৃস্‌মিবাই। প্রথম প্রমাণ হিসাবে আমি মাতাজীকে এখানে নিয়ে এসেছি। নুরুদ্দিন সাহেবকেও রিলিজ অর্ডার করিয়ে এনেছি।

লক্ষ্মী। কী?

রেবেলো। হ্যাঁ।

সুভাষ। ও বউ, ওখানে কি হচ্ছে? মেজর সাহেবের সংগে লটর বটর আছে নাকি তোমার? [হাসে]

রেবেলো। চোপরাও ইতরের বাচ্চা।

লক্ষ্মী। মা এসেছেন? কোথায়?

রেবেলো। ট্রাকে। নিয়ে আসছি। [বেরিয়ে যান]

লক্ষ্মী। ওকে মেরে ফেলবে ওরা। আমার ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন। আমার একটা মুখের কথায়।

সুভাষ। কি বলছো পাগলের মতন?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ। আমি কি করবো?

[কৃষ্ণাবাঈ আর নুরুদ্দিন আসেন, নির্যাতন হয়েছে দুজনের ওপরই। রেবেলো আসেন]

লক্ষ্মী। বসো মা, খেয়েছ? চা খাবে? কেমন আছ? মেরেছে?

কৃষ্ণা। ঐ গর্দভ। বুদ্ধু। ঐ সার্দুল। যেচে গিয়ে ধরা দিল? কেন ধরা দিল?

নুরুদ্দিন। আর কি করবে কৃষ্ণাবাঈ? লড়াইতো শেষ।

কৃষ্ণা। কখনো নয়। শুনুন মেজর সাহেব, সার্দুলকে মারবেন জানি, কিন্তু ঐ বন্দুকগুলো রইলো, বদলা নেব।
লক্ষ্মী। তুমি বলছ ওকে মারবে?
কৃষ্ণা। হ্যাঁরে, মারবে ছাড়া কি? সেই জন্যই তো হঠাৎ মনে পড়ে গেল ও আমার নেতা নয় ছেলে। কি বোকা! সোজা ফাঁদে পা দিলে, ধরা দিল—
নুরুদ্দিন। আর লড়ে কি হবে? তার ওপর তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই ওরা গিয়েছিল মিটিং-এ। নইলে তোমায় মারতো।
কৃষ্ণা। [চিৎকার] সেটাই তো আমার লজ্জা। সার্দুল কখনো এত নীচে নামতে পারে ভাবিনি। ওকে এ শিক্ষা তো আমি দিইনি। মা বাবা বউ-এর সংগে ছেলেখেলার চেয়ে ঢের ঢের বড় হোল বিপ্লব, আজাদীর লড়াই—এ শিক্ষাই তো পেয়েছে সে।
রেবেলো। আপনি ভুল করছেন মাতাজী। সার্দুল মিটিং-এ যেতে চায়নি ওকে নেতৃত্ব থেকে অপসৃত করে জাহাজীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
কৃষ্ণা। সত্যি বলছেন?
রেবেলো। হ্যাঁ, জানি বলেই বলছি।
কৃষ্ণা। বাঁচলাম। উঃ বাঁচলাম। লজ্জায় মরছিলাম!
রেবেলো। লক্স্মিবাঈ কি বলেন? [নীরবতা। লক্ষ্মী আঙুল কামড়াচ্ছে]
কৃষ্ণা। কি বলবে? ওকে কি জিজ্ঞেস করছেন!
রেবেলো। লকস্মিবাঈ, সার্দুল সিং-এর প্রাণটা মূল্যবান। শুধু আপনার স্বামী বলে নয়, আগামী যুদ্ধের নেতা বলে।
কৃষ্ণা। দেখুন মেজর সাহেব, ওদের দালাল হলেও আপনি ভাল লোক, ভদ্র, সত্যবাদী। তাই বলে সার্দুলের জন্যে আপনার মাথা ব্যথা কেন? এতো ভাল কথা নয়? কী জিজ্ঞেস করছেন লক্ষ্মীকে?
লক্ষ্মী। মেজর সাহেব, ওর সঙ্গে দেখা করাতে পারবেন? দেখা হবে তো?
রেবেলো। নিশ্চয়ই। যখন খুশী।
লক্ষ্মী। মা ওর প্রাণ বাঁচাবো। আমি পারি বাঁচাতে। শুধু একটা কথা কইলেই ওর প্রাণ বেঁচে যায়।

[সে কথা যে কী তা না বললেও কৃষ্ণাবাঈ বুঝতে পারেন, সুভাষও। দুজনে উঠে দাঁড়ান]

কৃষ্ণা। [চাপা স্বরে] লক্ষ্মী, বলিসনে—

লক্ষ্মী। দাঁড়িয়ে থেকে ওকে মরতে দেব না, দেব না, দেব না,—

সুভাষ। লক্ষ্মী, বলো না—

লক্ষ্মী। তুমি তো চাইবেই ওর মৃত্যু, নইলে তোমার অধিকার খাটাবে কি করে? মেজর সাহেব—

কৃষ্ণা। লক্ষ্মী বলিস নে—

লক্ষ্মী। বন্দুকগুলো আছে—

কৃষ্ণা। লক্ষ্মী, বেইমানি—

লক্ষ্মী। শাস্ত্রীজীর ঘরে।

কৃষ্ণা। [চিৎকার করে] বেইমান।

রেবেলো। শাস্ত্রীজীর ঘরে?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, শাস্ত্রীজীর ঘরে। যাঁকে আপনারা নিরীহ পুরোহিত মনে করেন।

[নীরবতা]

রেবেলো। [কৃষ্ণাবাঈকে] প্যাঁচটা তো দারুন কষেছিলেন। শাস্ত্রীজী, সেদিন আপনি পৈতে ছুঁয়ে বললেন না, পায়রা ঘরেই দেখেছিলেন বন্দুক, আর কিছু জানেন না?

শাস্ত্রী। হ্যাঁ বলেছিলাম।

রেবেলো। আপনাদের হিন্দুধর্মটা বুঝতে পারলাম না।

শাস্ত্রী। কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে চিন্তা করলে কিসেনজী হয়তো আপনাকে কৃপা করবেন। তখন বুঝতেও পারেন। কিসেনজী যে চক্রপাণি সেটা জানতেন না?

রেবেলো। মেরে আপনার হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব।

শাস্ত্রী। আর আমি তোমায় ক্ষমা ক'রে দেব।

রেবেলো। [মাথা নীচু হয়ে যায়] গার্ড!

[শাস্ত্রীকে ধাক্কা মারতে মারতে ওঁর ঘরের দিকে নিয়ে যায় গার্ডরা ও রেবেলো]

কৃষ্ণা। লক্ষ্মী, সার্দুলের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে সার্দুলের প্রাণ বাঁচাবি?

লক্ষ্মী। স্ত্রীর কর্তব্য করলাম।

কৃষ্ণা। ওর ঘর ভেঙ্গে দিয়েছিস, বুক ভেঙ্গে দিয়েছিস। তারপর স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করছে না?

লক্ষ্মী। একটুও না। ওর সঙ্গে দেখা করতে দেবে, এই যথেষ্ট। শুধু ওকে দেখবো।

কৃষ্ণা। কোন মুখে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবি? জানিস, তোর মতন বেইমানকে ও কি বলবে? সইতে পারবি ওর অভিশাপ?

লক্ষ্মী। নিশ্চয়ই। যা ইচ্ছে বলুক। ওর গলা শুনবো। প্রাণ ভরে শুনবো।

কৃষ্ণা। [কাছে আসেন হিংস্র পদক্ষেপে] তোকে আমি···তোকে আমি···

[প্রহার করতে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন লক্ষ্মীকে, কেঁদে ফেলেন আকুল হয়ে]

এত ভালবাসিস ওকে? এ্যাঁ লক্ষ্মী? এত ভালবাসিস?

পর্দা

এগার

[মুলন্দ বন্দী শিবির। কাঁটাতারের পেছনে আবার পাথরের দেওয়াল, দুয়ের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা সেখানে উঁচু পাটাতনে হাঁটছে বন্দুকধারী গোরা সৈনিক। রেবেলো লক্ষ্মীকে নিয়ে কাঁটাতারের ওপাশে এসে দাঁড়ায়। আলো জলছে দেয়ালের ওপর, সার্চলাইট ঘুরে যাচ্ছে।]

লক্ষ্মী। কখন আনবে ওকে?

রেবেলো। খবর পাঠাচ্ছি। এখুনি আসবে। গার্ডস, ওগুলো ভেতরে আনো।

[প্রহরীরা বন্দুক, পিস্তল ও হাতবোমার গাদা ভেতরে আনে। ডেনহাম আসেন।]

এই আর্মস ধরা পড়েছে। ওয়াটার ফ্রন্টের বস্তীতে। মুলন্দ-এ জমা রাখার হুকুম হয়েছে। কোর্ট মার্শালের সামনে একজিবিট হিসাবে উপস্থিত করতে [illegible]

ডেনহাম। গুড লর্ড। মহামান্য সম্রাটের অস্ত্রাগার ফাঁক ক'রে সব যে [illegible]তে গিয়ে উঠেছিল। গুণে লিস্ট-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।

রেবেলো। দিস ইজ সার্দুল সিং'স ওয়াইফ। উনি সার্দুলকে দেখতে চান—

ডেনহাম। দেখা করার তো হুকুম নেই।

রেবেলো। আছে বই কি। দেখতে পারেন।

[কাগজ দেন, ডেনহাম টর্চ জেলে দেখেন]

ডেনহাম। হুঁ, তবু রাত বেশি হয়ে গেছে।

রেবেলো। এই পাস-এ কি দেখা করার সময় বেঁধে দেয়া আছে।

ডেনহাম। না তা অবশ্য নেই।

রেবেলো। তবে সাদ্‌র্লকে আনা হোক।

ডেনহাম। আমার মত হচ্ছে দেখাটেখাগুলো না হলেই ভাল।

রেবেলো। লেফটেনান্ট ডেনহাম, আপনার মতের কোন মূল্য আছে বলে তো মনে হয় না। ঐ কাগজের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করুন। নইলে আমি এডমিরাল র‍্যাটট্রের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হবো।

ডেনহাম। ও! ভেরি ওয়েল। [দু'পা গিয়ে] গলা তুলবেন না সহ্য করবো না।

[চলে যান]

লক্ষ্মী। কখন আনবে ওঁকে?

রেবেলো। ঐ যে আনতে গেল—এসবের লিস্টটা দেখি। নেভির লোকেরা মেলাবে। আপনারা দেখবেন কোনো ভুল না হয়।

[ডেনহাম-এর প্রবেশ। লক্ষ্মী উঠে দাঁড়ায়]

রেবেলো। কোথায়?

ডেনহাম। আসছে আসছে!······ইয়ে পোষাক পরে আসছে।

লক্ষ্মী। কেমন আছেন উনি?

রেবেলো। ভালই, ভালই। কোনো ভয় নেই।

ডেনহাম। রাইফেল চারটে, ইয়েস?

গার্ড। পিস্তল ছাব্বিশটা।

ডেনহাম। পিস্তল ছাব্বিশটা। কার্তুজ।

গার্ড। গুনতে হবে। অনেক।

ডেনহাম। গুনতে তো হবেই, নইলে কি ওজন করবে? কার্তুজ দেড় মন? গোনো। এত অস্ত্র দিনের পর দিন খাইবার থেকে পাচার হয়েছে। বৃটিশ গর্ভমেণ্ট বলেই এত সহজে পার পেয়ে গেল ওরা। আমি ফ্ল্যাগ অফিসার হলে ছাড়তাম না।

রেবেলো। আপনার ফ্লাগ অফিসার হওয়ার কোন আশাই নেই, অতএব ও ভেবে আর কি হবে?

ডেনহাম। কেন, আশা নেই কেন? বছর পনের কুড়ি বাদে? তখন বম্বের ফ্ল্যাগ অফিসার হতে বাধা কি?

রেবেলো। বাধা একটাই। তদ্দিনে ভারত স্বাধীন হয়ে যাবে। ইংরেজ ফ্ল্যাগ অফিসার আর থাকবে না।

[ডেনহাম হেসে ওঠেন]

ডেনহাম। স্বাধীন? আপনি তাহলে কিছুই জানেন না দেখছি।

রেবেলো। কী বল্‌ছেন?

ডেনহাম। নামে স্বাধীন হবে হয়তো। কিন্তু শুধু অর্থ নৈতিক দিক থেকে নয়, ফৌজ, নৌবহর, আর বিমান বাহিনীর ওপরও থাকবে আমাদের কব্জা। অলিখিত চুক্তি একটা হয়ে গেছে, জানেন? সার্দুল আসছে।

রেবেলো। সার্দুলকে নিয়ে আসছে লক্‌স্মিবাঈ।

[লক্ষ্মী উঠে দাঁড়ায়। প্রবেশ করে দুজন প্রহরী, হাতে ষ্ট্রেচার। তাতে শায়িত কম্বলে পুরো ঢাকা একটি মৃতদেহ]

ডেনহাম। এখানে রাখো।

[লক্ষ্মীর পায়ের কাছে ষ্ট্রেচার নামান হয়। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। তারপর বুকচেরা একটা আর্তনাদ করে লক্ষ্মী ভেঙে পড়ে]

রেবেলো। ইজ হি ডেড? [চিৎকার করে] ইজ হি ডেড?

ডেনহাম। ইয়েস। গ্রেপ্তারের সময় গুলি লেগেছিল। তারই ফলে আজ বিকেলের দিকে মারা গেছে প্রিজনার সার্দুল সিং।

রেবেলো। হোয়াই ডিড ইউ নট টেল মি?

ডেনহাম। কোথায় বলবো আপনাকে? এই তো এলেন।

রেবেলো। স্ত্রীর সামনে মৃতদেহ নিয়ে এলেন ?

ডেনহাম। আমি তো আনতে চাইনি, আপনিই তো জোর করলেন।

রেবেলো। মৃতদেহ এনে দিলেন লেফটেনাণ্ট ডেনহাম—

ডেনহান। ভালই হয়েছে। সাদুর্ল সিং আমায় গুলি করেছিল জানেন— এখন দৃশ্যটা উপভোগ করবো।

[লক্ষ্মী মাথার ঢাকা সরায়—তাকিয়ে থাকে সাদুর্লের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে]

রেবেলো। আমি জানতাম না লক্ষ্মীবাঈ।

গার্ড। পিস্তলের কার্তুজ—একহাজার তিনশ উনত্রিশটা—রাইফেলের টোটা আট শ পঞ্চান্নটা

ডেন। এক হাজার তিন'শ উনত্রিশ—আটশ পঞ্চান্ন—

লক্ষ্মী। মা যে বলেছিলেন—অভিশাপ দেবে— একটা কথা কও না গো শুনি।

সূত্রধার। [ধুতি পাঞ্জাবী পরা] আমাদের নাবিক জীবন ঘুচে গেছে। স্বাধীন ভারতে আমরা চাকরীর জন্যে ঘুরে বেড়াই। স্বাধীন নৌবহরে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তবে শাসকরা মনে রাখবেন, সাদুর্ল একা নয়, একা নয় খাইবার। প্রতি জাহাজেই ছিল সাদুর্লরা, প্রতি জাহাজই খাইবার, কথিকার সীমায় বাঁধবার জন্যেই শুধু এই এককেন্দ্রিক সংক্ষেপণ।

আজ আমি বাংলার এক অখ্যাত কবি, প্রণাম করি মহান বোম্বাইকে, মহান মহারাষ্ট্রকে—বড় লোকের বোম্বাইকে নয়, নয় অর্থগৃধ্নু বোম্বাইকে ;—ছোটলোকের বোম্বাই, জাহাজী বোম্বাই, ওয়াটারফ্রণ্টের সাদুর্লের, কৃষ্ণাবাইয়ের বোম্বাই তোমায় প্রণাম।

আর বলো আমাদের হে পশ্চিম প্রান্তের উন্মত্ত মশাল আবার জ্বলে উঠবে কবে নূতন বিদ্রোহের দীপ্তিতে...

—সমাপ্ত